1 36

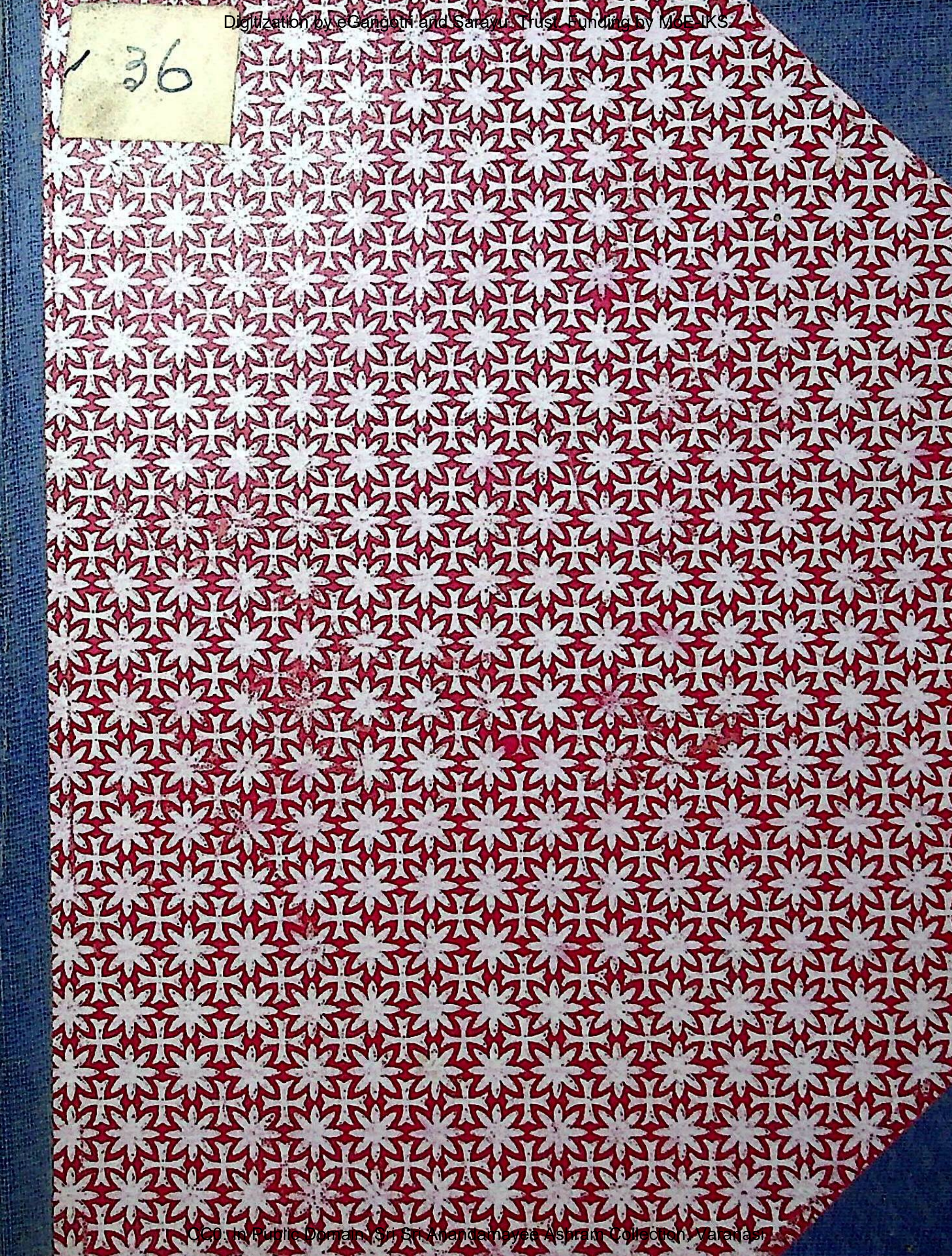

9

Ananda Varta

ENGLISH & BENGALI

श्रीश्री आनन्दमयी संघ
ॐ मा
मातृ शरणं

. XI May, 1963 No. 1

Ānanda Vārtā

A quarterly journal dealing mainly with the divine life and teaching of Shree Shree Ma Anandamayee and with other religio-philosophical topics

*

BOARD OF EDITORS

Mahamahopadhyaya Sri Gopinath Kaviraj, M. A., D. Litt.
Kumari Lalita Pathak, M. A.
Kumari Padma Misra, M. A., Acharya.
Kumari Bithika Mukerji, M. A., D. Phil.
Brahmacharini Atmananda.
Sri Sailesh Brahmachari.
Sri Amulya Kumar Dutta Gupta, M. A., B. L.
Sri K. Bose—*Managing Editor.*

*

Annual subscription (postage free) India—Rs. 5/- only
Foreign—(By Sea Mail) Rs 6/- or 10 shillings or $ 1·50
(By Air-mail)—Rs. 15/- or £ 1-5-0 or $ 3·50.

ĀNANDA VĀRTĀ

GENERAL RULES

1. The magazine is published in three separate editions—(1) Hindi-English (2) Bengali-English (3) English—in the first weeks of May, August, November and February. The year begins from May.

2. Subscriptions are always payable in advance. Foreign subscriptions may be sent either by International Money orders or Postal orders.

3. Subscriptions to be sent to :—

The General Secretary, Shree Shree Anandamayee Sangha,
Bhadaini, Varanasi, (U. P.)

4. All correspondence regarding 'Ananda Varta' should mention without fail the subscription number and be addressed to :—

The Managing Editor, "Ananda Varta", Shree Shree Ma
Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi, (U. P.)

5. Complaints about non receipt of the magazine should be sent *by the second week of the month of publication*.

6. Any change of address should be intimated to the Managing Editor at the earliest possible opportunity.

7. Subscribers are requested not to "dishonour" any issue of the magazine sent by V. P. P., as this entails a considerable loss to the Ashram fund. They may kindly inform us *beforehand* if they desire to discontinue subscribing to the magazine.

Published by Shri K. Bose, for
Shree Shree Anandamayee Sangha, Varanasi.
Printed at the Indian Press (Pvt.) Ltd., Varanasi Branch, VARANASI.

CONTENTS

Bengali Section

1. মায়ের কথা 1
2. ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা—গুরুপ্রিয়া দেবী 3
3. শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার কথা—সৎসঙ্গী 9
4. আনন্দম্—শ্রীবিভুপদ কীর্ত্তি 19
5. মাতৃ কথামৃত—নীলমণি 20
6. পুরাণের কথা—‘শৌনক’ 23
7. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—শ্রীঅমূল্যকুমার দত্ত গুপ্ত, এম. এ., বি. এল. 31
8. ভক্তের বিদায়—স্বামী শিবানন্দ গিরি 40
9. দীক্ষা লাভ—বিজন প্রভা দেবী 47

CONTENTS

English Section

1. Matri Vani 1
2. Conversations with Sri Sri Anandamayi Ma Professor B. Ganguli 3
3. Mother as seen by a Westerner—Arnaud Desjardins (Paris) 7
4. Great Thoughts 19
5. Mother Anandamayi—Sri Kamakshya Prasad Roy... 24
6. Mother's Methods—A devotee 28
7. Pages from my Diary—Gurupriya Debi ... 33
8. Matri Lila 41

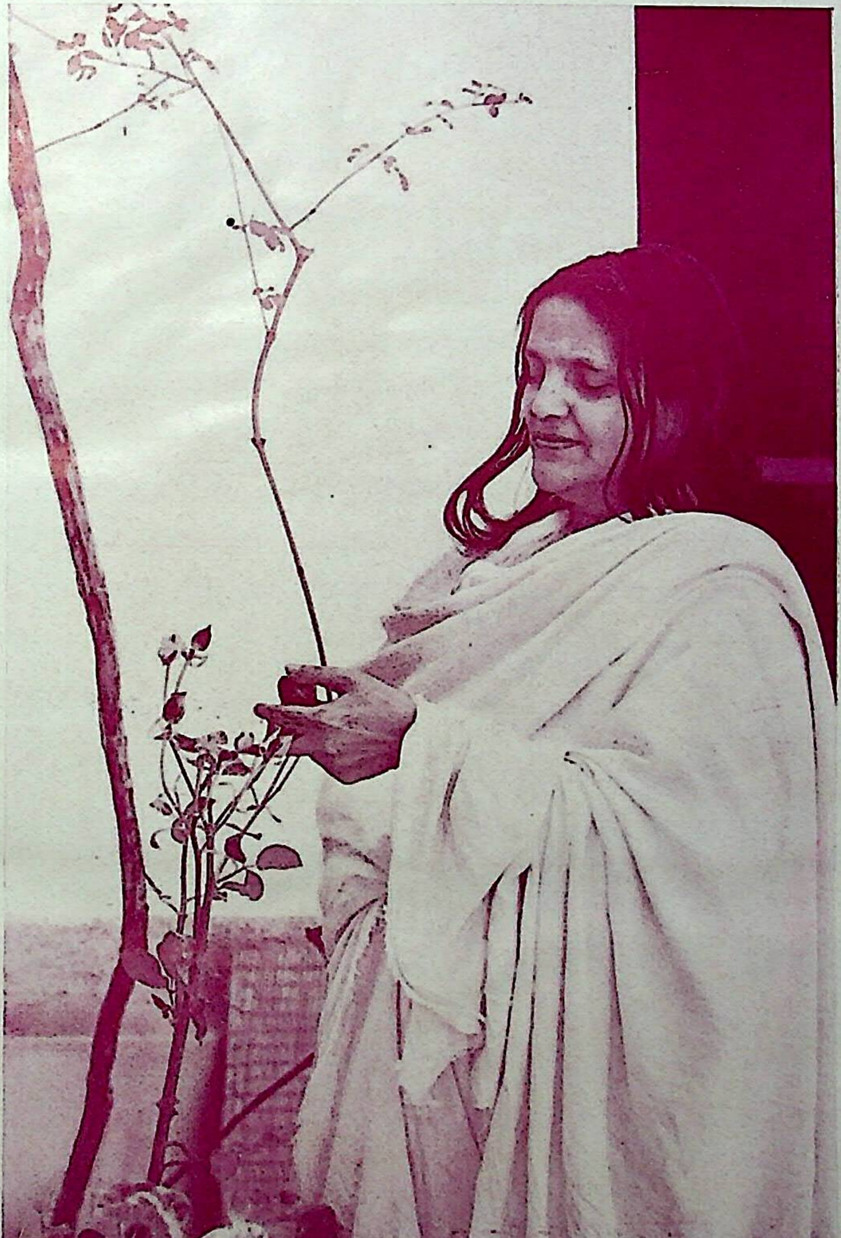

Ānanda Vārtā

"নিজেতে নিজে·নিজ প্রকাশের জন্য আপন ডাক আনন্দ।"

VOL. XI] BIRTHDAY NUMBER, MAY, 1963 [NO. 1

মায়ের কথা

"তাঁকে ডাকা, তাঁকেই পাওয়ার নিরন্তর চেষ্টা মানুষের কর্ত্তব্য। সব সময় তাঁরই কোলে, তাঁরই বুকে—'মা'—টিরই মধ্যে। মাকে পেলেই সব পাওয়া যায়।"

* * *

"শরীর সুস্থ রেখে নিজ ধ্যান জপে মনটা রেখে দেওয়ার চেষ্টা। মানুষের বিক্ষেপ আসা স্বাভাবিক। কিন্তু বিক্ষেপের স্থানটা পার করতে দ্রুতবেগে চলতে হয়। সময় চলে যাচ্ছে।"

* * *

"পারিনা বলে দূরে সরতে নেই। পারতে হবে—করতেই হবে। মানুষেরই সব সম্ভব। ভগবানের কৃপায় মনুষ্য দেহ। যদি কেহ আছড়েও পড়ে মাটীতে পড়ে থাকে না ত; আবার উঠে—দাঁড়ায়, চলে। সেই চলার গতি দ্রুত হওয়া চাই। আপনাকে পাওয়ার জন্য আপন গতিতেই চলা।"

* * *

"জীবনটা যাঁহাকে দেওয়ার জন্য এই পথে আসা তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণই স্মরণীয়। সেই জন্যই কথা বলা। তাঁহারই কথা স্মরণ, তাঁহাকেই স্মরণ—শ্রবণ।"

* * *

"যাহারা যাত্রী তাহারা সতেজ সবল অটল, সবেগ দিক নেওয়া প্রয়োজন। ছ্যাকড়া গাড়ীতে বসতে চলতে নেই। মনের সতেজ সবলতা সব সময় প্রয়োজন। নিজের জীবন নিজেই গড়তে হবে মনে রাখা।"

* * *

"সব সময় তুমি কাছেই। দুর্ব্বুদ্ধি দূর করতে হবে। তুমিই অন্তরে বাহিরে শিরায় শিরায় লতায় পাতায় বিশ্ব জগতে জগদাতীতে।"

ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা

গুরুপ্রিয়াদেবী

দিল্লী—১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১ সাল—

আজ সকালে মা হরিদ্বার হইতে এখানে আসিয়া পৌছিয়াছেন। ডালমিয়াজীর ব্যবস্থায় সহরে বিরাট ভাবে একটি উৎসব হইতেছে। শ্রীহরিবাবাজীও এখানেই আছেন। তাঁহাদের সকলের একান্ত আগ্রহে মা আসিয়াছেন। হোলি পর্য্যন্ত এখানেই থাকার কথা।

মার ঘরে আমি। দিদিমাও একটু দূরে একটা চেয়ারে বসিয়া আছেন। দিদিমার প্রসঙ্গ'ই উঠিল। মা আস্তে আস্তে আমাকে বলিতেছেন—' এতই গুপ্ত ভাবে আছে যে কাহারো কিছু জানবার বা বুঝবার উপায় নেই। এইভাবেই এদের থাকা।”

সত্যই দিদিমাকে যতই দেখা যায় ততই তাঁহার স্বভাবের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতে হয়। বাস্তবিকই এমন চরিত্র দুর্লভ। বহুলোক ইহার নিকট দীক্ষা নিতেছেন। প্রকৃত সাধুজনোচিত চরিত্র ইঁহার মধ্যে যেন স্বাভাবিক ক্রমেই আছে। সেজন্য তাঁহার কোনওরূপ চেষ্টা করিতে হয় নাই। আমিও ত আজ ৩৫ বৎসর হয় দেখিয়া আসিতেছি। ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, দ্বেষ, হিংসা ইহার মধ্যে একেবারেই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সকলের উপরেই সমান স্নেহ ও প্রীতির ভাব। কাহারো দোষ দর্শন ইহা যেন দিদিমা ভাবিতেই পারেন না। অত্যন্ত যে দোষী তাহার সম্বন্ধে কোনও আলোচনা হইলেই ইনি অমনি তাহার মধ্যে কোনও না কোনও একটা গুণ দেখাইয়া দিবেনই। অদ্ভুত এই চরিত্র! দিদিমার অবস্থা এখন যেন একেবারেই শিশুর মত হইয়া পড়িয়াছে। বয়স প্রায় ৮৬ বৎসর হইল। মাকে ছাড়িয়া থাকিতেই চান না। মা যেখানে—দিদিমাও সেখানে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। তাহাতেই তাঁহার তৃপ্তি। কেহ সে সময় খাবার জন্য ডাকিলেও বলেন—'এখন খাওয়ার ইচ্ছা নাই।'

আমরা ইহা শুনিয়া হাসিলে তিনিও শিশুর মত হাসিতে থাকেন। কোনও সময়ে হয়ত দেখা যায় মার দরজার বাহিরেই দিদিমা চুপচাপ বসিয়া আছেন। যাহারা তাঁহাকে দেখেন তাঁহারাই অবাক হইয়া যান। মার—মা'—এই অধিকারের দাবী তাঁহার মধ্যে বিন্দুমাত্র নাই। প্রায় সর্ব্বদাই তিনি সকলের পিছনে—চিনিবার উপায় নাই।

২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬১—

আজও আমরা মায়ের ঘরে কয়েক জন বসিয়া আছি। কথায় কথায় কথা উঠিল যে পূর্ব্বে এমনটা হইত যে মার হাতে যাহা কিছু থাকিত তাহা দিয়া দিলেও কাহারো যে কোনও রোগ আরোগ্য হইয়া যাইত। হয়ত হাতে ৫।৭ দিন ধরিয়া একটি তেঁতুলই রহিয়া গিয়াছে—মারও ফেলিয়া দিবার ভাব নাই। তাহাই কাহারো প্রার্থনায় হয়ত দিয়া দিলেন—রোগী ভাল হইয়া গেল।

মা এইসব কথায় একটু হাসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, কি রকমটা যেন হয়ে যেত। তার পরেই খেয়াল হল এসব একেবারে বন্ধ করে দেওয়া।”

২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১—

আজ সকালে উঠিয়াই মা বলিতেছেন—“দেখ, একটা কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।” আমি আস্তে আস্তে মাকে জানাইলাম যে কিছুক্ষণ আগেই বম্বে হইতে জরুরী খবর আসিয়াছে যে একজন পুরাতন ভক্ত হঠাৎ মারা গিয়াছেন। মা শুনিয়া বলিলেন—“তুমিত এই শরীরটার কাছে আগে কিছু বল নাই।”

২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১—

দুপুর বেলা মা হরিবাবাজীর সৎসঙ্গ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বেলা প্রায় দুইটা নাগাদ রেহানা মাঈ মার দর্শনের জন্য তাঁহার কয়েক জন ভক্তদের সঙ্গে আসিয়াছেন। সঙ্গে ৺যমুনালাল বাজাজের মেয়ে মদালসাও আছে। রেহানা মাঈর এদিকে বিশেষ নাম আছে। জাতিতে মুসলমান কিন্তু হিন্দু ভজন কীর্ত্তন ইহাঁর ছোট বেলা হইতেই বিশেষ প্রিয়। শুনিয়াছি বিবাহ সব স্থির হইয়াছিল। কিন্তু ভাবী স্বামীর পক্ষ হইতে আপত্তি হইয়াছিল যে এই সব

ভজন কীর্ত্তন আর করিতে দেওয়া হইবে না। ইহা শোনার পরই নাকি ইনি আর বিবাহ করিতে প্রস্তুত হন নাই। সাধনভজন—ভজন কীর্ত্তনেই তিনি মস্ত থাকিতেন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গেও বেশ কয়েক বৎসর ছিলেন। মার কাছে আসিয়াই মাকে একেবারে জড়াইয়া ধরিলেন মার হাত দুই খানি ধরিয়া আদরে বারবার চুম্বন করিলেন। খানিকক্ষণ মাথা নামাইয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। সঙ্গীয় একটি স্ত্রীলোককে দেখাইয়া বলিলেন—"ইহার সঙ্গে কত জন্ম জন্ম ধরিয়াই এক সঙ্গে আছি।" আর যমুনালালজীর মেয়েকে দেখাইয়া বলিলেন—"এটি আমার ভাইঝি। যমুনালাল আমাকে ভগ্নীর মতই দেখিত।"

আমরা তাঁহাকে এবং উপস্থিত সকলকেই চন্দনের ফোঁটা দিয়া দিলাম। মা একটি তুলসীর মালা লইয়া রেহানা মাঈর গলায় পরাইয়া দিতে দিতে বলিলেন—"সকলে গলায় মালা দিতেছে, আমিও এই মালাটি মাকে দিলাম।" একখানি নামাবলীও মার ইঙ্গিতে আমি তাঁহার গলায় জড়াইয়া দিলাম। মহানন্দে তিনি মার দেওয়া মালাটি নিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া মদালসা বহিন বলিল—"তুমি যে মালা নিয়া এত নড়াচাড়া করিতেছ মালার উপর সকলের দৃষ্টি পড়িবে।" মা হাসিয়া বলিলেন—"মালার উপর সকলের দৃষ্টি পড়াইত ভাল। সকলেরই মালা নিবার ইচ্ছা হইবে।" এই কথায় সকলে হাসিয়া উঠিল। রেহানা মাঈ বলিলেন—"মা, আমার খুবই ইচ্ছা ছিল মার নিকট হইতে একটু কিছু জিনিষ নিব। আজ তাহা পূর্ণ হইল।"

মার কথায় পুষ্প গান ধরিল। গান থামিলে মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"মায়ের এবার গানের রাস্তা খুলিয়া দেওয়া হইল।" খুব আনন্দে হাততালি দিয়া মা বলিয়া উঠিলেন—"মা, মা! এবার বাঁশরী সুনুঙ্গী।" শোনা গিয়াছিল রেহানা মাঈ বাঁশীর আওয়াজ গলার স্বর দিয়া খুব সুন্দর ভাবে করিতে পারেন। মার কথায় তিনি গান ধরিলেন—

"বাঁশরী সুনুঙ্গী ম্যায় তো
জানে নহী দুঙ্গী……"

গানের সঙ্গে-সঙ্গে এমন মধুর বাঁশীর আওয়াজ গলা দিয়া করিতে লাগিলেন যে সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

এইভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। রেহানা মাঈ যাইবার অনুমতি চাহিতেই মা বলিলেন—"আসিবার কথা এই শরীর বলিয়াছে, যাওয়ার কথা বলিবেনা।" রেহানা মাঈ হাসিয়া বলিলেন—"এখন কি করি?" আরও একটু সময় বসিয়া পরে বলিলেন—"যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না। কিন্তু তবু যাইতে হইবে। এবার আর তোমার অনুমতি চাহিব না। মনটাত তোমার কাছেই।" যেখানে বসিয়া আছেন সেই স্থানটি দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"এই স্থানটায় যেন কি আছে! আটকাইয়া রাখিয়া দেয়!" সকলেই হাসিতে যোগ দিলেন।

একটা কি কথায় মা বেশ শিশুর মত বলিয়া উঠিলেন—"এইকথা আমি মার মুখে শুনিব।" রেহানা মাঈ বলিলেন—"আমি মার কাছে কিছু বলিব না। অবশ্য অপর স্থানে হইলে আমিও কত কথা বলি কত উপদেশ দেই।"

বিদায়ের সময় পুনরায় তিনি মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"পেট যেন ভরিতেছে না।" মা সিঁড়ির নিকটে গিয়া তাঁহাদের বিদায় দিলেন। বারবার তিনি মার দিকে তাকাইয়া প্রণাম করিতেছেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। মা ঘরে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পর রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদজীর ছেলে মার দর্শনের জন্য আসিলেন। মার সঙ্গে অনেকক্ষণ একান্তে কথা বলিলেন। বিষয় বস্তু প্রাইভেট ছিল।

২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১—

রাত্রে সুইজারল্যাণ্ডের রাজদূত ডাঃ কুটা এবং পাকিস্তানের হাই কমিশনার মিঃ ব্রোহী একত্রে মার দর্শনের জন্য আসিলেন। ডাঃ কুটার সহিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও দ্বৈতবাদ লইয়া প্রায় ঘণ্টাখানেক আলোচনা হইল। মার সঙ্গে কথা বলিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ডাঃ কুটা নিজেও দর্শন শাস্ত্রে ডক্টরেট। মিঃ ব্রোহীর মার সঙ্গে একান্তে কিছু কথা ছিল। কিন্তু সুযোগের অভাবে আজ আর তাহা হইল না। আবার আসিবেন বলিয়া গেলেন।

১লা মার্চ্চ, ১৯৬১—

আজ বিকালে পাকিস্তানের হাই কমিশনার ব্রোহী সাহেব মার জন্য ড্রাইভারের হাতে একটি বড় ফুলের তোড়া পাঠাইয়া দিয়াছেন।

সকালে সৎসঙ্গ হইতে ফেরার পথে শ্রীহরিবাবাজীর সহিত মাকে শ্রীযুক্ত জয়দয়াল ডালমিয়ার বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে মা ও মাহাত্মাদের অভ্যর্থনার জন্য ল'নে খুব সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মার সঙ্গীয় সাধু ব্রহ্মচারীদের সকলের জন্য একখানি গরম চাদর পাঠাইয়া দিলেন।

শ্রীযুক্ত ডালমিয়াজীর বাড়ী হইতে ফিরিবার পথে মাকে কিছু সময়ের জন্য পান্নালালজীর জামাতা রামেশ্বর ভাইর * বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল। মাকে সেখানে সুন্দর মত আরতি করা হইল।

২রা মার্চ্চ, ১৯৬১—

আজ হোলির উৎসব। গতকাল রাত্রি হইতে অখণ্ড নামযজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। সন্ধ্যার পর Chief Commissioner শ্রীযুক্ত ভগবান সহায় সস্ত্রীক মার দর্শনের জন্য আসিলেন। কীর্ত্তনেও প্রায় এক ঘণ্টার উপর বসিয়া ছিলেন।

রাত্রি সাড়ে নয়টায় মিঃ ব্রোহী স্ত্রীকে লইয়া মার দর্শনের জন্য আসিলেন। মার সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলার ইচ্ছা তাই তাঁহাদের সোজা মার ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। মা ঘরেই ছিলেন। মাকে দেখিয়া খুবই প্রীত হইয়াছেন বারবার সেই কথাই প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পাকিস্তানে করাচীতে তিনি একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁর একান্ত অনুরোধে তাঁহাকে এখানে হাই কমিশনার হইয়া আসিতে হইয়াছিল। খুবই আদর্শবাদী লোক—উদার মত। মাকে বলিলেন তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল দুইটি দেশের মধ্যে এবং দুই দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করা। কিন্তু তাঁহার সেই স্বপ্ন যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। চতুর্দ্দিকে শুধু ভেদাভেদ, দ্বেষ, পরস্পর বিবাদই দেখা যায়। এই সব বিষয়ে মার সঙ্গে একান্তে কিছু কিছু কথা হইল। তাহা সব প্রকাশ করা সঙ্গত নয়।

---

* শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সহায়—উত্তর প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব Chief Conservetor of Forests—বর্ত্তমানে Railway Board এর member.

আধ্যাত্মিক দিকেও ভদ্রলোকের বেশ একটা আকর্ষণ রুচি আছে দেখা গেল। দশটা পর্য্যন্ত তাঁহার সময় ছিল। উঠিবার পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে তিনি মার সম্মুখে একটু ধ্যানে বসিবার অনুমতি চাহিলেন। বাতি নিবাইয়া দেওয়া হইল তাঁহার অনুরোধেই। কিন্তু অদ্ভুত এই যে পাঁচ মিনিটের পরিবর্ত্তে প্রায় এক ঘণ্টার উপর হইয়া গেল। নিশ্চল ভাবে আসন করিয়া তিনি চক্ষু বুঝিয়া বসিয়া আছেন। উঠিবার কোনও লক্ষণই নাই। বাহিরে আরও অনেকেই মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। প্রায় এগারটার পর তিনি ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া বাতি জ্বালাইতে বলিলেন। শ্রীমান পান্নু দোভাষীর কাজ করিতেছিল। মাকে জানাইতে বলিলেন যে আজ তিনি এই অল্প সময় টুকুর মধ্যে যে অপূর্ব্ব আনন্দ ও শান্তি পাইয়াছেন তাহা পূর্ব্বে আর কখনও পান নাই। মাকে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করায় মা তাঁহাকে দিনে অন্তত ১৫ মিনিট সময় ধ্যানের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে বলিলেন। মিঃ ব্রোহীও খুব আনন্দ সহকারে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে মার নির্দ্দেশ তিনি অবশ্যই পালন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। সুযোগ হইলে পুনরায় মার দর্শনের জন্য আসিবেন বলিয়া গেলেন। তাঁহার গম্ভীর স্বভাব ও আধ্যাত্মিক রুচির প্রকাশ দেখিয়া অনেকেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

আজই বিকালে ৺যমুনালালজীর ছেলে শ্রীকমলনয়ন বাজাজ (ইনি পার্লামেণ্টের সদস্য), ভগ্নী মদালসা বহিন এবং তাহার স্বামী শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ নারায়ণ (কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী) এবং শ্রীযুক্ত শিবদত্ত উপাধ্যায়জী প্রভৃতি একত্রে মার দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও মার সঙ্গে কিছু সময় কথাবার্ত্তা বলিয়া খুবই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। ৺যমুনালাল বাজাজ মাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। সেইজন্য তাঁহার স্ত্রী, পুত্র কন্যা সকলের সহিতই আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। তাঁহারাও সকলে মাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন।

শ্রীশ্রী দুর্গাপূজার কথা

সৎ-সঙ্গী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মহাষ্টমীর দিন রক্তবর্ণ বেনারসী ও সোনার মুকুটে মাকে সাজান হইয়াছে। সুন্দর প্রভাত, প্রস্ফুটিত শতদল পদ্মের মত পূজার মণ্ডপ। হিরণ্ময়ী জননী রক্ত বসনে স্বর্ণমুকুটে ভূষিতা হইয়া পদ্মবর্ণ জ্যোতির মণ্ডলে প্রেমের আসনে আসিয়া বসিলেন। এই মধুর প্রভাতে জননীর কুসুম কোমল চরণ যুগল, হৃদয়-কমলে ধারণ করিতে কার না আকাঙ্ক্ষা জাগে ?

মধুর কণ্ঠে গান চলিতেছে;—

তোমার দুটী রাঙা চরণ,
আজ প্রভাতে বুকের মাঝে
করিনু বরণ, করিনু বরণ—

বিবিধ অর্ঘ্য উপচারে বাদ্য সহকারে দেবীর পূজা আরম্ভ হইল। শুচি-স্নাত ভক্তগণ মায়ের চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করিবার জন্য পূজার মণ্ডপে অপেক্ষা করিতেছেন। সকলেই আকুল মায়ের পূজার জন্য। সকলেই অপেক্ষা করিতেছেন কতক্ষণে অন্যের পূজা সমাপ্ত হয়। কেহবা পুষ্পমাল্যে, কেহবা নববস্ত্রে, কেহবা বিবিধ ভোগ সামগ্রী দিয়া মায়ের পূজা করিতেছেন। কেহ মাকে শাখা পরাইলেন, কেহবা মায়ের পদ্ম হস্তে প্রস্ফুটিত কমল অর্পণ করিলেন। কেহবা মাকে দিব্য আভরণে চন্দন কুমকুমে ভূষিত করিলেন। ওদিকে দেবীর পাদপদ্মে পুরোহিত—"কাত্যায়িন্যৈ নমঃ, দুর্গায়ৈ নমঃ"—মন্ত্রে অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছেন। ঋষির মন্ত্রে দেবীর পূজা, আর ভক্তের অন্তর মন্থন করিয়া ভাববাক্যে মায়ের পূজা, —এই উভয় পূজার দ্বৈত সুর-সংযোজনায় সৃষ্টি হইয়াছে একটি মধুর ঐক্যতান— সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর ভক্তিরসের এক অপূর্ব পরিপূর্ণতা। পূজার অন্তে অঞ্জলি

প্রদান, পরে দেবীর ও মাতৃচরণে সকলে প্রণাম নিবেদন করিলেন। আজও মা পূজার প্রসাদ ফল ইত্যাদি সহস্তে বিতরণ করিলেন।

সন্ধ্যার অনুষ্ঠান গুলিও একে একে সুন্দর মত সমাপ্ত হইল। রাত্রের মৌনান্তে অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্তী মহাশয় ভাষণ আরম্ভ করিলেন। ভিতরের প্যাণ্ডেলটি লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। তিল ধারণের স্থান নাই। ত্রিপুরারীদা বলিতেছেন—কাল এই মাতৃ ধর্ম চক্রে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, কর্মেই যদি সব তবে কৃপার প্রয়োজন কোথায়? এক সময় ভরদ্বাজ মুনি মহর্ষি ভৃগুকে এবং যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন। মহর্ষি ভৃগু ও পিতামহ ভীষ্মের উপদেশ হইতে আমরা জানিতে পারি যে কর্ম ও তাহার বিধানকে কেহই অতিক্রম করিতে পারেনা। কর্ম ও কর্তার নিত্য সম্বন্ধ। পূর্বকৃত কর্ম অবশ্য কর্তার অনুগমন করিবে যেমন গাভীর বৎস্য অতি অনায়াসেই তাহার মাকে চিনিয়া লয়। ছায়া কায়ার মত কর্ম ও কর্মফল কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকেনা। কর্মের ফল অবশ্য গ্রহণ করিতেই হইবে। এখন প্রশ্ন হইল প্রকৃত কর্ম কি? শাস্ত্রে বহু কর্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। সত্য উপলব্ধির জন্য যে কর্ম, মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য যে কর্ম, তাহাই প্রকৃত কর্ম। তাই ভৃগু এবং যুধিষ্ঠির উভয়েই বলিলেন;—ধর্ম কর্মের দ্বারা জীবনকে সুন্দর কর, মোক্ষের চেষ্টা কর। ইহাই প্রকৃত সত্য, যাহা সত্য তাহাই প্রকাশ এবং তাহাই সুখ। বিদ্যা কর্ম এবং পূর্ব সংস্কার দ্বারা আমাদের ভাগ্য সর্বদা নিয়ন্ত্রিত। কর্মবাদের সহিত জন্মান্তর বাদ অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। অর্জ্জুনের মনেও একসময় এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল জীব মোক্ষমার্গে বিচরণ করিয়া পূর্ণকাম না হইলে তাহার কর্মের বিলুপ্তি ঘটে কি? ভগবান অর্জ্জুনকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন বিনাশ বলিয়া কোন কথা বিশ্ব বিধাতার অভিধানে নাই। মানুষ প্রযত্ন করিয়া অকৃতকার্য্য হয়মাত্র, ব্যর্থতার কারণ আসুরী শক্তির প্রাধান্য। গীতার ১৬ অধ্যায়ে এবং সপ্তশতী চণ্ডীর অসুর নিধনে এই আসুরী শক্তি এবং দৈবী শক্তির সংঘর্ষ অতি সুন্দর ভাবে দেখান হইয়াছে। তাই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন, তুমি দৈবী শক্তিতে বলিয়ান, তুমি কল্যাণ কর্ম কর। কল্যাণ কর্মের দ্বারা জীবনের অগ্রগতির পথ সুগম হয়। পরে

"অনেক জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্" শুধু কল্যাণ কর্মের দ্বারাই দূরাচারী পাপমুক্ত হইয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে বহু আছে। অনুতাপে পাপক্ষয় হয়। পাপক্ষয় অন্তে শুচিশুদ্ধ জীবন যাপন করিয়া তীর্থসেবা, সাধুসঙ্গে ভগবৎ-ভজন করিয়া অনেকেই মুক্ত হইয়াছেন। নিজ নিজ প্রচেষ্টায় আমরা যদি মাকে জানিতে পারি, পরমপুরুষ পরমতত্ত্ব মাকে জানিলে আমাদের আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবেনা। পরমাত্মার সাক্ষাৎ হইলে হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হয় সকল, সংশয়ের নাশ হয়, কর্মসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যতে সর্বসংশয়া
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মানি তস্মিন দৃষ্টে পারাবারে"।

মুণ্ডক ২।২।১০

এর জন্য মানুষকে ব্যাকুল হতে হবে, মার চরণে আশ্রয় নিতে হবে, কেমন করে তার দর্শন পাওয়া যায়, সেই প্রশ্ন করতে হবে। ধর্মভাবে কল্যাণ কর্মে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। ইহাই প্রকৃত কর্ম। অহেতুকী কৃপায়ও মোক্ষ লাভ করা যায়। প্রত্যক্ষ দৃষ্টি বা Direct vision এর কথা উপনিষদে আছে সে দৃষ্টির কথা মা জানেন। এ কথা মা কেমন করে জানেন জানিনা। আমি বিশ্বাস করি মা সমস্তই জানেন।

ত্রিপুরারীদা। কেমন বল্লাম মা?

মা। চমৎকার—অমূল্য চমৎকার বল্লেও বলা হয় না।

ত্রিপুরারীদা। এখন তুমি বল অহৈতুকী কৃপা কি?

মা। বাচ্চাকেত কিছু শিখাও নি বাবা!

ত্রিপুরারীদা। সে দোষ ত্রুটি না হয় স্বীকার করেই নিলাম, এখন বল অহৈতুকী কৃপা কি?

মা। বাবা। শিশুকে সুস্থ রাখবার জন্য তাকে যত্ন কর কেন? এটা স্বভাব, না করে পারা যায় না। জীবতো বন্ধনে আছে। সবচেয়ে বড় হেতু হচ্ছে নিজেকে পওয়ার দিকটা। হেতুটা কার? তোমারই হেতু, তোমারই অহেতু। যে যে লাইনে থাক সাধনায় ক্রিয়ায় তাকেই চাওয়া হচ্ছে। সমুদ্র স্নানে current

এ পড়লে আর ফেরা যায় না। সাধনার স্রোতে পড়লে প্রশ্ন থাকে না। শিশু কিন্তু তাকে ঠিক ঠিক চাইতে পারে না। তাই অহৈতুকী সেবা দিয়ে, স্নেহ যত্ন দিয়ে তাকে গড়ে তোলা হয়। যাহা আছে ভাণ্ডে তাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে। অহৈতুকীর একটা স্থান আছে বাবা, তাকে বাদ দিলে চলবে না। এটা তাঁর স্বভাব, তাঁর স্বভাবেরই এই প্রকাশ। আর কর্ম্মের অতীতের কথা যদি বল যে কর্ম্ম করলে দুর্গতি হবে না, তাই করা। তুমিই তোমাকে বন্ধনে রেখেছ—সেই বন্ধন মুক্তির জন্যই কর্ম্ম। কল্যাণ কর্ম্মই ত সাধনা। সাধন অর্থাৎ স্বধন প্রাপ্তির চেষ্টা।

এবার শুনা গিয়াছে একটা গল্প—যেমনটি শোনা, তেমনটি বলা। মায়ের এই কাহিনীটি সংক্ষেপে দেওয়া হইল। অযোধ্যার এক রাজা, পরোপকারই তাঁর স্বভাব, ঋষি তুল্য এক ব্যক্তি তাঁর কাছে প্রার্থনা করায়, তাকে রাজত্ব দান করে একটি ঘটী নিয়ে তপস্বীর বেশে বেরিয়ে যান। কিছু দূরে একটি কূপ, তাতে জল তুলতে গিয়ে তিনি চারটি প্রাণীকে কূপের মধ্যে দেখ্‌লেন। সিংহ, বানর, সাপ ও একটি মানুষ। সকলেরই প্রার্থনা, "আমাদের বাচাও।" রাজা প্রথম সিংহকে উঠালেন। সিংহ তার জীবন দাতাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বল্ল যে সে বোম্বের নিকটে এক জঙ্গলে থাকে সেখানে গিয়ে রাজা খোজ করলেই তার দেখা পাবেন। সিংহ চলে গেল, যাবার সময় রাজাকে বলে গেল, "মানুষটিকে তুলো না।" পরে সাপকে আর বানরকেও তিনি কূপ থেকে উঠালেন। এরা দুজনেই সিংহের মতই রাজাকে মানুষটীকে তুলতে নিষেধ করে। সাপ যাবার আগে প্রাণদাতাকে বলে গেল বিপদে স্মরণ মাত্রই সে উপস্থিত হবে। বানর বলে গেল সে দণ্ডকারণ্য বাসী, তার জীবনদাতা যেন দয়া করে তার সাথে কখনও দেখা করেন তা হলে সে তার প্রত্যুপকার ও সাধ্যমত সেবার চেষ্টা করবে। মানুষটি বোল্ল, "তুমি জন্তু জানোয়ারদের প্রাণ বাঁচালে আর আমাকে বাঁচাবে না?" পরোপকারী রাজা তাকেও তুললেন। মানুষটি বলে গেল যে সে উদয়পুরের রাজার স্বর্ণকার, জীবনদাতা যদি দয়া করে তার ওখানে পদার্পণ করেন, সেও তার সাধ্যমত সেব যত্ন করবে—সেও অকৃতজ্ঞ নয়। বোম্বাই-এর জঙ্গলে রাজার সিংহের সাথে দেখা।

সিংহ দিল তাকে একটি বহুমূল্য রত্নহার। জীবন দাতাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চিহ্ন স্বরূপ সামান্য উপহার। রাজার কিন্তু রত্নহারের কোন প্রয়োজন নাই। প্রেমের দানকে তিনিত অস্বীকার করতে পারেন না। তিনি হার নিয়ে এলেন উদয়পুরে রাজস্বর্ণকারের কাছে। তাকে দিলেন হারটি। স্বর্ণকারটি ছিল অত্যন্ত লোভী আর অকৃতজ্ঞ। সোনার হারটি দেখে বুঝল যে হারটি তার নিজের হাতে গড়া এবং এটি সে গড়িয়েছিল উদয়পুরের রাজ কুমারের জন্য। রাজকুমার শিকার খেলতে মারা যায়, তার রত্নহারের আর সন্ধান পাওয়া যায় না। উদয়পুরের রাজপুত্রের রত্নহারের জন্য এবং তার হত্যার অনুসন্ধান জন্য প্রচুর পারিতোষিক এক সময় ঘোষণা করা হয়। স্বর্ণকার চক্রান্তকরে তার জীবন দাতাকে রাজপুত্রের হত্যাকারী বলে ধরিয়ে দিল। পরোপকারী রাজার উপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হ'ল। বধ্যভূমিতে এসে তিনি সাপকে স্মরণ করলে সাপ তাকে একটি মন্ত্র শিখিয়ে বলে গেল "উদয়পুরের রাজাকে আমি দংশন কোরব তুমি এই মন্ত্রে তাকে বাঁচিয়ে দিও, এতে তোমার রাজার সাথে পরিচয় হবে। রাজা সব শুনে নিশ্চয় স্বর্ণকারকে দণ্ডিত করবেন।" সাপের কথামত ঘটনাগুলি ঘট্‌ল। উদয়পুরের রাজার সঙ্গে হল পরোপকারী রাজার বন্ধুত্ব। স্বর্ণকারের চক্রান্ত সব প্রকাশ হয়ে গেল, রাজা দিলেন তাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ। স্বর্ণকারকে পুনরায় বিপদ মুক্ত করে তাকে প্রচুর পারিতোষিকের ব্যবস্থা করে পরোপকারী রাজা বিদায় নিলেন উদয়পুর থেকে। তিনি বুঝলেন প্রথম তিনটি জীব কেন তাকে এই মানুষটি তুলতে নিষেধ করেছিল।

পুনরায় দণ্ডকারণ্যে বানরের সাথে হয় রাজার সক্ষাৎ। বানর জীবনদাতার দর্শনে খুবই আনন্দিত। সে তার সাধ্যমত স্বাগত সৎকার করে রাজাকে একটি ফল দান করল—ফলটি ছিল অমৃত ফল। রাজার চিন্তা ফলটি কাকে দেওয়া যায় তার মনে এল সেই ঋষির কথা, যাকে তিনি রাজ্য সম্পদ দান করেছিলেন। এফল যে খাবে সে অমর হবে। রাজা এসে ঋষিকে এই ফলটি দান করলেন। ঋষি বল্লেন, একা অমর হয়ে তার কি লাভ? তার মহিষীর জন্য আর একটি ফল হলে তিনি ঐ ফল গ্রহণ করতে পারেন। রাজা ঋষিকে নিয়ে বানরের কাছে উপস্থিত, যদি আর একটি ফল পাওয়া যায়। বানর জানায়, 'মহাবীর দান

করেছিলেন তাকে এই ফল। চল্লেন তারা বানরকে নিয়ে মহাবীরের কাছে। সব শুনে মহাবীর বল্লেন, যে এফল ত তার নিজের নয়, এতো ভগবান শঙ্করের দান। এখন বানর, রাজা, ঋষি ও হনুমানজী এলেন ভগবান শঙ্করের কাছে, জানালেন একটি অমৃত ফলের প্রার্থনা। শঙ্কর বললেন ফলদাতা স্বয়ং বিষ্ণু—এফল পেতে হ'লে বিষ্ণুর কাছে তাদের যেতে হবে। এদের প্রার্থনায় শঙ্কর সকলকে নিয়ে বৈকুণ্ঠে এলেন আর একটি অমৃত ফল প্রাপ্তির আশায়। ভগবান বিষ্ণু কিন্তু এদের নিরাশ করে দিলেন। তিনি বল্লেন তাঁর আর এই ফল দান কোরবার সামর্থ্য নাই কারণ সমস্ত ফলের বাগিচাই তিনি ইতিপূর্ব্বে দান করে ফেলেছেন। অনুসন্ধানে জানা গেল পরোপকার গুণে মুগ্ধ হয়ে বিষ্ণু দান করেছেন প্রার্থী রাজাকেই এই ফলের বাগিচা। যে ঋষিতুল্য ব্যক্তিকে, রাজা রাজত্ব দান করেছিলেন, তিনি ছিলেন একজন ছদ্মবেশী মহাত্মা—রাজাকে পরীক্ষা করছিলেন মাত্র। রাজাকে তিনি ফিরিয়ে দিলেন তার রাজত্ব। "এক পরোপকার গুণেই রাজত্ব, অমৃত ফলের বাগিচা, মহাবীর, মহাদেবের দর্শন, বৈকুণ্ঠ লাভ সমস্তই সম্ভব হ'ল। দেখলেত বাবা। পরোপকার গুণেই বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি। তুমি যা করবে তার ফল থেকেই যাবে।"

মা বুঝাইয়া দিলেন, কল্যাণ কর্ম্মেই জীবের প্রকৃত কল্যাণ। রাত্র এখন ১২টা হইবে। মা উঠিবেন। একটু নাম ও প্রণাম মন্ত্র পাঠ হইল। মা উঠিয়া বিশ্রামে গেলেন।

আজ নবমী তিথি। দেবীপুজার অন্তিম দিবস। দেবীর পূজা আরম্ভ হইয়াছে। পুরোহিত দেবীর স্নানের মন্ত্র পাঠ করিতেছেন, শিশির বারি, সমুদ্র বারি সর্বতীর্থ উদকে আরও বহুবিধ পবিত্র সলিলে দেবীর স্নান হইতেছে। দেবীর এই স্নান সমারোহকে মহা স্নান বলা হয়। ভক্তি সমুদ্র মন্থিত সুধারাশি বিন্দু বিন্দু আহরণ করিয়া ঋষির এই স্নানের মন্ত্র, সেই হৃদয় গলান মহামন্ত্রে দেবীর শ্রীপাদ পদ্ম বিধৌত করা হইতেছে। এই সময় মা ও গিরিমহারাজ আসিয়া পূজার মণ্ডপে আসন গ্রহণ করিলেন। মায়ের পরিধানে রক্তবর্ণ বেনারসী, চূড়া কেশ ঈষৎ হেলান, মস্তকে সোনার মুকুট। ব্যাকুল কণ্ঠের গানে তখন

ভাসিতেছে—এই মধুর প্রার্থনা—'জ্যোতিসে জ্যোতি মিলায়ে দে মা'। বেদের ঋষিও একদিন এই জ্যোতির সন্ধানে আকুলভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন "তমসো মা জ্যোতির্গময়।" মায়ের অঙ্গজ্যোতিকেই কেন্দ্র করিয়া যেন সমস্ত বিশ্ব জগৎ জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিয়াছে। আনন্দ পুলকে মত্ত হইয়া সকলেই জ্যোতির্ময়ী দেবীর ও মায়ের পূজা দেখিতেছেন। জ্যোতির্ময়ী জগজ্জননী একদিন 'গৌরী দেহা' হইবেন ঋষি কি এ বাণী আমাদের শুনান নাই? পূজার অন্তে আরতি অঞ্জলি প্রদান পরে দর্পন বিসর্জ্জন হইল। মা আজও স্বহস্তে সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিলেন।

মধ্যাহ্নের এবং সন্ধ্যার অনুষ্ঠানগুলিও একে একে সমাপ্ত হইল। রাত্রে ত্রিপুরারীদা তাঁহার ভাষণে বলিলেনঃ—মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হইতেছে ভগবৎ প্রাপ্তি—ইহাই জীবের প্রকৃত পুরুষার্থ! মাও বলেন জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। বহুবাক্যে বহুমন্ত্রে বেদ উপনিষদ এই পরম সম্পদ এই পরম আনন্দের কথা আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। অব্যক্তের বিরাট প্লাবন মানুষ হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে চায় তাই ঋষির প্রার্থনা 'আবিরাধর্ম এধি', হে অনন্ত তুমি আমাতে প্রকাশিত হও। কিন্তু এই প্রকাশের পথে মানুষের অশেষ বাধা। বিদ্যা এবং অবিদ্যা অত্যন্ত বিরুদ্ধ পথগামী। জীব অবিদ্যাকে ত্যাগ করিয়া বিদ্যাকে গ্রহণ করিতে চায় তাই ঈশোপনিষদের ঋষি বলিলেন,—

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে॥

হে পূষণ দূর কর সেই আবরণ আচ্ছাদন,—দেখাও তোমার সত্য স্বরূপটি। মৈত্রেয়ী বলিয়াছিলেন,—'যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্', যাহার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হইবে না তা আমি চাহি না। উপকরণের আবর্জ্জনায় আমরা জীবনের দুর্গকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। উপকরণ, বস্তু, পিণ্ড, বাড়ী, গাড়ী—এ অনিত্য—ইহাই আমাদের আনন্দ জ্যোতিকে স্তিমিত করিয়া ফেলিয়াছে। উপনিষদের ঋষি তাই বারবার বলিয়াছেন লৌকিক ধর্ম্মকে অতিক্রম করাই জীবনের উদ্দেশ্য। মোক্ষ মার্গ গ্রহণ কর। মার কাছে আত্মসমর্পণ কর। ইহাই তোমার পরম পুরুষার্থ।

মার সামনে বলিতে ভয় হয়। কোথায় ভূল হইতেছে। আশাকরি করুণাময়ী মা যাহা ভাল তাহাই গ্রহণ করিবেন। করুণাময়ী জননীকে প্রণাম। তাঁর চরণে প্রার্থনা উপনিষদের সাম্যবুদ্ধিকে আমরা যেন শুভবুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি।

ভাষণান্তে ত্রিপুরারীদা মাকে বলিতেছেন, "আমার মনে হয়, মা, অন্যের চেয়ে তোমার কাছে একটু বেশী কৃপা পাই"।

মা। এ শরীরের কথা বাদ দেও—এক আত্মাইত!—ভাবেইত লাভ। ছোট্ট মেয়েটা বাবাকে একটু বেশী আদর করে, এই তো ?

ত্রিপুরারীদা। হেতু আছে এর একটা ?

মা।—যেখানে আপেক্ষিক সেইখানে হেতু। নিরপেক্ষ হওয়া চাই। স্বয়ং যেখানে প্রকাশ, সেখানে হেতু, অহেতু, ব্যবহার, অব্যবহার, প্রাপ্ত অপ্রাপ্তের প্রশ্নই নাই। কী চমৎকার—একমাত্র তৎ—ব্রহ্মানন্দ—নিরপেক্ষ। এই তো বল্লে না যতক্ষণ উপকরণ বুদ্ধি ততক্ষণ সন্ধান কোথায় ? তোমরা বলনা বাক্য মনের অতীত। আর নিজের আবরণ নিজেইত। আবরণ সর্লে একই আছে, তারই প্রকাশ তাতে। কী সুন্দর! তোমরা লেখা পড়া শিখে বল অর্থ—অনর্থ। যদি পুরুষার্থ বল তবে আত্মপ্রকাশের দিকটাই গ্রহণীয়। মা, বাবা, বন্ধুরা সব এখানে তাই সব বলা যায়।

প্রশস্তি বন্দন শেষ হইলে মা বিশ্রাম গেলেন।

৯ই অক্টোবর। মাকে বিজয়ার প্রণাম জানাইতে বহুলোক সমাগম হইয়াছে। মা একটু বেলায় উঠিয়া প্যাণ্ডেলে আসিয়া বসিলেন। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ সুখেন্দুদাও আসিয়াছেন। সকলে মাকে প্রাণ ভরিয়া প্রণাম করিতেছেন। সুখেন্দুদা মাকে ২।১ খানা গান শুনাইয়া প্রার্থনা করিলেন, "আমরা মার গান শুনব"। মাও শরতের উদাসী মধ্যাহ্নকে রাম নামে এমন মধুর ভাবে মাতাইয়া তুলিলেন যে সকলেই হৃদয় দিয়া অনুভব করিতেছেন নাম নামী অভিন্ন। মার এদিনের রাম নাম কীর্তনের তুলনা হয় না।

দেবীর দশমীর ভোগে রেখাদিদের পারিবারিক নিয়ম সালু সাপলা খেসারীর ডাল ভোগ দেওয়া। আজকের ভোগ রান্না বিমলাদি ও হেমিদি করিয়াছেন। মা ভোগে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "এদের বংশে ভগবতীকে আজ বুঝি এই সব ভোগ দেওয়া হয়?" "চমৎকার রাঁধছস্ ত"। মা রান্নার খুব প্রশংসা করিলেন। মায়ের তৃপ্তিতেই দেবীর তৃপ্তি।

মাতৃ বিদায়ের বিরহ ব্যথায় আজ এ বাড়ীর ইট পাথর বৃক্ষগুলি যেন হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, "যাসনে মা ফিরে, যাসনে জননী, ধরি দুটী রাঙা পায়"। কিন্তু মাতো যাইবেন। মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ। দেবীর বরণ আরম্ভ হইয়াছে। গত পাচ শত বৎসর প্রতি বিজয়ার বিদায় ব্যাথা সহন করিয়া যাহারা পুরুষানুক্রমে দেবীকে বিদায় দিয়াছেন আজ তাহারা হৃদয়ের গভীর কাতরতা লইয়া দেবীকে ও মাকে "পুনরাগমনায় চ" মাগো বৎসরান্তে আবার আসিও—বলিয়া বিদায় বরণ করিতে গিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। দেবীর বরণ শেষ হইয়াছে প্রতিমাও বিসর্জনের জন্য লইয়া যাওয়া হইয়াছে। মা এখন যাত্রা করিবেন। গাড়ী প্রস্তুত। অপরাহ্নের রৌদ্রে, বিকালের দীর্ঘছায়ায় কী যেন এক গভীর বিষাদ। মা থাকিবেন না, মা যাইবেন। বিদায়ের পূর্বে পুজার মন্দিরে পরিবারের সকলে মিলিয়া মাকে লইয়া ফটো তুলিলেন—এই অক্ষয় আনন্দটুকু স্মৃতির ভাণ্ডারে জীবন্ত করিয়া রাখিবেন। সকলেই মাকে প্রণাম করিয়া সজল চক্ষে রুদ্ধ কণ্ঠে দাড়াইয়া মায়ের বিদায় দৃশ্য দেখিতেছেন। সত্য নারায়ণের পূজা আরম্ভ হইলেই মা যাত্রা করিবেন। মা যাত্রার পূর্বে রেখাকে আদর করিয়া বলিতেছেন "সত্য নারায়ণ পিলা, ঘরে তিনি রইলেন" এই বলিয়া অতসী বরণ সাড়ী খানা পরণ হইতে রেখার হাতে দিলেন। মধুর স্বরে বলিলেন, "কাপড় খানা রেখে দে রেখা"। সত্য নারায়ণ পূজা আরম্ভ হইল, মাও গাড়ীতে উঠিলেন।

আজ রেখার মৃত স্বামার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। চিন্ময়ী মৃন্ময়ী জননীকে সে অন্তর অগ্নিতে গলাইয়া মিলাইয়া মিশাইয়া এক আকার করিয়া আপন হৃদয়

রত্ন বেদীতে বসাইয়াছে। তাহাদের পাঁচ শত বৎসরের দুর্গাপূজা আজ অক্ষয় ভাবে সার্থক হইয়াছে।—এই সফলতা, এই আনন্দ, এই মঙ্গল আশীর্ব্বাদ এত মায়েরই দান। "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" রূপে যেথার হৃদয় পদ্মে মাই বিরাজ করিতেছেন।

যে অন্তরে মাকে দেখে, সেকি আর হাসি কান্নার সংসারে কোন রাস্তা দিয়া মার গাড়ী কখন চলিয়া যায় সে খবর রাখিতে পারে?

আনন্দম্

শ্রীবিভুপদ কীর্ত্তি

সে কি শুধু আমি তোমারে ডেকেছি, ভাই –
সে কি শুধু আমি হাত পেতে থাকি বলে,
করুণায় তুমি ধরিয়াছ মোর হাত
মমতা তোমার জেগেছে এ আঁখিজলে ?

ভিক্ষাই সুধু দাও তুমি ভিখারীরে—
কাঙাল যে আসে দ্বারে তব ফিরে ফিরে
যতনে তাহার শূন্য পাত্র ভরি
অশ্রু মুছাও তব কৃপা অঞ্চলে ?

কিছু নাই মোর। তবু ভিক্ষুক নহি—
হাত বাড়ায়েছি ভিক্ষা চাহিতে নয়।
পরশ করিতে চেয়েছি তোমার হাত
কণিকা প্রসাদ চাহি না, মমতাময় !

চাও বা না চাও, এইটুকু মোর সব
একান্ত পুঁজি, সমগ্র অনুভব
দিতে আসিয়াছি, দেওয়া হবে যেই শেষ
খালি হাতে আমি চুপিচুপি যাব চলে ॥

মাতৃ-কথামৃত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নীলমণি

স্থানঃ রাঁচি আশ্রম **কালঃ ২৩।১০।৬২**

প্রঃ। (শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ রায়) ঃ—মা, যে দরজা ভেঙ্গেও ঢুকতে পারলো না বা নিজেকেও দরজার বাইরে ভেঙ্গে ফেলতে পারলো না, তার কাছে কি মা দরজা খুলে বেরিয়ে আসবেন না ?

উঃ। আসেন তো।

প্রঃ। তা হলে যার পুরুষকার দ্বারাও হলো না, বা যার surender (আত্মসমর্পণ) ও সম্ভব হলো না, এমন লোকের নিরাশ হবার কারণ নেই ?

উঃ। না। নিরাশ হওয়া তো তাঁর জন্যই। তাঁকে না পাওয়ার বেদনা, তাঁকে পাচ্ছি না এই নৈরাশ্যই তাঁর কাছে পৌঁছে দেবে।

প্রঃ। আমরা মার কাছে এসেছি, না, মা আমাদের কাছে এসেছেন ?

উঃ (মা কালীর মূর্ত্তির দিকে হাত দেখিয়ে) মা আসেন। তিনিই আবার টেনে নেন তো। যেখানে আসা যাওয়া আছে, সেখানে দুইই। আবার আসা যাওয়ার পারেও তো আছে।

প্রঃ। আজ এই কথাই মনে হচ্ছে সবার বেশী করে, যদিও বা অষ্টগ্রহের হাত থেকে রক্ষা পেলাম, কিন্তু এটম্ বোমের হাতে বাঁচি কি করে ?

উঃ। এবার তিনি এটম্‌বোম্‌রূপেই এসেছেন। তাঁর শরণাগতি নাও। এই যে অষ্টগ্রহ বলে হৈ চৈ চলছিল, তাতে অনেক যায়গায় ভগবানের নাম করা হোয়ে গেল। ভালই তো।

প্রঃ। প্রশ্ন নয়, আপনার কাছে নিবেদন। জীবনে প্রতি পদে মিথ্যা ও অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে মানুষ স্বভাব ধর্ম্ম বাঁচে কি কোরে ? সমাজ ও

রাষ্ট্রে এমন একটা অবস্থায় আমরা পড়েছি যেখানে আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রতিদিন সংসার করতে প্রত্যেককেই সমান আপোষ করে চলতে হয়; যদিও সে জানে যে তার ধর্ম্মরক্ষা হলো না। প্রতিটি মানুষের আজ এই বেদনা।

উঃ। ঐ বেদনাই থাকা চাই। যেখানে বেদনা আছে সেখানে সত্যই এসে সত্যকে রক্ষা করবে।

প্রঃ। শুধু ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলছি না, সমগ্রের কথা বলছি।

উঃ। বেদনা যদি বিরাট্ করে হয় তবে তার প্রকাশও তেমনি হবে।

স্থানঃ রাঁচী আশ্রম **কালঃ ২৬।১০।৬২**

প্রঃ। (শ্রীরায়)ঃ—প্রতিটি কপর্দ্দকের হিসাব করে না চললে জীবন বাঁচে না। আবার সম্পূর্ণ বেহিসাবী না হলে প্রাণ বাঁচে না। এ যেন জীবন রাখতে প্রাণ যায়, নয়তো প্রাণ রাখতে জীবন যায়।

উঃ। তুমি এক কাজ কর বাবা। তুমি হিসাব রাখার কথা ছেড়ে দাও। তুমি ঐ দিকেই চল। হিসাব দরকার হয় আর কেউ এসে রাখবে। মা কালীর এত হিসাব কে রাখছে?

স্থানঃ রাঁচী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম **কালঃ ২৯।১০।৬২**
সন্ধ্যা ৬টা

প্রঃ (শ্রীজানকীপ্রসাদ)ঃ—অরবিন্দ পাঠচক্রের ৭ বছর আগে আনন্দময়ী মায়ের কোলে জন্ম। এখন অষ্টম বছরে পড়েছে। মা এসেছেন অষ্টম বছরে উপনয়ন দীক্ষা দিতে। তাই না?

উঃ। এই শরীর বাবার ছোট্ট মেয়েটি। সে আর কি বলবে? অষ্টম বছর কেন? জন্মের আগে পরে সদা সর্ব্বদা যার কাছে তার কাছে আর ছাড়াছাড়ি কি? এখন তখন কি?

প্রঃ। মা, থামলেন কেন?

স্থানঃ রঁাচী আশ্রম
কালঃ ২৯।১০।৬২
রাত ৯টা

প্রঃ। আত্মবিলোপ কি নিজেকে মুছে ফেলা? অহংবোধ নাশ করা? আম-মোক্তার মাকে দেওয়া ?

উঃ। দেওয়া বোধ থাকলে মোছা হোলো না। মোছা আপনি হয়ে যায়। মোছা নিজেকে না—নিজের বাসনাকে, অহংকে। মনো রাজ্যে থাকলে মোছা হয় না, মোছা যায় না। মন দিয়ে বিচার চলতে পারে। সদিচ্ছা জাগ্রত হবার চেষ্টা হতে পারে। মনের অতীতে গিয়ে মোছা হয়। মনের কিন্তু অনন্ত স্তর আছে। কোনও স্তরে গিয়ে তাঁর উদয়ের আভাস। আবার, মনটাও যে তিনি; কাকে সরাবে, কাকে মুছবে? মনের রাজ্যে করার দিক। আর মনের উপরে হওয়ার দিক। মুছবে কাকে? কে কা'কে মোছে? মোছা না—পাওয়া—তাঁকে পাওয়া। যতক্ষণ তিনি প্রকাশ না হন ততক্ষণ মোছার চেষ্টা। মোছা মানে বাদ দিয়ে যাওয়া—নেতিবাদ। কেননা অনিত্যকে, বিনাশ-শীলকে বাদ দেওয়া। মনের অতীত রাজ্যে তুমি সর্ব্বরূপে। নিত্যই কি, অনিত্যই কি, সব তিনিই। মনের রাজ্যে মেনে চলা। আপেক্ষিক সুখ। নিরপেক্ষ সুখ নয়। আপেক্ষিক সুখ যেখানে, দুঃখও সেখানে থাকে পাশাপাশি। নিরপেক্ষ সুখই ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দ কি? তুমিই। একটা দিকে, তুমি, তুমি। আর একটা দিকে তুমিও যা আমিও তা। যা কিছু মনে আসে মুছে ফেলি। তারপর তিনি প্রকাশিত হবেন তুমিরূপে—আত্মারূপে। চলতে হয় প্রথমে মন নিয়ে—অমন হবার জন্য, আত্মন্ হবার জন্য, বোধের জন্য।

পুরাণের কথা

'শৌনক'

পুরাণ মঙ্গল কথা অমৃত সমান।
মহা সুখে পান করে যত পুণ্যবান॥

তপের তেজ

তুমুল সংগ্রাম চ'লে দেবাসুরের মধ্যে। ছলে-বলে আর রণচাতুর্য্যে বলীয়ান এবার দানবের দল। তাই তা'দের কোনমতেই পরাস্ত করতে পারছেন না দেবতাবৃন্দ। বৃত্রাসুরের সুযোগ্য নেতৃত্বে দানবদের বিজয়ভেরীর নিনাদ স্বর্গপুরীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিধ্বনিত; দেবাধ্যুষিত অমরাবতী আজ অসুর কবলিত; অমরগণের বিলাসভূমি নন্দন-কানন দৈত্যদের উন্মাদ প্রমোদ কোলাহলে মুখরিত। ইন্দ্র-বরুণ, সোম-সূর্য্য, অগ্নি-মরুৎ সকলেই পরাজয়ের গ্লানিতে ম্রিয়মাণ, লজ্জায় আনতশির। সুরগুরু বৃহস্পতির বিচক্ষণ বুদ্ধির অপ্রতিহত গতিও যেন আজ কুণ্ঠিত—স্থগিত। প্রিয় স্বর্গরাজ্য হ'তে বিতাড়িত, পরাভবের বেদনায় কাতর—অসহায় দেবগণ তাই চতুরানন বিশ্বস্রষ্টা পিতামহের শরণে এসেছেন। নতমস্তকে শ্রদ্ধা জানিয়ে নিজেদের চরম বিপর্য্যয়ের কথা নিবেদন ক'রলেন আর প্রার্থনা জানালেন এমন কোন অস্ত্রের সন্ধান বলে দেবার জন্যে—যাতে তাদের বিজয় হ'বে সুনিশ্চিত।

পিতামহ ব্রহ্মাজী সস্নেহে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লেন—"দেবগণ! অস্থির হ'বার কিছুই নেই। ধীর স্থির ভাবে কার্য্যসাধনে যত্ন করো। তবে আমি তো ধাতুনির্ম্মিত এমন কোন অস্ত্র দেখি না যার সফল প্রয়োগ প্রচণ্ডবলশালী অসুরদের ওপর করা যেতে পারে। তবে তপঃ ও ত্যাগের দ্বারা নির্ম্মিত অস্ত্রের চামৎকারিক প্রভাব ও মারণ ধর্ম্মের কাছে কোন ধাতব অস্ত্র দাঁড়াতে পারে না। তোমরা যদি

কোন তপস্বীর অস্থির দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করতে পারো তবে সেই হ'বে তোমাদের অসুর নিধনের অমোঘ অস্ত্র। যাও পুরুষকারের দ্বারা তার অনুসন্ধান করো।

দিকে দিকে তেত্রিশ কোটি দেবতা ছড়িয়ে পড়েন। গিরিগুহায় কাননে-তপোবনে গহ্বরে আর অরণ্যে সর্ব্বত্র চ'লে সেই দুর্লভ তপস্বী সাধকের অনলস অন্বেষণ—যাঁর তপের তেজের মধ্যে লুকিয়ে আছে অমরাবতীবাসিদের চির সাধের বিজয় লক্ষ্মী।

সরস্বতীর তীর, শ্যামল বনচ্ছায়ে ঢাকা এক মুনির আশ্রম। দেবতারা থম্‌কে দাঁড়ালেন। দৃষ্টি পড়লো—অদূরে ধ্যানাসনে বসা এক তপস্বী সাধকের ওপর। সুদীর্ঘকাল কঠিন তপশ্চর্য্যার প্রভাবে তপঃক্লিষ্ট কৃশতনু অথচ অমিত তেজঃপুঞ্জে বিচ্ছুরিত তাঁর অঙ্গলাবণ্য—স্নিগ্ধ জ্যোতিতে ভরা মুখকান্তি দীপ্তির মহিমায় সমোজ্জ্বল চোখ দুটি অর্দ্ধনিমীলিত।

ধ্যান ভঙ্গ হোলো। মুনি দেবতাদের স্মিতহাস্যে আমন্ত্রণ জানালেন।

এর পরের ইতিকথা সংক্ষিপ্ত।

দেবতাদের আবেদনে, ত্রিলোকের কল্যানের জন্য মহাতপা দধীচি মুনি স্বেচ্ছায় পরমানন্দে দিলেন আত্মাহুতি। নির্ম্মিত হ'ল বজ্র। বৃত্রাসুর করলেন মরণ-বরণ; বিপুল অসুর সেনানীর হ'ল চরম পরাজয়। দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র হ'ল সেই থেকে শ্রেষ্ঠ আয়ুধ।

বিজয়োল্লাসে মগ্ন দেবতারা। চারিদিকে দুন্দুভির বাদ্য পারিজাতের ছড়াছড়ি আর উচ্চ হাসির ফোয়ারার মধ্যে কার যেন মেঘগম্ভীর স্বর শোনা গেল। সুরগুরু বৃহস্পতি বলে চ'লেছেন—"প্রিয় দেবগণ! বিজয়োল্লাসের জৌলুসে আর আনন্দে মত্ত হয়ে ভুলে যেও না যে বিজয়ের স্থায়িত্ব সদা শক্তির ওপরই নির্ভরশীল। আর সেই শক্তি আয়ুধের মধ্যে বাস করে না। তার নিবাসভূমি আত্মার অন্তঃস্থলে। তপস্যার অনলে ত্যাগের ইন্ধনে ফুটে ওঠে তার চিরোজ্জ্বল শুদ্ধ স্বচ্ছ বিকশিত রূপ। তীব্র বৈরাগ্য আর নিরন্তর অভ্যাসের মাধ্যমে করা যায় তাকে আয়ত্তাধীন। যদি তোমরা সদৈব অপরাজিত থাকতে চাও তবে তপঃ ও ত্যাগের দ্বারা আত্মশক্তি সঞ্চিত করো। এতে যদি প্রমাদ ঘটে তবে বৃত্রাসুরের

পুনরাবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। দধীচিমুনির অস্থির ভিক্ষার অস্ত্রে কতদিন চলবে? তোমাদের প্রত্যেককে তপঃ ত্যাগ ও আত্মশক্তির সঞ্চয়ের দ্বারা বজ্রদেহী হ'তে হ'বে। তবেই বিজয়লক্ষ্মী হবেন সদা সুপ্রসন্না—স্বর্ণপুরী হবে তোমাদের চিরকালের আবাসভূমি।"

দেবতারা সুরগুরুর উপদেশ মন দিয়ে শুনেছিলেন।

* * *

ধ্যানযোগীর কর্ত্তব্য

পর দিন সায়ংকালে মহর্ষি কৃষ্ণদৈপায়ন ব্যাসদেবের শ্রীচরণে প্রণতি জ্ঞাপন করে শুকদেব কৃতাঞ্জলিপুটে প্রশ্ন করলেন,—"পিতঃ! কল্য আপনার শ্রীমুখ হ'তে ধ্যানযোগের অভ্যাসে রত যোগীদের করনীয় সম্বন্ধে মধুর সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করবার সৌভাগ্য হ'য়েছিল। ধ্যানযোগে পরিপক্কতা লাভের জন্য যে সব প্রাথমিক ক্রিয়াদি সাধকের একান্ত অনুকূল বলে আপনার নিকট প্রতিভাত হয় সেই বিষয়ে আজ যদি কিছু বলেন তো খুবই উপকৃত হই।"

মহর্ষি—"বলছি, একান্তচিত্তে অবধারণ কোরো।

ছিন্নদোষো মুনির্যোগান্ যুক্তো যুঞ্জীত দ্বাদশ।
দেশকর্ম্মানুরাগার্থানুপায়াপায়নিশ্চয়ৈ।
শ্চক্ষুরাহারসংহারৈর্মনসাদর্শনেন চ॥

ধ্যানযোগে পরিপক্কতালাভেচ্ছুক সমাহিত মুনির উচিৎ চিত্তের সকল প্রকার রাগদ্বেষাদি মলকে দূরীভূত ক'রে ধ্যানযোগেতে একান্ত সহায়তাকারক—দেশ, কর্ম্ম, অনুরাগ, অর্থ, উপায়, অপায়, নিশ্চয়, চক্ষুস্ আহার, সংহার, মন ও দর্শন এই দ্বাদশটি গৌণ যোগের আশ্রয় নেওয়া। আমার অনুভব মত ইহাদের সম্যক অনুশীলন এবং অভ্যাস ব্যতিরেকে ধ্যানযোগে সফল হওয়া সম্ভবপর নহে।"

"পিতঃ! আমি অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি বালক। পূর্ব্বকথিত ঐ দ্বাদশ গৌণ যোগের সম্বন্ধে আর একটু আলোকপাত করুন।"

"ধ্যানযোগী সাধকের প্রথম কর্ত্তব্য সাধনোপযোগী স্থান নির্ব্বাচন। এই স্থান পবিত্র, নির্জ্জন এবং সমভূ হওয়া চাই। মনোনুকূল এবং স্বাস্থ্যকরও হওয়া প্রয়োজন। নির্জ্জন গিরিগুহা নদীতীর অথবা ঐ জাতীয় অন্য কোন উচিৎ স্থান-নির্ব্বাচনকে দেশযোগ ব'লে জানবে।"

"আহার, বিহার, সকল প্রকার চেষ্টা, শোয়া ও জাগা সর্ব্বদাই পরিমিত ও নিয়মানুকূল হওয়া প্রয়োজন। ইহারই নাম কর্ম্মযোগ।"

"পরম প্রিয় পরমাত্মা এবং তাঁর সাক্ষাৎকারের জন্য সাধনায় যে তীব্র অনুরাগ তাকেই অনুরাগ যোগ বলে মনে রেখো।"

"কেবলমাত্র অত্যাবশ্যক সামগ্রীর সঞ্চয়কে অর্থযোগ বলে।"

"ধ্যানোপযোগী আসনে দীর্ঘসময় অনড় অচল ভাবে বসার নাম উপায়যোগ।"

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বিষয় এবং আত্মীয় কুটুম্ব হ'তে আসক্তি ও মমতাবুদ্ধি নির্ম্মুল ভাবে ছিন্ন করে নেওয়ার নাম অপায়যোগ।

গুরু এবং বেদশাস্ত্রের ওপর বিশ্বাসের নাম নিশ্রয়যোগ।

চক্ষুকে নাসিকাগ্রে স্থির রাখবার প্রচেষ্টাকে চক্ষুর্যোগ বলে।

শুদ্ধ ও সাত্ত্বিক আহারের নাম আহার যোগ।

বিষয়ের দিকে মনের এবং ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে প্রতিহত করাকে সংহার যোগ বলে জানবে। ইহার অভ্যাস দৃঢ়তার সহিত করবে।

মনকে সংকল্প ও বিকল্প রহিত ক'রে একাগ্র করার প্রচেষ্টা মনযোগ নামে অভিহিত হয়।

জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি, হর্ষ-শোক ইত্যাদিকে মহান্ দুঃখের এবং দোষের আকর মনে ক'রে বৈরাগ্য পূর্ব্বক সকল বস্তু এবং বিষয়কে দেখার নাম দর্শন যোগ।

অতি সংক্ষেপে সূত্ররূপে তোমার কাছে এই দ্বাদশ যোগের বর্ণনা করলাম। এ অতি গোপনীয় বিদ্যা। যারা ধ্যানযোগের দ্বারা পরমানন্দ পদ লাভ করতে ইচ্ছুক তাদের এই সব যোগগুলির নিরন্তর অভ্যাস করা অতি প্রয়োজন। ইহারাই ধ্যানযোগরূপী সৌধের সোপানাবলী। শ্রদ্ধা-বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে সর্ব্বদাই ইহাদের অনুশীলন করিও। আশীর্ব্বাদ করি তোমার সিদ্ধির পথ প্রশস্ত হোক।”

শুকদেব পিতার চরণে গদ্‌গদচিত্তে প্রণাম করে আশির্ব্বাদ গ্রহণ করলেন।

* * *

অর্জ্জুনের বীরত্ব !

অনেক দিন হয় কুরুক্ষেত্রের মহাসমর সমাপ্ত হয়েছে। পাণ্ডবশিরোমণি ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে অধিরূঢ়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রস্থান করেছেন। দীর্ঘদিন হয়ে গেল প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। তাই মহারাজ যুধিষ্ঠির ব্যাকুল হয়ে শ্রীকৃষ্ণের কুশল সংবাদ আনবার জন্য প্রিয় অনুজ অর্জ্জুনকে আদেশ দিলেন। ভ্রাতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লালসায় উৎফুল্লহৃদয়ে দ্বারকার প্রতি প্রস্থান করলেন তৃতীয় পাণ্ডব।

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন মিলনদৃশ্য দ্বারকাবাসিদের হৃদয় পটে এক মধুময় জীবন্ত আলেখ্যরূপে অংকিত হয়ে গেল চিরতরে। মিলনগীতি—আনন্দে আর হাসিতে সখায় সখায় বেশ কিছু কাল কেটে গেল, এবার বিদায়ের দিন শীতের সন্ধ্যার মত এগিয়ে এল, কিন্তু একি ! একদিন সায়ংকালের আবছা আলোতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে একান্তে ডেকে বল্লেন—“হে প্রাণসখে ! পার্থ !! তুমি চিরকালই আমার একান্ত অনুগত ভক্ত' ধীর স্থির—উচ্চরাজ কুল ভূষণ ক্ষত্রিয় সন্তান। তোমাকে আজ আমার এক মর্ম্মন্তুদ কথা শোনাতে হ'বে। আশা করি বিচলিত হ'য়ে তুমি আমার আদেশের অবহেলা করবে না।”

“শিষ্টের পালন আর দুষ্টের দমনের কাজ সমাপ্ত প্রায়, তোমার প্রাণের প্রাণ প্রিয়সুহৃৎ কৃষ্ণ শীঘ্রই এখান থেকে সদলে প্রভাস তীর্থে গমন করবে। সেখানে এক তুচ্ছ ব্যাধের বাণের আঘাতছলে সংবরণ করবে এই লীলাতনু। যদুবংশীয়েরা মুনির শাপে স্বয়ং হ’রে ধ্বংসপ্রাপ্ত। আর দ্বারকাপুরী ত্যাগ করার সপ্তদিনের মধ্যে সমুদ্র গ্রাস করে নেবে একে। কিন্তু আমার অন্তঃপুরবাসিনী এই মহিষীরা এরা ফুলের মতো সুন্দর ও নিষ্পাপ নিরপরাধিনী—এদের সযত্নে ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়ে যাবার ভার আমি তোমার ওপর সঁপে দিতে চাই।”

ওকি! তোমার চোখের কোণে অশ্রুর উদয় কেন? বুঝেছি সখে! বুঝেছি, কিন্তু উপায় নেই বন্ধু! এই কঠোর কর্ত্তব্য গাণ্ডীবধারী ছাড়া আর কে পালন করতে পারে। এসো কাছে এসো, দুঃখ কোরো না। মনে রেখো তোমার সখা চিরদিনই তোমার কাছে তোমার পাশে।”

পরের দিন মহিষীদের নিয়ে প্রস্থান করেন ইন্দ্রপ্রস্থের উদেশ্য। মন প্রাণ কিন্তু পড়ে রইলো দ্বারকায় আর প্রভাসতীর্থে। একদিকে প্রিয়জনের চিরবিচ্ছেদের অসহ্য বেদনায় ভরা অন্তঃস্থল অন্যদিকে কঠোর কর্ত্তব্য পালনের দুরন্ত ইঙ্গিত। এগিয়ে চলেন সজলনয়নে কুন্তীপুত্র—অনন্যোপায়!

অর্জ্জুন চলেন। কতো নগর কতো গ্রাম কতো পত্তন কতো প্রান্তর—অরণ্য বনস্থলী একের পর এক নির্বিঘ্নে অতিক্রমণ করে চলেন। রাজমহিষীদের রক্ষণাবেক্ষণের ও সেবা যত্নের ত্রুটী করেন না।

ইন্দ্রপ্রস্থ আর খুব বেশী দূরে নয়। সামনে এক বিশাল গভীর বনানী—তার পরেই মথুরানগরী আর এর পরেই ইন্দ্রপ্রস্থের সীমানা। পথশ্রমে শ্রান্ত যাত্রিগণ এরই এক প্রান্তদেশে আজকের মতন বিশ্রাম—শিবির স্থাপন করলেন। সন্ধ্যা হয় হয়। পশ্চিমাকাশ রক্তরাঙা। দিনমণি অস্তাচল চূড়াচুম্বি।

ওকি? চারিদিকে থেকে কিসের একটা সম্মিলিত বিকট চিৎকার যেন এগিয়ে আসছে। ঐযে! ঐযে!! একদল গোপডাকাত তাদের শিবির আক্রমণ করেছে। হাতে তাদের তীর ধনুক আর বল্লম বর্শা।

চকিতের মধ্যে অর্জ্জুন স্থির করে ফেলেন কর্ত্তব্য। হুংকার দিয়ে তুলে নিলেন শরাসন, অজেয় গাণ্ডীবে দিলেন প্রলয়ংকারী যুদ্ধোন্মাদনার টংকার। শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারার ন্যায় করলেন অসংখ্য অস্ত্রের অজস্র বর্ষণ গোপডাকাতদের ওপর।

কিন্তু একি হোলো ?. গোপেরা যে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা পত্নীদের হরণ করে নিয়ে গেল। অর্জ্জুনের অস্ত্র শস্ত্র-পরাক্রম সব যে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'ল। হায়! হায়!! করে গাণ্ডীব ছেড়ে অর্জ্জুন বসে পড়েন বিজন বনোদেশে। বুদ্ধিও যেন লোপ পেয়েছে। মাথাটা ভীষণ ভাবে ঘুরছে। যার প্রতাপে ইন্দ্রাসন টলমল; যার অতুল শৌর্য্যের পরিচয় পেয়েছে মহাভারতের রথী মহারথী গণ আজ সামান্য গোপদের হাতে হীনভাবে তার পরাজয় বরণ। তার সেই বল আজ কোথায় গেল ? আর ভাবতে পারছেন না।

অর্জ্জুন মূর্চ্ছিতপ্রায়! সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, চারিদিকে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে পৃথিবী নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে।

মোহমূর্চ্ছা ভেঙ্গে গেল। এক মেঘগম্ভীর স্বরে "হে সব্যসাচে! হে পার্থ!!"—আকাশবাণী শোনাগেল "ওঠো—বিমর্ষ ত্যাগ করো। যে অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা এক্ষুণি তোমার সামনে ঘটে গেল তার জন্য কিছুমাত্র চিন্তা কোরো না—কোনো উদ্বেগ প্রকাশ কোরো না। এও আমারই লীলামাত্র। সারা সংসার জানে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের তুমিই প্রধান নায়ক। হায় রে ভুলোমনা মানব! আসলে যুদ্ধতো আমিই করেছি—তোমরা সকলে তো আমার হাতের পুতুল মাত্র। ভুলে যেওনা গীতার কথা—"নিহতাঃ পূর্ব্বমেব'''নিমিত্তমাত্রং ভব স্বব্যসাচিন্" আমার বলে বলীয়ান হয়েই তুমি হয়েছো মহাভারতের অজেয় বীর পরেছো মাথায় শৌর্য্যের পরমোজ্জ্বল মুকুটমণি। আজ তোমার অশ্বের বল্গা ধরে আমি নেই তাই তোমার এই অভূপূর্ব্ব পরাজয় বরণ, তোমার অন্তরস্থলে নিজের বীরত্বের জন্য যে গর্ব্ব ধীরে ধীরে তোমার অজ্ঞাতসারে বিরাট অসুরের ন্যায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিলো—তারই খর্ব্বের জন্য আজ আমার এই লীলার প্রয়োজন। শুধু তুমি কেন—সকল মানবের মধ্যে আমিই বিরাজমান অন্তরাত্মারূপে। আমার

বলেই বলীয়ান সকল প্রাণী। আমি সকলের অন্তরের জীবনদেবতা। জীবনের বন্ধুর পথে যে আমাকে হেয় করে—অবমাননা করে, নিজের অহংকে বড় করে দেখে তার হয় চরম বিপর্য্যয়। আর আমাকে যে জীবনরথের সারথ্য দেয় সে হয় আমার পরম প্রিয় আর অন্তে পায় পরমপদ চির শান্তির ধাম। তুমি আমার প্রাণের প্রিয় তাই তোমাকে দিয়ে জগতে এই লীলা প্রকাশিলাম। ওঠো! ইন্দ্রপ্রস্থের প্রতি প্রস্থানের উদ্যোগ করো। মহারাজ যুধিষ্ঠির ব্যাকুলভাবে তোমার পথ চেয়ে বসে আছেন।”

অর্জ্জুন বার বার সখার উদ্দেশ্য প্রণতি জানিয়ে ক্লান্তমনে ইন্দ্রপ্রস্থের পথে পা বাড়ালেন।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীঅমূল্য কুমার দত্ত গুপ্ত এম-এ, বি-এল,

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৩৫২ সনের জন্মোৎসবে শ্রীশ্রীমায়ের ঢাকা আগমন

১০ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫২ সন (ইং ২৪।৫।৪৫) শ্রীশ্রীমা ঢাকা আসিয়া পৌছিয়াছেন। প্রায় ৪ বৎসর পরে মা ঢাকা আসিলেন। ইতিমধ্যে বাংলা দেশের উপর দিয়া কত যে বিপদ এবং অশান্তির ঝড় বহিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষে বাংলার লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনাস্ত হইয়াছে। সেই সময়কার দৃশ্য মনে হইলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। সেই সময় শ্রীশ্রীমা বাংলা দেশে ছিলেন না। কিন্তু বাংলার যে সর্ব্বনাশ হইবে তাহা নাকি ভক্তদের বলিয়াছিলেন। শুনিলাম মা নাকি আরও বলিয়াছেন যে ভারতের সুদিন আসিতেছে। বাংলার সর্ব্বনাশ নিজ চক্ষে দেখিলাম। সুদিন দেখিব কি না তাহা মা-ই জানেন।

যাহা হউক এখন দুই মুষ্ঠি অন্ন পাইলেও অন্যান্য অশান্তি বাংলা দেশ জুড়িয়া আছে শূন্য উদরের সঙ্গে বস্ত্রাভাব আসিয়া জুটিয়াছে। প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা এবং মহামারীত লাগিয়াই আছে। কাজেই লোকের 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' ডাক শেষ হইতেছে না। এ হেন সময়ে শ্রীশ্রীমা ঢাকা আসিতেছেন শুনিয়া ঘন বিষাদের মধ্যেও মায়ের ভক্তগণের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছে। মা নবদ্বীপ আসিয়াছেন এ খবর পূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম। তবে তিনি যে কবে ঢাকা পৌছিবেন সে খবর আমাদের কাহারও জানা ছিল না।

আমার বন্ধুবর মনমোহন ঘোষের পুত্র শ্রীমান্ সরোজের নিকট আমি শ্রীশ্রীমায়ের ঢাকা আগমন সংবাদ প্রথমে পাই। সংবাদ পাইয়াই তাড়াতাড়ি আশ্রম অভিমুখে রওনা হইলাম। পথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান বন্ধুবর মনোরঞ্জন রায়কে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলাম। পথে আমার আত্মীয় শ্রীমান্ যতীনের সঙ্গেও দেখা হইয়াছিল। সে সেইমাত্র ঢাকা পৌঁছিয়াছে। পরে শুনিলাম শ্রীশ্রীমা তাহার সেলুনেই নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকা আসিয়াছেন। তাহাকে চা খাইতে বাসায় পাঠাইয়া দিয়া আমি আশ্রমে চলিলাম।

আশ্রমে পৌঁছিয়া প্রথমে খুকুনী দিদির সঙ্গে দেখা হইল। দিদিকে প্রণাম করিতেই দিদি বলিলেন, "মা পঞ্চবটীতে আছেন।" পঞ্চবটীতে গিয়া দেখি শ্রীশ্রীমা বেদীর উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার কাছে অনেক স্ত্রীলোক। মা হাসিমুখে তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "আজ যে আমরা ঢাকা আসিব তাহা কি অনুমানও করিতে পার নাই ?" আমি প্রণাম করিয়া বলিলাম, "মা, তুমি যে অনুমানের বাহিরে।" মা হাসিয়া উঠিলেন।

একটু পরেই শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের স্ত্রী আসিলেন। তিনি হাসিয়া মাকে বলিলেন, "মা এখন আমাদের সাহস বাড়িয়াছে। চারিদিকে সৈন্য থাকিলেও বাসা হইতে একাই হাটিয়া তোমার কাছে আসিয়াছি।"

মা। এরূপ সাহস করা ভাল নয়। তিনি কখন কিরূপে আসিয়া দেখা দেন তাহা বলা যায় না। যদিও সকলই তাঁহার মূর্ত্তি তবুও কখন কি মূর্ত্তিতে তিনি কি কার্য্য করিবেন তাহাত জানিবার উপায় নাই। সেইজন্য সাবধানে থাকাই ভাল।

শ্রীশ্রীমায়ের পায়ের আঙ্গুলে আঘাত লাগা

এবার নবদ্বীপে থাকার সময় মা পায়ের আঙ্গুলে বিষম আঘাত পাইয়াছিলেন সেই কথা বলিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, "নবদ্বীপে আমাকে শুইবার জন্য যে চৌকী দেওয়া হইয়াছিল উহার নীচে ইট প্যাতা ছিল এবং ইটগুলি অসমান ভাবে ছিল। একদিন রাত্রিতে ঐ ইটে হোঁচট খাই। হোঁচট খাইবার সময় খচ.

করিয়া একটা শব্দ হইল, শব্দটা এখনও যেন কানে লাগিয়া আছে। তখনই বুঝিলাম যে বেশ একটা কিছু হইল। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিলাম। জল আনাইয়া কিছুক্ষণ উহাতে পা ডুবাইয়া রাখিলাম। পরে সকলকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া ছোট ছোট বাঁসের চটা দিয়া নেপালকে ঐ আঙ্গুলটা ভাল করিয়া বাঁধিতে বলিলাম। বাঁধা হইলে বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। সকালবেলা লোকে আঘাতটা সামান্য মনে করিয়া বাঁধন খুলিয়া দিতে বলিল। তাহাদের কথায় তাহাই করিলাম। বাঁধন খোলা মাত্র আঙ্গুলটা নীলবর্ণ হইয়া যাইতে দেখা গেল। তখন লোকের কথায় তাহাতে হলুদচুর্ণ লাগাইয়া দেওয়া হইল।"

ভুদেব বাবু। কোন ব্যথা বেদনা হইল না?

মা। হাঁ, খুব হইল।

ভুদেব বাবু। উহার বুঝি কোন বোধ রহিল না?

মা। হাঁ, বোধও রহিল। অন্যের ব্যাথা বেদনা দেখিয়া তোমাদের যেমন কষ্ট হয়, অনেক সময় মুখ যেমন কাল হইয়া যায়, সেইরূপ হইল।

ভুদেব বাবু। আপনাদের একটু সুবিধা এই যে আপনারা ইচ্ছা করিয়া ব্যথা বেদনা হইতে মনকে সরাইয়া রাখিতে পারেন। মনটা উঠাইয়া নিলেই ব্যথা বেদনার কোন জ্ঞান থাকে না।

মা। তুমি যাহা বলিলে তাহাও কাহারও কাহারও পক্ষে সত্য। তবে এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এইযে মনটা থাকা চাই এবং উহা উঠাইয়া নেওয়া চাই।

ঐ পা নিয়া হাটাহাটি করিতে করিতে ৩।৪ বার ঐ আঙ্গুলে আরও আঘাত পাইলাম। যদিও ডাক্তারেরা বলিয়াছিল যে আঙ্গুলের হাড় বাঁকিয়া গিয়াছে, ভাঙ্গে নাই। এদেহ কিন্তু বুঝিয়াছিল যে কিছুটা ভাঙ্গা হইয়াছে। কারণ চলা ফেরা করিতে গেলে বুঝিতাম যে আঙ্গুলের ভিতর কি যেন নড়িতেছে। ঝুলির ভিতর কোন জিনিষ রাখিয়া নাড়াচাড়া করিলে যেমন ঐগুলি খট্ খট্ করিয়া শব্দ করে এদেহের পায়ের আঙ্গুলের ভিতরেও ঐরূপ শব্দ হইত। এই এক আনন্দ!

পরে বিশ্রামের জন্যই হউক বা আগে যে কিছুক্ষণ বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল সে জন্যই হউক ভাঙ্গা আঙ্গুলটা কিছুটা ভাল হইয়া আসিয়াছিল। এদিকে সকলে বলিতে লাগিল যে একজন ডাক্তারকে দেখান হউক। এ দেহ বলিল যদি আঙ্গুলটা নাড়াচাড়া না করিয়া ডাক্তার দেখিতে পারে তবে দেখাও। ডাক্তার আসিয়া দেখিল, আঙ্গুলটা লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিল, ফলে পূর্ব্বে ইহার যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থা করিয়া রাখিল। শেষে নবদ্বীপ হইতে এ দেহকে কলিকাতা নিয়া ভাল ডাক্তার দেখান হইল। সেখানে উহারা এ দেহকে একটি অন্ধকার ঘরে নিয়া, কি একটা আলো আঙ্গুলের উপর ফেলিয়া আঙ্গুলটা পরীক্ষা করিয়া বলিল যে চোটে আঙ্গুলির হাড়টা বাঁকিয়া গিয়াছে। পরে উহা ঠিক করিয়া বাঁধিয়া পুনরায় আলো দিয়া দেখিয়া বলিল, "এখন ঠিক লাগান হইয়াছে।" এবং আরও বলিল যে এই বাঁধ যেন দশ দিনের মধ্যে খোলা না হয়।

মা যখন এই সব কথা বলিতেছিলেন তখন আকাশে ঘটা করিয়া মেঘ সাজিতেছিল। মায়ের সঙ্গে অনেক বাঙ্গালী এবং অবাঙ্গালী আশ্রমে আসিয়াছেন। একেত আশ্রমে স্থানাভাব তাহাতে আবার বৃষ্টি বাদল হইলে আগন্তুক ভদ্রলোকদিগের বিশেষ অসুবিধা হইবে এই সব চিন্তা করিয়া—একজন মাকে আকাশের অবস্থা দেখাইলেন এবং যাহাতে বৃষ্টি না হয় সেই প্রার্থনা জানাইলেন। উত্তরে মা বলিলেন, "তোমরা নানা স্থান হইতে আসিয়া এখানে জড় হইতে পার আর ওরা বুঝি পারে না ?

ভূদেব বাবু। হাঁ, বিশেষ জনসমাগম দেখিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইতেই উহাদের আনন্দ, কারণ তাহাতে বেশী লোক ভিজিতে পারে। (সকলের হাস্য)।

এইরূপ কথা বার্ত্তার পর মা পঞ্চবটী হইতে উঠিলেন। মাঠে আসিয়া চারিদিকে ঘরবাড়ী দেখিয়া বলিলেন, "এগুলি কি ?" আমি বলিলাম "এগুলি সৈন্যদের হাসপাতাল।" মার সঙ্গে রাত্রি প্রায় ৮টা পর্য্যন্ত থাকিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

১১ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার (ইং ২৬।৫।৪৫) সকালবেলা বন্ধুবর মনোরঞ্জন রায় এবং যতীনকে সঙ্গে করিয়া আশ্রমে পৌঁছিলাম। মাকে প্রণাম করিতেই মা বলিলেন, "তোমরা গোপাল বাবাকে গীতা পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া এস।" শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাধন সমর আশ্রমের স্থাপয়িতা পূজ্যপাদ সত্যদেবের শিষ্য। ইনি এম এ, বি এল। বরিশালে ওকালতি করিতেন। গুরুর আদেশে ওকালতি ব্যবসায় ছাড়িয়া গীতা প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। গতকল্য শ্রীশ্রীমা ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "বাবাজী স্বেচ্ছায় দারিদ্র বরণ করিয়া নিয়াছিল। নানা অভাবের মধ্যে থাকিয়াও বাবাজীর কখনও ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নাই। আর আধ্যাত্মিক দিক দিয়াও বাবাজী কম ওকালতি করিতেছে না।" গতকালও মা গোপাল দাদাকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "তোমাদিগকে এককথা বলিয়া রাখি, বাবাজী খুব ভাল গীতা পাঠ করে। ইচ্ছা হইলে তোমরা শুনিতে পার। যাহা হউক মায়ের আদেশে আমরা গোপাল দাদাকে গীতা পাঠ করিতে অনুরোধ করিলাম। ঠিক হইল বিকাল ৫টা হইতে রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত গীতা পাঠ হইবে।

শ্রীশ্রীমায়ের সকাশে শ্রীযুক্তা অমিয়া বালা

গোপাল দাদার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইলাম যে কয়েকটি মহিলা মাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন এবং মা তাহাদের সহিত আলাপ করিতেছেন। একটু অগ্রসর হইয়া ঐ কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম একটি অল্প বয়স্কা মেয়ে তাহার সাধনার অনুভূতির কথা শ্রীশ্রীমাকে বলিতেছেন। পরে খোঁজ করিয়া জানিলাম যে ঐ মেয়েটির নাম শ্রীমতী অমিয়া বালা সেন, বাড়ী ঢাকা, বাসা বাড়ী লেনে। পিতার নাম শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র সেন। ইহার বিবাহ বিক্রমপুর তালতলার নিকট একটি গ্রামে হইয়াছিল। কলিকাতায়ও ৭৪নং বেনেটোলা লেনে ইহাদের একটি বাসা আছে এবং সেখানে মনসা দেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। ঐ মনসা দেবীই শ্রীমতী অমিয় বালার উপর ভর করেন। তখন ইহার মুখ হইতে অনেক কথা ও আদেশ বাহির হয়। অমিয়াবালার বয়স ৩০ বৎসর কিন্তু তাঁহাকে তদপেক্ষা অল্প বয়স মনে হয়। আজ ৮ বৎসর যাবৎ তাঁহার এই অবস্থা চলিতেছে। শ্রাবণ

মাসের যে তারিখে তাঁহার প্রথম ঐ অবস্থা হয়। সেই তারিখে প্রতিবৎসর তাঁহার ভক্তগণ উৎসব করিয়া আসিতেছেন। এই অবস্থা হওয়ার ৬ মাসের মধ্যেই অমিয়া বালার স্বামী বিয়োগ হয়। এসব ভাব তিনি বুঝিতেন না বলিয়া স্ত্রীর উপর নানা অত্যাচার করিতেন। দেবীর আদেশের জন্য অমিয়া বালা মাছ খাইতেন না, তাহার স্বামী ভাতের মধ্যে মাছ লুকাইয়া রাখিয়া জব্দ করিতে চেষ্টা করিতেন। শ্রীযুক্তা অমিয়া বালার কয়েকটি ভক্ত দেখিলাম। তাহাদের মধ্যে শিশু হইতে বৃদ্ধা পর্য্যন্ত আছেন।

অমিয়া বালা তাঁহার আবেশের কথা শ্রীশ্রীমাকে বলিতেছিলেন—"আগে যখন আমার ভাব হইত এবং আমার মুখ হইতে নানা কথা বাহির হইত তখন আমি উহার কোন অর্থ বুঝিতে পারিতাম না। আমার ত আর বিশেষ কিছু লেখা পড়া জানা নাই। কিন্তু আমার দাদা বেশ লেখাপড়া জানেন এবং আমার এক আত্মীয় সন্ন্যাসী আছেন, তিনিও একজন পণ্ডিত; তাঁহারা ঐ সব কথার অর্থ বুঝিতেন। এখন কিন্তু আমিও ঐ সব কথার অর্থ বুঝিতে পারি। আমার দাদার খুব ধর্ম্মভাব। তিনি যে সব গান রচনা করেন সেগুলি খুব সুন্দর। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঐ সব গান করে। সকলে মিলিয়া যখন ঐ সব গান করা হয় তখন আমি আত্মহারা হইয়া যাই। কি যে একটা আনন্দের বোধ তখন আমার হয় তাহা আমি তোমাকে বুঝাইতে পারিব না। ঐ আনন্দের নেশায় কখন কখন আমার দুই তিন দিনও কাটিয়া যায়। তখন সংসারের কাজকর্ম্ম করিলেও আনন্দের ভাবটা ভিতরে ভিতরে থাকে। দেখ, মা, আমার দাদার ভাবটাও খুব সুন্দর। তাঁহার দুইটি ছেলে যখন পর পর মারা গেল, তখন তিনি নিজেত কান্নাকাটি করিলেনই না, বৌদিকে কাঁদিতে দেখিলে বলিতেন, "ওদের জন্য কাঁদিতে নাই। দুটি ফুল আমাদের কাছে ছিল, মা নিজের পূজার জন্য ফুল দুটি তুলিয়া নিয়াছেন।"

মা (আমাদিগকে) কেমন সুন্দর কথা! মৃত্যুকে কি সুন্দর ভাবে গ্রহণ করিতেছে! সৎসঙ্গে এইরূপ পরিবর্ত্তন হয়।

অমিয়া বালা। দেখ, মা, আনন্দের আস্বাদ মাঝে মাঝে পাইতেছি; কিন্তু তবুও মনে হয় যে পূর্ণভাবে যেন ঐ আস্বাদ পাওয়া যাইতেছে না। যাহারা

কাছে আছে তাহারা ইহার কিছুই বুঝে না বলিয়া কষ্ট হয়। তাহা ছাড়া ইহারা আমাকে এত আদর যত্ন করে যে ইহাদের আদরে আমার যেন দম বদ্ধ হইয়া আসে; তখন ছুটিয়া পালাইতে ইচ্ছা করে। মাত আমাকে নানাভাবে মুক্ত করিয়াছেন। আমার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে। তাহাদের ভার অন্য লোক নিয়াছে। স্বামী আমার ভাব বুঝিতে না পারিয়া আমাকে বাধা দিতেন, সেইজন্য একদিন ভাবাবেশে আমার মুখ হইতে বাহির হইল—"এ (অর্থাৎ স্বামী) সাত দিনের মধ্যেই শেষ হইয়া যাইবে।" বাস্তবিক সাত দিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। আমি বিধবা হইলাম। কিন্তু সেজন্য আমার কোন শোক দুঃখ হইল না।

শ্রীশ্রীমা। (আমাদিগকে) দেখ কেমন সরল ভাব। ভিতরে তাঁহার স্পর্শ থাকিলে সবই গলিয়া বাহির হয়।

অমিয়া বালা। স্বামীর মৃত্যু হইবার পূর্ব্বেই ভাবাবেশে একদিন মুখ হইতে বাহির হইল, "ইহার ত শাঁখা ও গহনা পরা শেষ হইয়া আসিল, ইহাকে বেশ করিয়া সাজাইয়া দে।" এই আদেশ পাইয়া ইঁহারা আমাকে শাঁখা সিন্দূর ও গহনা দিয়া খুব সাজাইল। (নিজের ভক্তদিগকে দেখাইয়া) ইহারা আগে যখন আমাকে ভক্তি করিত এবং মা বলিয়া ডাকিত তখন যেন আমার কেমন কেমন লাগিত। ইহাদের নিকট এত ভক্তি পাইতে আমার সঙ্কোচ বোধ হইত। কিন্তু আমি আপত্তি করিলে ইহারা বলিত, "তুমি আপত্তি কর কেন? তোমাকে ত আমরা পূজা বা ভক্তি করি না। আমরা আমাদের মাকে পূজা ও ভক্তি করি।" উহা শুনিয়া মনটা শান্ত হইত। আমাদের বাসায় যে মনসা দেবীর ছবি আছে যাহাকে রোজই সেবা পূজা করা হয়, ঐ ছবির ধারে আমারও ভাবাবেশের এক ফটো ইহারা রাখিয়াছে। উহা দেখিয়া আমি আপত্তি জানাইলে ইহারা বলিত, "এতে তোমার আপত্তি কেন? আমরা ত তোমার ফটো রাখি নাই, উহা আমাদের মায়ের ফটো।" তখন ইহাদের সঙ্গে আমিও ঐ ফটোকে প্রণাম করিয়া শান্তি লাভ করিতাম।

দেখ, মা, আগে লোক আমাকে ভ্রষ্টা, কুলটা বলিলে মনে আঘাত পাইতাম, অভিমানে আঘাত লাগিত, এখন আর লাগে না। মনে হয় লোক আমাকে নিন্দা করুক তাহাতে আমার অভিমান নষ্ট হইবে।

শ্রীশ্রীমা (আমাদিগকে) দেখ, কেমন সুন্দর ভাব!

শ্রীযুক্তা অমিয়া বালার ভ্রাতা যে সব গান রচনা করেন তাহার ২।৩টি গান অমিয়া বালার ভক্তগণ গাহিলেন। শ্রীশ্রীমা গানগুলির রচনা প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "ভাব হইতেই গানগুলি রচনা হইয়াছে কি না তাই এত সুন্দর।"

এইরূপ আলাপ করিতে করিতে বেলা ১০টা বাজিয়া গেল শাশ্বতানন্দ নাম ঘরে উপনিষদ পাঠ আরম্ভ করিলেন। বেলা ১১টা পর্য্যন্ত পাঠ চলিল। আজ মাত্র ভূমিকা হইল গ্রন্থারম্ভ আগামী কাল হইবে। পাঠান্তে গোপাল দাদার দুই মেয়ে কয়েকটি গান করিলেন। গান শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। প্রথম গানটি এই—

যা' পেয়েছি তা'রি মাঝে
ডাকি তোমায় তাই।
নাই যে শক্তি সে সব ছেড়ে
তোমার কাছে যাই।

এস আমার ভগ্ন গেহে
এস আমার রুগ্ন গেহে
এস আমার বিষয় মোহে
আসল ভাল নাই
সাথে করে নিতে এস
যেতে তোমার ঠাঁই।

এস আমার দৈন্য মাঝে
এস আমার দুঃখ লাজে
এস আমার বিফল কাজে
সফল হয়ে যাই

সাথে করি নিতে এস
যেতে তোমার ঠাঁই।

তোমার নিত্য জাগরণে
জানিনে যাব কেমনে।
আমার অনিত্য স্বপনে
ডাকি তোমায় তাই
হাতে ধরে নিতে এস
যেতে তোমার ঠাঁই।

অরূপে আমারে ল'তে
সারথি হও রূপের রথে
কাণ্ডারী হও গুণের পোতে
গুণাতীতে যাই
হাতেধরে নিতে এস
যেতে তোমার ঠাঁই

ক্রমশঃ

ভক্তের বিদায়

স্বামী শিবানন্দ গিরি

মুরিয়েলরা আজ চলে যাচ্ছে। মায়ের নিকট হতে বিদায় নিয়ে এরা যাবে বোম্বে। মুরিয়েল এক ফরাসী দম্পতির পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে। পিতা মাতার হৃদয়ের সবটুকু ঈশ্বর ভক্তি নিয়ে মেয়েটি জন্ম গ্রহণ করেছে।

মুরিয়েলের বাবার নাম আরনোঁ দেজারদাঁ, মায়ের নান ডেনিস। আরনোঁ ২৪ বছর বয়সে প্যারীর হাসপাতালে প্রথম মায়ের কৃপা লাভ করেছিলেন। হাসপাতালের রোগ শয্যায় তার হাতে একখানা বই এল স্বামী যোগানন্দের লেখা "The Autobiography of a Yogi"। এই পুস্তকের এক পাতায় দেখলেন স্কয়ার সাইজের একখানি ফটো—এক মহিমময়ী, মাতৃমূর্তি—স্থির নয়না, জ্যোতির্ময়ী। ছবির যে এত আকর্ষণী-শক্তি থাকতে পারে তা আরনোঁর জানা ছিলনা। ভারতীয় আধ্যাত্ম-ভাবে তিনি আবাল্য পুষ্ট। অসুস্থ শরীরের বল শক্তি আনন্দ সব কিছু তিনি এই ছবির কাছ থেকে পেতেন—প্রার্থনার দ্বারা।

আরনোঁ ক্রমশঃ সুস্থ হলেন। তিনি দৈব কৃপায় হলেন ধর্ম, অর্থ, কাম চতুর্বর্গ ফলের অধিকারী। তিনি চাকরী পেলেন, বিবাহ করলেন এবং মনে মনে ঠিক করলেন জীবনে ভারতে গিয়ে এই মহিমময়ী মাতৃ-মূর্তির চরণে তার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসবেন। তাই গত কয়েকবার এই দম্পতি ভারতে এসেছেন মাকে দর্শন করেছেন মায়ের সৎ-সঙ্গ এবং অন্যান্য ভারতীয় মহাত্মাদের সঙ্গ করে নিজের দেশে ফিরে গেছেন।

এবার তারা ভারতে এসেছেন নিজেদের মোটরে। ছয় হাজার মাইল দূর থেকে তারা মোটরে করে ভারতে এসেছেন মাকে দর্শন করতে। প্রায় দুমাস এদের মায়ের কাছে থাকা হয়েছে। আজ এরা মায়ের নিকট হতে বিদায় নিয়ে বোম্বে যাচ্ছেন।

সাত সমুদ্র তের নদীর দেশ ফ্রান্স। জাহাজে বা প্লেনেই সেখান থেকে

এদেশে লোক এসে থাকে। কিন্তু এই পরিবার "কোন জননীর মুখের হাসি" দেখে এভাবের বিপদ ও ঝুকি মাথায় নিয়ে মোটরে এই দীর্ঘপথ পার হন, ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয়।

মায়ের দর্শনের জন্য, এবার এই শীতের প্রথমে, একদিন তারা প্যারী থেকে মোটরে যাত্রা করলেন ভারতের উদ্দেশ্যে। কুয়াসাছন্ন ভোরে সীন (Seine) নদীর পার দিয়ে, ইফেল্ টাওয়ারের অস্পষ্ট চূড়া দেখ্‌তে দেখ্‌তে তারা যাত্রা করলেন। প্যারী, ফ্রান্স ছেড়ে, অন্যদেশ নগর ও জনপদের মধ্য দিয়ে তাদের গাড়ী চলেছে। কোথাও উচ্চভূমি, কোথাও নিম্নভূমি দিয়ে কোথাও সমুদ্রের কিনারা দিয়ে তাদের চলতে হয়েছে। কোথাও একে পার হতে হয়েছে জনশূন্য অরণ্য বনাণী, নদনদী ও প্রান্তর। কখনও মরুভূমির তপ্ত বালু উড়িয়ে কখনও বর্ষা বৃষ্টি ঝড়ের মধ্য দিয়ে একে অবিরাম ভাবে গাড়ী চালাতে হয়েছে। সময়ে গাড়ী থামিয়ে এরা রান্নাবান্না করে খেয়ে নেয়, রাত্রে নিরাপদ স্থানে বিশ্রাম করে। সকালে সূর্য্য উঠ্‌লে এই ঘর ছাড়া পরিবার আবার তাদের পথ চলা সুরু করে। রাত্রে দস্যু তস্করের ভয়ে অনেক স্থলে ঘুম পর্য্যন্ত হয় না। সঙ্গে স্ত্রী ও কন্যা দুশ্চিন্তা না হয়েওত পারে না। কোথাও পুলিস আটকেছে এক রাজত্ব থেকে অন্য রাজত্বে প্রবেশের সময়। কোথাকার যাত্রী, কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাচ্ছে, সব জেনে শুনে তবে তারা ছেড়েছে এদের। কত হয়রানী তাকে পেতে হয়েছে প্রতিটি দেশের সীমা পার হয়ে নতুন দেশে ঢুকবার সময়। কত স্থানে খাদ্যের অভাব, পানীয় মেলে নাই, দুর্গম পথের মাঝে হয়ত গাড়ীর তেল ফুরিয়ে গেছে, তাঁকে উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে থাকতে হয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্য গাড়ীর সাহায্যের প্রতীক্ষায়। এমনি ভাবে সে পার হয়েছে ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইটালী, গ্রীস, ইরান, আফগানিস্থান, পাকিস্থান, তারপরে তারা ভারতে এসে পৌঁছেছে, বিপদপূর্ণ রাস্তা জেনেও কোন রক্ষীকে এরা সাথে আনেন নি. আত্মরক্ষার জন্য একটা অস্ত্র পর্য্যন্ত নাই। যীশু বলেছেন "যারা অস্ত্র রাখে অস্ত্রই তাদের মৃত্যু আনে।" বিদেশ ভ্রমণকারী এই ধর্মভীরু ভক্তটি যীশুর প্রত্যেকটি বাণী অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করেন, প্রাণ দিয়ে তা মানেন। আরনোঁ ফরাসী গভর্ণমেন্টের টেলিভিসন ডিরেক-

টর। তিনি একজন লেখক ও বটে মা এবং আরও ভারতীয় সাধু মহাত্মাদের বিষয়ে তাঁর লেখা। "Ashrams Les yogis et les Sages" বই খানি বেশ সুনাম সৃষ্টি করেছে ফরাসী দেশে।

দয়াল আজ দয়া করে তাঁর হৃদয়ের পর্দ্দা হটিয়ে দিয়েছেন। তাই ভারতের পর এদের টান এত গভীর, তাই সুবিধা পেলেই এরা ভারতে এসে মাতৃদর্শন ও সৎসঙ্গ করে যান। মা বাবার সঙ্গে এসেছে শিশু মুরিয়েল, সেও তার মা বাবার সাথে স্থির হয়ে বসে মাকে দর্শন করে। বিদেশিনী শিশু ভক্তটির মনের ভাবটি যেন সাধারণ মানুষের মত নয়। শিশুদেহে যেন কোন মহাযোগী আপনাকে লুকিয়ে রেখে মায়ের সামনে বসে ধ্যান করছে। শ্রীযুক্ত নারায়ণ স্বামীজী বলেন, "কোন পুরাতন আত্মা হবে"। মার সামনে মুরিয়েল থাকলে মার মুখে বিদেশী শব্দ আমরা প্রচুর শুনি। একদিন সৎসঙ্গে মায়ের সামনে অনেকেই নীরবে বসে আছে। সবাই ধ্যান করছে। মা বলছেন, "তুমি শব্দের ফরাসী কি হবে?" মুরিয়েলের জননী বল্লেন। 'তুউ'—মা মুরিয়েলের দিকে চেয়ে বলছেন "তুউ বিউটিফুল"। উপস্থিত সকলের মধ্যে যে মুরিয়েলের ধ্যানের গভীরতা মাকে স্পর্শ করেছে এতে কি সন্দেহের কিছু আছে? ঘরে বসে একান্তে তাকে ধ্যান করতে দেখে তার মা বাবা তাকে জিজ্ঞাসা করে, "কে তোমাকে ধ্যান করতে বলেছে"? সে বলে 'মা'। মুরিয়েল বলে মা যখন তার হাতে ফুলদেন সেই ছোয়াতে লুকান থাকে মায়ের আদেশ। স্পর্শের ইঙ্গিত বাণী হয়ে ভেসে উঠে তার অন্তরে। কেউ তাকে বলেছিল "মা তোমার চেয়ে আমাকে বেশী ভালবাসেন"। তার উত্তরে মুরিয়েল ঘাড় নেড়ে বলে, "মা এ সত্য হতে পারে না। মা সকলকেই ভালবাসেন, সমান পরিমাণে" সে নিজে ফুল তোলে, মালা গাথে, সৎসঙ্গে শান্ত ভাবে বসে, সুযোগ পেলেই মায়ের চরণে দিদিমার চরণে লুটিয়ে প্রণাম করে। এই ছোট্ট শিশুর দৈবীগুণ গুলি আর মায়ের ও দিদিমার প্রতি ওর অন্তরের টানটুকু আশ্রমের প্রায় সকলকেই মুগ্ধ করেছে। সে খুব অনুকরণ প্রিয়। রাস দেখে সে রাস অনুকরণ করে। অনেকের বলা চলার অনুকরণ এমন গম্ভীর ভাবে সে করে যে দেখলে আশ্চর্য

হতে হয়। সুন্দর শান্ত ভাবে সে ধ্যানে বসে, তার ধ্যানের মূর্তিটি দেখলেই মনে হয় অসঙ্গতাকে সঙ্গে করেই সে জন্ম গ্রহণ করেছে।

২৮শে ডিসেম্বর মা বৃন্দাবন থেকে হরিদ্বার যান, অনেকেই হয়ত জানেন না মুরিয়েল ঐ রাত্রে তার বাবার সঙ্গে মাকে ট্রেনে চড়াতে গিয়েছিল। মা হরিদ্বার হতে ৩১শে ডিসেম্বর রাত ১টায় ফিরলেন। এই রাতজাগা, ঘুম ভাঙ্গা শিশু ভক্তটিকেও দেখি মায়ের প্রতীক্ষায় প্লাটফর্মে দাড়িয়ে আছে। রাত ১২টায় ইংরাজী নব বর্ষ সুরু হয়। এরা অনেক রাতে মাকে নব বর্ষের প্রণাম জানিয়ে বিশ্রাম করতে যান। মুরিয়েল ও জেগে থাকে তার মা বাবার সাথে।

পরদিন মা আরনোঁ ও ডেনিসকে ২ খানা কাপড় দিলেন। মুরিয়েলকে দিলেন ফ্রক বানানর জন্য ফুলছাপা কাপড়ের টুকরা। কত আনন্দ এই শিশুর মায়ের হাতের দানটুকুতে। ইংরেজী নবম বর্ষের প্রথম দিনটিতে ওদের যে এই উপহার দেওয়া হচ্ছে এখেয়াল মায়ের নাই। ওরা একথা আনন্দের সঙ্গে মাকে জানালে মা বল্লেন এ খেয়ালত ছিল না, আজ নব বর্ষের প্রথম দিন, কেউত বলেনি। মুরিয়েল তার কাপড়ের টুকরা টুকু সাড়ী কিনা জানতে চায়? পরদিন তার জন্য সাড়ী ও এসে গেল। মা মুরিয়েলকে সাড়ী বেছে নিতে বল্লেন। সে তার পছন্দ মত ডুরে সাড়ী একখানা বেছে নিল। এ ছাড়াও মায়ের খেয়াল খুসীমত মা একখানা সুন্দর সাড়ী তাকে দিলেন। মায়ের দেওয়া সাড়ী খানিতে মুরিয়েলকে খুব সুন্দর মানিয়েছে। সে সমস্ত দিন এই সাড়ী খানি পরে ঘুরে বেরিয়েছে। বিকালে ফুলতুলে একটা মালা বানিয়েছে। সে মালাটি নিয়ে তার মা বাবার সাথে এসে মাকে মালাটি পরাল। মালা পরিয়ে মাকে সুন্দর একটি প্রণাম করে সে চুপ করে মায়ের রূপ দেখছে। মা বলছেন, "ওদের বুঝিয়ে বল ওর গায়ের রঙের সঙ্গে সাড়ীর রঙ অদ্ভুত ম্যাচ করেছে।" একথা বুঝে মুরিয়েলের পিতামাতার খুব আনন্দ। মুরিয়েল কিন্তু নীরব হয়ে মায়ের রূপ দর্শন করছে। ভক্ত ভগবান চিরকালই এই লীলা করে এসেছেন। মা মালাটি খুলে মুরিয়েলকে পরিয়ে দিলেন। ধ্রুব প্রহলাদের মত আজ মুরিয়েল মায়ের আশীর্ব্বাদ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছে।

৫ই জানুয়ারী, পৌষের শুক্লা দশমী, আজ ১০টায় মুরিয়েলেরা বোম্বে রওনা হবে। এরা খাওয়া দাওয়ার পর মাকে প্রণাম করতে মার ঘরে এসেছে মুরিয়েলের হাতে একটি 'মাদার মেরীর' পুতুল, মা-ই তাকে এই পুতুলটি দিয়েছেন। সে শান্ত ভাবে মাকে এবং এই পুতুলটিকে প্রণাম করে ধ্যান করতে বসে গেল। পিতামাতাও ধ্যানে বসেছেন। এক ধ্যানের গম্ভীর পরিবেশে সকলেই শান্ত নীরব। যারা সুদূরের অভিযাত্রী মায়ের দৃষ্টিত তাদের অনুগমন না করে পারে না। ভোগের নগরী প্যারী ছেড়ে এসে বৃন্দাবনের মাতৃমন্দিরে মায়ের চরণে বসে আজ যারা আলোর প্রার্থনা করছেন, মাকি তাদের হৃদয়ে জ্যোতির সন্ধান না দিয়ে পারেন? ডেনিসের চোখ দিয়ে মুক্ত মালার মত জল গড়িয়ে পড়ছে, আরণোঁ বুদ্ধের মত স্থিরাসনে বসে আছেন, আর এক শান্ত ভাব নিয়ে মুরিয়েল বসে আছে। মুরিয়েল তার নীল নয়ন দুটি দিয়ে অপলক নয়নে মাকে দেখছে। তার শিশু অন্তর হয়ত তখন মায়ের সত্তায় লীন হয়ে গেছে। আশ্রমের ব্রহ্মচারিণীরা মুরিয়েলকে নিজেদেরই একজন মনে করেন। সে তার ব্যবহারে সকলের মন হরণ করে নিয়েছে। সে শুধু মার নামেই কীর্ত্তন করে না "জয়মা জয়দিদিমা" বলে দুজনের নামেই কীর্ত্তন করে। আমরা কিন্তু দিদিমার নামে কীর্ত্তন করিনা। ওরা কিন্তু যীশু ও মেরীকে এক পর্য্যায়ে দেখে। আমাদের ভুলটুকু ও হয়ত শিখিয়ে দিয়ে গেল যে মা ও দিদিমা এক। আবদার অনুকরণে ও কথায় সে সকলের হৃদয় জয় করে নিয়েছে তাই তাকে বিদায় দিতে আজ সকলেই ব্যথিত। মা ও দিদিমার একসাথে তোলা একখানি ফটো আশ্রমের মেয়েদের পক্ষ থেকে বুনিদি মুরিয়েলকে দিলেন। মা তাকে দিলেন ভাল তুলসী মালা, একখানা কৃষ্ণের ফটো, আর নিজের হাতে দেখিয়ে দিলেন বৃন্দাবনের বৈষ্ণবেরা কি ভাবে জপ করে। পরম বৈষ্ণবের মত শান্তভাবে বসে মুরিয়েল মায়ের জপ দেখ্‌ল। মা তুলসীর মালা মুরিয়েলকে দিয়ে বলেছিলেন এটা ওকেই 'Specially'। কেশবদা মায়ের ঘরে থেকে মায়ের কথা সব ওদের ইংরেজিতে অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। সে মা দিদিমার ফটোখানি বুকে রাখে, কৃষ্ণের ফটোখানিও মাথায় ছোঁয়ায়। কি আশ্চর্য্য কৃষ্ণের পুরান ফটোর

পিছন দিকে কাগজ লাগান হয়েছে তাতে লেখা আছে "Merry X-mas, Happy New Year" ওদের বড়দিনের পর্ব্ব এখনও শেষ হয় নাই, আর মার কাছেও ত যীশু আর কৃষ্ণের কোন ভেদ নাই। মা মুরিয়েলের নাম জিজ্ঞাসা কোরলেন, সে বলে, মুরিয়েল। মা তাকে নতুন নাম দিলেন। মা বল্লেন— "ওর নাম মেরী"। কেশবদা মুরিয়েলের পিতামাতাকে বল্লেন—"Mother has named her Mary" মুরিয়েলের পিতা মাতা খুব খুসী।

এরা প্রণাম করে বিদায় নিলেন। আরণেঁা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে মায়ের দৃষ্টির আশীর্ব্বাদ নিলেন। এই দৃষ্টিই তাকে রোগ শয্যা থেকে সুস্থ করে বিপদপূর্ণ দীর্ঘপথ অতিক্রম করে বৃন্দাবনের পথে টেনে এনেছে। মা ডেনিসের ও মুরিয়েলের মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে দিলেন। এরা বাহিরে এলেন, মা ও এলেন। অন্য অনেকেই পিছু পিছু এসেছেন। গাড়ী প্রস্তুত, এসময় এসে গেল কৃষ্ণনামকারী দুজন বৈষ্ণব, খোল করতাল বাজিয়ে তারা কৃষ্ণনাম করছেন্। মা বল্লেন, 'এরাও রওনা, আর নাম এসে উপস্থিত'। বৃন্দাবনের শীতের মধ্যাহ্নে মধুর কৃষ্ণনাম শুনে মুরিয়েলের যেন আবেশ এসে গেছে। অতীত জন্মের কোন স্মৃতি তার এসে গেল কি? কৃষ্ণ নাম করে ব্যাকুল হয়ে সেও কোন জন্মে ব্রজের ধুলায় গড়াগড়ি দিয়েছিল কি?

সবাই আবার মাকে প্রণাম করে গাড়ীতে উঠলেন। গাড়ী ছেড়ে দিল, সবাই হাত নেড়ে মুরিয়েলদের বিদায় দিচ্ছেন। মাও হাত তুলে তাদের বিদায় দিলেন। এখন বেলা ১১টা।

মা আজ সমস্ত দিন কিছু খান নাই। বিকালে সন্ধ্যার অল্প বাকী। দিদিমা বলাতে নারায়ণ স্বামীজী মাকে গিয়ে বল্লেন, "মা সন্ধ্যা ত লাগে সমস্ত দিনত কিছু খাও নাই, যা হয় একটু কিছু মুখে দাও।" মার খাওয়ার খেয়াল নাই। নারায়ণ স্বামীজীর কথায় মা শুধু একটু দুধ জল পান করলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, দর্শনার্থীরা কয়েকজন এসেছেন। দর্শনার্থীর মধ্যে একজন মাকে একটু কৃষ্ণনাম শুনাতে চান। তিনি শ্রীমতীর বিরহ ভাবের এই গানটি গাইলেন—"মরিব মরিব সখী নিশ্চয় মরিব।" শ্রীমতী কৃষ্ণ বিরহে আর কাঁদিতে

চাহেন না। তার মৃত্যুর পর সখীরা যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গে কৃষ্ণ নাম লিখে দেন। শ্রীমতী তাঁহার শ্রী অঙ্গে প্রাণের ঠাকুরের কি কি নাম কোথায় লিখতে হবে সখীদের বল্‌ছেন। শিরে কৃষ্ণ নাম, বাহুতে শ্যাম নাম, বক্ষে গিরিধারী নাম এ ভাবে সর্ব্বাঙ্গে কৃষ্ণ নাম লেখার জন্য শ্রীমতী সখীগণকে অনুরোধ করেছেন। শ্রীমতী সর্ব্বশেষে বল্লেন "অন্তরে লিখিয়া দিও 'রাধানাথ' নাম।" জিতেনদা (দিদির ভাই) বলছেন ; "মা! এই গানটি ১৯৪৩ সালে তোমার সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমের কাছে শুনেছিলাম, তোমার মনে আছে কি ?" মা বলিলেন ; 'হ্যা'। আবার কিছুক্ষণ নাম হ'ল। সকলেই আজ একটু নাম শুনতে চায়। মায়ের আদেশে পুষ্পদি গাহিল "দেব দেব দেব কৃষ্ণ।" গানের সুর ও ভাবে সকলেই কৃষ্ণভাবে উদ্দীপ্ত।

মুরিয়েল যাবার সময় মায়ের কাছ থেকে বৃন্দাবন বিহারীলালকে তার শিশুমনের সোনার সিংহাসনে বসিয়ে নিয়ে গেছে। সন্ধ্যায় কোন বিজন নদীর পারে বা নীরব পল্লীর বৃক্ষতলে তার পিতার গাড়ী দাঁড়িয়েছে। তারা হয়ত এখন বিশ্রামের চিন্তা করছেন। মুরিয়েলের শিশুমন সন্ধ্যার অন্ধকারে ভীতু হয়ে হয়ত শুধু মার জন্য কাঁদছেন। দশমীর চাঁদ এখনও আকাশে উঠে নাই। বৃন্দাবনে মায়ের স্মৃতি হয়ত তাহার হৃদয়কে তোলপাড় করে তুলেছে। সে হয়ত মায়ের দেওয়া ফটো নিয়ে পরম বৈষ্ণবের মত কৃষ্ণনাম জপ করতে গিয়ে শুধু মা মা বলে কাঁদছে ? তাই কি শিশুর অসমাপ্ত কৃষ্ণনাম মা এখানে পূরণ করছেন। তাই কি শিশুর শুদ্ধ ভাবের আহারে মায়ের আজ ক্ষুধা তৃষ্ণার খেয়াল নাই ? তাই কি আজ এখানে শুধু কৃষ্ণনাম !

শ্রীমতীর অন্তরে 'রাধানাথ' নাম লেখা ছিল। মুরিয়েলের অন্তরে হয়ত শুধু মার নামই লেখা আছে। যে শিশু সীন (Seine) নদীর তটভূমি ত্যাগ করে নীল যমুনার পুলিনে এসে বৃন্দাবনে মায়ের আশ্রমে ব্রজের ধুলায় তার সোনালী কেশ রাশি গড়াগড়ি দিয়ে ধূসরিত করেছে, "জয়মা, জয়জয় দিদিমা" কীর্ত্তন করে গেছে, কৃষ্ণ প্রেমের অমিয় ধারায় তার জীবন ধন্য না হয়ে পারে কি ?

দীক্ষা লাভ

শ্রীমতী বিজন প্রভা দেবী

(২)

পুণ্য তীর্থ প্রয়াগ ধামে শ্রীশ্রীগুরুর সন্ধানে মাকে ডাকিতে ডাকিতে আসিলাম। হে মা, আজ তুমি যেখানেই থাক আমার নিকট শ্রীগুরু মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হও। তোমার মন্ত্রে আমাদের দীক্ষিত কর, জীবন সার্থক হৌক, আমার স্বপ্ন সফল হৌক।

প্রয়াগ ষ্টেশনের কাছে ছোট্ট একটি বাড়ীতে একখানি মাটির ঘরে তাঁহার দর্শন পাইলাম। তাঁহাকে প্রণাম করিতেই খুব জোরে অট্টহাস্য করিয়া আমাদের বসিতে বলিলেন। আমার ছোট্ট শিশু পুত্রটীকে আদর করিয়া প্রথমেই তাহার সহিত আলাপে রত হইলেন।

একটি শোকগ্রস্ত পীড়িত মন এমন প্রাণ খোলা হাসির লহরে চমকিত হইয়া উঠিল। মানুষ এমন হাসি হাসিতে পারে? হাসির যেন একটা স্রোত বহিতে লাগিল। হাসির উপলক্ষ্য হইল সেই দুই বৎসরের শিশুপুত্রটী। সে বলে "আবার বল" তিনি হাসিয়া হাসিয়া মা মা নাম করিতে থাকেন। হাসির স্রোত বলিতেছিলাম না? তাহার ঢেউ লাগিয়া মনে হইল শোক, দুঃখ যেন ভাসাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

তিনি আমাদের কথা শুনিয়া বলিলেন, "এখন এ সব কথা থাক, মায়ের মন খারাপ, মা আমাকে জানেনা, চেনে না, আগে মা আমাকে দেখুক, চিনুক জানুক, তখন কথা যাহা পরে হইবে। এ সময় তোমরা যখন আসিয়া পড়িয়াছ, তখন শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা দেখিয়া যাও।" আমাদিগকে সপ্তমী পূজা দেখিবার নিমন্ত্রণ করিলেন এবং ইহাও বলিলেন সপ্তমী পূজা দেখিয়া তোমাদের যদি ইচ্ছা হয় অষ্টমী ও নবমী পূজা দেখিবার তখন দেখিও নচেৎ নয়। তারপর আমাদের

বসিয়া থাকিয়া মায়ের মত যত্ন করিয়া ফল ও মিষ্ট প্রসাদ খাওয়াইয়া বিদায় দিলেন।

সপ্তমী পূজার দিন সকালে আমরা আসিয়া পূজা মণ্ডপে যোগদান করিলাম। এক অদ্ভুত দৃশ্য নয়নগোচর হইল।

সকলকে একত্রে লইয়া একসঙ্গে এমন সমবেত ভাবে দুর্গাপূজা জীবনে কখনও দেখি নাই। আমার পুত্র বিয়োগের পর আমি স্থির করিয়াছিলাম, মা দুর্গার ছবিখানি সে বুকে লইয়া দেহত্যাগ করিল, অথচ মা তাহাকে রক্ষা করিলেন না! সেই মা দুর্গার পূজা আর দেখিব না।

বসিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, দেখ ভগবানের কি বিচিত্র লীলা, এমন ভাবে আমায় চালাইতেছেন যে পূজা মণ্ডপেই আমার এবার ভাল লাগিতেছে। আচার্য্যদেব আসিয়া যথা সময়ে পূজা আরম্ভ করিলেন।

চতুর্দ্দিকে সকলের কাঁসর, ঘণ্টা, খোল, করতাল ও শঙ্খধ্বনির সহিত তাঁহার মন্ত্রোচ্চারণ শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া গেলাম। দেবতা ও ম্যানুষের সম্বন্ধ এমন নিবিড় ভাবে মা ও ছেলের সম্পর্ক স্থাপিত করিয়া এমন গভীর জীবন্ত পূজা করিতে লাগিলেন, দেখিতে লাগিলাম। প্রতিটি মন্ত্র কি সুন্দর ভাবে তিনি একবার পাঠ করিতেছেন ও দ্বিতীয়বার তাঁহার সমস্ত সন্তান মণ্ডলী সমস্বরে সেই মন্ত্র পাঠ করিতেছেন। মাঝে মাঝে সুমধুর কণ্ঠে দুর্গা নামে বিভোর হইয়া যাইতেছেন।

ফুল বিল্বপত্র এত অধিক পরিমাণে থরে থরে সাজান রাহয়াছে, অঞ্জলি ভরিয়া ভরিয়া সর্ব্বাঙ্গে দিতেছেন। পুষ্পদল কি ভাবে প্রতিমার সর্ব্বাঙ্গে নিজে নিজেই সজ্জিত হইয়া যাইতেছে। মন্ত্র কি যেন মনে হইতে লাগিল মাতা পুত্রে মনের সমস্ত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। দুর্গানাম গানে সেখানকার আকাশ বাতাস সমস্ত মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। পূজা যে এমন জীবন্ত হয় তাহা কখনও দেখি নাই।

আমার মনে হইতে লাগিল যত কিছু মন্ত্র, সবই বুঝি তিনি আজ আমাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়া চলিয়াছেন। আর চোখের জলে আমার বুক ভাসিয়া যাইতেছে।

সারাদিন অখণ্ডভাবের পূজা সমভাবে চলিতে লাগিল। হোম, যজ্ঞ, আরতি, সে যে কি দেখিলাম, তাহা আমি লেখনী দ্বারা লিপিবদ্ধ করিতে পারিব না। মনে হইল ধন্য পূজা এবং ধন্য পূজক, বুঝি আমিও আজ ধন্য হইলাম। এমন পূজা আজ দেখিবার সুযোগ পাইলাম। রাত্রে আমরা সেখানেই প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আচার্য্যদেব ও তাঁহার স্ত্রীকে প্রণাম করিতে গেলাম। ছোট্ট মানুষটী দেখিলাম, কি যে স্নেহভরা দৃষ্টিতে আগাইয়া আসিলেন হাসিতে মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে কপালে সিঁন্দুরের টিপটী যেন শুকতারার মত জ্বল জ্বল করিতেছে। মিষ্ট কথায় আমাদের আবার আসিতে বলিলেন। তাঁহাদের দুইজনকে ভক্তিপ্লুত চিত্তে প্রণাম করিয়া বড়ই শান্তি হইল। তারপর বাড়ীতে যেখানে থাকিতাম ফিরিয়া গেলাম। আবার শেষরাত্রে সেদিন স্বপ্ন দেখিলাম ঃ—

আমি যেন মা আনন্দময়ীর কাছে কৃষ্ণকুঞ্জে গিয়াছি, মা আমাকে দেখিয়া বলিতেছেন, "এ কি তুই আবার আসিয়াছিস? আমি বলিলাম, "মা গো ওখানে সবই তো পাইতেছি, শুধু তোমাকে পাইতেছি না। তাই একবার আসিলাম তোমায় দেখতে।" মা বলিলেন, "তুই ওখানেই আমাকেও পাইবি। সদা সর্ব্বদা পূজা ক্ষেত্র হইতে সরিবি না।. আমিতো সর্ব্বত্রই থাকি জানিস না?" আমি আবার বলিলাম, "মা, আসবে তো?" মা বলিলেন, "আবার কালকে আসব।" স্বপ্ন শেষ হইয়াগেল, সকাল হইয়া আসিতেছে। উঠিয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত আমার স্বামীকে বলিলাম। ঐদিন মহাষ্টমী পূজা। সারাদিন ব্যাপী সমবেত কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পূজা চলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে এমন অবস্থা ঘটিতেছিল তখন পূজক আর পূজা কিছুই আলাদা নাই সবই এক মনে হইতেছিল। তাঁহার দুটী কন্যার সুমধুর কণ্ঠের গীতধ্বনি সকলের হৃদয়স্পর্শ করিতোছল। নয়ন হইতে দরদর ধারে অশ্রু ধারায় বক্ষস্থল সিক্ত হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে আচার্য্যদেবও গাহিয়া উঠিতেছেন ভাবে বিভোর হইয়া। মা দুর্গার স্নান। সে কি অদ্ভুত মন্ত্রপাঠ ও তাহার ব্যখ্যা।' রূপে, রসে, গন্ধে, আকাশ গঙ্গায় মায়ের মহাস্নান। এক একটি কলস স্কন্ধে লইয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার কিছু জলে প্রতিমাকে স্নান করান এবং নিজ মস্তকে কলসের শেষ বিন্দুটী ঢালিয়া নিঃশেষিত করিতেছেন। ভক্তেরা

আবার পুর্ণ কলস আগাইয়া দিতেছেন। এইরূপে পর পর অষ্ট কলস দিয়া মায়ের মহাস্নান সমাপ্ত হইল।

স্নানের পর মাকে ফুল দিয়া সাজান, সেও এক সুন্দর দৃশ্য দেখিলাম। কি ফুল, কি ফুল। প্রতিমার মাথার উপর ফুলের মুকুট পরাইলেন, লাল পদ্মফুল হাতে পায়ে সর্ব্বাঙ্গে দিয়া সে মনের মত করিয়া কি সাজান সাজাইতেছেন। যেখানে যেটি দিয়া সাজাইলে মাকে ভাল দেখিতে লাগিবে, তেমন করিয়া সাজাইতে লাগিলেন। দর্শকগণ স্তব্ধ হইয়া দেখিতেছেন। মাকে সাজান হইতেছে। বিরাট জবার মালা, শ্বেত করবীর মালা, শিউলী ফুলের সুগন্ধিত মালা মায়ের কণ্ঠে বিরাজিত হইতে লাগিল। আচার্য্যদেব মাঝে মাঝে সাজাইতে সাজাইতে প্রতিমার বক্ষের উপর মাথা রাখিয়া আত্মভোলা শিশুর মত মা, মা, বলিয়া ডাকিতেছেন। চক্ষে অবিরল অশ্রু ধারায় গণ্ড সিক্ত হইতেছে মায়ের মস্তকের পদ্মফুলটী তাঁহার বক্ষের উপর আসিয়া পড়িল, তিনি উচ্ছ্বসিত হইয়া মাতৃনামে যেন আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। সে যে কি দৃশ্য বলিতে পারি না। এই রূপে সেদিনও স্নান, অভিষেক, পূজা ও অঞ্জলি হোম যজ্ঞ হইতে লাগল। মন্ত্র পাঠের ধ্বনি সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর পূজা হইতেছে। হঠাৎ দেখিলাম আলুলায়িতা কুন্তলা শুভ্রবসনা শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব হইল। অতি সন্তর্পণে চুপি চুপি আসিয়া সকলের পূজা দেখিতে লাগিলেন। আচার্য্যদেবও তাঁহার সন্তানমণ্ডলী পিছন ফিরিয়া পূজা করিতেছেন। তিনি জানিতেও পারিলেন না, যাঁহার পূজা করিতেছেন সেই জগৎজননী মহামায়া আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে তাঁহারই পূজা করা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন।

আমি উঠিয়া দৌড়িয়া মায়ের নিকট পৌঁছিলাম বলিলাম, "মাগো, আসিয়াছ ?" মা বলিলেন "শান্তিতে থাক। এখানে কাহাকেও ডাকিও না এখন। বাবাকে বোল মেয়েটী চুপি চুপি এসেছিল বাবার পূজা দেখতে" এই বলিয়া ধীরে ধীরে প্রতিমার দিকে সামনে করিয়া দুটী হাত জোড় করা অবস্থায় পিছু হাঁটিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যেই চলিয়া গেলেন মনে হইল। আমার স্বামী ও আরো কয়েকজন মোটর অবধি মাকে উঠাইয়া আসিলেন। পূজা অন্তে

আচার্য্যদেব যখন শুনিলেন শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী চুপি চুপি আসিয়া পিছন হইতে পূজা করা দেখিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহার সেই প্রাণ খোলা হাসি, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বেটী চুপি চুপি এসে পালিয়ে গেলি ? তোকে আবার আসতে হবে।" সেই রাত্রে মায়ের নিকট তাঁহার ভোগের জন্য ফল ও মিষ্টি ইত্যাদি দিয়া পাঠাইলেন। এইরূপে মহাষ্টমী পূজায় আমার স্বপ্ন সত্য হইল, ওখানেই মায়ের দর্শন ঘটিল। পরদিন মহানবমী পূজা সেদিন মন্ত্র, তন্ত্র, সকল পূজার মধ্যেই শুধু মা নাম চলিতে লাগিল। মাতৃনাম ধ্বনিতে আকাশ বাতাস সমস্ত যখন মুখরিত হইয়া উঠিল তখন সেই মধুময়ী মা, প্রেমময়ী মা, নাম যখন ভরপুর সেই শুভ মুহূর্ত্তে মাতা আনন্দময়ী সকলের আরাধ্যাদেবী জগন্মাতা দুর্গারূপিণী মা সেই পূজা মণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পিছনে তাঁহার ভক্তরা আসিয়া পড়িলেন। চতুর্দ্দিকে শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। সেই সময় আচার্য্যদেব হুংকার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, ধর, ধর, সকলে, এবার যেন মা পালাতে না পারে। একবার তুমি পালিয়ে গেছ ভেবেছ আবার পালাবে? বলিতে বলিতে দৌড়াইয়া আসিয়া মায়ের সামনে প্রণাম করিলেন। দুই হাতে মা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। তিনি দুই হাত দিয়া মাকে ধরিয়া রাখিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন মা, মা, মা, মা, মা।

মাতা পুত্রের এই স্বর্গীয় মিলন দৃশ্য (ইংরাজী ১৯৪৪ সালে) এলেনগঞ্জের বহুলোকের চিরদিন মনে থাকিবে। সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিবার জন্য বহুলোক সমস্ত দড়ি ছিঁড়িয়া সব বাধা অগ্রাহ্য করিয়া মায়ের সন্নিকটে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ফুলে ফুলে মাকে ঢাকিয়া দিতে লাগিলেন। আর মা! যেই আচার্য্যদেব সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিলেন মা স্তব্ধ হইয়া চোখ বন্ধ করিয়া কিয়ৎক্ষণ সমাধির মত অবস্থায় স্থির নিশ্চল পাথরের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পর যখন স্বাভাবিক অবস্থায় আসিলেন তখন একবার করিয়া আচার্য্যদেব তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন আর মা তাঁহার মাথায় নিজ মস্তক নীচু হইয়া স্পর্শ করিতেছেন সে কি অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য বর্ণনার অতীত। নবমী পূজার জন্য যত পুষ্পাদি ছিল তাহা লইয়া মায়ের পাদপদ্মে অর্পণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা চলিতে লাগিল। পূজা অন্তে যেমনি অট্টহাসি আচার্য্যদেবের তেমনই অট্টহাসি শ্রীশ্রীমায়ের। অমন হাসি এ যাবৎ মায়ের আর দেখি নাই। মাকে সন্নিধানে পাইয়া আচার্য্য দেবের স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাগণ সকলেই ফুল বিল্বপত্র ও পবিত্র অশ্রুজলের সহিত মায়ের পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন। আচার্য্যদেবের মুখমণ্ডলে কি স্বর্গীয় ভাবের আলোক ও জ্যোতিতে ভরা। স্নেহময়ী মায়ের ক্রোড়ে অবনত মস্তকে আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। এবং প্রণামান্তে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা করিবার অনুমতি চাহিলেন, সে দুই হাত জোড় করিয়া "আজ্ঞায় মহাদেবী।" সেই উদাত্ত কণ্ঠের মন্ত্রধ্বনি এখনও আমার কানে বাজিতেছে। কিছুক্ষণ বসার পর মা পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে হাতজোড় করিয়া পূজা মণ্ডপ হইতে বাহিরে আসিলেন। অসম্ভব ভীড়ে মা মরালগতিতে কি রূপে অদৃশ্য হইলেন তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। ভীড় চিরিয়া দ্রুত গতিতে মায়ের মত কেহই চলিতে পারিবে না। মায়ের গমনের পর আচার্য্যদেব তাঁহার আনা নূতন শাড়ী মা দুর্গার হাতে তুলিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "তোর কাপড় তুই নিজেই এনেছিস মা, পর এবার।" তারপর দুর্গাপূজা চলিতে লাগিল।

সেদিন আর বিশেষ মন্ত্র তন্ত্র আবশ্যক ছিল না, শুধু ডালা ডালা ফুল বিল্বপত্র ও সকলের চোখের জলে জগৎজননী মহামায়ার নবমী পূজা সমাপ্ত হইল।

সেই নবমী পূজা আমার জীবনে চিরদিন মনে থাকিবে। পূজা দেখিতে দেখিতে নিজের শোক, তাপ, ভুলিয়া গিয়াছি কখন জানি না। খালি তখন মনে মনে একই প্রার্থনা, হে, ঠাকুর! তুমি তো মায়ের ছেলে মাকে পাইলে, আমাকে নিজ শ্রীচরণে স্থান দিবে তো? এমন মায়ের দুলাল যিনি যাঁকে মা আজ নিজে আসিয়া দর্শন দিয়া গেলেন এমনই শক্তিমান মহাপুরুষের নিকট মা আমাদের প্রার্থনা করিতে পাঠাইয়াছেন দীক্ষার জন্য। সেই শ্রীগুরু মূর্ত্তি তাঁহার ফুটিয়া উঠিল আমাদের চক্ষে, সেই মাতাপুত্রের মিলন দৃশ্য মনে পড়িল। এক সৌম্য দর্শন দিব্য কান্তি মহাপুরুষ শ্রীগুরু

রূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। মনে মনে তাঁহার শ্রীচরণে কামনা করিতেছি হে দয়াল প্রভু! তোমার অজানাতো কিছুই নাই। তুমি প্রসন্ন হও, আমাদের মত দুঃখীর দুঃখ তুমি দূর কর ঠাকুর এই মরা দেহে নূতন প্রাণ সঞ্চার কর, আমাদের জীবন সার্থক হৌক তোমার কৃপা যেন লাভ করিতে পারি, যেন বিমুখ হয়োনা দেব। একদিকে আশা অন্যদিকে নিরাশা বুকে লইয়া কি যে দুঃসহ কষ্ট গিয়াছে আজিও মনে পড়ে। মনে মনে শুধু প্রার্থনা যেন ফিরাইয়া না দেন। দশমী পূজার দিন পূজা অন্তে শুধু গানের পূজাই চলিতে লাগিল। সকলেই মাকে গান শুনাইতেছেন। আচার্য্য দেবের দুটি কন্যা মায়ের সম্মুখে গাহিতে লাগিলেন, আঃহা, কি গান প্রাণ ঢালিয়া গাহিতেছেন সুধা ঝরিয়া পড়িতেছে। সকলের চক্ষে জলধারা বহিতেছে, অন্যান্য ভক্তেরাও গান গাহিতেছেন। সর্ব্বশেষে আচার্য্যদেব সকলের মা, মা, মা, মা ডাকের মধ্যে বিসর্জ্জন পূজা শেষ করিয়া ঘরে চলিয়া গেলেন।

বৈকালে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতে আমরা কৃষ্ণকুঞ্জে গেলাম। সেখানে তিনি সেদিন এই দীক্ষার বিষয় অনেক গুহ্য আলোচনা করিতে লাগিলেন। স্রোতের মত ১ ঘণ্টার উপর আমায় নিভৃতে কত কথা বলিলেন। শুধু একটি কথা না লিখিয়া পারিলাম না। মনে পড়ে বলিয়াছিলেন, আজ যাহা হারাইয়াছ, যাহা খোয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে তাহাই তোমার প্রাপ্তির রাস্তা হইল, এ জীবনে দেওয়া হইলেই পাওয়ার ব্যবস্থা হয়। এ সময় যাহা তোমাদের নিকট তীব্র বেদনার অসহ্য যন্ত্রণার সৃষ্টি করিয়াছে, একদিন তুমি দেখিবে তাহার অদ্ভুত শক্তি। যাহাকে বেদনা ভাবিয়া কষ্ট পাইয়াছ তাহাই তোমার সান্ত্বনার রাস্তা হইবে। যাহা অসহ্য যন্ত্রণা বলিয়া মনে হইয়াছে তাহাই তোমার পরম ও চরম শান্তির আশ্রয় হইবে। যাহাকে মৃত্যুর মত করাল ভাবিয়া কষ্ট পাইয়াছ, সে তোমাকে অমৃতের মত পরম সত্যের সন্ধান বুকে করিয়া আনিয়া দিবে। এই যে জীবনের সন্ধিক্ষণ, আজ যাহা তুমি লাভ করিতে চলিয়াছ সেই পরম ধন প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগুরুর নির্দ্দেশিত পথে চলিতে থাক। একদিন মনে হইবে ঈশ্বর যাহা করেন সবই মঙ্গলের জন্য। ইহা শুধু কথার কথা নয় তোমার জীবনে তাহার সত্যতা তুমি অনুভব করিতে পারিবে। এইরূপ আরো অনেক অনেক কথা বলিয়া আমাকে

তাহা প্রকাশ করিতে বারণ করিয়া দিলেন। আমরা তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। সেখানে বিজয়া দশমীর অত্যাশ্চর্য্য মিলন দেখিতে পাইলাম। প্রতিটি ভক্তের কপালে বরণডালার প্রতিটি দ্রব্য শিলা, প্রদীপ, চামর ইত্যাদি ছোঁয়াইবার ও শান্তি জল দিবার বিচিত্র পদ্ধতি এমন কখনও পূর্ব্বে দেখি নাই। যাহাই দেখি ভাবি, ইহার সব ব্যবস্থাই কি সুন্দর। সকলেই প্রণাম করিতেছেন। প্রণামান্তে সকলে হাত পাতিয়া মিষ্টান্ন লইতেছেন। এইরূপে সকলকে এক এক করিয়া মিষ্টান্ন বিতরণ করিতে লাগিলেন।

যথা সময় আমরাও শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের নিকট ও পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণীর শ্রীচরণে প্রণাম করিতে গেলাম। আমাদের হাতেও মিষ্টান্ন দিয়া বলিলেন আমায়, "কি ছেলে পছন্দ হইল না কি ? না হইল না ?" আমি আর থাকিতে পারিলাম না অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে বলিলাম, "বাবা, আমায় দয়া করিয়া শ্রীচরণে স্থান দিন, আপনার কৃপা না পাইলে আমার কিছুই হইবে না। দয়া করিয়া আমাদের কৃপা করুন। আমি বড় দুঃখী বাবা। আপনার শ্রীচরণে স্থান পাইবার আশায় বড়ই আশান্বিতা হইয়া এই কয়দিন অপেক্ষা করিতেছি, দয়া করিয়া আমায় বিমুখ করিবেন না।"

দেখিলাম তিনি এমন স্নেহময়, মুখে হাসিতেছেন বটে, কিন্তু চক্ষু তাহার শুষ্ক নয়। আমার মত তাঁহার চক্ষুও জলে ভাসিতেছে ! পিতার স্নেহময় মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম।

বলিলেন, "বেশ কাল আসিও দুজনে।" পরদিন দুরু দুরু হৃদয়ে আসিলাম। আসিবার পর শ্রীগুরু কৃপা ঘন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া পরম স্নেহময়ী জননীর মতো আমাদের কত সুন্দর উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং দ্বাদশীর প্রভাতে আমাদের দীক্ষা দান করিবেন বলিলেন। সেই দ্বাদশীর দিন আমরা স্নান করিয়া পবিত্র মনে তাঁহার নিকটে পৌঁছিলাম। সেই দিন যথা সময়ে সেই শুভ মূহূর্ত্ত আসিল আমরা আমাদের ইষ্টলাভ করিলাম। শুভক্ষণে মন্ত্রঃপূত দেহে তাঁহার শ্রীচরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিলাম তিনি আমাদের মস্তকে হাতখানি রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই আশীর্ব্বাদ যে কত শক্তিমান তাহাতো আজিও সর্ব্বসময়ে উপলব্ধি

করিতে পারিতেছি। সেই শুভ মুহূর্ত্ত আজ আমার জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের জীবনে ধ্রুবতারার ন্যায় চিরদিন সমুজ্বল থাকিবে। আজ জীবনের গতি কোথায় থাকিত জানি না, তাঁহার দয়ায় সত্যই আজ আমরা মরিতে মরিতে বাঁচিয়া সে সত্যের সন্ধান পাইয়াছি। শুধু ডাকিলেই হয়। তিনি কোল পাতিয়া রাখিয়াছেন. শুধু তাঁহার দয়া ও কৃপায় আমি যেন ভুল না করি,

> *"The Self, self-contained,*
> *calling to Itself for its own Revelation—*
> *this is happiness."*

MATRI VANI

One of God's names is Love. He Himself resides within all, at every moment, everywhere. When man—true to his calling—aspires after the One with uninterrupted intensity, then only His Presence manifests.

* * *

God, the Self, is all-pervading. Where is He not ? In all forms and the formless, in all names and the nameless, in all places and conditions, at all times is He. When the desire for Realization awakens, this is an actual manifestation of Him, the indivisible One. Since all names are His indeed, He will let Himself be grasped by any one of them. The keen desire to attain to the Goal must be conceived. The very fact that Self-realization is one's goal means to seek and to find.

* *

The search after Truth is the one thing by which the shape of human life should be determined. Genuine desire itself opens the road to fulfilment.

* * *

All without exception are actually embodiments of Bliss. Having found one's Self it is natural to experience the Bliss of the Self.

* * *

Who am I ? With this attitude endeavour to let the mind stand back as a witness. Search after your Self. As long as may be, sit immersed in meditation, becoming quite still, steady and fully concentrated.

* * *

Try your utmost never to succumb to anyone's influence. In order to become firm, calm, deeply serious, full of heroism, with one's personality wholly intact, pure and holy out of one's own strength, one has to be centred in God.

Conversations with Sri Sri Anandamayi Ma

PROFESSOR B. GANGULI

(Translated by Atmananda)

(13)

Ranchi Ashram,
27-5-1958.

At 9 p. m., when the silence was over, Mataji said of Her own accord : "By invoking God He may certainly be found; and by clinging to the Great Mother (*Mātā*) the Self (*Ātmā*) will be realized."

Question : How can I be one with God (*Ìswara*) ? I am a perishable human being. After liberation I shall be indestructible, immortal. Both are contained within God (*Paramātmā*), are they not ?

Mataji : When realizing oneness, duality will also be known in its totality. Having become immortal, the perishable human being will be fully understood as well. So long as there is a lack of real vision, discussion* is unavoidable. Seen from one point of view, the *Paramātmā* has become divided and, as the world, has been, is now, and will continue to be in constant flux. Again, viewed from a different angle, He is ever indestructible and there never has been nor will be any world. In Reality the question of being or non-being cannot arise.

---

* A play upon words : ***Lochana*** eyes; ***a-lochana*** without eyes; ***ālochana*** discussion.

Question : For so many days learned professors have discussed philosophy with you. This time, we villagers should like to receive some counsel from Mataji.

Mataji : A very clever child indeed are you ! You appeal to the Mother and after having called yourself her child, give her good advice. If you become a true child of the Mother, you will place your complete trust in her. Of course, one thing has to be said : the child has now acquired capacity and it is necessary for him to make good use of it. Therefore do something—namely, repeat with fervour God's Name. Since you have got into the habit of desiring things, direct your desire towards the Mother and call out to Her alone. God is Himself the Mother and hence will provide you with everything you need. Relying entirely upon Him, keep still and watch what happens. Not until the faith that whatever the Mother does is for the best of her child awakens in you, can you find Her. In order to arrive at that state of self-surrender, you may also have recourse to the yoga of practice. When the boy grows up, he earns his own living and spends his own money. Likewise will he have to do *sādhana* by his own effort. *Pitājī*, by your own words you have laid a trap for yourself.

The Questioner : Yes, of course, the Mother will no doubt be cleverer than the child.

Mataji : The relationship to one's mother is not one of give and take. The mother gives to the child according to his needs. One must depend on one's mother like a kitten (which passively lets itself be carried by its mother), not like the baby of a monkey (which actively holds on to its mother and therefore at times falls off). The Mother knows the right measure with which to give. '*Ma*' means '*mayi*' (all-pervading). The Mother alone bestows both, worldly experience and liberation—nobody else.

Question : Is it correct to say that the place of the heart (*hridaya*) is in the various centres (*granthi*) of the human body ?

Mataji : Yes, the *Brahmagranthi*, the *Viṣṇugranthi* and the *Rudragranthi*, in other words, the *mūlādhāra* (at the base of the spine), the *anāhata* (in the region of the physical heart) and the *ajñacakra*† (between the eyebrows) these three are the centres of the *sādhaka's* yogic experience and thus may be called the places in which the inner heart is situated. Apart from those, some yogis experience their heart also at the *sahasrāra* (thousand petalled lotus at the crown of the head).

Question : How many kinds of faith are there ?

Mataji : Very many. However, one may distinguish mainly between four kinds, namely :

(1) the faith of the *Jñāni*‡—firm, stable, based on direct experience.

(2) blind faith—that may be shaken if hit hard.

---

† *Cakras* Psychic zones in the human system, which represent the fields of different psychic forces and which have to be conquered, purified and sublimated by the Yogi in his upward journey to the sphere of Divine Consciousness and Power.

‡ *Jñāni* one who has attained to true knowledge of the Self or Reality in other words, to Enlightenment.

(3) blind faith—a living faith that cannot be destroyed even when hit hard. Faith in a person may waver, but faith in the Reality for which that person stands, cannot decline.

(4) blind faith—although it is faith in an unworthy object, it is so blind that the faith itself becomes one's saviour. "Even if my Guru takes to drink, yet He is the giver of eternal Bliss." A disciple with a spirit of this kind advances by the force of his faith beyond the achievement of his Guru and even rescues the Guru.

Mother as Seen by a Westerner

ARNAUD DESJARDINS (PARIS)

II

(Continued from the last issue)*

The more I observe Ma Anandamayi, the more I am struck by the extreme changeability of her expressions. This is in fact the first thing one notices when comparing all the photos that have been taken of her : one can hardly believe that they are of the same person. All those who come to her have observed this diversity.

At an interval of a few seconds I have seen her appear thirty and seventy years old, be the image of gentleness and the embodiment of severity ; I have seen in her the laughing little girl and the terrifying man, the radiant saint and the inspirer of a heavy congregation.

This unlimited possibility of diverse appearances, giving at the same time the paradoxical impression of ever remaining unutterably the same, reveals that—quite contrary to us who are entirely conditioned and answer to certain types which modern characterology has found—Ma Anandamayi is absolutely free inwardly, devoid of all limitations, always perfectly unencumbered and spontaneous, ready to respond to what every moment demands of her.

---

* The following are short extracts translated into English from the French book by *Arnaud Desjardins* : "*Ashrams, Les Yogis et les Sages,*" published by *La Palatine,* Paris-Geneva. (See also pages 168—18) of *Ananda Varta,* Vol. X, No. 4.).

Does she not say of herself : "This body is like a musical instrument; what you hear depends on how you play."

Mataji has very aptly been compared to a perfectly pure and transparent crystal, which reflects everything that happens around it. I have even asked myself whether ten different people do not at the very same moment perceive her in ten different ways, depending on their respective inner states. I have just mentioned her terrifying aspect. Some Hindus will probably not agree to this. But during one moment I have seen in her the witness to my lie, my impurity, to my contradictions—truths about ourselves of which we usually are not aware. Is it surprising therefore that I was actually terrified, in spite of all the kindness and love by which I felt myself enveloped all the same ?

For weeks and weeks I did not understand anything of what she said. What of it ? With hundreds of thousands of Indians and a few dozen Westerners I believe that Ma Anandamayi represents a really miraculous event.

And when I say miraculous, I do not only think of the fact that the consciousness of Oneness in which she lives enables her readily to know of happenings of which she has not been told, of future events, and of what is taking place in the present at a distance. Neither, as I have often experienced, of her reading the thoughts of those who approach her, and replying very clearly to questions that have been put to her only mentally, and that in a language which she does not understand. Neither do I merly refer to the large number of cures that she has effected (leprosy, snake-bite, etc.) Even less to the fact that she has often produced phenomena of radiating dazzling light, such as other saints have before her.

For, all these miracles—if one may be allowed to use this word—are still within the world of multiplicity. within the world conditioned by time : everything that has a beginning has also an end and a cause and is limited by birth and death.

What I really find miraculous in Ma Anandamayi is what I should like to call the echo of her Consciousness in the depth of our own.

We can have absolutely no idea of the level of a Master who lives on a different plane to our own. At the most we may be struck by his extraordinary look. But we can, through that look of the Master, become conscious, by our own experience, of what is happening within us, and of the world which he allows us to glimpse.

The majority of men and women who have contacted Ma Anandamayi and who have not been completely closed to her influence, have felt—and it is here that I find something miraculous—the phenomenon Ma Anandamayi within themselves and known what Life is in its boundlessness, compared to which our life is not Life; have understood "how the blind can discover light and how the deaf can hear."

This is certainly the most important experience one can be led to have : I live and until today I was dead.

* * *

Near Ma, no matter where we may follow her, we live in beauty. Every moment lies in another dimension, larger, wider, of another scale in which there is no room for ordinary petty details. This beauty comes from within, from the propriety of every expression, every attitude, and each of them opens out into the Infinite.

Propriety and conformity to what? To the Law of the Universe, to *Dharma*, to the harmony in which everyone must discover his exact place in order to find also his freedom and his spontaneity, just as the Indian musicians improvise for hours within the strict frame of the various *ragas*.

The music of the morning is different from that of midday, evening or night. There is a time for everything and a place for everything. And the way to the Absolute goes through the respect for that order.

Early this morning, the temple became lively by and by. It was hardly dawn when the first person arrived, an old man of extreme nobility with a long white beard. He sat down slowly and began to meditate with his eyes closed. Then a *swami* came, some other men, a few women. The temple seemed to become illumined from within as the light rose. The sky took on a glaring blue, against which the orange robes stood out clearly.

The *swami* slowly rang the austere gong, which answered to a distant bell from another temple. Two women stood motionless and the first rays of the sun spread a rosy hue over their white *saris*. The old man was meditating all the while without the slightest movement. The attitude, the place of everything appeared fixed since eternity and for an eternity to come. The scene was of a poignant beauty that entered my heart like a dart.

Yesterday, in the *pandal*, (the large tent where gatherings are held), Mataji was sitting on the dais, surrounded by a number of *swamis* in their flaming robes. Her expression was so luminous, the faces of the *swamis* so dignified, the whole scene so tranquil, so pure that the same beauty which is beyond time emerged from it. It was so perfect that my heart was aching at the thought of those who will never experience this.

Since that first day at Benares, I have met Ma under many different conditions: in the midst of teeming crowds, surrounded by a few disciples only, and even—very rarely—alone with her.

But most of all I cherish the memory of the blessed days at Vindhyachal.

After the excitement of the *Durga Puja* celebrations at Benares, Mataji retired far away from the multitude to a very small ashram, perched on a hill, lost in the midst of the beautiful Indian country-side. On no other occasion did I have so strongly the feeling of our being children gathered round their Mother, as her disciples like to express it.

No more formality, no more rules for approaching Mataji. We went freely to her room and for walks with her in the woods. No distance between her and us, only close companionship, familiarity. Mother behaved alike to each one, full of tenderness and affection, so naturally and simply. The whole atmosphere was one of friendship and joy.

One particular evening we are sitting around her on a small terrace that looks out on the vast landscape of plains and hills. Far away, the Ganges draws its glittering ribbon in the light of the setting sun. All is love and contemplation. In that silence one of the disciples reads softly. Mataji says nothing. We say nothing. She looks at us. We look at her. With the gathering night a peace that passes understanding descends on us and we see her eyes radiate the light of true Life, radiate the message that awakening may pull us out of our world of slumber.

* * *

Here I am, back again near Mother.

Had I really left her ? It is not the human being that attracts us in her, but something that we feel to be infinitely greater. If it is true that one sole Reality exists, a Consciousness underlying all appearances and happenings in the phenomenal world, and if it is true that Ma Anandamayi is a direct manifestation of that Reality, one with It, should I not say that all is in her, that I am within her and she within me ?

For her disciples this would be the right way of expressing it. But it would be equally right to say the same of Ramana Maharshi and Ramdas, for there is only one Guru under different names and forms.

Ma Anandamayi states this frequently. Twice when I said good-bye to her before returning to Paris, she told me that she was never far away, that the whole world was her Ashram. And last time, when the interpreter had finished translating her message to me, she who does not speak English at all, had known what words to pick up. For she repeated several times with indescribable love : "No boundaries, no boundaries, Paris Ashram, Paris Ashram, *Ek* : One, *Ek* : One."

* * *

During the last three weeks at Poona many things have put themselves into their proper places. The almighty rampart that separates us from our Self has borrowed its power but from "sleep" and from an ego that cannot subsist except in "sleep." And it seems that portions of that wall are crumbling one after another and that with growing impersonality ever more peace and joy supervene. I believe that today I should be much better prepared if I were granted to receive a new exceptional experience. For, I know it well now, it is there, at the depths of me, that resplendent Truth. And I also know that it is everywhere, concealed behind everything. I have seen for myself—and above all understood to what degree we are incapable, in our present condition, to bear the Vision of Reality.

This Reality exists, whatever be my state of mind, no matter what may absorb my interest. And yet, all along, I am cut off from It, I deny, betray, desecrate and revile It. I am the prisoner of myself. I do not care to have close contact with my truth. I prefer to cling to all that prevents me from being.

But Mother's presence ever proclaims the same good news. The sleep by which I am held is not real: it is *māyā*. From sleep one can be roused. To recognize, to accept what I am at this moment makes an awakening possible. Mother makes more stable, more enduring my desire to be different, to behave differently. We all feel that she 'dehypnotizes' us.

Every attempt made in her presence teaches me that I have to demand from all myself if I want to know who I am. The answer will not be given unless the whole of me is there to receive it. An intellect, even a hundred times more active than it is in Mother's presence, cannot know. Emotion, even a hundred times more intense than it is within the radius of Mother's influence, will not know. A body, even a hundred times lighter, than it is under the conditions of life in the Ashram, cannot know.

The answer will be given only to the whole of me. And the whole of me is never present. To know who I am and to find God is one and the same, says India. "If I knew myself, I should know Thee." How? Let the ego die. How to make it disappear? For it is the hydra with thousand heads. The more I imagine I am killing it, the more it reappears. Who will liberate me from it? You yourself. Who am I? God alone Is.

Mother, can you help us?

And since thirty years she is helping us.

* * *

She has often declared that she is not a Guru. But to us, who live on the plane of duality and relativity, she appears to be a Master and she teaches.

This teaching has two aspects; it depends on her, on her presence. And, collected in her replies, it will live after her. Yet, should I call it "her" 'teaching'? All her glory lies in her Impersonality, and her teaching has been born with the world.

The most remarkable characteristic of Ma Anandamayi—and this is probably her most important mission—is to awaken or intensify the keen desire for the spiritual life in all who approach her. In this sense, how many retractions, how many conversions has she not effected!

What we lack most is that desire more powerful than all the others. Thus, Ma Anandamayi simply makes you long for Reality. The more we see her live before us, the more the Love, the Joy, the Wisdom, the Serenity, the Freedom and the fundamental absence of all fear that emanate from her make us yearn for It—yearn more than anything else.

We feel that these qualities have their source in something which is not an individuality—however exceptional—but that we are face to face with a reality of another order.

In her presence we feel that we are required to "seek first of all the Kingdom of God and its justice," without the slightest thought at the back of our minds that "all the rest will be added unto it."

I often marvelled when watching the way in which Mother plays—or seems to play—for our spiritual progress, with our attachment to her : how she keeps this love in its place and prevents us from giving too much importance to her person. By attachment (*moha*) to her all other attachment is annihilated. But later she teaches us to destroy even that fervour. Does she not frequently say : "God is the sole Guru. It is a sin to look upon the Guru as a human being."

* * *

One of the most striking features of her teaching – as is the case with all genuine Masters—is that for all who live around her the best conditions for their awakening are always given.

For one who has lived close to her, it seems that this aspect of her role is quite beyond the usual measures.

However large be the number of those who turn to her at the same time, it appears that the circumstances are at every moment the best for each one of them. Each one is under the impression that, during the weeks that have passed, Mataji has devoted her whole interest to him and organized all that has happened in the Ashram with a view to his benefit and to what would be the most appropriate teaching for him.

This is something which is entirely beyond all possibility of explanation. No competence, however outstanding, no genius of organization, not even the most prodigious efficiency could obtain this result. One is forced to conclude that Ma Anandamayi teaches as the fire heats, as the light illumines. Just as She is Love, Wisdom and Joy, She is also Teaching. The exceptional conditions for *sādhana* and awakening that ever exist around her are not due to her capacity for execution, however superior, but rather to her Being.

And Being is able to work in her the miracle which Victor Hugo so aptly attributes to all motherhood : of the Love of Anandamayi Ma everyone receives his share and all possess the whole of it.

The most trivial incident becomes for her an occasion to teach. We have all noticed that Mataji seems to attach at least as much importance to thousands of petty little incidents in the lives of her disciples as to the solution of philosophical problems and the various practices of *sādhana*.

* * *

It will be understood that so far as my own person is concerned I am not enlarging on my experiences and not relating how Ma several times nailed to the cross the self-esteem and contentment of the ego that is known by the name of Arnaud Desjardins.

I will only say that Mataji, among other things, utilized the film I took at her Ashram to teach me: giving me at times the opportunity for quite exceptional shots, but also making me accept the waste of my last reels on which I had counted greatly, or to acquiesce to the projection of pictures that seemed to me the most precious by an old-fashioned projector that could not but damage them considerably. When my ego wanted at all cost to attract her attention, 'chance' would not let me see her alone for weeks. But when the right attitude asserted itself in the end—after what may be called great suffering—she took me for a drive and I sat by her side, while no other car was allowed to follow us.

Likewise we have often had the impression that all the others also did help to teach us and that everyone, consciously or unconsciously, served Mother in the fulfilment of her mission. She is a prodigious generator of energy and the centre of immense activity.

* * *

There are as yet few people in the tent. A very pure voice chants: 'Sivoham, Sivoham, I am Siva.'

And I think of to-morrow. I am leaving after breakfast. In the plane this evening, dining with a devotee in Bombay. The moment has come for me to go far away from Mother. A typically Indian detail: after having walked barefooted for weeks and often slept on the floor, I shall travel from Poona to Bombay in a most elegant car with an impeccable driver dressed in a white uniform, his cap adorned with golden stripes. The Secretary of the Governor of the Province had been sitting next to me in the *pandal* and invited me to make use of an official convoy. He did not consider whether he liked me or not. It is his duty, his *dharma*. We are in the Orient, where the guest is still sacred.

Yesterday Mother honoured me in front of the whole Ashram. But it was of no importance whatever. All was simple. All was well. There was nobody to be honoured.

This morning she has not even looked at me. But this is even less important. All is well. All is simple. There is nobody to desire anything.

The *swamis*, the young girls in white, the foreigner, we are all united by a delicate, subtle and profound bond. We shall all together board the plane and no one will go away from Mother. She had told me : "You have often heard it said that we see Reality through distorting glasses, which have to be removed from our eyes. But today this little girl will ask you to do just the reverse : Preserve in Paris the spectacles of the Ashram. Look at the world through the special glasses you have received here."

And I think of Paris, of France, of our whole outer world "where there is wailing and gnashing of teeth, where there are wars and rumours of wars, where nation rises against nation and kingdom against kingdom, where there are great earthquakes and famines, pestilences and horrors, where all these are only the beginnings of sorrows and where abomination and desolation are near."

And I think of Him who also said: "When ye shall see all these things know that the Kingdom of God is nigh, even at the doors......Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away......Watch therefore : for ye know not when the master of the house cometh, at even, or at midnight or at the cock crowing or in the morning : Lest coming suddenly he find you sleeping. And what I say unto you I say unto all : Watch !"

Great Thoughts

A chapter from the 'Dhammapada' (Words of the Doctrine'), a Buddhist work by an unknown author.

The Sage

He who has thrown off the fetters and freed himself in all ways, he is free from sorrow; for him there is no suffering; he has completed his journey.

The thoughtful exert themselves. They do not delight in any abode. They leave their house and home as swans their lake.

Those who have no possessions, who nourish themselves according to knowledge and who realize the goal of freedom by perceiving that life is empty and transient, their path is hard to trace like the flight of birds through the sky.

He whose appetites are slain and who is indifferent to food, who has perceived the goal of freedom by realizing that life is empty and transient, his path is hard to trace like the flight of birds through the sky.

Even the gods envy him whose senses are subdued like the horse well tamed by the charioteer, who is free from pride and free from depravities.

He who is patient like the earth, firm like Indra's bolt, like a lake free from mud—for him there is no round of births and deaths.

Calm in thought, calm in speech, calm in actions is he who has obtained freedom through true knowledge. He has become tranquil. He is full of repose.

The man who is not credulous, who has severed all ties, killed all desires, for whom even occasions to act with like or dislike arise not, who knows the ever existent uncreate (Nirvana), he indeed is exalted among men.

Delightful is the place where Arhats dwell, be it a village or a forest, be it by deep waters or by desert-edge.

Delightful are the forests to the Arhat; they charm not the worldly. There the passionless find delight, for they are not allured by sense-life.

* * *

From 'The Gospel of Buddha' by Paul Carus

"Nirvana comes to thee when thou understandest thoroughly, and when thou livest according to thy understanding that all things are of one essence and that there is but one law."

"And the Tathagata (Buddha) is the same to all beings, differing in his attitude only in so far as all beings are different...He has the same sentiments for the high as for the low, for the wise as for the ignorant, for the noble-minded as for the immoral."

Sri Ramakrishna Paramahamsa

"When the object of life is attained, the subject disappears."

Sri Ramana Maharshi.

"A Master is one who has meditated solely on God, has flung his whole personality into the sea of God, and drowned and forgotten there till be becomes only the instrument of God; and when his mouth opens it speaks God's word without effort or fore-thought, and when he raises a hand, God flows again through that to work a miracle."

Chuang Tzu

"The mind of the sage being in repose becomes the mirror of the universe."

* * *

From 'Tao Te Ching', probably by Lao Tzu.
Translated by Ch'u Ta-kao.

Heaven is lasting and earth enduring.
The reason why they are lasting and enduring is that they do not live for themselves;
Therefore they live long.
In the same way the sage keeps himself behind and he is in front;
He forgets himself and he is preserved.
Is it not because he is not self-interested
That his self-interest if established ?

* * *

Without going out of the door
One can know the whole world;
Without peeping out of the window
One can see the Tao of heaven.
The further one travels
The less one knows.
Therefore the sage knows everything without travelling;
He names everything without seeing it;
He accomplishes everything without doing it.

He who pursues learning will increase every day.
He who persues Tao will decrease every day.
He will decrease and continue to decrease
Till he comes to non-action;
By non-action everything can be done.
There is a thing inherent and natural,
Which existed before heaven and earth.
Motionless and fathomless,
It stands alone and never changes;
It pervades everywhere and never becomes exhausted.
It may be regarded as the Mother of the Universe.
I do not know its name,
I am forced to give it a name,
I call it Tao and I name it as supreme.
Supreme means going on;
Going on means going far;
Going far means returning.
Therefore Tao is supreme; heaven is supreme; earth is supreme and man is also supreme.
There are in the universe four things supreme, and man is one of them.
Man follows the laws of earth;
Earth follows the laws of heaven;
Heaven follows the laws of Tao;
Tao follows the laws of its intrinsic nature.

* * *

Act non-action; undertake no undertaking; taste the tasteless.
The sage desires the desireless, and praises no articles that are difficult to get.

He learns no learning, but reviews what others have passed through.
Thus he lets all things develop in their natural way, and does not venture to act.
Regard the small as great; regard the few as many.
Manage the difficult while they are easy;
Manage the great while they are small.
All difficult things in the world start from the easy;
All great things in the world start from the small.
The tree that fills a man's arms arises from a tender shoot;
The nine-storeyed tower is raised from a heap of earth;
A thousand miles' journey begins from the spot under one's feet,
Therefore the sage never attempts great things, and thus he can achieve what is great.
He who makes easy promises will seldom keep his word;
He who regards many things easy will find many difficulties.
Therefore the sage regards things difficult, and consequently never has difficulties.

Mother Anandamayi

KAMAKSHYA PRASAD ROY

Mother—She is Anandamayi, the 'Joy permeated one.'

Who is this Mother? A God intoxicated mystic, a saint, a spiritual leader or a God-incarnate?

All attempts to determine her status in the galaxy of enlightened souls we know, have so far proved fruitless. And probably the reason is that she does not conform to any limitations, be they mundane or spiritual. To devotees having mystic experiences of Mother's identity with various Gods and Goddesses at different times, she would only point out that such experiences are due to one's inherent mental dispositions, they are of purely subjective nature. As such, these individual experiences are of little help to evaluate Mother rightly. Not to talk of ordinary people like us, even some of the eminent contemporary spiritual authorities have often referred to Mother as the emanation of the primal Divine *Śakti* (Durga, Bhagawati or Kali) in human form. Be that as it may, we know Mother maintains complete indifference to all sorts of offerings and adoration that are being poured forth to her daily by a large number of devotees.

Let us see if it is possible for us inspite of all our limitations to get in touch with Mother in her boundless freedom.

Look, Mother has a wonderful way of making it easy. For anybody eager to know her real nature, she has a unique reply : "I am what you take me to be—just no more and no less." May be in this single sentence is condensed the truth of Mother's self-revelation. Or else, it seems quite improbable that she should use the same words over and over again in a similar context, almost like a truism. These are bold words undoubtedly. Leaving aside the elusive ones, 'no more and no less', if we simply concentrate our attention on her positive assertion : "*I am what you take me to be*" we come to the point that she is just what I can see in her, but yet, at the same time she is more than that, inasmuch as I know that she would have revealed herself in a higher stature to me if only I had the capacity to apprehend such a state. Needless to say, such variation may go on multiplying endlessly. *Unravel my mystery* : *I am what I am*—this is the spiritual puzzle Mother holds before us, we may say.

After having exhausted all means of evaluating Mother's spiritual status strictly according to the standard laid down in the Scriptures, a great scholar of our time finally sums up his observations in the following words: "Is she then a visible expression of the Absolute Itself ? Is she the outer manifestation within a self-imposed veil, of the inner Ātmā of the world, of all of us, revealed to us as clothed in a human form, simply to draw us towards herself away from the turmoils and tumults of fettered existence ? Who can say ?"

Of course, who can say ? Yet, all that we should precisely care to know is that she is our Mother : Mother, not of a particular group or family but of the entire human community. And mind, in keeping with the expectations of her countless children she has no chosen few.

As to her message, we all know she never delivers sermons. She generally replies to questions placed before her in *satsang* congregations. Though there is always a broad catholicity in the way she responds to her interrogators, yet the replies we receive are somewhat different, depending on our own thought contents and moods. We may better quote her own words to further elucidate this point. "This body," she says, referring to her own self, "responds strictly to the line of thought and to the spirit in which a question is asked. Consequently, what is the opinion of this body and what is not ? If there is a line of approach, there must be a goal to which it leads, and beyond that is the unattainable. But where the distinction between the attainable and unattainable does not arise, is that itself. What you hear depends on how you play the instrument."

This again is in keeping with the state of her constant and sustained integral Truth-consciousness.

Yet, she does not only reply to questions put to her in meetings but also speaks to her children each separately. This relates to persons seeking interviews with her alone—popularly known as having 'private' with Mother. Here is an opportunity open to everybody to reach very close to her and receive individual care and attention from Mother as regards spiritual guidance. It does not matter to which faith or fold you belong—to Mother it is of no importance—she only wants her child to be sincere. She has something to offer to everyone of them according to their individual temperament and aptitude. If we only happen to consult the day-to-day list of persons asking for interviews with Mother, we shall be amazed to find that people belonging not only to different religions, but a motly assembly of various nationalities of our globe are almost daily standing in queue in front of Mother's room each anxiously awaiting his turn to put his problems before Mother. And each of them, we know, would bear testimony to the fact that he leaves her with a better understanding of his respective religious faith. What, now almost a century old study and propagation of comparative religion could not achieve, surprisingly enough seems to be possible without the least effort from any quarter in the mere presence of Mother.

Religion to Mother is not apart from life. Where life is there is Religion. "ধর্মের সংসার কর"—"Lead the life of a truthful and religious householder," she can often be heard to say. We must remember that she never wants her children to leave their hearth and home to seek righteousness elsewhere. Each human being, whatever or wherever he may be, must fulfil one indispensable condition, which is one-pointedness of purpose with absolute sincerity. Besides that of course, an unwavering loyalty to one's *Guru* and *Ista* is always recommended by Mother to all those who seek her guidance.

"Come unto me all ye" 'মামেকং শরণ ব্রজ" is not then Mother's beckoning call to her children this time. But instead, the other part of it, equally significant : *"Seek ye the Kingdom of God within you"* "আত্মানম্ বিদ্ধি" may be considered as Mother's call and message renewed once again to the whole of humanity pining and thirsting for a better life.

Man needs a living religion and a living church today. And, in Mother, we have both.

Mother's Methods

A Devotee

It is both fascinating and enlightening to observe Mother's innumerable ways of dealing with different individuals and with one and the same person at different times and phases of his growth. The ideal teacher has no method, he is one with the pupil and with what he teaches and therefore master of every situation. So it is with Mother. One can only marvel at the infinite variety of methods that She seems to command with the most perfect ease.

Mother never coerces. She allows everyone the utmost freedom to proceed in his own way, as long as his gaze is steadily turned towards God or Truth. "Never be without Him even for a moment, remember Him with every breath." This is Her 'Leit-motive', Her ever recurring theme, but She has a million ways of teaching it. She does not ask anyone to change his *sādhana*, not unless he has gone astray or feels that he cannot possibly proceed. She guides and actively helps everyone along his own line of approach. What matters is not so much the kind of practice, but the sincerity, intensity and whole-heartedness of the aspirant. "Cry your heart out for God, "Mother says," but never for anything else!"

Mother does not give initiation and She objects to being called a Guru. However, She encourages some, but by no means all to take initiation from a Guru. Once a Guru has been accepted, he must be obeyed implicitly—unless, of course, he is one of those false Gurus who lead their followers deeper into the mire of delusion instead of to the goal of human existence. In such a case Her advice is to sever the connection unequivocally and to start afresh.

The way Mother dissolves conflicts and doubts that trouble many concerning their own Gurus, is truly awe-inspiring. Just as a whole house can be lit up by the mere turning of a switch, so Mother is able to throw as it were, a flood of light on the disciple's difficulties, so that a new understanding and a new interpretation of his Guru's instructions dawn on him, and his peace of mind is restored. Mother does this either by words or in silence—as the case may necessitate—sometimes in the course of a single interview, and in particularly complicated cases, gradually, by the magic of Her healing and enlightening presence. Those who have experienced or witnessed such instances know in a special way what an immeasurable blessing Mother is. "I have no particular path," she says, "all paths are my paths." This is far beyond what is known as tolerance. It has a tremendous import : In Mother's person we find actively united all creeds, philosophies and schools of thought, all methods of yoga.

Mother has Her own unique way of replying to questions. Without fail she throws light on each problem from the point of view of the inquirer and usually from many other angles as well. Her replies are sometimes very short and terse, at times even perplexing, but always thought-provoking. As one ponders over Her words, a wealth of significance and depth becomes gradually revealed. One gets the impression that she is all at once the problem, the solution and the Infinity beyond problems and solutions. It occurs time and again that people who do not get an opportunity of voicing their questions and although even no similar question is asked by others, get their answer, and in exactly the way that is needed, merely by attending Mother's "question hour." Is it surprising if they emerge from the meeting dazed and speechless with amazement and happiness ?

Mother defeats time. Thousands look to Her for help and guidance, and I wonder whether she ever disappoints anyone. Not only that : she rarely seems rushed. She discusses and sometimes goes into minute details. She jokes, laughs, sings and listens to *kīrtana*, to long discourses and the reading of scriptures. She tells stories of incidents from Her life. On occasions She instructs how to cook, how to tidy and arrange a room, how to decorate a hall for a function or ceremony, how to receive guests in a fitting and courteous manner, how to nurse a patient. She finds time for these and hundreds of other things, which are Her countless ways of teaching how to live a dedicated life under all circumstances, and that for every type and temperament can and must be found an avenue that leads to God.

Day and night are alike to Mother. During most of Her hours of so-called 'rest' in the day and during the night She has private interviews, or letters are read out to Her and she dictates the replies.

There are those who in dreams get advice and solace from Mother regularly at every crucial point of their lives. Instances are known of people, who, when She travels get no chance to approach Her before she leaves their town, or their interview is cut short. Feeling sad and depressed at their bad luck, they go to sleep and that very night have a vivid dream of Mother, which establishes the desired contact and leaves a lasting impression. Some even have received a *mantra* from Her in a dream, and the *mantra* of which they say they have had no previous knowledge, is found to be correct. Mother does not comment on such happenings, as far as I know. But when asked whether *dīkṣa* (initiation) in a dream must be confirmed by *dīkṣa* in the waking-state, She usually replies: "If you have faith in the *dīkṣa* received in your dream, it is enough. Otherwise you will have to go through it again in the waking-state. All depends on faith, everything is in the mind."

Mother does not often give orders, and probably only to those who by intuition, discrimination and experience have established in themselves implicit faith in Her unfailing wisdom. But when she does command, obedience without asking for reasons is the only way. Together with the task she sets, Mother transmits the power to carry it out. But often it is not easy to do so. It is a common experience that to obey Mother's orders quickens intelligence and develops initiative. It requires great vigilance and concentration—in fact it is as if ingeniously calculated to draw out to the utmost one's capacity, courage, forbearance and power of endurance, as well as to bring to the surface one's weaknesses and shortcomings, so that they may be eradicated.

To place one's life in Mother's hands is to become free bit by bit from dependance on people, things and ideas, to be released from all kinds of fear, such as the fear of insecurity, of what people might say, the fear of failure, pain and death. Anything may be lost, Mother remains.

Mother's love and compassion are far too deep to contain even a tinge of false pity. Mother does not pamper Her children. To grow, to learn and to be healed entails suffering, which is a necessary part of life. Those who fancy that to be in close contact with Mother means to sit back comfortably and revel in Her glory or to constantly float in a kind of heaven of peace and joy, oblivious of suffering and impervious to disturbance, are greatly mistaken. Mother can be very firm, nay adamant, and if one did not have the overwhelming experience of Her boundless and unfathomable Love, one might misunderstand as cruelty the masterpieces of surgery she performs. At times Mother does something that gives a severe blow to a cherished notion, belief or prejudice, and this is certainly very painful. On an occasion of this kind I heard Mother say, "Whatever is necessary I do for myself.' (For Mother there are no 'others'). "If you scratch your skin and it bleeds, do you blame your hand? If you can't bear this much how can you ever know the bliss of the Self ?" Looking at Mother's radiant face one realizes that she can never hurt. It is our own error, our own ego that fights for its life, which causes pain, not Mother.

A well-known Mahatma once said of Mother : "Mataji is the ocean itself. All rivers flow into the sea and yet the sea never becomes full or empty. Likewise Mataji's state remains ever one, complete, unchanging. There is no question of more or less. This is how I see it. The intellects of ordinary men are the rivers, Mataji's consciousness is the sea. The Bhagavad Gita is also of the same nature."

* * *

Pages from my Diary

GURUPRIYA DEVI

(Translated from Bengali)

Kishenpur, 9*th August*, 1957.

Last night Mataji's health was extremely bad. Sri Haribabaji Maharaj came at night and, trying all kinds of things, he finally said: "Mataji, please make up your mind to put your health right. You will have to take pity on everyone !"

Afterwards, taking up the thread of what Sri Haribabaji had said, Mataji remarked: "For this body no bondage of any kind exists. 'Don't do this' and 'you will have to do that' is not meant for this body. You also all know that this sort of thing is not its way. Whatever comes to pass is all right. To make up its mind does not lie in the nature of this body."

A little later Mataji said in the course of the conversation: "For this body there is no cause whatever for inconvenience or discomfort. This (ill-health) is also a fine play. This body observes in minute detail what is taking place in its every nerve and vein. The body, the observing, and that which takes place are in fact all one. At first some kind of process (*kriyā*) began on the left side of the spine. A little later something similar was noticed on the right side. Thereafter some action was going on throughout the spine, starting from its very base right up to its top, at a considerable width. As a result of this action this body would sometimes look, speak or laugh with great vivacity. But this was also the outcome of that same vibration. Again, due to that very rhythm, the body at times became completely lifeless. It then seemed as if everything were closed from within. What would happen to another body in this condition is for you to comprehend. For this body, however, all conditions are equal. Sometimes it lies down and sometimes it sits up. But in that particular condition anything at all might happen at any moment. For this body, everything without exception is but a play. Once or twice it became such that if the *kheyāla* had come: 'let that which is happening take its course,' anything might have occurred. But the *kheyāla* came: 'no, for this body holds good whatever comes to pass.' Between these two attitudes, as it were, this body remained. Whatever be the *kheyāla* at any particular moment, according to that, things may happen."

10*th August*, 1957.

By about midday Sri Haribabaji came to see Ma. Pandit Sunderlal accompanied him. The pandit raised various topics in the attempt to induce Mataji to speak or laugh. In between he declared two or three times: "Well, Mataji is immersed in *samādhi*." Mataji replied very softly and slowly: "For this body no such thing as trying for *samādhi* goes. There is no going and no coming, *Pitājī*. Neither the posture of *samādhi*, nor its mood is aimed at, nor is it an established state. So far as this body is concerned, what moving about, sitting, talking and so forth are, exactly that is also *samādhi*."

Today Sri Haribabaji told Mataji a lot about his personal life. Mataji on Her part disclosed to him all that She had seen in connection with his ill-health.

12th August, 1957.

In compliance with Sri Krishnananda Avadhutaji's wish, Brahmachari Kusum was sent to Kashi three or four days ago to see Swami Shanker Bharati, who is a Mahatma of Varanasi of very high spiritual attainment as well as of great learning. Residing in an Ashram in Lalitaghat, he has for the last several years been engaging in solitary *sādhana*. He does not meet anyone, nor talk to any outsider. A cave of that Ashram contains a consecrated image of Devi. In S. B.'s presence the image becomes alive, as it were, and he frequently receives orders and instructions from the Goddess. Many supernatural incidents are being related in connection with his life.

Sri Avadhutaji feels convinced that, in spite of being far away, Swami Shanker Bharati will be able to understand fully the true nature of Mataji's ill-health, and therefore may possibly be in a position to say something definite to restore peace of mind to all of us. This is why Sri Avadhutaji was keen on having someone from here sent to Varanasi to describe to S. B. in detail the condition of Mataji's health and to report to us whatever he might have to say about it.

This morning Kusum returned from Varanasi together with Mahamahopadhaya Dr. Gopinath Kaviraj, who has come to see Mataji. We heard from Kusum what Swami Shanker Bharati had said. After listening to all the details, he had declared that Mataji's condition of health was nothing but Her *Līlā* and therefore should cause neither apprehension nor anxiety. Mataji's presence among us benefited the whole world, it was therefore necessary for all that Her health should be preserved intact. Since the devotees were in any case praying fervently for this at all times, there was no need for any special action at the present moment.

On hearing this we all felt extremely happy and reassured. Swami Shanker Bhar ati's opinion was communicated also to Sri Avadhutaji at Vrindaban.

13*th August*, 1957.

This morning, when Dr. Gopinath Kaviraj was talking to Ma, the conversation turned to Her health. Mataji said: "Look, in the case of a *sādhaka* there is aspiration towards a goal. But here (meaning Herself) there is no question of goal or no goal, of aim or aimlessness. Every artery, vein and nerve, their functioning and vibration are clearly seen; just as when somebody in a dark room holds a lamp in his hand and throws light on every object, one by one—exactly like this. But for the *sādhaka* who is still on the path it is impossible to perceive in this manner. He has to advance by overcoming various kinds of obstacles. *Bābā*, here, there is no question of this. Here—the artery is myself, the vein myself, the functioning myself and the observer also myself. Of course, when saying 'myself' it is because some word has to be used."

Referring to Pandit Sunderlal's statement, the other day, that Mataji was immersed in *samādhi*, Dr. G. K. said, *samādhi* signified the mind's concentration and the consequent abeyance of all its activities (*nirodha*). But so far as Mataji was concerned, there was no question of mind or overmind and therefore one could not either speak of *samādhi*.

Mataji also said : "Look, just as this body is seen in various attitudes, such as laughing, speaking, moving about etc., so you may, from your angle of vision also perceive this body in the posture of *samādhi.* In concord with the rhythm of the breath it assumes various postures or attitudes. Here change or changelessness, concentration or abeyance of activity—there is simply no question of all these."

After a short pause, Mataji spoke again : "*Bābā,* here, everything is perfectly open and unconditioned. But ordinarily the rhythm of the lifeforce depends on one thing in the field of *sādhana* and on a different one in the field of worldly life. From the worldly point of view one thinks : 'my home, my wife, my son, my enemy, my friend.' Thus the idea of the 'I' conditions the rhythm of the lifeforce. Wheras in the field of *sādhana* it is conditioned by the aspiration towards Realization. The *sādhaka* is ever concentrated on his Goal and therefore, while advancing, he is not aware of the details of the path. If he could once reach the Goal, he would be in a position to explain the path, for then everything becomes illumined by the one Light. *Bābā,* in reality there is only One Thing. The path, the aim—call it what you will—nothing whatsoever is apart from the Self.

A little later Mataji asked Dr. Gopinath Kaviraj : "Very well, *Bābā,* having attained Nirvana, can one still be compassionate ?

Dr. Gopinath Kaviraj : When speaking of compassion there must be another in sorrow.

Mataji : So then, does compassion constitute an obstacle to the attainment of Nirvana ?

Dr. G. K. : Ma, there are two opinions. According to the one, to feel compassion is impossible after the attainment of Nirvana. According to the other, even after the attainment of Nirvana, the compassion which is an integral aspect of the Self (*Swarūpabhūta*) remains—just as in *Moksha*, even without an object there is Bliss—Consciousness. This is called Buddhahood.

Mataji : When speaking of Buddhahood, there is compassion even after the attainment of Nirvana. Just as, however much heat you may derive from fire, its burning power will thereby not be diminished. In God, whom you conceive to be the Absolute, nothing is lost. He is the Self, depending on nothing but Itself, thus self-sufficient and free.

Dr. G. K. : There is yet another point : One thing is the compassion that is practised and another the compassion that comes as a natural outflow. It is like the Light which is the essence of the Sun and the light that radiates from it. Is there actually a difference between the two or are they both one and the same ?

Mataji : Both are one and the same. 'Being' and 'doing' are in Reality one, but when looked at from the empirical view point of the world they are indeed different. Essentially he who acts is one with him who becomes. Will-power arises because of separation from Essential Being. There is then Supreme Power on the one hand and will-power on the other. The power which inspires the action of the individual is a means to the realization of Supreme Power. But, *Bābā*, when grasping the essence, 'being' and 'doing' are all one. Thinking that there are two, action is performed by everyone. But 'there', who is the second ? In order that this may be revealed there is Self-action (*svakriyā*).

Dr. G. K. : Does a state exist that cannot be expressed in words ?

Mataji : Yes. Such a state is inevitable. It is a state in which there is no question of vocal expression or anything like that.

After a pause, Mataji said ; "Bābā, as one goes on advancing, one finds a fellow-traveller. Again, at times no companion is found. All the same, once the Goal is ever before one's eyes, one cannot be deceived anymore. This is why it is said, He alone manifests as the Scriptures, as the Path.

20th August, 1957.

Mataji's health seems somewhat improved. This morning Savitri of the *Kanyapith* arrived here from Varanasi. As soon as she approached Mataji to do *praṇāma*, Mataji asked : "Gopal* is well, isn't he ?"

A little perplexed, Savitri answered slowly : "Yes, he seemed well to me."

However, Mataji did not appear quite satisfied by Savitri's reply. Very softly she said : "During the last night I told Buni several times that Gopal had come and shown his very red little hand to this body again and again, just as if it had been injured."

Quite baffled, I exclaimed : "What kind of news is this now again ?" I then remembered that a few days before *Janmastami*,‡ Mataji had asked one of us to write a letter to Atul Brahmachari and Makhan, impressing on them that Gopalji should be handled with the utmost care on *Janm-*

---

* Mataji here refers to the consecrated image of Gopal in the Varanasi Ashram. Much has been published about this Gopal in the pages of 'Ananda Varta'.

‡ *Janmastami*—Sri Krishna's birthday.

astami day. Mataji must surely have foreseen something at that time.

I then asked Ma : "Has Gopal complained very bitterly to you ? Did he not say anything else ?" Mataji said with a smile : "No, he did not complain. But that he had a little pain was brought to the notice of this body."

Savitri listened to everything with amazement. She had been at Varanasi during *Janmastami*, but that Gopalji had been hurt on that ocasion had not come to her ears. Yet Mataji had received the news at the time.

Mataji spoke again : "I told Buni last night. But I forbade her to tell anyone. I wondered, whether anyone else would bring the news ?"

I thought to myself : "People call it a 'stone image.' But beyond our limited knowledge there is yet much to be known."

Matri Lila

(*1st January—31st March 1963*)

Mataji left Hardwar on the 31st of December for Vrindaban. Before her departure she paid a visit to Swami Krishnashramji at Modibhavan. Swami Krishnashramji is one of the most remarkable living Mahatmas. He has spent years and years at Gangotri (the source of the Ganges) in complete silence and without wearing any clothes. He is said to be well over a hundred years old, but one cannot help noticing in him the radiance and energy of agelessness.

On January 1st Mataji alighted in Vrindaban. The *Vidyapith*, the Boys' School run by the Shree Shree Anandamayee Sangha, as a rule in Almora, has for the last 2 or 3 years been shifted to the Vrindaban Ashram for the winter. The students and staff, had therefore the privilege of Mataji's company. On the 8th a charming ceremony of planting tulsis* in a specially prepared place near Mataji's cottage was performed. 14 tulsi plants were planted by 12 Sannyasis belonging to our ashram. Sri Krishnanandaji Avadhuta related the legend of tulsi and Mataji sang. Finally she fed monkeys with *prasada*. On January 11th Mataji left for Bombay, where she reached on the 12th. As usual she stayed in Her 'pagoda' in the beautiful garden of Sri B. K. Shah's residence in Vile Parle. Sri Haribabaji came to see Mataji that very afternoon. Large number of people gathered for Mataji's *darśana* throughout her sojourn, among them several foreigners from various countries. On January 14th *uttarāyan sankranti* was celebrated by an unintercepted programme of Kirtan, Bhajan and the reading of the Rāmāyana. On January 15th Mataji visited the *Udasin sampradaya* Math and on the 17th attended Sri Haribabaji's Raslila. Sri Haribabaji was putting up in a Gurdwara. On the 19th Mataji graced the houses of several devotees in Bombay with her presence. In one of them Kirtan had been arranged. On the 20th, on way to the railway station Mataji stopped at the Siva Temple, Sion, where she used to put up in former years, whenever she was in Bombay, as the guest of Sri Muljibhai Patel. On the 21st Mataji returned to Vrindaban, only to leave for Modinagar on the 23rd by car.

Rai Bahadur G. M. Modi had arranged for a big function for 10 days, to celebrate in a fitting manner the consecration of a new very beautiful temple of Lakshmi Narayana, Durga and Maheshwara. He had invited Mataji and as many of her Ashramites and devotees as could come and also numerous well-known Mahatmas and a Raslila party. By the side of the new temple an enormous pandal had been erected and *satsang* was held there daily for hours, consisting of lectures by Mahatmas, Kirtans and performances of *raslila* mornings and evenings. Mataji and her very large party were accommodated in a quiet and beautiful place called '*krishnashram*', about a mile from the town. The spacious and comfortable main building, in which also Swami Sri Krishnashram, the Guru of Rai Bahadur Modi, was put up with his attendants, is situated in the midst of a very large garden. Under its mango trees many of the guests stayed in tents. At the far end of the garden, a smaller house near a *panchavati* gave shelter to Sri Krishnanandaji Avadhuta and to several of our own *sādhus*. Mataji used to retire there in the afternoons for a rest, to be safe from the crowds that constantly besieged the main house for her and Sri Krishnashramji's *darśana*.

Many devotees flocked from Delhi, Meerut and other places in the neighbourhood, staying for weekends, for a day or for a few hours only. The Governor of the U. P. and a number of other officials availed themselves of this opportunity and had interviews with Mataji, who was throughout her stay in a very active, humorous and communicative mood. On the 29th of January a large procession was taken out with elephants, horses, cars etc. In the centre small replicas of the deities of the new temple were carried on a profusely decorated chariot. Mataji sat in an open horse -carriage, together with Sri Haribabaji and some other *Sannyāsis*. On January 30th, *Vasant Panchami* day *Saraswati Puja* was celebrated in the courtyard of Mataji's residence. Saraswati is the goddess of learning, music and art, but more than that, she is called "*Brahmavidyadayini*," bestower of the Supreme knowledge of Reality that liberates man once for all from *samsāra*, the wheel of birth and death. When after the *puja*, people went to do obeisance to Mataji, she blessed them by putting her hand on each one's head, saying '*Brahmavidya*' (supreme knowledge).

On February 3rd the function at Modinagar terminated with '*akhandakirtan*' in the pandal from early morning until late at night. Mataji attended for the last two or three hours and at the end led herself the Kirtan for quite a long time and distributed the prasāda with Her own hands. It happens only rarely nowadays that Mataji feels inspired to sing for such a long while and with such vigour and abandon. The whole congregation was carried away and welded into one by the power of Mataji's enchanting voice.

On February 4th everyone dispersed and Mataji left for Delhi. Oh the 5th evening she travelled to Jodhpur at the request of Sri Haribabaji. On February 6 the new *satsang bhavan* was inaugurated there in the presence of Mataji, Sri Haribabaji and Swami Akhandanandaji of Vrindaban. Mataji and Her party were put up in that very building. For a whole week, *satsang* was held daily for many hours, with lectures, Kirtans and *Raslila* performances. Mataji used to be present twice daily and on most nights also sang for a short time. On the 11th she was shown round the extensive gardens of Jodhpur palace and on the 12th she followed invitations to the houses of several devotees. At her departure on the 13th, a large crowd assembled at the station, bidding farewell to Mataji by singing *"bhajo ma Anandamayi"* with great fervour and emotion.

Mataji reached Delhi on the 14th morning. The same evening she boarded the train to Kanpur, where she stayed for two days at the residence of the Jaipuria family. The arrangements were excellent. Two beautiful pandals had been provided for meetings. At Kanpur Mataji also visited the famous J. K. temple which contains shrines for a number of deities of the Hindu pantheon.

On the 17th morning Mataji alighted in Kishenpur with two or three companions only. In the late afternoon she left by car for Kankhal, where the rest of the party had already reached early morning. After spending one night at the Ashram there Mataji with everyone else moved to Baghat House at Hardwar where she took rest for a couple of days in preparation for Sivaratri, which was observed on the 22nd by a complete fast of 36 hours and Puja in the hall and temple throughout the night. We have on former occasions described in detail the four *pujas*, performed by everyone sitting round *siva linga* in circles, with Kirtan and Bhajan in the intervals. Like last year, comparatively few people had come, although quite a number arrived from Delhi and Dehradun. Even so the hall was filled to capacity. The festival proceeded with the usual solemnity and deep absorption. Mataji was present most of the night, except for a short while when she drove to the Kankhal Ashram, where two Brahmacharis of our Ashram, who had just been initiated into *naistik brahmacharya* performed their worship. *Naistik Brahmacharya* means *brahmacharya* of a strict order. A *naistik brahmachari* cannot become a householder anymore, he has dedicated his life finally to the search after Supreme knowledge and wears the *gerua* robe of the *sannyasi*. He is not allowed to work for money and has to observe very strict rules of conduct.

On February 23rd night, Mataji with a party of about 30 people left for Sitapur. Sri Prayag Narayan Saigal had built a new *dharmaśāla** there and requested Mataji to bless it by being present at the opening ceremony and staying in it together with her companions for at least one night. The *dharmaśala* was inaugurated as soon as Mataji reached Sitapur, at about midday of the 24th and everyone was accommodated there and lavishly entertained. Satsang proceeded in a pandal nearby until 1 a. m. On the 25th morning the Siva-Parvati-Hanuman temple of the dharmasala was consecrated in Mataji's presence and immediately after a procession taken out. In the early afternoon Mataji drove to Naimisharanya.

---

* Resthouse for pilgrims.

Sri Prayag Narayan Saigal had built a new *dharmaśāla* there as well and it was formally opened on that occasion. Mataji then paid a short visit to Swami Naradananda after which she proceeded to the grounds that have been acquired for our Ashram on the banks of the Gomati river on Hanuman Tila.

Naimisharanya is supposed to be the place where Rishi Vyasa composed all the 18 *Purāṇas*. When our 11th *Samyam Mahavrata* was held in Naimisharanya in November 1960, it was discovered that few of the *Puranas* were not to be found anywhere in Naimisharanya. Mataji then suggested that at least one person should daily read a portion from one of the *Purāṇas* in Naimisharanya.. In this way all the 18 *Purāṇas* should, one after the other, be constantly read there. The reading was started then and there. The Anandamayee Sangha soon after acquired a piece of land at Hanuman Tila for the purpose of building a small *Purāṇa Mandir*, where a copy of each one of the *Purāṇas* may be preserved and read in rotation.

From Naimisharanya Mataji was taken by car to Lucknow that very evening. Sri Rameshwar Sahai, member of the Railway Board, Govt. of India, had earnestly requested Mataji to-stay in his newly built house for at least a night with Her whole party, before he and his family occupied it. The devotees of Lucknow availed themselves in large numbers of this opportunity of Mataji's *darśana*. On the 26th morning Mataji went to the residence of Prof. P. K. Banerji in another locality of Lucknow and later met people in the pandal in Sri Sahai's compound. In the evening on way to the station she visited the house of Sri H. C. Banerji, Railway Engineer, The next day, 27th February Mataji spent in Delhi, alighting in Vrindaban by car the same evening.

Since Sivaratri Mataji had been through an extremely crowded and strenuous programme. No sooner did she reach Vrindaban than preparations for the *Bhagavata saptah* began, which was held from 1st to 8th of March. The *saptah* proceeded very beautifully and harmoniously. Mataji's health being indifferent, she did not attend for long stretches, but came to the hall daily at least two or three times for short sittings. Towards the end of the week, more and more devotees arrived from far and near to be with Mataji during the Holi festival, which fell on March 10th and was celebrated by a wonderful and inspiring Kirtan in circumambulation round a circular altar for 30 hours, kept up with great vigour and enthusiasm throughout. Mataji was not in a mood to play Holi with wet colours and with the hilarity displayed on several former occasions. Only dry red powder was put on everyone's forehead and on Mataji's feet. All the same the festival was one of those that will ever remain unforgettable to all present.

Holi, or *dol purnima* is also the birthday of Sri Gauranga Mahaprabhu and besides happens to be Sri Hari babaji's birthday. He was invited to hold his satsang in our hall on the eve of his birthday.

On the morning of the 10th a new very beautiful image of Gopal was consecrated and placed in the temple between the statues of Sri Gauranga and Sri Nitai. Exactly eight years ago, namely during Holi 1955, this temple had been consecrated.* Dr. Pannalal had been responsible for procuring the images that were sculptured by the famous Bengali artist Sri Nitai Pal of Calcutta. These *vigrahas* are really extraordinarily beautiful and give the impression of being alive. Mataji had the *kheyāla* that it would be nice to place Gopal, the child Krishna, between the two statues. When in March 1954, a devotee informed Mataji that the then owner of the black image of Gopal (now kept in the Varanasi Ashram) wished to hand over Gopal to any of her Ashrams, the then newly inaugurated Vrindaban Ashram was thought of. But various difficulties arose and the matter was dropped. Much later we heard that the son of the *pūjāri* had dreamt that Gopal said : "Don't remove me from Benares !" When in August 1954, a couple of days before Her departure for Varanasi, Mataji was lying in Her bed in Dehradun, She had the *kheyāla* to say : "Well, Gopal, you have not come. How nice it would have been, if you could have sat on the swing ! *Jhulan** is starting in two days." As soon as Mataji arrived in Benares, a message reached her that the *Pūjāri* who owned Gopal, was now willing to part with the *vigraha* in favour of the Ashram. Mataji at once sent Brahmachari Raghunath Das Goswami in her own car to bring Gopal, although everyone was very doubtful that the *Pūjāri* would give away Gopal so suddenly. But behold, Gopal arrived and was duly installed in the Varanasi Ashram. Many strange incidents have since happened in connection with that *vigraha*. A few have been reported in the pages of this magazine.† However, Gopal, did not at that time come to our Vrindaban Ashram.

---

* See Ananda Varta, Vol. III, No. 1, pp. 37-38.

---

* **Jhulan** is the swing festival. During one week, images of Krishna Radh are placed on a decorated swing every night for sometime.

† See Ānanda Vārtā, Vol. II, No. 3, pp. 283-285. Also pp. 39-40 of the current issue.

Sometime ago, an old Vaishnava devotee conceived the desire to present to the Ashram in Vrindaban a *vigraha* of Gopal in memory of his recently deceased wife. Swami Paramananda, who is in Calcutta at present, was deputed to select a suitable image. It was found that Sri Nitai Pal (who had modelled the statues of our Gouranga temple) had sculptured a beautiful image of Gopal in *ashtadhatu* (8 metals, including gold, silver, copper, etc.) which he had intended for our Ashram. But he died in between and the image remained in his studio. It was now chosen by Swami P. who thought it superior to all the other images offered to him by various artistes, and so Nitai Pal's wish has thus been fulfilled.

One evening before Holi, Mataji related to us much about the black Gopal of Varanasi, who, she said, was a '*jagrat murti*' and had deeply moved several people who were not at all interested in the worship of what they called idols. At the end of her narrative, Mataji remarked: "Gopal is one, now he has after all come to Vrindaban as well as to Varanasi."

On March 16th, Mataji followed the repeated invitations of the Maharani of Karauli (110 miles from Vrindaban in Rajasthan). Almost everyone present at the Vrindaban Ashram including 5 foreigners accompanied Mataji. Sri Haribabaji and the Raslila party had also been invited. Satsang and Raslila were held daily until Mataji's return to Vrindaban on March 21st. One evening, M. Desjardins delighted everyone by showing his new film of Mataji. Mataji visited the famous Madan Mohan temple at Karauli. Its *vigraha* is supposed to be *jagrat* (alive).

On March 25th Mataji left for Vindhyachal, where she reached the next early morning. There she enjoyed for a few days a much needed rest before proceeding to Delhi for Didima's *sannyāsa utsava*. Her birthday will be celebrated in the Agarpara Ashram from May 3rd–12th.

* * *

More and more seekers from foreign countries seem to be attracted to Mataji. In Modinagar four gentlemen hailing from France, Canada, Columbia and California shared a tent. Besides several Europeans came for a few hours each. In Hardwar some Americans kept vigil during Sivaratri, watching the Puja from the gallery of the hall, with deep emotion and admiring intensity of the Kirtan singers. When told that many who participated were high officials, teachers, business men etc who had to return the next morning to their secular occupations, a lady from south America exclaimed: "How wonderful the Indian people are ! They spend their energy in search of God, while in my country they waste it on low types of amusements." Last winter, during Mataji's stay at Vrindaban, the German element was predominant and we reported then about the stirring old German religious songs we listened to every evening. This year, due to A. Desjardins' new book, the French were in the majority. An elderly lady from Paris told us: "For forty years I dreamt of going to India. When I saw Mataji's picture, I said: "Now I am going." However, the record of originality was surely beaten by a young Frenchman who came straight from Paris to Vrindaban in less than 20 hours. "I started my journey by aeroplane yesterday at 3 p. m. and I finished by tonga," he remarked. He did not know more than a dozen

English words, but God evidently provides for those who have faith and a spirit of adventure. An Ashramite who knows both French and Hindi happened to be present and so the situation was saved. "Shall I be allowed to travel with Mataji ?" asked the newcomer a few days later, "for I am not interested in seeing India, if I cannot remain with Mataji, I shall return to my country." The young man accompanied Mataji to Karauli and is at Vindhyachal at present, together with five other foreign visitors.

* * *

Mataji is completing Her 67th year in May. On this happy and auspicious occasion, all Her devotees unite in the fervent prayer that she may deign to remain in perfect health with us for many, many more years to come, for the benefit and enlightenment of all beings.

ANANDA VARTA

Statement about ownership and other particulars.

FORM IV

(See Rule 8)

1. Place of publication............ Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi

2. Periodicity of its publication Quarterly

3. Printer's Name................ K. Bose
Nationality.................... Indian
Address........................ Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi

4. Publisher's Name............ K. Bose
Nationality.................. Indian
Address...................... Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi

5. Editor's Name............... K. Bose
Nationalily.................. Indian
Address...................... Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi

6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital. Shree Shree Anandamayee Sangha (Regtd.).

I, K. Bose, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date March 1, 1963

(Sd) K. Bose.

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

LIST OF PUBLICATIONS

Hindi

Mātri Darshan—by Bhaiji	2-50
Sad Vāni ,,	1-00
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi	
Vol. I, III, V and VI	each 2-00
Vol. II and IV	,, 3-00
Ma Anandamayi—Dr. Pannalal	2-50
Ma Anandamayi Upadeshamrita Sangraha	(Out of print)
Akhanda Mahāyajña—Gurupriya Devi	2-50
Kirtan Rasa Swarūpa	6-00
Sankirtan, Stav, Aratī	0-40

Bengali

Mātri Darshan—by Bhaiji	2-00
Sad Vāni ,,	1-00
Mātri Vāni	0-75
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi	
Vol. I–IX	each 2-00
Vol. X, XI	each 2-50
Ma Anandamayi Upadeshamrita Sangraha	1-50
Akhanda Mahāyajña ,, ,,	2-50
Kirtan Rasa Swarūpa	6-00
Suno Bali Maer Kotha—Sailesh Brahmachari	1-25
Mātri Lila Sankirtan	0-31
Anandamayi Ma—Ganga Samiran	2.50
Namavali— ,,	0.50

Gujarati

Mātri Darshan—by "Bhaiji"	1-50
Ma Anandamayee Ke Sannidhyame, Part I & II—Br. Kantibhai	2-00
Amrit Vani—Br, Dattatreyanand	2-00

English

Mother As Revealed to Me—Bhaiji	4.00
Mother As Seen by Devotees (A Symposium)	3-00
Mātri Vāni (Sayings)	1-25 Special edition 1-50
Words of Sri Anandamayi Ma	Rs, 3-00 or 5-00 (Rexin bound)

Photos etc.

Album of Mother's pictures	1-50
Photos—various sizes ranging from	0-37 to 16-00
Lockets	1-25

Ananda Varta

BENGALI & ENGLISH

श्री श्री आनन्दमयी संघ
ॐ मा
मातृ शरणं

Vol. XI
August, 1963
No. 2

Ānanda Vartā

A quarterly journal dealing mainly with the divine life and teaching of Shree Shree Ma Anandamayee and with other religio-philosophical topics

*

BOARD OF EDITORS

Mahamahopadhyaya Sri Gopinath Kaviraj, M. A., D. Litt.
Kumari Lalita Pathak, M. A.
Kumari Padma Misra, M. A., Acharya.
Kumari Bithika Mukerji, M. A., D. Phil.
Brahmacharini Atmananda.
Sri Sailesh Brahmachari.
Sri Amulya Kumar Dutta Gupta, M. A., B. L.
Sri K. Bose—*Managing Editor.*

*

Annual subscription (postage free) India—Rs. 5/- only
Foreign—(By Sea Mail) Rs 6/- or 10 shillings or $ 1·50
(By Air-mail)—Rs. 15/- or £ 1-5-0 or $ 3·50.

ĀNANDA VĀRTĀ

GENERAL RULES

1. The magazine is published in three separate editions—(1) Hindi-English (2) Bengali-English (3) English—in the first weeks of May, August, November and February. The year begins from May.

2. Subscriptions are always payable in advance. Foreign subscriptions may be sent either by International Money orders or Postal orders.

3. Subscriptions to be sent to :—

The General Secretary, Shree Shree Anandamayee Sangha,
Bhadaini, Varanasi, (U. P.)

4. All correspondence regarding 'Ananda Varta' should mention without fail the subscription number and be addressed to :—

The Managing Editor, "Ananda Varta", Shree Shree Ma
Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi, (U. P.)

5. Complaints about non receipt of the magazine should be sent *by the second week of the month of publication.*

6. Any change of address should be intimated to the Managing Editor at the earliest possible opportunity.

7. Subscribers are requested not to "dishonour" any issue of the magazine sent by V. P. P., as this entails a considerable loss to the Ashram fund. They may kindly inform us *beforehand* if they desire to discontinue subscribing to the magazine.

Published by Shri K. Bose, for
Shree Shree Anandamayee Sangha, Varanasi.
Printed at the Indian Press (Pvt.) Ltd., Varanasi Branch, VARANASI.

CONTENTS

Bengali Section

1. মায়ের কথা 57

2. ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা—গুরুপ্রিয়া দেবী 59

3. আনন্দম্—শ্রীবিভুপদ কীর্ত্তি 66

4. যত্র-বিশ্বংভবত্যেকণীড়ম—পণ্ডিত বটুক নাথ ভট্টাচার্য্য, এম, এ ... 67

5. ত্রয়োদশ সংযম মহাব্রত—সৎ-সঙ্গী 72

6. পুরাতন স্মৃতি—স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ 83

7. পুরাণের কথা—'শৌনক' 90

8. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—শ্রীঅমূল্যকুমার দত্ত গুপ্ত,
এম. এ., বি. এল. 100

CONTENTS

English Section

Page No

1. Matri Vani 53
2. Mataji Gives Darshan—Melita Maschman 55
3. Pages from my Diary—Gurupriya Debi 66
4. Mahaśivaratri with Mataji—Krishnanath 74
5. A Modern Christian Ṣaint—Sara Mashukr 82
6. Matri Lila 93

Ānanda Vārtā

"নিজেতে নিজে নিজ প্রকাশের জন্য আপন ডাক আনন্দ।"

VOL. XI] AUGUST, 1963 [NO. 2

মায়ের কথা

"অভাব জাগরণ ভাল। রাস্তা খোলে। অযোগ্যকে তিনি পথেই যোগ্য করে নেন। অভাব রূপেতে তুমিই গো সাথে সাথে। পরমেশ শরণাগতোহহং শরণাগতোহহং।"

❀ ❀ ❀

"মনের রাজ্যে শরীরের বাঁধ। মন অন্তর্মুখী করতে ইচ্ছা করলেও তার রাজ্যের অধিকার ছাড়তে চায় কি? যেখানে বৈষম্য বার বার ঘুরে ফিরে, সেখানেই তার গতি। কেবল কর্ত্তব্য—তুমিই অন্তর বাহিরে। অভাবে এইরূপে সর্ব্বাবস্থাতেই। অনিষ্ট নষ্ট করবার জন্য ইষ্ট বন্দনায় মন রাখা।"

❀ ❀ ❀

"সারা জীবনটাত অর্থকরী ।বদ্যা ইত্যাদিতেই পাত করলো। জাগতিক সেবা যথাশক্তিতে করছেই। ভগবৎ ভাবের সেবাও একটু করতে শিখেছে। মনটা ভগবানের চরণে যেন রাখে।"

❀ ❀ ❀

“জন্মবন্ধন হতে ধর্ম্মবন্ধন বড়ত। সেই আনন্দইত বিশেষ। সাধনায়, তপস্যার পরিবেশে স্থানটি এমন সুন্দর প্রভাবিত করে তুলবে যাতে বাহিরের কেহ এসেও বোধ করতে পারে। আশ্রম জীবন ধন্য করা। এমনইত হওয়া চাই। শান্ত সৌম্য ভাব চোখে মুখে সারা দেহখানিতেই ফুটে উঠবে।”

* * *

“ভক্তিমতী, প্রেমস্বরূপিণী, তপস্বিনী, মহাযোগিনী, পরমপথের যাত্রী সব। আত্মভোলা নিজ স্বরূপটি তাঁর ছোঁয়ায় প্রকাশের জন্য যাত্রা।”

* * *

“একটু গভীরের দিকে না হলে মনের চাঞ্চল্য বিক্ষেপ স্বাভাবিক। ভগবৎ ভাবে মগ্ন যারা, শুদ্ধ প্রেমের সন্ধানের জন্য তাদের সব সময়ই তাঁকে নিয়ে থাকতে হয় না কি? শুভ সময়টুকু যেন বৃথা নষ্ট না হয়।”

ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা

গুরুপ্রিয়া দেবী

১১ই মার্চ্চ, ১৯৬১

শ্রীশ্রীমা আজ ৫/৬ দিন হয় হোসিয়ারপুরে শ্রীশ্রী হরিবাবাজী মহারাজের আশ্রমে আছেন।

সন্ধ্যার পর সৎসঙ্গ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মা শুইয়া শুইয়া আমাদের সঙ্গে কথা বলিতেছেন। সম্প্রতি মহীশূরের মহারাণী সত্যপ্রেমকুমারী কিছু তুলসী পাতায় নাম লিখিয়া মায়ের নিকট পাঠাইয়াছেন। পূর্ব্বেও চারখারীর রাজমাতা ঐরূপ তুলসী পাতায় নানা রকম নাম লিখিয়া ২/৩ বার মাকে দিয়াছিলেন। মা উহা সকলকে দিয়া দেন। বলেন—"এ শরীরটার সব জিনিষইত ঘরে ঘরে রেখে দেওয়া হয়। ইহাও তাই ঘরে ঘরে দিয়ে দেওয়া হল। যার ইচ্ছা নাম করবে।" ঐ প্রসঙ্গে মা বলিতেছেন—"দেখ এই তুলসী পাতার কথায় একটা কথা খেয়ালে আসল। কাশীতে একবার উপরের ঘরে শুয়ে আছি। সন্তদাস বাবাজীর ভাগনে (এই শরীরের জ্যেঠাত ভাই) উপেনবাবু কত কাল হয় মারা গিয়েছে সে এসে বলছে—আমাকে কিছু দেও। তখন এই সব তুলসী পাতার কোনও কথাই ছিল না। এ সব ত অনেক পরে এসেছে। এই শরীরটা তাকে বলল—'কিছু ত নেই এখানে।' সে তোকে ইসারায় দেখিয়ে বলল—'ওকে দিয়ে তুলসী পাতায় একটু কিছু লিখে দেও না।' তখন এই শরীরটার খেয়াল হল যে খুকুনী যদি আসে তবে বলা হবে। সত্যই দেখা গেল কিজন্য তুই এই শরীরের কাছে এসেছিস্। তখন তোকে বলা হল তুলসী পাতায় কিছু লিখে আনতে। ওরা বৈষ্ণব ছিল। তুই লিখে নিয়ে এসেছিস্। বিশু বিরজা মন্দিরে কি যেন করছিল। এই শরীরটা ওখানে গিয়েই তোকে বলা হল—'তুলসী পাতায় যা লিখেছিস্ একখানা বিশুর হাতে দে।' কি জানি বলা হল

যে চেয়েছে তার উদ্দেশ্যে বিশু গঙ্গায় দেবে। কিন্তু বিশু সেই পাতাটি হাতে পেয়েই আনন্দে যেন নেচে উঠল। বলল—'আমি আজ চার মাস যাবৎ মাকে একটা কথাই বলছি। যাক আমি পেয়ে গিয়েছি। আমার হয়ে গিয়েছে।'

আমি মাকে বলিলাম—"মা, আশুর বাবাও কাশীতে তোমার নিকট এসে কিছু দিবার জন্য বলেছিলেনত।" মা বলিলেন—"হ্যাঁ, সেত দ্বাদশ অক্ষর নাম ও তুলসীর মালা নিয়ে গেল।" বলা প্রয়োজন যে সবই কিন্তু সূক্ষ্মে—আশুর বাবার মৃত্যুর বহু পরের কথা। আজ কথা প্রসঙ্গে অনেক কথাই মার মুখ হইতে প্রকাশ পাইল। কারণ সচরাচর মা এসব কথা বলেনই না।

১৯শে মার্চ্চ, ১৯৬১

গত পরশু মা হোসিয়ারপুর হইতে হরিদ্বারে আসিয়াছেন। বুনির* শরীর কয়েকদিন যাবৎ খুবই খারাপ চলিতেছে। হার্টের দোষে সমস্ত শরীর ফুলিয়া যেন শক্ত হইয়া গিয়াছে। সকলেই তাহার জন্য বিশেষ চিন্তিত। মা সর্ব্বদা বুনির কাছে যাইতেছেন। তাহার একটু আরামের ব্যবস্থা একটু খাওয়ার ব্যবস্থা সমস্ত মা নিজে বলিয়া দিতেছেন। অবস্থা এখন শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলেরই তাই মন খারাপ। অবসরপ্রাপ্ত Civil Surgeon Dr. S. Bose এবং Major General A. N. Sharma (I. N. A.) দুইজনই অভিজ্ঞ চিকিৎসক। তাঁহারা পরামর্শ করিয়া ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু ফল কিছুই হইতেছে না। অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে মার কৃপায় যদি হঠাৎ মোড় ফিরিয়া যায় তবে ভিন্ন কথা।

মা আজ বুনিকে দেখিয়া আসিয়া বলিতেছেন—"দেখলাম প্রথমে এক দেবী মূর্ত্তি এই শরীরটাকে যেন কি দিয়া গেল। তারপর এক বিকট মূর্ত্তি—যেন যমরাজের রূপ। ত্রিনেত্রত সাধারণতঃ দেখা যায় না। কিন্তু এই মূর্ত্তির ত্রিনেত্রটিই যেন জ্বল্ জ্বল্ করছে। এই শরীরটা সেই মূর্ত্তিকে হরিদ্বার ষ্টেশনের

---

* কুমারী যুথিকা—কলিকাতার অতি পুরাতন যুক্ত শ্রীযুক্ত যতীশ চন্দ্র গুহ, অ্যাডভোকেটের কনিষ্ঠা কন্যা। শিশুকাল হইতেই মেয়েটি মার সেবায় আছে।

মোড় পর্য্যন্ত দিয়া এল। তাকে বলা হল—"এখন ঐদিকে যাও।" এই বলিয়াই মা নিজে নিজে বলিতেছেন—"এখনত গেল। আবার আসবে কিনা কে জানে?" এই কথা শুনিয়া আমরা বলিয়া উঠিলাম—"না মা, আর আসবে না।" মা আস্তে আস্তে বলিলেন—"বলা যায়না!"

এই কয়দিন হয় মা বুনিকে একটু একটু করিয়া পুনর্ণবা পাতার রস খাওয়াইতেছেন। ইহার একটু ইতিহাস আছে। বুনির অসুখ বাড়াবাড়ি হইবার পূর্ব্বে মা হোসিয়ারপুরে থাকিতেই হঠাৎ আমাকে বলিয়াছিলেন—"দিদি, হরিদ্বার গিয়েই পুনর্ণবা এই শরীরটাকে খেতে দিও।" আমরা একটু অবাক হইয়াছিলাম যে মার কিজন্য প্রয়োজন হইবে? এখানে আসার পর অর্থ পরিষ্কার হইল। মা নিজেও খাইতেছেন, বুনিকেও খাওয়াইতেছেন।

১২ই এপ্রিল. ১৯৬১

মা কয়েকদিন হয় হরিদ্বার হইতে কনখলে নিতাইর * বাসায় আসিয়াছেন। বাড়ীটির নাম 'শান্তি নিকেতন'। সত্যই খুব শান্তিপূর্ণ স্থান। কনখলের একেবারে শেষ বাড়ী—দক্ষ প্রজাপতি মন্দিরের পাশে। সম্মুখেই গঙ্গা—খুবই প্রাচীন স্থান। নিতাইর বহু দিনের ইচ্ছা যে মা তাহার বাসায় গিয়া কয়েকটি দিন থাকেন। সে মার নিকট বহু বার প্রার্থনা জানাইয়াছে। তাহার আগ্রহে এবার গিরিজীর (দিদিমার) সন্ন্যাস উৎসবও এখানে হওয়া স্থির হইয়াছে। নিতাইয়ের আন্তরিকতায় সকলেই মুগ্ধ। কাহারো যাহাতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা না হয় সেজন্য সে সর্ব্বদাই তৎপর।

নিতাইয়ের বাড়ীর দুইটি অংশ। ছোট অংশটিতে তাহার স্ত্রী ছিল। সেটিতে মা তাই যান না। আর বড় অংশটি নূতন হইয়াছে। সেখানে নিতাই থাকে এবং সাধন ভজন করে। সাধু মহাত্মারাও কখনও কখনও আসিয়া থাকেন। মা এই অংশেই থাকেন।

---

* শ্রী নিতাই চাঁদ বসু মল্লিক—কলিকাতার প্রসিদ্ধ বসু মল্লিক পরিবারের পুত্র। ভদ্রলোক বিপত্নীক—পূজাপাঠে বেশ রুচি দেখা যায়। কনখলেই বানপ্রস্থী ভাবে জীবন যাপন করিতেছেন।

নিতাইয়ের বিশেষ আগ্রহ যে সে তাঁহার এই বাড়ীর একটি অংশ আশ্রমকে দান করে। বড় বড় কুমারী মেয়েরা এখানে থাকিয়া সাধন ভজন করিবে।

এখানেই দক্ষ মন্দিরের পাশে একটি অতি প্রাচীন বট গাছ আছে। তাহারই তলায় মা ভাইজীকে লইয়া একরাত্রি বাস করিয়া গিয়াছিলেন। সে বহু বৎসর পূর্ব্বের কথা ঐ গাছের তলায় বসিয়াই ভাইজী মাকে নানা বিষয়ে প্রশ্নাদি করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ের * মনে হওয়ায় মাকে লইয়া সেই গাছটির ছবি নেওয়া হইয়াছে। মা ঐ সময়ের নানা কথা বলিয়াছেন। কোথায় কোথায় মা ভাইজীকে নিয়া হাটিয়াছেন বসিয়াছেন, কোন গাছের তলায় বসিয়া ভাইজী মাকে খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন, সে সময় নিতাইয়ের বাড়ীর ওখানে কি ছিল —এই সব কথা শুনিতে খুবই ভাল লাগে। পুরাতন কথা—বিশেষ করিয়া ভাইজীর সম্বন্ধে কোনও কথা উঠিলেই মার মুখ হইতে অনেক নূতন নূতন কথা প্রকাশ হয়।

১৭ই এপ্রিল, ১৯৬১

গোয়ালিওরের মহারাণীর বিশেষ প্রার্থনায় মার সঙ্গে আজ আমরা এখানে আসিয়াছি। চার দিন থাকার কথা। মহাত্মাদের মধ্যেও অনেকেই আসিতেছেন। মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব। দিল্লী হইতে ছেলেদেরও আনান হইতেছে। মহারাণীর বিশেষ ইচ্ছা নাম যজ্ঞ উৎসব হয়।

সন্ধ্যাবেলা মহারাজা মাকে প্রণাম করিতে আসিলেন। তাঁহার শরীর খুবই খারাপ। কিন্তু মাকে পাইয়া একেবারে যেন শিশুর মত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তিনি অসুস্থ বলিয়া মহারাণীকেই সব আয়োজন দেখাশুনা করিতে হইতেছে। মহারাণী বিজয়া রাজে খুবই কর্ম্মকুশল ও গুণবতী—ইনি পার্লামেন্টেরও মেম্বার।

---

* ভারতবরেণ্য পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ, ডি, লিট্—ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল, গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ, বারাণসী।

২১শে এপ্রিল, ১৯৬১

ইতিমধ্যে মাকে একদিন মহারাজার মন্দিরগুলি দেখাইতে নিয়া গিয়াছিলেন। প্রথম মন্দিরে পূর্ব্ব হইতেই শিব স্থাপিত ছিলেন। এবার সেখানে মহারাজার গর্ভধারিণীর প্রস্তর মূর্ত্তিও স্থাপিত হইল। বড় সুন্দর মূর্ত্তি—যেন জীবন্ত বসিয়া আছেন। দ্বিতীয় মন্দির রাধাকৃষ্ণের। তৃতীয় মন্দিরে রামসীতা লক্ষ্মণের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। মধ্যে বড় মন্দিরে এবার অতি সুন্দর সত্যনারায়ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইল। মার অসীম অনুগ্রহে প্রতিষ্ঠার সমস্ত কার্য্য বেশ সুষ্ঠু মত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মহারাজা বিশেষ অসুস্থ শরীর লইয়াও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব দেখাইতেছিলেন। সব কাজ যেন যন্ত্রবৎ হইয়া গেল। মাও বার বার বলিতেছিলেন—"কেমন যেন একটা সুন্দর আবহাওয়া।"

মাকে স্থানীয় Scindia Public School এও একদিন মহারাণী নিজে লইয়া গিয়াছিলেন। মাকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত দেখান হইল। ভারতের মধ্যে এই জাতীয় স্কুল খুবই কম আছে। সমস্ত ব্যবস্থা একেবারে নিখুঁত। শুনিলাম এখানে ভর্ত্তি হইবার জন্য ছেলেদের অভিভাবকদের অন্তত ৩/৪ বৎসর পূর্ব্ব হইতে চেষ্টা করিতে হয়। আমরা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। প্রিন্সিপাল স্বয়ং মার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।

আজ মা এলাহাবাদ অভিমুখে রওনা হইলেন সেখানকার ভক্তদের একান্ত আগ্রহে এবার মার ৬৬ তম জন্মোৎসব ৺নীরজদাদার * বাড়ীতেই হওয়া স্থির হইয়াছে।

৩রা মে, ১৯৬১

গতকাল মার ১৯শে বৈশাখ জন্মদিনের পূজা হইয়া গিয়াছে। মার ঘরের সম্মুখে উঠানের উপরই বাহিরে পূজার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ব্রহ্মচারী শৈলেশ পূজা করিল। ৺গোপাল ঠাকুর মহাশয়ের আশ্রম হইতেও অনেকে আসিয়া

---

* ৺নীরজ নাথ মুখার্জ্জী (অবসর প্রাপ্ত জজ)—ইনি মায়ের একজন বিশেষ অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। পরিবারের সকলেই বহু কাল যাবৎ মায়ের একান্ত ভক্ত।

পূজায় যোগ দিলেন। আশ্রম হইতে ঠাকুর আনিয়া গীতার পূজাও ঐ সঙ্গেই বেশ সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

আজ শেষরাত্রে মার তিথি পূজা। প্যাণ্ডেলেই পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীহরিবাবাজী, অবধূতজী মহারাজ, মহামণ্ডলেশ্বর চৈতন্য গিরিজী, যোগেশ ব্রহ্মচারীজী প্রভৃতি অনেকেই আসিয়া উৎসবে সম্মিলিত হইয়াছেন। খুবই সুব্যবস্থা ও ধূমধামের সহিত এই কয়দিন যাবৎ উৎসব চলিতেছে। শত চণ্ডী পাঠ, ১০৮ কুমারী ভোজন, বাল গোপাল ভোজন ইত্যাদি উৎসবের অঙ্গ হিসাবে বেশ ভাল মত হইয়া গেল। বিন্দু, রেণু, সুবোধ, বীথু প্রভৃতি সকলেই প্রাণ দিয়া উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। ইহাদের সকলের আন্তরিক সেবার ভাব সত্যই দেখিবার জিনিষ।

আজ সকালে পণ্ডিত নেহরু এলাহাবাদে আসিয়াছেন। আনন্দভবন অতি নিকটেই—তাঁহার পৈতৃক বাস ভবন। মার উৎসব এখানে হইতেছে এবং মা আছেন সংবাদ পাইয়া তিনি ইন্দিরা গান্ধী ও উপাধ্যায়জীকে সঙ্গে লইয়া মার দর্শনের জন্য সন্ধ্যার পর আসিলেন। প্রথমে মার ঘরে আসিয়া একান্তে তিনি ও ইন্দিরাজী প্রায় আধ ঘণ্টা বসিয়াছিলেন। তাহার পর মার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা প্যাণ্ডালে আসিয়া বসিলেন। তখন স্বামী চৈতন্য গিরি মহারাজের প্রবচন হইতেছিল। তাহার পর রাস পার্টির একটি ছেলে খুব সুন্দর আরতির খেলা দেখাইলে ছবি ব্যানার্জ্জী ভজন শুনাইল। মাও একটু যোগ দিলেন। প্রায় একঘণ্টার উপর বসিয়া পণ্ডিতজী বিদায় গ্রহণ করিলেন।

৯ই জুন, ১৯৬১

শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ের অসুস্থতা এবং অপারেশন উপলক্ষে মা প্রায় একমাসের উপর বম্বেতে আছেন। এখন তিনি একটু সুস্থ। ৩/৪ দিনের মধ্যেই সম্ভবতঃ হাসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দিবে। মা তাই আজ পুনা রওনা হইলেন। কবিরাজ মহাশয়েরও শীঘ্রই সেখানে যাওয়ার কথা।

গতকাল বিকালে মা কবিরাজ মহাশয়কে দেখিতে হাসপাতালে গিয়াছিলেন। বিদায় নিবার সময় মা তাঁহার মাথায় পিঠে নিজের কোমল হাত

বুলাইয়া দিলেন। তাঁহার ব্যবহৃত হাসপাতালের বালিশটির উপর মাথা রাখিয়া মা বলিয়া উঠিলেন—"এই খাট বালিশ কত লোককে বিদায় দিয়েছে। আবার বাবাকে রোগমুক্ত করেছে।" অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নার্সটিকে মা স্নেহবশে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কি আদর। বার বার বলিতেছেন—"বাবাকে অক্লান্ত সেবা করে দাঁড় করিয়ে তুলেছে।" কবিরাজ মহাশয়ের প্রতি মার সেই অসীম মাতৃ-স্নেহের প্রকাশে উপস্থিত সকলের চোখেই জল আসিয়াছিল। তাঁহার দুরারোগ্য অসুস্থতার সূত্রপাত হইতে হাসপাতালে থাকা পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যবস্থায় মার যে অপরিসীম করুণা ও বাৎসল্য ভাবের প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। সকলেরই মুখে এককথা—মায়ের কৃপায় কবিরাজ মহাশয়ের পুনর্জন্ম হইয়াছে।

হাসপাতাল হইতে বাহির হইবার সময় মার খেয়ালে আসিল দুরারোগ্য ক্যান্‌সার রোগে পাশেই একটি আরব দেশীয় মুসলমান রোগী অস্থি-কঙ্কাল-সার অবস্থায় মৃত্যু শয্যায় শায়িত। সমস্ত শরীরে ঘা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। চলিতে গিয়া হঠাৎ মা থামিয়া গেলেন। নিজের খেয়ালে সেই রোগীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া তাঁহার করুণা হস্ত বিনা দ্বিধায় সমস্ত শরীরে বুলাইয়া দিলেন। ইসারায় উপরের দিকে দেখাইয়া তাঁকে বলিলেন ভগবৎ চিন্তন করিতে। অহৈতুকী কৃপার ইহা অপেক্ষা চরম নিদর্শন আর কি হইতে পারে? মায়ের কৃপা স্পর্শে সেই মুসলমান রোগীর যে কি কল্যাণ হইল তাহার গুরুত্ব কে বুঝিতে পারে?

আনন্দম্

শ্রীবিভূপদ কীর্ত্তি

তোমায় আমার হয়নি দেওঁয়া
যা কিছু চাই দিতে ঃ
সকলি যে ছাই হয়ে যায়
কামনা-বহ্নিতে ।

কি পাবো আর কি পাব না—
ছাড়েনা যে সেই ভাবনা,
মেঘ যে ঘনায় কালো হয়ে
সবার অলক্ষিতে ॥

যা ছিল ফুল শিশির-ধোয়া—
মুষ্টি ভরা ধুলি ঃ
কেমন করে দিই বলো তা
তোমার হাতে তুলি ?

পথে দিলাম তাই ছড়ায়ে,
মাড়িয়ে যেও তোমার পায়ে—
যা ছিল মোর রেখে গেলাম
তোমার ধরণীতে ॥

যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম

পণ্ডিত বটুক নাথ ভট্টাচার্য্য, এম, এ

ইতিহাস ও ধর্ম্মশাস্ত্রের একই শিক্ষা। তারই নিষ্কর্ষ—শ্রীগৌরাঙ্গের মত—প্রেমা পুমার্থো মহান্। সার্ব্যচ্চ পুরুষার্থ প্রীতি। শ্রুতিতে প্রার্থনা আছে—মিত্রের চক্ষে সবাই যেন আমাকে দেখে—আমি যেন মিত্রের চক্ষে সবাইকে দেখি। বুদ্ধদেবের শ্রেষ্ঠ উপদেশ—ব্রহ্মবিহার। মেত্তসূত্তে আছে—মা যেমন নিজ প্রাণ দিয়েও পুত্রকে, একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করেন—সেরূপ সকল জীবের সাথে অপরিসীম মৈত্রী রাখবে। লাওৎসে বলেছেন—অপকারের পরিবর্ত্তে করুণা, অসতের প্রতিও সদ্ভাব রাখতে চাই। ইশার ধর্ম—নিয়মের শাসন নয়, প্রীতির বিধান। এ যুগের প্রাজ্ঞগণ বলেন এক মানব-পরিবার—বিশ্বমৈত্রী ও সার্বভৌম এক রাষ্ট্রই জগতের নিয়তি ও কল্যাণের নিদান। মনুষ্যপ্রীতির সঙ্গীত যেন আমার অন্তরে চিরদিন ধ্বনিত হয়—বঙ্কিম লিখলেন এবং দেশকে দীক্ষা দিলেন—বন্দে মাতরম্ মন্ত্রে।

মানব সমাজ আজ দোটানার মাঝে। একদিকে আণবিক যুগের মনোভাব—ছোট স্বার্থের চরম ও নিদারুণ প্রচণ্ড বিস্ফোরণ—বিশ্বধ্বংসে আত্ম প্রতিষ্ঠা। অন্যদিকে সবাইকে মিলিয়ে এক করার বৃহত্তম অভিযান- মূলমন্ত্র—ভ্রাতারা মনুজাঃ সর্ব্বে স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্। একটি আত্মকেন্দ্রিক—অন্যটি আত্মাতিক্রমিক। একটি চলেছে অহং কারার ছোট কুঠরীর মাঝে চিরদিন অবরুদ্ধ থাকার দিকে—অন্যটি নিয়ে চলেছে আমিত্বের প্রসারের পথে—আপন ভুলে—সকলের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে পরিপূর্ণতা লাভের দিকে।

ধর্মজগতের সমস্যা—এই দুমুখী স্রোতের টানে বিভ্রান্ত জনতাকে শান্ত, সংহত, লক্ষ্যে স্থির, উদ্যমে আনন্দময় করা। বিশ্বকবি এদেশের লক্ষ্য নির্ণয় করেছেন পরিপূর্ণতাতেই। পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগ। এর যোগে অহংকারকে দূর করে, বিনম্র হয়। এই বিনম্রতা একটি আধ্যাত্মিক শক্তি। যেমন বায়ুর

নিত্য প্রবাহ। শান্ততার দ্বারাই ঝড়ের চেয়ে তার শক্তি বেশী। ঝড় সংকীর্ণ স্থানকেই কিছুকালের জন্য ক্ষুব্ধ করে, দীপ্ত বায়ু প্রবাহ সমস্ত পৃথিবীকে নিত্যকাল বেষ্টন করে থাকে। ঐশ্বর্য্যমত্তদের, স্বাচ্ছন্দ্যের, সুতৃপ্ত বাসনার মাঝেও বিশেষ ধরণের চিত্ত বিকাশের ফলে কাহারও কাহারও অন্তরে এই পূর্ণতা বোধ, শান্তির ও সামঞ্জস্যের অমৃত আস্বাদ দেখা যায়। কিন্তু বিপুল জনতা—যারা সমৃদ্ধ নিবাসের প্রত্যন্ত বাসী—যারা সম্পদ উৎপন্ন ক'রে সমাজের হাতে তুলে দেয়, সৌধ নির্মাণ করে কুটিরে দিন পাত করে—কৃতী ও শক্তিমানের সমারোহ দূর থেকে দেখে আর ব্যর্থতা ও অক্ষমতার বেদনা ভুলে যায়— সেই অনামা, অসংখ্য, শূণ্য পর্য্যায়ের নরনারীর জন্য যুগে যুগে ব্যাকুল হয়েছেন জগন্মান্য মহাত্মারা। তাঁরা সংসার ছেড়েছেন—পথে বেরিয়েছেন—সকল গ্লানি, সকল কষ্ট স্বেচ্ছায় মেনে নিয়ে এদের সাথে এক হয়ে গেছেন—গণমানবের নূতন মান ও মর্য্যাদা বাড়িয়েছেন—আত্মসুখে অসাড় সমাজের চেতনায়।

মানুষকে মেলাবার, চারিদিকের বিক্ষোভ ও উত্তেজনার আবহাওয়ার পরিবর্ত্তে শান্তি, সংযম, প্রীতি ও কল্যাণের পরিবেশ সৃষ্টি—এ যুগের সর্বাধিক প্রয়োজন। জন সংখ্যার বিস্ফোরণের মত বৃদ্ধিতে স্থান ও সংস্থান দুইই সঙ্কীর্ণ ও বিশীর্ণ হওয়াতে, সমুদ্রতীরে বালুকণার মত প্রতি ব্যক্তি যখন বিশ্লিষ্ট ও বিচ্ছিন্ন হয়ে, বর্ত্তমানের আর এক হিসাবে আণবিক নাম যথার্থ প্রমাণ করেছে, তখন ভেদের রেখা সব মুছে ও মিলিয়ে দিয়ে—সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্ * * * বিশ্বমানবের এই আকৃতিকে কোন্ স্পর্শমণি —কোন্ সুধাধারা তপ্ত ধরণীর উপর দেবতার আশিস্ বর্ষণের মত মানুষের প্রাণকে সজীব ও সবুজ করে তুলতে পারে? বোধ হয়, স্নেহের আঁচল, কল্যাণ হস্তের পরশ, আশ্বাসের বাণী, ধরণীর মত সহিষ্ণুতা, সকলের প্রতি সমভাব, স্বসুখ-নিস্পৃহ পরহিতৈষা, বিগলিত সহানুভূতি ও সমবেদনার অফুরন্ত মাধুর্য্যের প্রত্যাশায় তাকিয়ে রয়েছে মানুষের সমাজ। কোন কোন বৈজ্ঞানিক নৃতত্ত্ববিদ বিবর্ত্তের ভবিষ্য পর্য্যায়ে আকারে প্রকারে মানব কেমন হবে তার অনুমান করে বলেছেন যে—পরুষ ও রুক্ষ। কঠিন ও কঠোর, উগ্র ও বল দৃপ্ত পৌরুষ

মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মন হতে মুছে গিয়ে, কোমল ও করুণ, সৌম্য ও সুষম, কান্ত ও মধুর যে সকল বৃত্তি ও গুণ নারীত্ব, মাতৃত্ব, দেবীত্বের পরিচয়—তাই সর্ব সাধারণের হবে নিজস্ব। বন্য জীবনের মধ্যে নখ দংষ্ট্রায় হিংস্র, মাংসল, লোমশ অতিকায়, নির্মম ও আত্মম্ভরিতায় কদর্য্য ও কর্কশ যে সকল ধরণ ও চেহারা আদিম আরণ্য ও পার্বত্য জাতিকে সভ্যতার পরিধি হতে দূরে ও বাহিরে রেখেছে, সে সকল অতীতের দুঃস্বপ্নে বিলীন হয়ে যাবে—দেখা দেবে সূক্ষ্ম মননে, সুকুমার কথানৈপুণ্যে, মৃদুনম্র মনোভাবে, মার্জিত রুচি ও সর্বাত্মক অনুভবে এবং ব্যাপক ও সদা সজাগ গোচরতায় জীবন বিবর্ত্তের এক নব পর্য্যায়।

দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা, বিরোধ ও সংগ্রামের দ্বারা মানবতার উন্নতি ও কল্যাণ—যে জীবন-দর্শনে শেখায়—তার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কর্মোন্মত্ত সংগ্রহ ও সঞ্চয়ে লোলুপ, প্রভুত্বপ্রিয়, ন্যায়ান্যায়ে উদাসীন, আত্মসর্বস্ব, জীবন ধারার ভূ-রঙ্গ-মঞ্চ হতে বিদায় নেবার সময় এসেছে। অতীত হতে ভাবি-পরিণামের দিকে মানুষকে পথ দেখাবার জন্য অভিনব মাতৃত্বের বোধন—তার মঙ্গল-ঘট ও অনির্বাণ-দীপ কি চৌদিকে মানুষকে সতর্ক করে তুলছে? তারি লক্ষণ যেন কিছু কিছু ধরা পড়ছে জড়সম্পদ, মহাযন্ত্র, শিল্প-প্রচুর সভ্যতার ডামাডোলের মধ্যেও। ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের প্রাচুর্য্যের মাঝেও প্রাণের হাহাকার না মিটায়—শান্ত সমাহিত অতীতের দিকে জনতা উৎসুক নেত্রে তাকাচ্ছে। প্রবলের, পদস্থের, সম্পন্নের, ভোগবিলাসীর প্রাধান্য ও তার আনুগত্যের পরিবর্ত্তে মানুষ আকুল হয়ে উঠছে—নতুনতর আভিজাত্য, নতুনতর সাম্যবাদ ও সৌভ্রাত্রের আবহাওয়ার জন্য। সম্প্রতি ক্যান্টারবারীর আর্কবিশপ বলেছেন—It is on the plane of spirituality that we can with great profit search for unity, less in the thoughts and formulations of the mind than in the depths of the soul and those actions which are controlled from thence.

আধ্যাত্মিক ভূমিতেই ঐক্যের সন্ধান প্রভূত সাফল্যের সাথে আমরা পেতে পারি। মনের চিন্তা এবং মতের বিবৃতির চেয়ে আত্মার গভীরে তাহ'তে যে সকল

ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় তাতেই এটা সম্ভব। বাহ্য প্রকৃতির রহস্য-উদ্ভেদে যে বিপুল কৃতিত্ব আধুনিক জগৎকে চমকিত করেছে—তাতে মানুষ হয়ে উঠেছে Nuclear giant—পরমাণু শক্তিতে অতিকায় অসুর। কিন্তু নৈতিক চরিত্র আদিম প্রবৃত্তির দাসত্বে এখনও সে ethical infant—মনের অপুষ্টি ও চরিত নীতির লঘুতায় শিশু প্রায়। এই শিশুর অন্তর পুষ্ট ও পরিশুদ্ধ করার জন্য অধ্যাত্ম পরিবেশের সৃষ্টি আবশ্যক। মাতৃশক্তির উদ্বোধন—যুগ প্রয়োজন—তারই মঙ্গল-আরতির শঙ্খধ্বনি ও দীপ্তিচ্ছটা কি দিকে দিকে প্রকাশ পাচ্ছে—আনন্দ বার্ত্তার প্রচারে? শ্রুতিতে আচার্য্যের প্রার্থনা আছে—যথৈব ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাতরায়ান্তুসর্বতঃ। ক্ষুধার্ত্ত শিশুরা যেমন জননীর নিকট ছুটে যায়—হে বিধাতঃ ব্রহ্মচারী গণ যেন সেই রূপ আমারও চারিদিক হতে উপসন্ন হয়। এই প্রার্থনার সাফল্য যেন মাতৃ শক্তির আকর্ষণে আজ মূর্ত্ত হয়ে উঠছে। চারিদিকে অনন্তের ক্ষুধাবোধ ও রসবোধ নিয়ে নর-নারী—তরুণ ও প্রবীণ—শান্ত পরিবেশে, আশ্রমের স্নিগ্ধচ্ছায়ায়, স্থিরাসনে ধ্যান ধারণায় নিরত হচ্ছেন। ব্রত সপ্তাহ এবং সংযম ও মৌন অভ্যাসে চিত্ত স্থির ও মন প্রশান্ত করবার আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে সম্পন্ন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত শ্রেণীর মাঝে। রস-ভাব-আদর্শে সমুজ্জ্বল গ্রন্থরাজগুলির পারায়ণ এবং সমবেত আবৃত্তিতে তপোবনের স্বাধ্যায়-পরিবেশ সঞ্জীবিত হয়ে উঠছে—প্রসিদ্ধ পুর-জনপদে। তীর্থ ক্ষেত্রে দেব দেউলের নিষ্ঠা তার হোম-পূজার্চনায় ভক্তির ফল্গুধারা আবার প্রবাহিনীতে পরিণত হচ্ছে। সবার উপরে সম্প্রদায়ের বিভেদ ও বিচ্ছেদ মুছে যাচ্ছে মায়ের উদার সন্তান প্রীতি ও নিরপেক্ষ ভালোবাসার মধুর কোমল যাদু স্পর্শে। মায়ের অমৃত পরিবেষণ হয় প্রত্যেক সন্তানের বিশেষ প্রয়োজনের নিপুণ অন্তর্দৃষ্টি হ'তে। তাই তিনি বলতে পারেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।

যে যেভাবে আমার শরণ লয় তার সেই ভাবের আমি হই অনুকূল—সকল মানুষই আমার পথের পথিক। আজিকার দিনের মতের বিরোধ ও মনের

ব্যাকুলতার মাঝে মাতৃত্বের এই সুধাস্পর্শ যাঁরা পেয়েছেন—তাঁদের জীবনের আস্বাদ মর্ত্ত্যের মালিন্য হতে মুক্ত হয়ে অমৃত ও আনন্দের রসে সঞ্জীবিত হয়েছে। ভজনের মাধুর্য্য, সংকীর্ত্তনের উল্লাস, স্তোত্র-পাঠের সঙ্গীতি, কথা-ভাষণ-ব্যাখ্যানের উদাত্ত প্রেরণা লোকমাতার পাবনী মূর্ত্তিকে ঘিরে সঞ্চারিণী হোম শিখার মত দেশময় অভিনব পরিবেশ বিস্তার করছে। যাঁরা সংস্পর্শে আসছেন তাঁরা অনুভবে ধন্য হচ্ছেন—যাঁরা এ দৃশ্য দেখছেন তাঁরা পুলকিত হচ্ছেন ত্যাগের, শুচিতার, তপস্যার শাশ্বত বিভূতির এই নবীন প্রকাশে। মাতৃশক্তির এই প্রত্যক্ষ বিকাশের জয় হোক।

সর্বস্তরতু দুর্গাণি সর্বো ভদ্রাণি পশ্যতু
সর্বঃ সদ্বুদ্ধিমাপ্নোতু সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু।

ত্রয়োদশ সংযম মহাব্রত

সৎ-সঙ্গী

রাজস্থানের একটি ক্ষুদ্র সহর পিলানী—বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী শ্রীযুত যুগল কিশোর বিরলার জন্মভূমি।

শ্রীযুত বিরলাজী তাঁহার জন্মভূমিতে একটি সংযম মহাব্রত উদ্‌যাপনের বিশেষ আগ্রহ ও প্রার্থনা করায় পিলানীতে আমাদের ত্রয়োদশ সংযম মহাব্রতটি অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৫ই নভেম্বর হইতে উৎসবটি মাতৃ-সান্নিধ্যে আরম্ভ হয়। ১১ই নভেম্বর কার্ত্তিক পূর্ণিমার দিন এই উৎসবটির সমাপ্তির দিবস।

মহাভারতের যুগে এই কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে বিরাটের রাজধানী উপপ্লব্য হইতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের শান্তির দূত হইয়া হস্তিনাপুর গমন করিয়াছিলেন। মহাভারতের উদ্‌যোগ পর্বে বলা হইল,—

কৌমুদেমাসি রেবত্যাং শরদন্তে হিমাগমে,
স্ফীত শস্য সুখেকালে কল্যঃ সত্ত্বতাংবর ॥

মহা, উদ্‌, পর্ব, ৮৩ অঃ, ৭ম শ্লোক।

হিমাগমে রেবতী নক্ষত্রে, কার্ত্তিক পূর্ণিমার দিবসে ভগবান উপপ্লব্য হইতে হস্তিনাপুর যাত্রা করেন। বিরাটের রাজধানীকে উপপ্লব্য বলিয়া মহাভারতের বহুস্থানে উল্লেখ আছে। বঙ্কিমবাবুও তাঁহার বিখ্যাত "কৃষ্ণচরিত্র" গ্রন্থে উপপ্লব্য নগরের বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। (কৃষ্ণচরিত্র ১০৯ পৃষ্ঠা)।

ভৌগোলিকদের মতে বর্ত্তমান জয়পুর, আলোয়ার ও ভরতপুর রাজস্থানের এই অংশ লইয়া প্রাচীন বিরাট নগরী অবস্থিত ছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মত পিলানী নাম উপপ্লব্য নামেরই অপভ্রংশ।

ছল ও কপট অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পাণ্ডবেরা দ্বাদশবৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বিরাট রাজার আশ্রয়ে তাহাদের একবৎসর অজ্ঞাত-বাসের কঠোরতা শুধু ত্যাগ তপস্যায়ই পরিপূর্ণ নহে, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও অদ্ভূত কৃচ্ছ্রতায় চরিতার্থ। "যতো ধর্মস্ততোজয়ঃ"—ধর্মের এবং সংযমের ধ্রুব জয়কে পাণ্ডবেরাই প্রথম বাস্তব জীবনে অনুশীলন করিয়া জগৎবাসীকে সত্য ও ধর্মপথে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন।

মহাভারতের যুগে পাণ্ডবগণের অবস্থান কালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শে উপপ্লব্য বা পিলানী ধন্য হইয়াছিল। সেই পূর্ব সৌভাগ্য স্মৃতির সৌরভটুকু লইয়া পিলানী যেন কাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার রুক্ষ নীরস প্রান্তর, ধূসর মলিন আকাশ দেখিলে মনে হয়, সে যেন তপস্বিনী। শবরীর দীর্ঘ প্রতীক্ষা এবং অহল্যার গভীর নীরবতা লইয়া ভগবানের অমল চরণ যুগল পুনরায় বক্ষে ধারণের জন্যই সে যেন যোগাসীনা। ত্রয়োদশ বৎসর কঠোর বনবাস ও দুঃসহ অজ্ঞাত বাস ব্রতাচরণান্তে পাণ্ডবগণের প্রকাশভূমিই আমাদের ত্রয়োদশ সংযম মহাব্রতের নির্দ্দিষ্ট তপোভূমি—আজ 'শুদ্ধাসনাতনী পূণ্য বিস্তারিণী' শ্রীশ্রীমায়ের অমল পাদস্পর্শে পূণ্যবতী।

ধর্ম ও সংযমকে অনুষ্টুপ ছন্দে প্রকাশ করিয়া মহাভারত একদিন জগৎবাসীকে অমৃতের ও শান্তির সন্ধান দিয়াছিল। সহস্র সহস্র বৎসরান্তে ভারতের দুর্বল হৃৎপিণ্ডকে নবভাবে স্পন্দিত করার জন্যই কি এখানে মাতৃসান্নিধ্যে এই মহাব্রতের অনুষ্ঠান? সংযমের সত্য, মাহাত্ম্যকে "মানুষের ধর্ম" বলিয়াই মহাভারতের রচয়িতা বিশালবুদ্ধি ব্যাসদেব জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করিয়াছিলেন। সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসার ব্রতকেই প্রকৃত মানুষের ধর্মরূপে ঘোষণা করার জন্যইত এই মহাব্রত। স্থান কাল তিথি নক্ষত্রের সমাবেশে ভগবানের শান্তির দূতরূপে উপপ্লব্য হইতে হস্তিনাপুর যাত্রার দিবসটিই আমাদের মহাব্রতের সমাপ্তির দিবস। অতীত অক্ষয় পূণ্য স্মৃতির এ যেন এক অপূর্ব পুনরাবৃত্তি।

মাতো বলেন "নিজেকে জানা আপনাকে পাওয়ার চেষ্টাই প্রকৃত সাধন, সাধন অর্থাৎ স্বধন স্বয়ংধন। সাধক, তপস্বী, মহাযোগীরূপে বিকাশ হওয়ার জন্যই সংযমিত জীবন।"

শুকতালে দ্বাদশ মহাব্রত অনুষ্ঠানান্তে ভক্ত ব্রতীগণ সাগ্রহ চিত্তে একটি বৎসর অপেক্ষা করিয়াছেন। এই মহাব্রতে অখণ্ড সৎ-সঙ্গ, অপূর্ব ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন, মহাত্মাগণের মধুর পরমার্থ ভাষণ, সর্বোপরি মাতৃসান্নিধ্যে দুই ঘণ্টা নির্মল ধ্যান—এই মহাব্রতের সবটুকুই যেন স্নিগ্ধ মাধুর্য্যে নিয়ত বিকীর্ণ একটি উজ্জ্বল পবিত্র রশ্মি। উপবাস কৃচ্ছ তার জন্য এই যে ব্যাকুলতা, সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্যের চরম সফলতা লাভের জন্য এই যে গভীর প্রচেষ্টা, ধ্যানমগ্ন হইয়া পরমার্থ সুধাপানে সমবেত ব্রতীগণের এই গভীর তন্ময়তা — ইহা সত্যই অনবদ্য।

জীব প্রকৃতির রূপান্তরের জন্য মানবের প্রধান ও মূল ধর্মনীতিগুলিকে সংযম মহাব্রতরূপে গ্রহণ করার কঠোরতায় আসিয়াছে কল্যাণ, সংযম অনুষ্ঠানের সহিত মাতৃ-মঙ্গল আশীর্ব্বাদ ও করুণা জড়িত হইয়া মানবের সাধক তপস্বী মহাযোগীরূপে বিকাশের রাস্তাটিকে করিয়াছে সরল সুগম। তাই মা এই মহাব্রত সম্বন্ধে বলেন, “গুরুকৃপা—তপস্যা—তীব্র সাধনায় নিজধন লাভ—আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা—যেখানে মৃত্যুর মৃত্যু।”

এই মহাব্রত উপলক্ষে মাও অগ্রহায়ণের হিমাগমে শুক্লা সপ্তমী তিথিতে (৩রা নভেম্বর ’৬২) শীতের রাত্রে ।পলানী আসিয়া পৌছাইলেন। স্থানীয় ব্যবস্থাপক মণ্ডলী অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত মাকে লইয়া বিরলাজীর “বিশ্রাম বাটিকা” নামক সুরম্য উদ্যান বাটিকায় উঠাইলেন। এই প্রাসাদ-ভবনে মা, গিরিমহারাজ অন্যান্য মাতৃসেবিকা ও ভক্তগণ অনেকেই সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। সাধু মহাত্মাগণের সেবা অভ্যর্থনার এক প্রশংসনীয় ব্যবস্থা শ্রীযুক্ত বিরলাজী করিয়াছিলেন।

এই পরিবারের সাধুসেবা, আতিথেয়তা, ধর্মকার্য্যে মুক্তহস্তে দান, ভারতের সর্বজন বিদিত ঘটনা। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সহরে বহু ভবন, অতিথিশালা, ধর্মশালা, দেবালয়, স্কুল, কলেজ, বোর্ডিং ইহাদের নিজেদের থাকায় ব্রতীগণের, মহাত্মাগণের এবং অন্যান্য সৎ-সঙ্গীগণের কোন প্রকার অসুবিধা হয় নাই। এক অপূর্ব আনন্দ পরিবেশে স্থানীয় শিক্ষালয়ের বিশাল সভাকক্ষে এই মহাব্রতের অনুষ্ঠান অতি সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয়।

৪ঠা নভেম্বর—স্থানীয় সরস্বতী মন্দির বিরলাজীর এক অদ্ভুত কীর্ত্তি। কর্ত্তৃপক্ষ মাকে এবং ভক্তগণকে এই মন্দির দেখাইয়া আনিলেন।

৫ই নভেম্বর—আজ মহাব্রতের প্রথম দিবস। বেদ পাঠ অন্তে ধূপ-ধূনা আমোদিত মণ্ডপে মা একটু পূর্বেই আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। মায়ের বাম পাশে গিরি মহারাজ তাঁহার পার্শ্বে আমাদের আশ্রমের দণ্ডীস্বামী শ্রী১০৮ নারায়ণানন্দ তীর্থ। পশ্চাতে আশ্রমের সন্ন্যাসীবৃন্দ। মায়ের সামনে মঞ্চের নীচে আশ্রমের ব্রতী ব্রহ্মচারিণীগণ তাহাদের পশ্চাতে ব্রতী মহিলাবৃন্দ। মায়ের দক্ষিণে মঞ্চোপর পূজ্য মহাত্মাদের স্থান, তাহাদের সামনে নীচে আশ্রমের সাধু ব্রহ্মচারীবৃন্দ, পশ্চাতে অন্যান্য ব্রতী ভক্তগণ। মা সভামঞ্চে উত্তরাস্য হইয়া বসিয়াছেন। বহুবাঞ্ছিত বস্তুলাভে প্রসন্নচিত্ত ব্রতী ভক্তগণ নিমীলিত নয়নে বিগলিত চিত্তে মাতৃচরণে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছেন। শঙ্খ ধ্বনি করিয়া ধ্যান আরম্ভ হইতেই মাও ভক্তদের ভাবের দ্বারা প্রেমের দ্বারা সিক্ত হইয়া—

ধৃত-সহজ-সমাধিং বিভ্রতীং হেমকান্তিং
নয়ন-সরসিজাভ্যাং স্নেহরাশীন্ কিরন্তীম্।

বহু জন বল্লভার চরণ প্রান্তে বসিয়া আর্দ্র হৃদয়ে বহুব্রতীর স্থির যোগাসনের নির্মল চিত্রটি শুধু ধ্যানেই অনুভব যোগ্য। সপ্তাহব্যাপী সকাল ৮টা হইতে ৯টা অপরাহ্নে ৩টা হইতে ৪টার এই ধ্যান পরিবেশের আনন্দটুকু যিনি একবার অনুভব করিয়াছেন তাঁহারই অন্তরাত্মা "বাঁধা পড়েছে, বন্দী হয়েছে, অতল আনন্দের গর্ভে ডুবে গিয়েছে।" এই সময়ে ভারতপূজ্য মহাত্মাগণের মধুর পরমার্থ ভাষণ, উপদেশ, সর্বোপরি প্রশ্নোত্তর মাধ্যমে মায়ের শ্রীমুখের বাণী "কলসে কলসে ঢালা সুধারাশি" আকণ্ঠ পান করিয়া ব্রতীগণ পরম তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। পরম শান্তি, অভয় আনন্দের মূল কেন্দ্র এই বাণীকে অন্তরাত্মার আভরণ করিয়া কে না রাখিতে চায়?

সপ্তদিবস ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে মায়ের এবং মহাত্মাগণের বানীর সারাংশ লইয়া এই প্রবন্ধ রচিত। ইহাতে কোন ভূল ভ্রান্তি থাকিলে মায়ের চরণে ও মাহাত্মাগণের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

প্রথম দিনের প্রাতঃকালীন ভাষণগুলির মধ্যে শ্রী১০৮ অবধূতজীর ভাষণ বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। তাঁহার ভাষণের সার মর্ম এই প্রকার—মাতৃকৃপা লাভের জন্য ভক্তরা এই উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশমান হইলেও আবরণ শক্তির জন্য সহসা অনুভবগম্য হন না, এই আবরণ বিক্ষেপ দূর করিবার জন্য বেদান্ত শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের কথা বলিয়াছেন—ইহার জন্য মন নিরোধের একান্ত প্রয়োজন। বিনা সংযমে মন নিরোধ হওয়া সম্ভবপর নয়। তাই সর্বজ্ঞ চূড়ামনি মায়ের অনুমোদনে এই সংযম মহাব্রতের ব্যবস্থা হইয়াছে। আত্মতত্ত্ব প্রকাশের জন্যই সংযম। ভক্ত সাধক কৃপা প্রার্থী হইয়া সংযম অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলে মাতৃকৃপায় অবশ্য সফলকাম হইবেন।

অপরাহ্নের ধ্যানান্তে শিব পুরাণ পাঠ হয়। শিব পুরাণ মাহাত্ম্য বর্ণনা অন্তে পুনরায় মহাত্মাগণের ভাষণ হয়। অপরাহ্নের ভাষণগুলির মধ্যে শ্রী ১০৮ স্বামী গণেশানন্দজীর ভাষণে সকলেই বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। তিনি বলিলেন সাধন ভজনের সমস্ত রহস্য সংযমে নিহিত রহিয়াছে, আমাদের মন দুষ্ট অশ্বের মত—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥

জীবাত্মা রথস্বামী এবং শরীরকেই রথ বলিয়া গ্রহণ করিবে, বুদ্ধিকে রথচালক ও মনকেই লাগাম বলিয়া জানিবে। ইন্দ্রিয় সমূহ অশ্ব। দুষ্ট অশ্বের মত কঠোরতার দ্বারা মনকে ও ইন্দ্রিয় সমূহকে দমন করিতে হয়। জগত অধিষ্ঠানের মূল কারণ না জানিতে পারিলে “মহতী বিনষ্টিঃ”। আত্মজ্ঞান লাভের জন্যই এই সংযম মহাব্রত। বহুজন্মের তপস্যার ও পুণ্যের ফলে আপনারা এই সব মহাত্মাগণের সান্নিধ্যে সংযম মহাব্রতে যোগদান করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

রাত্রের মৌনান্তে মাতৃ সৎ-সঙ্গ সুরু হইল। জনৈক উত্তরকাশীর মহাত্মা মাকে প্রশ্ন করিলেন “ভক্তি আর জ্ঞানের সাধন যথন এক তখন ফলে পার্থক্য কেন ?”

মা। সাধন যেখানে এক, সেখানে কিন্তু ফলও এক। প্রশ্নকর্ত্তা যদি সাধন এক মানিয়া লয় তখন ফল একই হবে। সাধন বিভিন্ন যেখানে, ফল প্রাপ্তি সেখানে বিভিন্ন, মূলেত একই। মা, ঐ মহাত্মাকে প্রশ্ন করিলেন :—

সাধন সে ভগবান মিলতা হৈ ক্যা ?

উত্তরে মহাত্মা বলিলেন—"সগুণ ভগবান সাধন সে মিল জায়েগা"।

মা। ভগবান তাহলে কর্মাধীন। তুমি যে বল্লে সগুণ ভগবান সাধনার দ্বারা লাভ হয়, কেউ কেউ বলে আমাদের সাধনায় ভগবান মিলেনা, ভগবান মিলেন তার দয়ায় বা কৃপায়। তিনি স্বয়ং প্রকাশ, তিনি কর্মাধীন নয়।

প্রশ্ন। স্বপ্নে কৃত পাপ পুণ্য ভোগ করতে হয় কি ? মা প্রশ্নটি মীমাংসার জন্য উপস্থিত মহাত্মাগণের উপর ছাড়িয়া দিলেন। মহাত্মারা কেউ বলিলেন স্বপ্ন মিথ্যা, স্বপ্নের ক্রিয়াও মিথ্যা, সুতরাং স্বপ্নের পাপ পুণ্য কিছুই নাই। কেউ বলিলেন সুপ্ত অবস্থা জীবের অজ্ঞান অবস্থা, তখনকার কার্য্যে জীবের পাপ হইবেনা। কেহ বলিলেন স্বপ্নের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে। পাপবোধ থাকিলে নিশ্চয় পাপ, সুতরাং স্বপ্নকৃত পাপের ভোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন।

মা। একটি কথা আগুনে হাত দিলে হাত পোড়েত, জহর খেলেত লোক মরে। তবেই, জাগতিক জ্ঞান অজ্ঞান যেখানে সেখানে এই দুই রকম ভাবের পাপ। জেনে শুনে জ্ঞানতঃ পাপ করা, না জেনে পাপ কর্মকরা। স্বপ্নকে কেউ কেউ অলীক মিথ্যা বলে, জগৎ মিথ্যা তাই স্বপ্নও মিথ্যা। স্বপ্ন মনোরাজ্য হতে আসে। মনের দ্বারা মানা হয় বলিয়া মন-মানী। বাসনা কামনা হইতেই এই জাগতিক জন্ম মৃত্যু। মানুষ চায় কিন্তু শান্তি জ্ঞান আনন্দ। যতক্ষণ মনোরাজ্যে ততক্ষণ সুখ দুঃখ। একই ক্রিয়ায় দুজনের দুরকম ফল প্রাপ্তি দেখা যায়। এই জীব জগতে মানুষের জন্ম হয় দেহ লইয়া! দেহ মানে "দেও দেও"। আপনাকে পাবার জন্য, আপনাকে জানার জন্য জ্ঞান ভক্তি ক্রিয়া যোগ। কেহ বলেন ভগবান নাই, কেহ বলেন ভগবান দূরে। বলা না বলা আপেক্ষিক। যে দূরে বলে তার দুর্বুদ্ধি, দুর্গতি—ফল জন্ম, মৃত্যু—Return ticket। আবার

আছে জন্মও নাই মৃত্যুও নাই। মৃত্যু মানে যেখানে মৃত্যুর মৃত্যু—যে স্বরূপে স্থিত হলে মৃত্যুর মৃত্যু। জন্ম মৃত্যুর প্রশ্নই নাই। অদ্বৈত বেদান্ত মতে এক আত্মা, এক ব্রহ্ম দ্বিতীয়ো নাস্তি, আবার স্বয়ং সেইই জন-জনার্দন—জল, বরফ। জল বরফের পার্থক্য কোথায়? স্বগুণ নির্গুনে কোন পার্থক্য নাই। সেই স্বয়ং প্রকাশ ভক্তের কাছে। যত্র যত্র নেত্র পড়ে তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে তোমরা বল না! হয় প্রভু ভগবান নিয়ে চলা, নাহয় এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি সেই দিক্। যার যেদিক—মূলে কিন্তু একই। যেখানে জীব জগৎ সেখানে স্বপ্নেও কর্মফল ভোগ। জগৎ মিথ্যাত স্বপ্নও মিথ্যা। শিশু যুবক হয়, যুবক বৃদ্ধ হয়, বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। পরিবর্ত্তনীয় জগতই স্বপ্ন বলত? স্বপ্ন মনোরাজ্য হতে আসে, নিদ্রায় স্বপ্নে কাঁদে জেগে দেখে আঁখিতে অশ্রু। আবার স্বপ্নও হয়ত ভুলে গেল। মনোনীত যেখানে সেখানে স্বপ্ন কোথায়? যেখানে মনোরাজ্য সেই খানেই মনের স্থিতি অনুসার পাপ পুণ্য ভোগ। মায়ের উত্তরে সকলেই তৃপ্ত। রাত অনেক হইয়াছে মা মহাত্মাদের সহিত এ বিষয় আলোচনা করিতে করিতে বাহিরে আসিলেন।

৬ই নভেম্বর—

সকালের ধ্যানান্তে শ্রী ১০৮ বিষ্ণু আশ্রমজী রাম নামের অপার মাহাত্ম্য অতি সুললিত ভাষায় বর্ণনা করিলেন। তুলসীদাস রাম নামকে অমর অব্যয় বলিয়াছেন বেদরূপী মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া রাম নাম আহরণ করা হইয়াছে। শঙ্করজী অমৃত মুখে রাখেন না, রাম নাম মুখে রাখেন। রাম নাম করিয়া জীব অনায়াসে কাম, ক্রোধ, লোভ জয় করিতে সমর্থ হয়।

এদিন পরমপূজ্য শ্রী ১০৮ কৃষ্ণানন্দজীর "জয় রাম সীতা রাম" কীর্ত্তন, অপরাহ্নের ধ্যানান্তে শিবপূরাণ পাঠ ও অবধুতজীর ভাষণে সকলেই অপার আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। রাত্রের মৌনের পর মাতৃ সৎ-সঙ্গের সময় স্থানীয় বালক বালিকারা খুব গণ্ডগোল আরম্ভ করিল। অনেকে শ্রীশ্রীমাকে ২/১টি প্রশ্ন করিলেন কিন্তু গণ্ডগোলের জন্য কিছুই শোনা যাইতেছে না।

মা। বালগোপাল কুমারীরা কীর্ত্তন করছে। বাড়ীতে এরকম করলে শিক্ষক অভিভাবক হয়ত অন্য প্রকার শাসন করত। মহাত্মারা পরোপকারী তাই

তাঁরা এতে কোন দোষ নিচ্ছেন না। এঁরাত মহাত্মা, সহন করাই এঁদের ব্রত। এঁরা কাউকে ভাল মন্দ বলেন না, শাসনত করেনই না।

মা একজন ব্রতীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "তুমিত পরোপকারী রাজার কাহিনী শুনিয়াছ ?" এই কথা শুনিয়া কেহ কেহ বলিলেন, মা বলনা, পরোপকারী রাজার কাহিনীটি।

মা। দোস্তরা বাক্যালাপ কীর্ত্তনে যখন মস্ত, তখন খেয়ালে আসিয়াছিল কাহিনীটি। এক বিশেষ ব্যক্তি এই কাহিনী শুনাইয়াছিলেন।

মা বলিতেছেন—"অযোধ্যার এক রাজা পরোপকারই তাঁর স্বভাব, ঋষিতুল্য এক ব্যক্তি তার কাছে কিছু প্রার্থনা করায়, তাকে রাজত্ব দান করে একটি ঘটি নিয়ে তপস্বীর বেশে বেরিয়ে যান। তিনি একটি কুপে জল তুলতে গিয়ে চারিটি প্রাণী দেখলেন। সিংহ, বানর সাপ ও একটি মানুষ।" মা এই কাহিনীটি বহু সৎ-সঙ্গে বলিয়াছেন, পূর্বেও মায়ের কথা প্রসঙ্গে এই কাহিনীটি বলা হইয়াছে। কাজেই কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত ভাবে দেওয়া হইল। রাজা প্রথম জন্তুদের উঠাইলেন। উহারা মানুষকে তুলিতে নিষেধ করে। পরোপকারী রাজা মানুষটিকেও উঠাইলেন। সিংহ একসময়ে রাজাকে একটি স্বর্ণহার দান করে। রাজা এটি মানুষটিকে দান করেন। মানুষটি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ ছিল সে তাহার প্রাণদাতাকে হারদানের বিনিময়ে জীবন নাশের চক্রান্ত করিলে সাপ আসিয়া রাজাকে উদ্ধার করিল। রাজা লোকটির প্রতি কোন প্রকার বৈরভাব প্রদর্শন করিলেন না অধিকন্তু তাহার প্রচুর অর্থ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। পরবর্ত্তী কালে রাজা বানরের নিকট হইতে একটি অমৃত ফল প্রাপ্ত হইয়া যে ঋষিতুল্য ব্যক্তিকে তিনি রাজত্ব দান করিয়াছিলেন তাহাকে ফলটি দান করিতে গেলে অনুরূপ আর একটি ফলের প্রার্থনা ঋষি করিলেন। রাজা ঋষিকে লইয়া বানরের কাছে উপস্থিত হইলেন দ্বিতীয় ফল প্রাপ্তির আশায়। বানর জানাইল উহা মহাবীর তাহাকে দান করিয়াছেন। মহাবীরের নিকট উপস্থিত হইলে মহাবীর বলিলেন ভগবান শঙ্কর তাহাকে এই ফল দান করিয়াছিলেন। শঙ্করের নিকট হইতে উহারা জানিলেন ফলটি ভগবান বিষ্ণুর দান।

ভগবান বিষ্ণুও প্রার্থীদের নিরাশ করিয়া দিয়াছিলেন কারণ ইহাদের আগমনের পূর্বে ভগবান বিষ্ণু এই ফলের বাগিচা অন্যকে দান করিয়া দিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল প্রার্থী রাজাকেই তাহার পরোপকার গুণে মুগ্ধ হইয়া বিষ্ণু এই ফলের বাগিচা দান করিয়াছেন। মা বুঝাইয়া দিলেন এক পরোপকার দ্বারা মানুষ কতদূর উন্নত হইতে পারে। যে ঋষিতুল্য ব্যক্তিকে রাজা রাজত্ব দান করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন একজন ছদ্মবেশী মহাত্মা। রাজাকে তিনি পরীক্ষা করিতেছিলেন। তিনিও রাজাকে রাজত্ব ফিরাইয়া দিলেন। পরোপকার গুণে রাজত্ব, অমৃত ফল, বৈকুণ্ঠ লাভ সব সম্ভব হইল। রাত্র অনেক হইয়াছে। মা উঠিয়া বিশ্রামে গেলেন।

৭ই নভেম্বর—মহাব্রতের তৃতীয় দিবস। ভারত পূজ্য মহাত্মাগণ প্রায় সকলেই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এই দিনের ভাষণগুলির মধ্যে শ্রী ১০৮ চেতন গিরিজীর ভাষণ, পরমপূজ্য শ্রী ১০৮ বিষ্ণু আশ্রমজীর ভাষণ, শ্রী ১০৮ অবধূতজীর ভাষণ এবং মহামণ্ডলেশ্বর শ্রী ১০৮ স্বামী মহেশ্বরানন্দজীর ভাষণ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রী ১০৮ চেতন গিরিজী তাঁহার ভাষণে বলিয়াছিলেন উপনিষদকেই ব্রহ্ম বিদ্যা বলা হয়। ঋষি একদিন এই বিদ্যার অধিকারী হইয়া বলিয়াছিলেন আমি অন্ধকারের পরপারে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে জানিয়াছি, তাহাকে না জানিলে মৃত্যুর কবল হইতে কাহারও উদ্ধারের উপায় নাই।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
ত্বমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ৮

শ্বেতাশ্বতর ৩।৮

নামরূপে স্বর্ণ যেমন আভূষণে পরিণত হয়, তেমন সমস্ত জগত ব্যাপী চেতন শক্তি নাম রূপের আবরণে রহিয়াছে। প্রকাশের জন্য অজ্ঞান আবরণ পূর্ণভাবে দূরীভূত হওয়া প্রয়োজন, সাধন শক্তিতে যাহার আবরণ যতটুকু দূরীভূত হইয়াছে

তাহার নিকট প্রকাশ ততদূর প্রত্যক্ষ। আবরণের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি হইলে জীব অমরত্ব লাভ করিয়া থাকে।

শ্রী ১০৮ অবধুতজী এই দিন তাঁহার ভাষণে তৈত্তিরীয়োপনিষৎ বর্ণিত অকামহত শ্রোত্রিয়ের "শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য" সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মানন্দের নিরূপণের সূত্রটি অতি সুন্দর ভাবে সুললিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিলেন।

শ্রী ১০৮ বিষ্ণু আশ্রমজী একটি সারগর্ভ ভাষণে মনুষ্য জন্মের দুর্লভতার বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে মহাভারতের কাশ্যপ ইন্দ্র কাহিনীটির উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন যে দেহ ক্রিমি কীট ভস্মে পরিণত হইবে, সেই শরীর দিয়া ব্রহ্মচর্য্য সংযম তপস্যার অনুষ্ঠান দ্বারা জীব মুক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে।

এইদিন মহামণ্ডলেশ্বর শ্রী ১০৮ মহেশ্বরানন্দজী একটি সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ ভাষণে বলিলেন—সত্যলাভের জন্য সংযম প্রয়োজন। ভাগবতে বলা হইল "সত্যং পরং ধীমহি।" এই সত্য জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ এবং অনন্ত, তাই কীর্ত্তনে গাওয়া হয় 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং আনন্দং ব্রহ্ম।' এইজন্য অমৃতের অভিলাষী হইয়া ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক জ্ঞানে প্রতিষ্ঠার জন্য জীবমাত্রেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

মহারাজের ভাষণান্তে মৌন সুরু হইল। মৌন সমাপ্ত হইলে মাতৃ সৎসঙ্গের সময় ভক্তদের প্রার্থনায় মা 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম' কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। এই অপূর্ব পরিবেশে মায়ের মধুর কণ্ঠে এই ছন্দ সঙ্গীত এক অপূর্ব আনন্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করিল। শত শত অংশে প্রতিস্ফুরিত এক গভীর উল্লাস যেন মায়ের গীতি-তরঙ্গে ভাসিয়া উঠিয়াছে। চতুর্দিক আনন্দ কম্পনে হিল্লোলিত হইয়া উঠিল। মা প্রথমতঃ 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম' এইভাবে ছন্দটিকে ১৪।১৫ বার গাহিলেন। সকলেই আনন্দে মত্ত হইয়া মায়ের সহিত এই ব্রহ্মনাম করিতেছেন পরে মা কিছুক্ষণ 'সত্যং ব্রহ্ম, জ্ঞানং ব্রহ্ম, অনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দং ব্রহ্ম' এইভাবে কীর্ত্তন করিলেন। সুর ও শব্দের তরঙ্গের আলোড়নে উচ্ছ্বাসে আনন্দ সিন্ধু যেন উথলিয়া উঠিয়াছে। পরে মা আনন্দে হাততালি দিয়া গাহিতেছেন 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং আনন্দং ব্রহ্ম'—এক গভীর আনন্দ আবেগে মা যেন ঢেউএর মত ভাঙিয়া পড়িলেন।

মায়ের এই কীর্ত্তনের নব নব রসোল্লাস দর্শন করিলেই বৈষ্ণব কবির এই কথা মনে উদিত হয়—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।

মা প্রায় আধঘণ্টা সকলকে এই মধুর কীর্ত্তনানন্দে মত্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কীর্ত্তন অন্তে প্রণাম মন্ত্র পাঠ হইল। শ্রী ১০৮ বিষ্ণু আশ্রমজী কাল যাইবেন, তিনি উঠিলেন। তাঁহার সহিত মাও তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন।

মধুমত্ত-ভৃঙ্গের মত বিমুগ্ধ জনতা তখনও স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন।

ক্রমশঃ

পুরাতন স্মৃতি

স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ

(১৫)

শ্রীশ্রীমা তাঁর সন্তানদের সুবিধা অসুবিধা এবং খাওয়া দাওয়ার বিষয়ও যে কত ভাবেন তার নিদর্শন স্বরূপ এখানে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা দিচ্ছি। সে অনেক দিনের অতি পুরাতন কথা। যদি আমার স্মৃতিশক্তি আমাকে প্রতারণা না করে থাকে, তা হলে বোধ হয় ঘটনাটি ঘটেছিলো ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে। পশ্চিমের দারুণ গ্রীষ্মের সময় হ'লো জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস। সে সময় আমরা কয়েকজন চলেছি মার সঙ্গে আলমোড়ায়। আলমোড়ায় যেতে হ'লে কাঠগোদাম পর্য্যন্ত যেতে হয় রেলে। তারপর বিরাশি মাইল পথ যাত্রা করতে হয় মোটর করে কিংবা বাসে। এই বিরাশি মাইল ভ্রমণে এতই কষ্ট যেন মনে হয় চুরাশিলক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করে এলাম। তাই আমরা ব'লে থাকি আলমোড়ায় যেতে হ'লে একেবারে আধমরা হ'তে হয়।

কাশী থেকে বেলা দশটার সময় খাওয়া দাওয়া ক'রে আমরা দেহরাদুন এক্সপ্রেসে রওয়ানা হয়ে প্রায় রাত বারোটার সময় গিয়ে পৌঁছলাম বেরেলী জংশনে। সেখানে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম গৃহে অপেক্ষা করে ভোর পাঁচটার সময় বেরেলী থেকে ছোটলাইনের গাড়ীতে উঠে বেলা প্রায় এগারোটার সময় গেলুম কাঠগোদাম ষ্টেশনে। বেরেলী জংশনেই আমরা কেউ কেউ রাত থাকতেই স্নান সন্ধ্যাদি সব সেরে নিলুম খোলা প্লেটফর্মের ওপর গাছতলায় বসে। কাঠগোদাম থেকে আমাদের আলমোড়ার মোটর বাস ছাড়বে বেলা অনুমান সাড়ে বারোটার সময়। ষ্টেশনে নেমেই আমরা দেখি ভীষণ গরম সেখানে। মাথার ওপর যেমন রবির প্রখর উত্তাপ, তেমনি নীচে রাস্তার পীচ্ সব গরমে গলে গিয়ে জুতো যাচ্ছে তাতে চিপ্‌ চেপ্‌—পথে পা রাখা একেবারে অসম্ভব। আমাদের

গন্তব্য স্থানে পৌঁছুতে লাগবে প্রায় সাতটি ঘণ্টা। অতএব কোন রকমেই সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পূর্ব্বে আমরা আলমোড়ায় গিয়ে পৌঁছুতে পারবোনা। তাই কাঠগোদাম ষ্টেশনে নেমেই আমাদের মধ্যে কেউ কেউ হাত মুখ ধুয়েই খেতে গেলেন লুচী, তরকারী, দই, চাট্‌নী; কেউ কেউ খেতে লাগলেন ফল ও বরফ্ দিয়ে সরবৎ; আবার কেউ কেউ যাঁরা রাস্তায় কিছুই খাননা তাঁরা থাকবেন উপবাসী। মার সঙ্গে হরেক রকমের লোকই আমরা চলেছি।

মা গাড়ী থেকে নেমে গিয়ে বসলেন মোটর বাসে কারণ রাস্তায় দাঁড়াবার উপায় নেই—দারুণ গ্রীষ্মের রোদে যাচ্ছে মাথার চাঁদি ফেটে আর রাস্তার গরমে যাচ্ছে পা পুড়ে অতএব বাসে গিয়ে বসা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। বিশ্রাম-গৃহেও লোক গিজ্ গিজ্ করছে সেখানেও বসার অসুবিধা।

মা খুকুনী দিদিকে বললেন, "দেখ তো খুকুনী, এখানে দই, তরমুজ আর চিনি পাওয়া যায় কিনা?" শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় খুকুনী দিদির অদ্ভুত শক্তি—এই ভদ্রমহিলা না পারেন এমন কাজ নেই। অসাধ্য সাধন করতে পারেন তিনি। কোথা হ'তে খুঁজে পেঁতে দই ও তরমুজ ত তিনি যোগাড় করলেন, কিন্তু চিনি পাওয়া যাচ্ছেনা ষ্টেশনের কাছাকাছি। তাই চিনি আনতে. যখন তিনি বাজারে যাচ্ছেন, তাই দেখে আমিও চল্‌লুম তার সাথে। বাজার থেকে চিনি কিনে দই ও তরমুজ নিয়ে আমরা উপস্থিত হলুম মার নিকটে। আমি তো বুঝতেই পারছিলুম না, মা দিদিকে এত কষ্ট দিয়ে এ সব আনালেন কেন? মা দিদিকে বল্‌লেন তাঁর মোরাদাবাদী কলাই করা বড় ঘটিটাতে ঐ দই, তরমুজ ও চিনি দিয়ে এক ঘটি সরবৎ তৈরী করতে। দিদি যখন সরবৎ বানাচ্ছিলেন তখন আমি নিকটেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, মা এই সরবতের জন্য দিদিকে এই রোদের মধ্যে কিইনা কষ্টটা দিলেন!! আবার মনে মনে চিন্তা করলুম মা এই ভাবে বোধহয় দিদির প্রারব্ধ কর্ম্ম খণ্ডন করাচ্ছেন!!! জীবের কর্ম্ম ভোগ বিনা নাকি খণ্ডন বা শেষ হয় না ইহা কেউ কেউ বলে থাকেন। কোটি কোটি জন্মের কর্ম্মফল কখন কি জীব ভোগের দ্বারা শেষ করতে পারে? ইহা কিন্তু অসম্ভব বলেই মনে হয়। তবে জীবের উপায় কি? ইহার উপায় শ্রীভগবান গীতায়

বলে গেছেন, "জ্ঞানাগ্নি সর্ব্ব কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।" জ্ঞানাগ্নি সকল প্রকার কর্ম্মকে অর্থাৎ প্রারব্ধ, ক্রিয়মান ও সঞ্চিত সর্ব্বরকম কর্ম্মকে পুড়িয়ে ভস্মসাৎ করে দেয়। কারো কারো মতে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ ভিন্ন নাশ হয় না। মা কিন্তু বলেন জ্ঞানাগ্নির দ্বারা সব রকম কর্ম্মই নষ্ট হয়। অজ্ঞান বা অবিদ্যা থেকেই কর্ম্মের উৎপত্তি। এখন প্রশ্ন হ'তে পারে এই অজ্ঞান বা অবিদ্যার নাশ হবে কি প্রকারে? আমিই এক, কেবল, আমি কর্ত্তা নই, আমার ক্রিয়া নাই, আমার কোন ফলও নাই, আমা হ'তে পৃথক এ জগতে কোন বস্তুই নাই, এই প্রকার জ্ঞানই এই অবিদ্যার নিবৃত্তিকারক। আর একটি উপায়ও শ্রীভগবান গীতায় নির্দ্দেশ করেছেন—সেটি হ'লো আত্ম-সমর্পণ যোগ। শ্রীভগবানের নিজের মুখের বাণী—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

তুমি সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে পরিত্যাগ করে আমাকেই আশ্রয় কর, আমার শরণাগত হও তুমি শোক করো না; আমি তোমাকে সকল পাপ হ'তে মুক্ত করবো।

যাক্, সরবৎ প্রস্তুত হ'য়ে গেলে মা দিদিকে বল্‌লেন তা থেকে একটু খাইয়ে দিতে। মার সন্তানরা সম্ভবতঃ সকলেই জানেন, মা নিজের হাতে কিছু খাননা, আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ বৎসর যাবৎ—এ সম্বন্ধে মা বলেন জগতে যত হাত আছে সবই নাকি মায়েরই হাত। মোটর বাসে বসেই স্বয়ং সামান্য একটু সরবৎ পান করেই ঘটিটি মা নিজের হাতে নিয়ে আমাকে ডাকলেন। আমি কাছে যেতেই মা আমাকে বল্‌লেন, "হাঁ কর তো।" আমি মার কথা মত মুখ খুলে হাঁ করতেই মা তাঁর কাপড়ের অঞ্চলখানি জলে ধুয়ে নিয়ে, তা দিয়ে ঘটির মুখটি ঢেঁকে, সরবৎটি কাপড় ছাঁকা করে, স্নেহময়ী জননী আমার, ঢেলে দিতে লাগলেন আমার মুখে। মা ছিলেন মোটর বাসে বসে আর আমি ছিলুম দাঁড়িয়ে নীচে। কাজেই আমার মুখে সরবৎ ঢালতে মার কোনই অসুবিধা হচ্ছিল না। মার হাত হ'তে তাঁর প্রসাদী অমৃত

তুল্য অতি সুস্বাদু সরবৎ পড়তে লাগলো আমার মুখে আর আমি পরমানন্দে পান করতে লাগলুম আকণ্ঠ পুরে। দিদির জন্য একটুও মার প্রসাদী সরবৎ ঘটিতে রইলো কিনা সে দিকে আমার লক্ষ্যই ছিল না আনন্দের আতিশয্যে। থাকলেও হয়তো প্রসাদ কণিকা মাত্রই অবশিষ্ট ছিল। আমার প্রসাদের প্রতি তখুনি প্রীতি হয় যখন প্রসাদটি হয় সুস্বাদু ও পাওয়া যায় অধিক পরিমাণে। এইটি আমার একটি জন্মগত স্বভাব—কণিকায় তৃপ্তি নাই। শাস্ত্রেও আছে—"যৎ বৈ ভূমা তৎ সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি।"

শ্রীশ্রীমায়ের এই স্নেহের কথা এত দীর্ঘকাল পরে স্মরণ করলেও আনন্দে এবং কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয়খানা ভরে ওঠে একেবারে কানায় কানায়। প্রথম দর্শনেই মার সম্বন্ধে আমি যা ভবিষ্যত বাণী করেছিলুম তা অন্ততঃ আমার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সব যে ফলে যাচ্ছে তা আমি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারি। মার স্নেহের ও করুণার কথা যদি স্বীকার না করি তা হ'লে কৃতঘ্নতার পাপে লিপ্ত হ'তে হয়। জগতে কৃতঘ্নতার তুল্য আর পাপ নেই। মা আমাদের প্রত্যেকের সুখ সুবিধার বিষয় যে কত ভাবেন তার অসংখ্য প্রমাণ পেয়েছি নিজের জীবনে। মা যে আমাদের বিষয় কেবল চিন্তা করেই ক্ষান্ত হন তা কিন্তু নয়। নানা প্রকার কৌশল করে আমাদের সর্ব্বপ্রকার সুখ ও সুবিধার ব্যবস্থাও ক'রে থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি কারো কোন নিয়মভঙ্গ করান না বা নিয়মভঙ্গ করবার সুযোগ বা অবসর পর্য্যন্ত দেন না। আমার নিয়ম ছিল রাস্তায় আমি কিছু খেতুম না। আমার এই নিয়মের বিষয় মা জানতেন। মা আমাকে সরবৎ খেতে না ব'লে, কত করে পানীয় প্রস্তুত করিয়ে, তাঁর নিজের হাতে প্রসাদী সরবৎ খাইয়ে দিয়ে আমাকে দিয়ে আমার নিয়মভঙ্গ করালেন না। মায়ের হাত থেকে উহা পান করবার সময় আমার কিন্তু কোন প্রকার সংস্কারেও আঘাত লাগেনি। আমি নিজে ইচ্ছা ক'রে কখনও বোধ হয় ঐ ভাবে সরবৎ খেতে পারতুম না। আমার সংস্কারে বাধ্‌তো। মা যে কাউকেও তার নিয়ম ভাঙতে দেননা তার একটি উদাহারণ দিচ্ছি নীচে।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে দেহরাদুন থেকে পাঁচ মাইল দূরে কিষণপুরে শ্রীশ্রীমার শুভ জন্মোৎসবের দিন অতি সমারোহের সঙ্গে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী বিশ্ব-মন্দির স্থাপন হ'য়ে গেলো। ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন মার বিশিষ্ট ভক্ত শ্রীহরিরাম যোশীজী। আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আমিও কাশী হ'তে দেহরাদুন গিয়েছি। অন্যান্য স্থান থেকেও মার বহুভক্ত সন্তান সব এসেছেন উৎসবে যোগদান করতে পরম উৎসাহে।

"ভোগ মন্দির" নামক কক্ষে মা ও বাবা ভোলানাথ বসেছেন ভোগে। আমরা কয়েকজন আমাদের খাওয়া দাওয়ার পর এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি তাঁদের ভোজন। মাকে খাইয়ে দিচ্ছেন খুকুনী দিদির বড়দি দি শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবী। বাবা ভোলানাথ মার পাশে বসেই স্বতন্ত্রভাবে খুব আনন্দ করে ভোজন করছেন। মার খাবার সময় অনেকেই তাঁর নিকটে গিয়ে প্রসাদের জন্যে হাত পাততেই যিনি মাকে খাইয়ে দিচ্ছিলেন তিনি প্রত্যেকেরই হাতে মার খাবার থালা হ'তে প্রসাদ তুলে তুলে দিচ্ছিলেন। তারাও সব মার প্রসাদ নিয়ে আনন্দে অন্যত্র গিয়ে গ্রহণ করছিলেন। কারণ "ভোগ মন্দিরে" মা ও বাবা ছাড়া অন্যের খাওয়া ছিল নিষেধ। আমিও সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি শ্রীশ্রীমার ভোগ লীলা। সকলে মার প্রসাদ নিচ্ছেন, আমি কিন্তু মার নিকটে প্রসাদ প্রার্থনা করছিনা। কারণ আমার নিয়ম ছিলো আমি দিনের মধ্যে একবার মাত্র আচমনীয় দ্রব্য অর্থাৎ ভাত, ডাল, রুটি, লুচি ইত্যাদি খেতুম। আমার এই নিয়মের বিষয় জানতেন শ্রীশ্রীমা। সকলে মার প্রসাদ গ্রহণ করছেন আর আমি দাঁড়িয়ে আছি, ইহা বাবা ভোলানাথ লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি আমাকে ইশারা ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন আমি কি করবো, প্রসাদ নেবো কিনা? বাবা ভোলানাথ মৌন থাকতেন—কেবল মার সঙ্গে বিশেষ দরকার হলে কথা বলতেন। অন্যের সাথে কথা বলতে হ'লে লিখে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করতেন। তিনি আমাকে ইশারা করা মাত্রই আমি যেন কেমন হ'য়ে গেলুম। আমার খাবার নিয়মের কথা ভুলে গিয়ে আমি মার প্রসাদের জন্য অন্যান্যের ন্যায় হাত পাতলুম। আমার হাত পাতার সঙ্গে সঙ্গেই মা তাঁহার হাত দিয়ে আমার হাতখানা সরিয়ে

দিলেন। কারণ তিনি জানতেন আমি দিনে একবার ছাড়া অন্নাদি গ্রহণ করিনা। আমি আমার খাবার নিয়ম ভুলে গেলে কি হ'বে, মাতো আর ভোলেন নি! তিনি কখনও কারো নিয়মভঙ্গ করতে দেন না। কোন নিয়ম ক'রে তা ভঙ্গ করা তিনি কোনো রকমেই সমর্থন করেন না। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যে সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করেন না, তাও কিন্তু বলা যায় না।* যাক্ মা আমার হা

---

*বারাণসীতে শ্রীশ্রীমার আশ্রম নির্ম্মাণ হওয়া থেকে প্রত্যেক বৎসরই বসন্তকা শ্রীশ্রীবাসন্তীপূজা হয়ে আসছে। কোনবার মা উপস্থিত থাকেন কোনবার বা থাকে না। একবার মার উপস্থিতিতে পূজা হ'চ্ছে। মহাষ্টমীর দিন ভোগের পর সক প্রসাদ পেতে বসেছেন। শ্রীশ্রীমা নিজের হাতে ভক্তদের দেবীর প্রসাদ পরিবেশন করছে সবাই মার হাত থেকে মহাষ্টমীর দিন দেবীর প্রসাদ পেয়ে মহানন্দে "জয়ধ্বনী" দি দিতে ভক্তি সহকারে গ্রহণ করতে লাগলেন। মা প্রসাদ বিতরণের সময় ' মহাপ্রসা মহাপ্রসাদ" বলায় সকলের মনে অতিরিক্ত ভক্তির সঞ্চার হয়েছে। যারা উপস্থিত ছিলে তাঁরা সকলে মার হাত থেকে "মহাপ্রসাদ" পেয়ে ধন্য হয়েছেন। সবাইকে "মহাপ্র দিয়ে মা কন্যাপীঠের দরজায় এসে প্রথমে দিদিকে তারপর কন্যাপীঠের কন্যাদের "মহাপ্রসাদ" দিলেন। তারা মহা উল্লাসের সহিত ভক্তিভাবে উহা মাথায় স্পর্শ ক গ্রহণ করলেন। মা ঐ "মহাপ্রসাদ" নিয়ে আশ্রমের সদর দরজায় এসে একেবারে মাটিতে বসে পড়লেন। আমি মাকে বললুম, "মা, আমি এই "মহাপ্রসাদ" থেকে বঞ্চিত রই কেন?" এই কথা বলার সাথে সাথে মা ঐ "মহা প্রসাদ" হ'তে একটি কণা নিয়ে আ মুখে দিলেন। তারপর স্বামী পরমানন্দজীকে ডেকে তাকেও উহা খাইয়ে দিলে আর যাবে কোথায়, উপস্থিত যত লোক ছিল সবাই এসে মার কাছে মুখ খুলে হাঁ ক দাঁড়াতে লাগলো। আর মা তাদের মুখে "মহাপ্রসাদ" দিতে লাগলেন। জাতি নির্ব্বিশেষে এমন কি পাড়ার মাঝি মাল্লাদেরও মা নিজের হাতে ঐ "মহা প্রসাদ" খাই দিতে লাগলেন। মার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলো আশ্রমের পুরাতন ব্রহ্মচারী শ্রীমান্ হী সে ঐ "মহা প্রসাদ" থেকে একগ্রাস নিয়ে শ্রীশ্রীমার মুখে দিলে মা উহা নিঃসং খেলেন। বলা বাহল্য ঐ "মহা প্রসাদ" যে সকল জাতির লোকের দ্বারাই স্পৃষ্ট হয়েছি তাতে সন্দেহ নাই। শ্রীশ্রীমার পরমভক্ত ও অনুগত সন্তান, ডাক্তার গোপাল প্রসাদ প্র

খানা সরিয়ে দেওয়াতে আমি ভীষণ লজ্জিত হ'য়ে হাত গুটিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলুম এক পাশে বোকার মতো। মার প্রসাদ হ'তে বঞ্চিত হলুম বলে মনে যে একটু দুঃখিত না হলুম তাও নয়। একটু পরেই মা কি জানি কি ভেবে আমাকে ডেকে তাঁর বাঁ দিকে বসতে বল্লেন, মার আদেশ মতো মার কাছে বসতেই, মা বললেন, "হাঁ কর তো।" আমি মার নির্দ্দেশ অনুসারে মুখ খুলে হাঁ করতেই, মা তাঁর খাবার থালা হ'তে একগ্রাস প্রসাদ নিয়ে নিজের হাতে আমার মুখে ফেলে দিলেন। আমি তো মার নিজের হাতে করে খাইয়ে দেওয়া প্রসাদ পরমানন্দে খেয়ে নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করলুম। আমার হাতখানা সরিয়ে দেবার দরুণ যে দুঃখ হ'য়েছিলো সেটা দূর হয়ে গেলো এমনি করে।

এই ভাবে মা আমার প্রসাদ নেবার অভিলাষও পূর্ণ করলেন এবং স্বয়ং নিজের হাতে আমাকে খাইয়ে দিয়ে আমার নিয়মভঙ্গের প্রত্যব্যয় হতেও আমাকে রক্ষা করলেন। আমি নিজের হাতে করে প্রসাদ খেলে বোধ হয় আমার নিয়ম ভঙ্গ করা হতো তাই মা তাঁর নিজের হাতে খাইয়ে দিলেন। মহাশক্তিমান মহাপুরুষরা যা করেন তা দ্বারা জীবের সর্ব্বতোভাবে কল্যাণই সাধিত হয়। কখনও কারো অমঙ্গল হয় না বা তাঁদের সম্মুখে কারো অশুভ হতে দেন না। এইভাবে মা যে আমাদের কতভাবে ধর্ম্ম সঙ্কট হ'তে রক্ষা করছেন তা লিখে শেষ করা যায় না।

ক্রমশঃ

আক্ষেপ করে থাকতেন মার আশ্রমে ছোঁওয়া ছুঁৎ বা ছোঁয়া ছুঁয়ি বিচারটা বড্ডই বেশী। তাই মা তাঁর আর এক পরমভক্ত ও অতি বাধ্য সন্তান পটলভাইকে (শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার বসুকে) পাঠালেন গোপাল বাবুকে ডেকে এই শ্রীশ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্র লীলা দেখতে। তিনি সেই সময় আহারাদির পর বিশ্রাম করছিলেন বলে তাকে ডাকিয়ে আর এই অছুৎ লীলা দেখান সম্ভব হোলো না। মা যেমন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের রক্ষা করেন আবার সে সব ভাঙ্গতেও যে মার কোনই দ্বিধা বা সংশয় হয় না তাহাই দেখান হ'লো।

পুরাণের কথা

'শৌনক'

পুরাণ পাবন কথা সুধার সমান।
প্রাণভরে পান করে যতো পুণ্যবান॥

সতী সুকন্যা

অনেক পুরান কালের কথা। সপ্তম মনু বৈবস্বতের পুত্র শর্য্যাতি তখন অজনাভবর্ষের (ভারতখণ্ড) রাজা। প্রজাবৎসল এবং প্রবল প্রতাপী বলে তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মৃগয়ায় আর বনভ্রমণে রাজা তাঁর অবসর বিনোদন করে থাকেন।

একবার কিছু সৈন্যসামন্ত ও পাত্রমিত্র নিয়ে রাজা শর্য্যাতি মৃগয়ায় বেরুলেন। তবে মৃগয়ার চেয়ে বনভ্রমণের দিকেই এবার তাঁর ঝোঁক বেশী। তাই সংগে চ'লেছেন কিশোরী কন্যা আর তাঁর সখীর দল। রাজা আদর করে মেয়ের নাম রেখেছেন সুকন্যা।

বনের মধ্যিখানে এক প্রকাণ্ড প্রাচীন সরোবর; আজকের শিবির এরই তীরে পড়লো। সরোবরের নাম পম্পা। শোভায় তার তুলনা হয় মানসসরোবরের সংগেই। প্রভাত রবির কিরণ জালে সরোবরের স্বচ্ছ টল্‌টলে জল ঝল্‌মল্ করে উঠ্‌লো; আধফোটা কমলের কুঁড়িগুলো পাপড়ি মেলে হাওয়ায় হেলেদুলে হাত নেড়ে দিবাকরকে দিনের প্রথম অভিনন্দন জানালো। গতকাল সন্ধ্যা থেকে পানমত্ত মধুকরগণ পদ্মের বুকে বন্দী; মুক্তি পেয়ে সানন্দে মধুর গুঞ্জন করে চারিদিকে উড়ে গেল। রাজহংসরা তাদের সাবলীল গতির বাহার ছড়িয়ে দিল সরোবরের কোণায় কোণায়। তীরদেশে অশোক, আমলকী, চাঁপা আর বেলের সারি, ফাঁকে ফাঁকে কেতকী—চামেলী ঝুমকোলতা আর বুনো গোলাপের ঝোপ-

ঝাড়। কোকিলের কুহুর সংগে মাঝে মাঝে কর্কশ কেকারব মিশে এক অদ্ভূত সুরের জাল সৃষ্টি হয়।

রাজকুমারী আর তাঁর সখীর দল সরোবরের অনিন্দ্য নৈসর্গিক শোভায় বিমোহিত। তারই ঝাড় ধরে তাঁরা বনবিহারে বেরিয়েছেন। রাজা তাঁর দলবল নিয়ে শিকারে চলে গেছেন।

হরিণ শিশুদের মতো চপল ভঙ্গীতে কখন পম্পার তীরে কখন ঘন সবুজ ঘাসে ভরা মাঠের মাঝে কখন চাঁপা গাছের ছায়ায় ফুল তুলে ফল পেড়ে নানা হাসি কৌতুকে নাচতে নাচতে তাঁরা এগিয়ে চলেন বনবীথি দিয়ে।

সকলে থম্‌কে দাঁড়াল মস্ত এক উইঢিপির সামনে। বন্য লতাপাতারা চারদিক থেকে তাকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে নিজেদের পরম আশ্রয়স্থল ভেবে। সুকন্যা আরও এগিয়ে আসেন; দেখতে পেলেন ঐ স্তূপের মধ্যিখানে চক্‌চকে দু'টো ছিদ্রের মতো কি যেন রয়েছে। বালিকাসুলভ চপলতা আর অহেতুক কৌতূহলের বশে খেলায় খেলায় ঐ ছিদ্রপথে বনের কাঁটা তুলে বিঁধিয়ে দিলেন। কিন্তু একি হোল! "উঃ" করে কি রকম যেন একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদের মতো আওয়াজ স্তূপের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো। রাজকুমারী ভয়ে জড়সড়। সেখানে আর দাঁড়ালেন না। এক ছুটে শিবিরে উপস্থিত। কি যেন একটা অজানা চাপা ভয়ে তাঁর হৃদয় বার বার কেঁপে উঠতে থাকে।

এদিকে কিন্তু এক মহাবিপদ উপস্থিত হোল। রাজা শর্যাতি এবং তাঁর সৈন্যসামন্তদের অকস্মাৎ অস্বাভাবিকভাবে শৌচ ও মূত্রাবরোধ হয়ে গেল। রাজা পড়লেন ভয়ানক চিন্তায়। ব্যাপার কি? একি অভাবনীয় সংকট দেখা দিল। বহু জিজ্ঞাসা-তথ্যানুসন্ধান এবং বাদানুবাদের পরেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল না। তবে হঠাৎ দৈববশাৎ রাজার মনে পড়ে যায়—আরে এই পম্পা সরোবরের উপান্তেই তো ভৃগুপুত্র পরম তেজস্বী মহামুনি চ্যবন আজ বহু বহু দিন হোল কঠোর তপশ্চর্য্যায় নিমগ্ন আছেন। কেউ তো তাঁর কোন ক্ষতিসাধন করে নি?

খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। উইটিপির মধ্য থেকে ধীরে সন্তর্পণে বার করা হোল অস্থিপিঞ্জরসার মহর্ষি চ্যবনের শীর্ণ দেহ। চোখের তারায় কাঁটা বেঁধা। রক্ত ঝরছে অঝোরে। অসহ্য যন্ত্রণায় মুনিকে কাতর বলে মনে হয়।

সুকন্যা বুঝতে পারেন তাঁর অপরাধ। সর্ব্বসমক্ষে জানালেন অজানিতভাবে তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত ঐ নিদারুণ অপরাধের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী।

রাজা ও রাজকুমারী লুটিয়ে পড়েন মুনির চরণে—বার বার ক্ষমা যাচনা করলেন সাশ্রুনয়নে। সাদরে মিনতি জানালেন যে রাজভৃত্যরা উপস্থিত মুনির সেবার জন্য এখন আদেশের অপেক্ষা মাত্র।

মহর্ষি চ্যবন শান্ত স্বরে বল্লেন—রাজন্। আমি কারুর ওপর কোপ করি নি। তবে ভক্তের বিপদ আসলে ভগবানই তার যথোচিত দণ্ডবিধান করেন। তাই আজ তোমাদের এই কষ্ট। তবে একটা উপায় আছে। তুমি যদি তোমার কন্যাকে আমার সেবায় অর্পণ করো তবে আমি শান্ত মনে তার সেবাযত্নে বৃদ্ধ বয়সের বাকী দিনগুলি তপস্যা করে আনন্দে কাটিয়ে দিতে পারি। আর তোমরাও কষ্টের হাত থেকে রেহাই পাও। তোমার ভৃত্যদের দ্বারা আমার মনোমত সেবা হ'বে কি রাজন ?"

মুনির কথা শুনে রাজা ক্ষোভে ও বিস্ময়ে অভিভূত হতবাক্। মনে মনে একটু ক্রোধের কাল মেঘও দেখা দিল। কোথায় এই কুরূপ জরাজীর্ণ অস্থিপিঞ্জরসার পর্ণকুটীরবাসী নিষ্কিঞ্চন ব্রাহ্মণ–তপস্বী আর কোথায় আমার অলোকসামান্য রূপসী হরিণনয়নী কুসুম কোমলাঙ্গী ত্রয়োদশী কন্যা! বলে কি? না! না!! এ প্রস্তাব অসম্ভব—রাজা চীৎকার করে বলতে যাবেন কিন্তু বলা হ'ল না, সুকন্যা পিতার মুখে কোমল হাত চেপে দিয়েছেন—তেজোদীপ্ত স্বরে বল্লেন—"না বাবা! এ হ'তে পারে না, আমার অপরাধের জন্য রাজ্যশুদ্ধ সকলে কষ্ট পাবে? সে কি কথা। তুমি আমার জন্য কিছু ভেবো না—একটুকুও উদ্বিগ্ন হোয়ো না, এই মুনিকেই যে আমি ইতিমধ্যে পতিরূপে বরণ করে ফেলেছি। এমন মুনিকে পতিরূপে পাওয়া সেকি কম ভাগ্যের কথা। আর তা ছাড়া আমার এই ক্ষুদ্র নগণ্য জীবন তোমাদের উপকারে লাগবে—এর চেয়ে আজ আর আমার

আনন্দের কিছু নেই। তুমি নিশ্চয়ই জেনো তোমার সুকন্যার দ্বারা এমন কিছু হবে না যাতে তোমার সুযশের হানি হয়। আমায় আশীর্ব্বাদ করো আমি যেন অবিচল নিষ্ঠাভরে পতিব্রতধর্ম্ম পালন করে যেতে পারি। তুমি কিন্তু এখন আর অমত কোরো না। স্বচ্ছন্দে এঁর হাতে আমায় সঁপে দাও।”

রাজা ও সভাসদ সকলে স্তম্ভিত। ভবিতব্য কে খণ্ডাবে?

সুকন্যার বিবাহ শাস্ত্রবিধানমত সম্পন্ন হয়ে গেল।

করুণ দৃশ্য। সকলের চোখে জল ভরে এলো। রাজকুমারী তার সব বহুমূল্য বস্ত্রালংকারগুলো গা থেকে খুলে খুলে সখীদের হাতে দিয়ে দিলেন। বল্কল-ধারিণী—পর্ণকুটীরবাসিনী-সুকন্যা সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বৃদ্ধ অন্ধ স্বামীর হাত ধরে নিরালা বনে পতিব্রতা জীবনের কঠিন ক্ষুরধার পথে স্বেচ্ছায় নেমে এলেন।

চারিদিকে নিঝুম নিঃস্তব্ধ অরণ্যশ্রেণী, মধ্যে পম্পা, পাড়ে পর্ণকুটীর। সম্পূর্ণ অজানা অচেনা রহস্যময় পরিবেশ। তবে সূর্য্যবংশীয়া রাজকুমারী সব কিছু সাদরে স্বীকার করে নিলেন। সারা মন-প্রাণ একান্তভাবে অন্ধ পতির সেবায় ও সাহচর্য্যে নিয়োগ করলেন।

প্রাতঃ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব থেকে রাত্রিতে পতির নিদ্রা না আসা পর্য্যন্ত একটানাভাবে চ'লে পতিসেবার পরিপাটী। শৌচ ও স্নানাদির ব্যবস্থা, সন্ধ্যা-বন্দনা হোমের আয়োজন, ভোজনের জন্য ফলমূল আহরণ, নিজের স্নানসন্ধ্যাদি, অপরাহ্নে স্বামীর সকাশে গৃহস্থের পালনীয় উপদেশ গ্রহণ, রাত্রিতে পাদসংবাহন ইত্যাদি নানা ছোটো বড়ো কাজ সুনিপুণভাবে ক্ষিপ্রহস্তে সম্পাদন করে চলেন। শরীরে আলস্য নেই—জড়তা নেই, মনে ক্লান্তি ও অবসাদের ছায়া নেই—পতি সেবায় উৎসর্গীকৃততনু যেন পতিব্রতের মূর্ত্তিমতী জীবন্ত প্রতিমাখানি।

দিন আসে রাত্রি যায়—এভাবে বেশ দীর্ঘ দিন কেটে গিয়েছে। একদিন কিন্তু এক অঘটন ঘটে গেল। সেদিন সুকন্যা স্নান সেরে সূর্য্যার্ঘ দিচ্ছেন এমন সময়ে দেখলেন সম্মুখে দুই দিব্যপুরুষ আবির্ভূত হয়ে মৃদুস্বরে বলছেন—“বরাননে। আপনি কে? কোনো রাজকুমারী বা দেবকন্যা? কি নামেই বা

আপনার পরিচিতি ? আপনার পতিই বা কে ? তিনি কোথায় ? দয়া করে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করবেন।”

সুকন্যা মুখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বল্লেন—“নাম আমার সুকন্যা। রাজা শর্য্যাতির পুত্রী আমি। অন্ধমুনি চ্যবন আমার পতি। তিনি নিকটেই আশ্রমে অবস্থান করছেন। আপনারাই বা কে ? কেনই বা এসময়ে এখানে আগমন ? জানতে ইচ্ছা হয়।”

“আর্য্যপুত্রি ! আমরা সূর্য্যপুত্র অশ্বিনীকুমার দেববৈদ্যদ্বয়। ত্রিভুবনের সর্ব্বত্র আমাদের অবাধ আনাগোনা মানবের কল্যাণের জন্য।”

এবার দেবগণ এক ছলনার সৃষ্টি করলেন তাঁরা মৃদু হেসে রাজকুমারীকে লক্ষ্য করে বল্লেন—“রাজপুত্রী। আপনি তো অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যময়ী তরুণী। আপনার বিবাহ ঐ বৃদ্ধ অন্ধমুনির সঙ্গে কি করে হোল ? কেনই বা আপনি তাঁর সেবায় প্রাণাতিপাত করছেন। আপনি ইচ্ছা করলে তো এখনই দেবরাজ ইন্দ্রের অর্দ্ধাসনের অধিকারিনী হতে পারেন। আপনার জীবনে একি বিড়ম্বনা......

ব্যস। আর বলতে হলো না। পতিনিন্দা ও প্রলোভনের আভাস পেয়ে সতীসাধ্বী সুকন্যার গণ্ডদ্বয় ক্রোধে আরক্তবর্ণ হয়ে গেল। রোষদীপ্ত স্বরে বল্লেন—“থামুন ! থামুন !! ছিঃ ! ছিঃ !! আপনারা দেবপুরুষ, আমার মান্য অতিথি, আপনাদের মুখে একি অশোভন কথা। হায় ! হায় !! পতিনিন্দা শুনে আমি আজ মহাপাতকের ভাগিনী হ'লাম। আপনারা সত্বর স্থানত্যাগ করুন।”

দেবতারা (একে অপরকে) “ওঃ দেখো দেখো ! পাতিব্রত্যের অহংকারের সীমা! বেশ আজ তুমি কেমন পতিব্রতা নারী তার চরম পরীক্ষা আমরা নেব।”

(প্রকাশ্যে) “দেবি সুকন্যে ঃ আপনি অযথা আমাদের ওপর রাগ করবেন না। আমাদের অপরাধ হলে তা ক্ষমা করুন। মহর্ষি চ্যবনের আশ্রমের পথনির্দ্দেশ দিন। আমরা তাঁর সংগে সাক্ষাতের ইচ্ছুক।”

অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবনের কাছে প্রণাম জানিয়ে নিজেদের পরিচয় দিলেন এবং বল্লেন—“মহর্ষে। আপনি যদি আমাদের একটি সর্ত্ত অঙ্গীকার করেন তবে আমরা আমাদের বিদ্যার প্রভাবে পুনরায় আপনাকে নবযৌবনসম্পন্ন এবং

সুন্দর নেত্র বিশিষ্ট করে দিতে পারি। সর্ত্তটি এই যে আমরা তিনজনেই এই পম্পা সরোবরে স্নান সেরে যখন জল থেকে উঠবো—তখন দেখতে আমাদের তিনজনকেই ঠিক একরকম লাগবে। আকারে, রূপে, রঙে—কোন পার্থক্যই বাইরে থেকে দেখা যাবে না। এবং আপনার স্ত্রীকে আমাদের তিনজনের মধ্যে একজনকে পতিরূপে নির্ব্বাচন করে নিতে হবে।”

“বলুন, আপনি রাজী আছেন ?”

সর্ত্ত শুনে সুকন্যা ভয়ানক ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। যদি তাঁর স্বামী অন্ধত্ব মোচনের পরিবর্ত্তে এই সর্ত্ত মেনে নেন তবে তিনি যে এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবেন। কি করে চিনে নেবেন নিজের স্বামীকে ? কেমনই বা পতিব্রতা ধর্ম্ম রক্ষা করা সম্ভবপর হবে ? অথচ পতিকেও কিছু বলতে পারছেন না।

বলা বাহুল্য মুনি চ্যবন সানন্দে সর্ত্ত অঙ্গীকার করে নিলেন।

সুকন্যা পম্পার তীরে বসে, বুক থর থর করে কেঁপে উঠছে। অধর বার বার স্পন্দিত হচ্ছে। মনের মধ্যে আশংকা ও উদ্বেগের ভরা জোয়ার উপস্থিত।

চোখ খুল্লেন। সামনে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন অপূর্ব্ব সুন্দর নবযৌবন সম্পন্ন পুরুষত্রয়, রঙ্-রূপ ও আকৃতিতে কোন পার্থক্য যে আছে তা বোঝা দুঃসাধ্য। এমন কি ঠোঁটের কোণায় মৃদু হাসির রেখাটুকুর মধ্যেও মিল আছে অদ্ভুত ভাবে। কি হবে এখন ? এর মধ্যে মহর্ষিকে কি করে নির্ব্বাচন করি। অন্য কারুকে যদি পতিরূপে বরণ করে ফেলি তবে আমার সতীধর্ম্মের সর্ব্বনাশ ! নানা অজানা এলোমেলো চিন্তায় সুকন্যা ভয়াতুর হয়ে পড়লেন।

চোখ চেয়ে আর দেখতে পারছেন না। আপনা আপনি চোখ বুজে এলো। মনে মনে সারা জীবনের আরাধ্য দেবী ভগবতী মহামায়া দুর্গার চরণে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। “হে মাতঃ অশরণ শরণ তুমি ! আজ এই দীনা অনাথা তোমার শরণে। এ সংকট থেকে মাগো ! তুমিই একমাত্র উদ্ধার করতে পারো। তুমি মা। সতীশ্রেষ্ঠ ! ত্রিভুবন জানে। আমাকে বলে দাও কে আমার স্বামী। পতিব্রতার মান, মা তোমার হাতে।” বারে বারে

প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা চলে। ভক্তের কাতর আবাহনে দেবী অলক্ষ্যে আবির্ভূতা হয়ে অঙ্গুলীনির্দ্দেশে দেখিয়ে দিলেন কে মহর্ষি চ্যবন।

সুকন্যার আনন্দের সীমা নেই। পুলকিত তনু হয়ে নিজের পতির চরণে প্রণাম নিবেদন করলেন।

দেবপুরুষরা চমকিত ও বিস্মিত হলেন সুকন্যার পতিব্রতা ধর্ম্মের তেজ এবং প্রভাব দেখে। চ্যবন মুনির মত সুখী আজ আর কে আছে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। বারে বারে অশ্বিনীকুমারদের শ্রদ্ধা জানিয়ে বল্লেন যে তিনি এই অযাচিত মহান্ উপকারের প্রতিদানে কি করলে দেবরাজ সন্তুষ্ট হবেন। একথা শুনে অশ্বিনীকুমারদ্বয় বল্লেন যে তাঁরা বৈদ্যক ভাল যজ্ঞের ভাগ সোমরস পানে সদাই বঞ্চিত থাকেন ইন্দ্রের বিরোধিতার জন্য। তাঁদের যদি চ্যবন মুনি ঐ সোম পান করাবার অধিকার দানের ব্যবস্থা করতে পারেন তবে তাঁরা খুবই খুশী হবেন। বহুদিন যাবৎ সোমপানে তাঁদের উৎকট অভিলাষ।

চ্যবন মুনি প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এদিকে রাজা শর্য্যাতি ঐ অলৌকিক ও অভাবনীয় সংবাদ লোকমুখে শুনলেন। রাজার আদেশে সসম্মানে সুকন্যাদের রাজধানীতে নিয়ে আসা হ'ল।

শুরু হোল মহাযজ্ঞ। প্রধান ঋত্বিক মহর্ষি চ্যবন, যজমান রাজা স্বয়ং। পূর্ণাহুতি হয়ে গেল। সোমপানের জন্য সাদরে বৈদিক মন্ত্রে দেবতাদের আহ্বান করা হোল যজ্ঞমণ্ডপে। ইন্দ্রাদি দেবগণ সহ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও ভয়ে ভয়ে সকলের পিছনে পিছনে এসে উপস্থিত। দেবরাজ বার বার তাদের বাধা দিয়ে বল্লেন—"তোমরা দেব বৈদ্যক। তোমাদের সোমপানের অধিকার নেই। কেন বৃথা আসা?"

চ্যবন মুনি এগিয়ে এলেন। তেজোদৃপ্ত স্বরে সকলকে সম্বোধন করে কল্লেন—"আমি আমার তপস্যার সব ফল এঁদের সমর্পণ করলাম। তাঁরই প্রভাবে আজ থেকে এঁরা সোমপানের অধিকারী হলেন। কোথায় তোমরা এগিয়ে এসো। দু'চমকভরে সোমরস অশ্বিনীকুমারদের দিয়ে বল্লেন—পরিতৃ

সহকারে নির্ভয়ে পান করো। তপের তেজের কাছে ইন্দ্রের পরাজয় স্বীকার করতে হ'ল।

রাজার আনন্দ ধরে না। সুকন্যাদেরও তাই।

বিদায়ের বেলা এগিয়ে এলো। সুকন্যা পিতার চরণে প্রণাম জানিয়ে ছল ছল চোখে বিদায় চাইলে রাজা স্নেহভরে আশীষ দিয়ে বল্লেন—"মা সুকন্যে! তুমি সত্যিই সুকন্যা। তোমার মত পতিব্রতা কন্যা পেয়ে সূর্য্যবংশীয়েরা আজ গর্ব্ব অনুভব করছে। ঐ দেখো আকাশে আমাদের সব পিতৃপুরুষগণ আবির্ভূত হয়ে তোমায় আশীর্ব্বাদ দিচ্ছেন। দেবতারা আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করছেন। তোমার এই একনিষ্ঠ অবিচল পতিভক্তির কথা জগতে চিরদিন অমর হয়ে থাকবে। বশিষ্ঠের শ্রীঅরুন্ধতী আর অত্রী মুনির শ্রীঅনুসূয়ার মতো তোমার পতিব্রতা ধর্ম্মের এই পুণ্যময় গীতি যুগে যুগে গীত হবে। তোমার স্বতঃস্ফূর্ত্ত আত্মত্যাগের উজ্জ্বল কাহিনী স্ত্রীজাতির মনে উৎসাহ ও আশার সঞ্চার করবে—পতিসেবার সুকঠিন কর্ত্তব্য পালনের পথনির্দ্দেশ দেবে চিরস্থায়ী আলোকস্তম্ভরূপে। আশীর্ব্বাদ করি তুমি চিরায়ুষ্মতী হও।"

সুকন্যারা ফিরে গেল।

জেনে রাখা ভাল

সে সময়ে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসজী বহু শিষ্যমণ্ডলীসহ হিমালয়ের পাবন প্রদেশ বদরিকাশ্রমে শাস্ত্রাধ্যাপনায় কালাতিপাত করছেন। একদিন সায়ংকালে প্রিয় পুত্র শুকদেব মহর্ষির চরণে প্রণতি জানিয়ে নিবেদন করলেন—"পিতঃ! সর্ব্বদাই আপনার শ্রীমুখ থেকে শুনে থাকি যে কাম বা ইচ্ছাই অধ্যাত্মানুভূতির প্রধান অন্তরায়। কাম বা ইচ্ছার লেশমাত্র থাকতে ইহলৌকিক সুখ-দুঃখের পরপারে মুক্তির মহনীয় রাজ্যে প্রবেশ লাভ হয় না। তাই কাম কি বস্তু তা জানতে মনে সাধ হয়। এ বিষয়ে কিছু বলবেন কি?"

ব্যাসদেব—"অতি উত্তম প্রশ্ন। সংক্ষেপে বলা হচ্ছে। মন দিয়ে শোন।

হৃদি কামদ্রুমশ্চিত্রো মোহসঞ্চয়সম্ভবঃ।
ক্রোধমানমহাস্কন্ধো বিধিৎসাপরিষেচনঃ॥ ১
তস্য চাজ্ঞানমাধারঃ প্রমাদঃ পরিষেচনম্।
সোঽভ্যসূয়াপলাশো হি পুরা দুষ্কৃতসারবান্॥ ২
সম্মোহচিন্তাবিটপঃ শোকশাখো ভয়াংকুরঃ।
মোহনীভিঃ পিপাসাভির্লতাভিরনুবেষ্টিতঃ॥ ৩
উপাসতে মহাবৃক্ষং সুলুব্ধাস্তৎফলেপ্সবঃ।
আয়সৈঃ সংযুতাঃ পাশৈঃ ফলদংপরিবেষ্ট্য তম্॥ ৪
যস্তান্ পাশান্ বশে কৃত্বা তং বৃক্ষমপকর্ষতি।
গতঃ স দুঃখয়োরন্তং জরামরণয়োর্দ্বয়োঃ॥ ৫
সংরোহত্যকৃতপ্রজ্ঞঃ বাদা যেন হি পাদপম্।
স তমেব ততো হন্তি বিষগ্রন্থিরিবাতুরম্॥ ৬
তস্যানুগতমূলস্য মূলমুদ্প্রিয়তে বলাৎ।
যোগ প্রসাদাৎ কৃতিনা সাম্যেন পরমাসিনা॥ ৭
এবং যো বেদ কামস্য কেবলস্য নিবর্ত্তনম্।
বন্ধং বৈ কামশাস্ত্রস্য স দুঃখান্যতিবর্ত্ততে॥ ৮

বৎস! মানবের হৃদয়ভূমিতে মোহরূপ বীজ হ'তে এক আশ্চর্য্যময় বৃক্ষ উৎপন্ন হয়ে থাকে। ঐ বৃক্ষের শাস্ত্রীয় নাম কামদ্রুম। ঐ কামদ্রুমে ক্রোধ আর অভিমান নামে দুটি সুবৃহৎ কাণ্ড বর্ত্তমান। ঐ কাণ্ডদ্বয় ওপরে আকাশের দিকে বহুদূর প্রসারিত। অজ্ঞান নামে পরিচিত এর মূলদেশেও মাটীর নীচে সুদৃঢ় ভাবে বিস্তৃত। বিধিৎসা (কোন কিছু করবার ইচ্ছা) রূপ জলপাত্রে প্রমাদরূপ জলের দ্বারা ঐ মূলভাগ সদাই সিঞ্চিত হয়। আর কামদ্রুমে যে হরিদ্বর্ণের পত্রাবলীর আবির্ভাব হয় তা অসূয়া (পর দোষদর্শন) নামক মনোবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত পাপরাশি ঐ বৃক্ষের সারভাগ—ফলফুল—রসগন্ধরূপে প্রকাশিত। শোক এর শাখা। মূঢ়তা আর চিন্তা এর প্রশাখা। ভয় নবাংকুরিত

রূপ। মহামোহে পাতনকারী দেখতে সুন্দর সুকোমল তৃষ্ণালতার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আবেষ্টিত। লৌহকঠিন বাসনাশৃঙ্খলে বদ্ধ ভোগী এবং লোভপরায়ণ মানবগণ ফলাস্বাদন কামনায় বৃক্ষের চারিপাশে অবস্থান করে এবং আরোহণে তৎপর হয়। কিন্তু হায় বিড়ম্বনা! ফলের আশায় বৃক্ষারোহণ করে বটে তবে এর দুষ্পরিণতি জানে না। বিষগোলক যেমন ভক্ষণকারীর প্রাণহরণ করে ঐ বৃক্ষও তেমনি আরোহণকারীকে বিনাশের পথে নিয়ে যায়।

তবে পুত্র! এই কামদ্রুমের জন্য মনে ভয় বা ত্রাসের সঞ্চার যেন না হয়। যদিও এর মূলদেশ অতি বিস্তৃত তথাপি বিজ্ঞপুরুষগণ জ্ঞানযোগের বিমল প্রসাদে সমতারূপ উত্তম তরবারির দ্বারা এর মূলোচ্ছেদন করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি বাসনার জালসমূহকে বিচারের দ্বারা ছিন্নভিন্ন করে বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা ঐ কামদ্রুমের মূলোৎপাটন করে সে জরামরণরূপ দুঃখের কবল হতে নিষ্কৃতি পায় চিরতরে। সংক্ষেপে কামদ্রুমের বর্ণনা করলাম। নিরন্তর অভ্যাস—সম্যক্ বিচার এবং তীব্র বৈরাগ্য ও সুদৃঢ় সমতাযোগের অবলম্বনে সহজেই এই মহাদ্রুমকে ছেদনে সমর্থ হওয়া যায়।”

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীঅমূল্য কুমার দত্ত গুপ্ত এম-এ, বি-এল,

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিকাল বেলা ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত গোপাল দাদা গীতা পাঠ করিলেন। অতি সুন্দর পাঠ হইল। তিনি যেমন সুবক্তা তাঁহার ব্যাখ্যা করিবার শক্তিও অসাধারণ। বহু লোক মনোযোগ দিয়া—তাঁহার পাঠ শ্রবণ করিলেন। এবং যতদিন তিনি পাঠ করিয়াছিলেন তাঁহার শ্রোতার সংখ্যা দিনদিনই বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

মূর্ত্তিপূজা ও জাতিভেদ

১২ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার (ইং ২৭।৫।৪৫) বেলা ৮টায় আশ্রমে গিয়া দেখিলাম শ্রীশ্রীমা তাঁহার ঘরেই আছেন। একটি একটি করিয়া মহিলাদের প্রাণের কথা শুনিতেছেন। পাঠের পূর্ব্বে তিনি নাম ঘরে আসিলেন। বীরেন দাদা প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। গতরাত্রে কয়েকজন সৈনিক মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। তাহাদের কথা মা বীরেন দাদাকে বলিতে লাগিলেন—"কাল অনেক সৈনিকের লোক আসিয়াছিল এবং এ দেহকে অনেক প্রশ্ন করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "মূর্ত্তিপূজা করা হয় কেন? ইহা করাত অন্যায়।" এ দেহ বলিল, "তুমি যাহা বলিলে তাহা ঠিক। তবে দেখ, যেমন বরফ আর জল এক। জলের কোন মূর্ত্তি নাই, কিন্তু বরফের মূর্ত্তি আছে, সেইরূপ ভগবান্ নিরাকার আবার সাকার। ইহা এক জিনিষের দুই দিক মাত্র।"

"আর একজন আবার জোর দিয়া বলিল, "না, মূর্ত্তিপূজা গুণা।" এ দেহ বলিল, "বাবা তুমি যাহা বলিতেছ তাহা খুব সত্য, তোমার পক্ষে উহা খাঁটি সত্য। কিন্তু কেহ যদি বলে যে মূর্ত্তিপূজা না করিলে তাহার গুণা হইবে তবে তাহাকেই বা কি বলা যাইতে পারে? তাই বলি যে, যে ভাবে ভগবানকে ডাকে তাহার পক্ষে তাহাই সত্য।" এদিকে উহাদের নিজেদের মধ্যেই গণ্ডগোল লাগিয়া গেল। নিজেরাই শেষে মীমাংসা করিয়া নিল যে, যেভাবেই ভগবানকে ডাকা যায় তাহাই ঠিক।

"অন্য একজন বলিল, "জাতিভেদ কেন? সকলেইত সমান তবে লোকদিগকে ভাগ ভাগ করিয়া দেখা হয় কেন?" এ দেহ বলিল, "তোমরা সকলেইত চাকুরী কর, কিন্তু তাই বলিয়া সকলে এক কাজ কর না। তোমাদের সকলের পদ সমান নয়। অবশ্য কাজের সুবিধার জন্যই এ সব ভাগ ভাগ করা হইয়াছে এবং তোমরা ইচ্ছা করিয়াই এ সব করিয়াছ। ইহা ছাড়া স্বাভাবিক ভেদও আছে। স্বভাব হইতেই সৃষ্টি পদার্থের ভেদ হইয়া যায়—"

বীরেন দাদা। জাতিভেদ সম্বন্ধে ইহা বড় আপত্তি নয় যে লোককে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি করিয়া—ভাগ করা হইল কেন? প্রধান আপত্তি হইল এই যে ইহা বংশগত হইল কেন? যিনি ব্রাহ্মণের আচার লইয়া আছেন তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিতে—কাহারও আপত্তি নাই; কিন্তু তাঁহার ছেলে যিনি চণ্ডাল ভাবাপন্ন তিনি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াই ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিবেন কেন? ইহাই হইল আধুনিক লোকের প্রধান আপত্তি।

শ্রীশ্রীমা। যাহা বলিলে তাহা এক হিসাবে সত্য। তবে ইহাও দেখিবার বিষয় যে, নানা জাতি থাকতে কেহ যখন ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করে তখন মনে করিতে হইবে যে তাহার এমন কিছু সুকৃতি আছে যাহার জন্য তাহার উচ্চ বর্ণে জন্ম হইয়াছে এবং সর্ব্বদা যদি তাহার জাতিগত উচ্চ আদর্শের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া যায় তবে তাহার চণ্ডালত্বও ছুটিয়া যাইতে পারে।

বীরেন দাদা। তুমি বলিতে চাও যে ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম হইয়াছে বলিয়া তাহার ভিতর এমন কিছু আছে যাহার জন্য চেষ্টা করিলেই সে বিপথ হইতে

ফিরিতে পারে ; কিন্তু যে ভাল সংস্কারের জন্য তাহার ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম হইয়াছে তাহার অংশ যদি খুব কম হয় এবং চণ্ডালের বুদ্ধিই যদি তাহার মধ্যে বেশী থাকে এবং জীবনভোর সে যদি চণ্ডালের আচরণই করে তবে কি হইবে ? আরও এ কথা, তুমি বলিতেছ বিপথগামী ব্রাহ্মণকে সর্ব্বদা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, সে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের জাতীয় আচার তাহার পালনীয় ; কিন্তু কায়স্থ যদি ব্রাহ্মণো-চিত আচার পালন করিতে থাকে তবে তাহাকেও কি বলিতে হইবে যে, সে তাহার বংশানুগত আচারই পালন করুক ব্রাহ্মণের আচার যেন অনুসরণ না করে ? আর কায়স্থ ব্রাহ্মণের আচার পালন করিলেও লোকে তাহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে না।

শ্রীশ্রীমা। যদি ব্রাহ্মণত্বের বিকাশ কাহারও সত্য হয় তবে—তাহাকে ঢাকঢোল বাজাইয়া লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে হইবে না। উহার গুণ এমনি যে লোকের মাথা তাহার চরণে আপনি নুইয়া পড়িবে।

বেলা ১১টা বাজিল দেখিয়া—স্বামী শাশ্বতানন্দ পাঠ আরম্ভ করিলেন। জাতিভেদের আলোচনা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

অশ্রদ্ধার দানে কোন ফল হয় কি ?

কঠোপনিষদ পাঠ আরম্ভ হইল। রাজশ্রবার পুত্র উদ্দালক যজ্ঞফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু যজ্ঞে তিনি দান করিতেছেন কি ? দান করিতেছেন দুগ্ধহীন, ইন্দ্রিয়বিহীন, মৃতপ্রায় গাভী ইত্যাদি অর্থাৎ কিছু দান না করিয়াই তিনি যজ্ঞ ফলাকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। পিতার এই অশাস্ত্রীয় আচরণে পুত্র নচিকেতার মনে ক্ষোভ হইল। তিনি পিতার নিকটেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার জানা আছে যে, এইরূপ দানের ফল বিষময়। এবং এই দান হইতে যে গতি হইবে তাহাও নিরানন্দময় ধামে। তিনি ভাবিলেন বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দান করিতে হয়। আমিও পিতার সর্ব্বস্বের মধ্যে। ছাত্রদের মধ্যে আমি অগ্রণী বা মধ্যম কিন্তু অধম কখনও নহি। কাজেই আমাকেও পিতার দান করা উচিত। তাহা হইলে পিতার এই নিকৃষ্ট দানের

বিষময় ফল কতকটা বারিত হইবে। এই মনে করিয়া তিনি বার বার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "বাবা তুমি আমায় কাহাকে অর্পণ করিবে"? বার বার ঐ কথা শুনিয়া পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোকে মৃত্যুকে দান করিলাম।" এই পর্য্যন্ত আসিলে পাঠ সমাপ্ত হইল।

পাঠান্তে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, পিতা অনিচ্ছায় এমন কি রাগ করিয়া ছেলেকে যমরাজকে দান করিলেন। এই দানের কি কিছু ফল হইল?" পাঠক এবং অন্যান্য সকলে বলিলেন, "ইহা তুমি জান, আমরা কি জানি?"

শ্রীশ্রীমা। না, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে এ বিষয়ে তোমাদের পুঁথিতে কিছু লেখা আছে কি না।

স্বামী শাস্বতানন্দ। নচিকেতা যমরাজের নিকট যখন প্রথম বর চাহিলেন তখন তিনি পিতার বিষয়ই চিন্তা করিয়া ছিলেন। পিতার যাহাতে উৎকণ্ঠা না হয় এবং তাহার জন্য পিতা যাহাতে কষ্ট না পান এবং তিনি ফিরিয়া গেলে পিতা যাহাতে তাহাকে চিনিয়া আবার গ্রহণ করেন এই সব বর চাহিয়া ছিলেন।

শ্রীশ্রীমা। আমিও ইহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তোমাদের শাস্ত্রে আছে না যে, হেলায়, অশ্রদ্ধায় নাম করিলেও তাহার কিছু ফল হয়। সেইরূপ অনিচ্ছায় এবং ক্রোধে দান করিলেও দানের ফল কিছুটা হয়।

স্বামী শাস্বতানন্দ। আমিত ইহাকে দান বলিতেই চাই না। ছেলে নিজেই পিতাকে দিয়া এই সব করাইয়া নিয়াছে, পিতার মঙ্গলের জন্য। তাহা না হইলে পিতার দিক দিয়া কিছু বলিবার নাই।

শ্রীশ্রীমা। তুমি যে এ ভাবে ইহার অর্থ করিবে তাহা আমি জানি এ ভাবে অর্থ করা তোমার পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ তাহা হইলে তুমি নিজে যে উপায় অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছ তাহা সমর্থিত হয়। (সকলের হাস্য) কিন্তু অন্য ভাবেও জিনিষটা দেখা যায়। তুমি বলিতেছিলে যে নচিকেতা তাহার পিতার নিকট হইতে শাস্ত্র অধ্যায়ন করিয়াছিল। পিতাই তাহার গুরু। এই যজ্ঞে যে ভাবে দান করা উচিত পিতাই তাহাকে শিখাইয়াছেন। কাজেই এ অবস্থায় সে নিজকে দান করাইয়া পিতা অর্থাৎ গুরুর আদেশ পালন করিতেছে।

বীরেনদাদা। মা, এই যে সব ঘটনার কথা যাহা উপনিষদে উল্লিখিত আছে, বাস্তবিক পক্ষে ইহার উপর কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই। নচিকেতার পিতা বা নচিকেতা যাহা করিয়াছে তাহা সমস্তই এক মহাশক্তির প্রেরণায় হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া উপনিষদের গল্পগুলির কোন মূল্য বা বাস্তবতা নাই—এগুলি উপনিষদের তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার উপলক্ষ মাত্র।

গোপালদাদা। সমস্তই যে মহাশক্তির প্রেরণায় হয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই বলিয়া উপনিষদের গল্পগুলি যে মিথ্যা, উহার কোন বাস্তবতা নাই, একথা বলিলে উপনিষদের অপমানই করা হয়। উপনিষদের গল্পগুলি যে উপনিষদের তত্ত্ব প্রচারের উপলক্ষ একথা যেমন সত্য, গল্পগুলিও যে বাস্তব তাহাও তেমনি সত্য।

শ্রীশ্রীমা। হাঁ, এসব গল্পও সত্য।

কথায় কথায় গোপালদাদা শ্রীশ্রীমায়ের পায়ের আঙ্গুলের ব্যথার কথা মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মা বলিলেন, "না, ব্যথা একরূপই আছে।"

গোপালদাদা। উহা সহজে যাইবার নয়। মা আমাদিগকে তাঁহার পা স্পর্শ করিতে দেন না; কিন্তু উহাকে কৃপা করিয়া একেবারে চরণে স্থান দিয়াছেন। কাজেই ও চরণ ছাড়িয়া যাইবে কেন? যতদিন না মা উহাকে বিদায় করেন ততদিন ও ঐখানেই আছে। (সকলের উচ্চ হাস্য)।

শ্রীশ্রীমা। (হাসিতে হাসিতে) আমি ছোট্ট মেয়ে কিনা তাই বাবা আমাকে শিক্ষা দিতেছে। তোমরা শাস্ত্রে দেখ না, গুরু শিষ্যকে "তুমিই সেই" "তুমিই সেই" বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেন? সেইরূপ তোমরা আমার জ্ঞানের জন্য নানাভাবে সর্ব্বদাই শিক্ষা দিতেছ, "তুমিই সেই", "তুমিই সেই"। আমি পাহাড়ে জঙ্গলে থাকিলেও সেখান হইতে আমাকে টানিয়া আনিয়া আমার শিক্ষার জন্য বলিতেছ, "তুমিই সেই", "তুমিই সেই।" (সকলের উচ্চ হাস্য)।

পঞ্চবটীতে মেয়েদের কীর্ত্তন হইতেছিল। পাঠান্তে মা সেখানে গেলেন এবং কিছুক্ষণ সেখানে থাকিয়া চলিয়া আসিলেন। আমিও বাসায় ফিরি

আসিলাম। বিকালবেলা প্রায় ৫৷৷টার সময় আশ্রমে গেলাম। তখন গোপালদাদার পাঠ আরম্ভ হইয়াছে। মা নামঘরে বসিয়া আছেন। পাঠ শেষ হইবার কিছু পূর্ব্বে পাঠকের অনুমতি লইয়া মা নামঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পাঠান্তে আমরাও বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিয়া শুনিলাম যে মা মোটরগাড়ীতে কোথায় গিয়াছেন। আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে আমার বন্ধু মনোমোহন এবং মনোরঞ্জনবাবু আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিলেন। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় মা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। আজ পূর্ণিমা তাই অন্নপূর্ণা মন্দিরে কালীপূজা হইতেছিল। মা বীরেনদাদাকে বলিলেন, "আজ ত পূর্ণিমা, তোমাদের রাত্রজাগরণের দিন।" ইহার অর্থ এই বুঝিলাম যে পূর্ব্বে শা' বাগে যখন অমাবস্যায় এবং পূর্ণিমায় কালীপূজা হইত তখন বীরেন দাদা প্রভৃতি সারারাত জাগিয়া থাকিতেন।

সদালোচনায় বিঘ্ন

কিছুক্ষণ পর শ্রীশ্রীমা নামঘরে আসিয়া বসিলেন। আমরা সঙ্গেই ছিলাম। এখানে আসিয়া মা নিজেই কথা আরম্ভ করিলেন। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমরা কেমন গীতা শুনিলে ?"

বীরেনদাদা। খুব সুন্দর পাঠ হইয়াছে। বক্তার কথা বলিবার অসাধারণ ক্ষমতা।

সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে ইহা সমর্থন করিলেন। বীরেনদাদার নিকট শুনিয়াছিলাম যে গোপালদাদা নাকি তাঁহার সহপাঠী ছিলেন।

শ্রীশ্রীমা। বিন্ধ্যাচলে একবার আমাদের গীতা-জয়ন্তী হইয়াছিল। তিন বার গীতা পাঠ হইত। সকালবেলা গীতা পাঠ, দুপুরবেলা উহার ব্যাখ্যা, রাত্রিতে আবার ঐ সম্বন্ধে আলোচনা। গোপাল বাবাই সব করিত। সর্ব্বদাই এক বিষয় অর্থাৎ গীতা লইয়া মাতিয়া থাকিবার চেষ্টা। বাবা পূজার বেলায়ও ইহাই করে। পূজা আরম্ভ করিলেত সারাদিন পূজাই চলিল। ইহাতে অন্যে যোগ দিক বা না দিক সে দিকে বাবার লক্ষ্য নাই।

মনোরঞ্জন বাবু। মা গীতাতে যে জন্ম মৃত্যু রহস্যের কথা বলা হইয়াছে উহা ভাল করিয়া বুঝিলাম না। আমরা যে অমৃতের পুত্র, আমাদের যে মৃত্যু নাই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইল না। কারণ সকলেই ত মরে। মহাপুরুষগণও রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট পাইয়া থাকেন এ সব দেখিয়া আমরা যে জরামরণের অতীত তাহা বুঝা যায় না।

শ্রীশ্রীমা। একেবারেই কি বুঝিতে পার না?

মনোরঞ্জন বাবু। বুঝি কিন্তু বিশ্বাস হয় না। (সকলের হাস্য)

শ্রীশ্রীমা। একেবারেই কি বিশ্বাস হয় না?

মনোরঞ্জন বাবু। হ্যাঁ, বিশ্বাস হয় তবে উহা কার্য্যকরী হয় না। (সকলের হাস্য)

শ্রীশ্রীমা। আচ্ছা, মহাপুরুষদের জীবনে কেবল রোগের দিকটাই তোমাদের লক্ষ্যে পড়ে কেন? তাঁহারা যে আহার করেন, নিদ্রা যান এ গুলির উপর লক্ষ্য পড়ে না কেন? কারণ যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, যিনি অমৃতপান করিয়াছেন তাহার আবার আহারের দরকার কি? আচ্ছা, আত্মজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞ বলিতে তোমরা কি বুঝ? তাহাদের লক্ষণ কি কি?

এই লক্ষণের কথা মা আমাদের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিলেন না। এমন সময় একটী যুবক আমাদের পশ্চাৎ হইতে বলিল, "আমি ইহার সদুত্তর দিতে পারি, কিন্তু তাহা হইলে আমাকে মার কাছে আসিতে দিতে হইবে।" আমরা সকলে তাহাকে মার কাছে বসিবার সুবিধা করিয়া দিলাম। সে বসিয়া মাকে প্রশ্ন করিল, "ব্রহ্মজ্ঞ কাহাকে বলে?" প্রশ্ন শুনিয়া মা হাসিয়া উঠিলেন। আমরাও হাসিলাম; কারণ যে ব্রহ্মজ্ঞের লক্ষণ বলিয়া দিবে বলিয়া গর্ব্ব করিয়া মায়ের কাছে গেল, সেই আবার ব্রহ্মজ্ঞ কাহাকে বলে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছে। আমাদের হাসি বোধ হয় যুবকটিকে কেন্দ্রচ্যুত করিয়া ফেলিল। সে আবোল তাবোল নানা কথা বলিতে লাগিল যাহা সকলের নিকটই পাগলের উক্তি বলিয়া মনে হইল। ব্রহ্মজ্ঞের সঙ্গে ঐ সব উক্তির কোন সম্বন্ধ নাই। শুধু উদ্ধত ও ধৃষ্টতা

সহকারে অর্থহীন ভাষায় মাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা মাত্র। উহার ঐ সব অশিষ্ট উক্তি শুনিয়া কেদার বাবু এবং বীরেন দাদা উষ্ণ হইয়া আপত্তি জানাইলেন। ইহাতে গোলমাল উপস্থিত হইল। দেখা গেল ঐ যুবকটির পেছনে আরও কয়েকটি যুবক আছে যাহাদের উক্তি ও ব্যবহার হইতে স্পষ্টই বুঝা গেল যে তাহারা জিজ্ঞাসু হিসাবে এখানে আসে নাই। তাহারা আসিয়াছে শুধু গণ্ডগোল সৃষ্টি করিতে। যাহাতে ঝগড়া না বাঁধে তাহার জন্য মা কেদার বাবুকে নিবৃত্ত করিলেন এবং ছেলেটিকে শান্ত করিবার জন্য নিজেও দুই চারিটি কথা বলিলেন। শেষে উহাদের দলের একজন গোলমাল মিটমাট করিবার জন্য মায়ের অনুমতি লইয়া গান আরম্ভ করিল। তাহার গান শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই মাকে আহার করাইতে লইয়া যাওয়া হইল। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পাড়িলাম। যুবক কয়েকটির অশিষ্ট আচরণে আমরা সকলেই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম। উহারাও মায়ের কাছে বিদায় লইয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল।

শ্রীশ্রীমায়ের আহারান্তে আবার ঐ সব যুবকদের কথা উঠিল, কিন্তু ঐ অপ্রিয় আলোচনা কাহারও ভাল লাগিল না। যাহা শুনিলাম তাহা হইতে বুঝিলাম যে উহারা সকলেই বীরেন ব্রহ্মচারী নামক এক অল্পবয়স্ক যুবকের ভক্ত। আজই সন্ধ্যা বেলা শ্রীশ্রীমা বীরেন ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা ও আলাপ করিয়া আসিয়াছেন। মা বলিলেন, "বাবাজীর (অর্থাৎ বীরেন ব্রহ্মচারীর) সঙ্গে যে জাতীয় কথা হইয়াছিল ইহাদের কাছেও সেই ঢংয়ের কথা শুনিলাম।" খুকুনী-দিদির নিকট শুনিলাম যে ভাইজীর (অর্থাৎ জ্যোতিষ বাবুর) স্ত্রী এবং ছেলেকেও ঐ দলে দেখা গিয়াছে। যাহা হউক এ সব আলোচনা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং অন্য আলোচনা আরম্ভ হইল।

ভগবানের প্রতিকূল কৃপা

শ্রীশ্রীমা বলিতে লাগিলেন, "অনেকে সাধন ভজন করিয়া এমন এক অবস্থায় আসিয়া পড়ে যখন তাহার ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অবিশ্বাস আসে। সে মনে করে ভগবান বলিয়া কিছু নাই। ইহাও কিন্তু সাধনের একটি অবস্থা।

ইহারও কতকগুলি লক্ষণ আছে যাহা দেখিয়া বুঝা যায় যে, সত্যসত্যই কেহ এই অবস্থায় আসিয়াছে কি না। ভগবান্ কখন কি ভাবে কাহাকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করেন তাহা বলা শক্ত। একবার চন্দৌসীর এক প্রফেসারের নিকট একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল যে ঘটনাটি নাকি সত্য—

"এক শেঠজীর কাছে এক যোগীরাজ ভিক্ষার জন্য আসিয়াছিলেন। শেঠজী তাঁহার একজন লোককে একটা পয়সা দিতে বলিলেন। কিন্তু যোগিরাজ পয়সা নিতে ইচ্ছুক নন। শেঠজীর কাছে তিনি এই ভিক্ষা চাহিলেন যে শেঠজী যেন ভগবানের নাম করেন। কিন্তু ভগবানের দিকে মন দিবার অবসর শেঠজীর নাই, তিনি বিষয় আশয় লইয়া মত্ত। তিনি যোগিরাজের ঐ প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন না। কিন্তু যোগিরাজও নাছোড়বান্দা। শেঠজী তখন যোগিরাজকে বলিলেন, "ভগবানকে ডাক। তোমার এই প্রার্থনার পরিবর্ত্তে তুমি বরং আরও একটি পয়সা বেশী লও।" কিন্তু যোগীরাজের ঐ এক কথা "তুমি ভগবানকে ডাক, আমার পয়সার প্রয়োজন নাই।" শেঠজী শেষে বিরক্ত হইয়া লোক দ্বারা যোগরাজকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। সকালে বিকালে বেড়াইতে বাহির হওয়া শেঠজীর অভ্যাস ছিল। এই ঘটনার পর দিন যখন শেঠজী বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল তখন যোগিরাজ শেঠজীর আকৃতি ও পোষাক গ্রহণ করিয়া শেঠজীর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। যোগিরাজের পক্ষে এরূপ বেশ লওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। তাঁহাকে এত তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তাহার স্ত্রী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে শেঠজী বলিলেন, "শুনিতে পাইলাম এখানে এক বহুরূপী আসিয়াছে, সে নানা লোকের আকৃতি ধরিয়া এবং নানা পোষাক পরিয়া লোকদিগকে ঠকাইতেছে। যদি কেহ আমার সাজে তোমাদের নিকট আসে তবে তাহাকে বাড়ীতে ঢুকিতে দিও না।" এই বলিয়া তিনি উপরে চলিয়া গেলেন।

ইহার কিছুক্ষণ পরেই শেঠজী ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করিতে গেলে তাঁহার ভৃত্য এবং পুত্রগণ বাধা দিতে লাগিল। তিনি যতই তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে তিনিই বাড়ীর মালিক ততই তাহারা উত্তে

হইয়া তাঁহাকে মারপিট করিবার ভয় দেখাইতে লাগিল। নিরুপায় হইয়া তিনি স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো, দেখে যাও, এরা কি করিতেছে।" স্ত্রীও শেঠজীকে বহুরূপী মনে করিয়া এবং নিজেকে স্ত্রীরূপে সম্বোধন করিতে দেখিয়া ক্রোধে পাদুকা দিয়া শেঠজীকে কয়েক ঘা বসাইয়া দিল। শেঠজী এবার নিরাশ হইলেন উপায়ান্তর না দেখিয়া দারোগাবাবুর শরণাপন্ন হইলেন। দারোগাবাবু শেঠজীকে চিনিতেন। তাঁহার সমস্ত কথা শুনিয়া শেঠজীর ছেলেদিগকে থানায় ডাকাইয়া আনিলেন। ছেলেরা আসিয়া দারোগাবাবুকে বলিল যে, যে লোকটি তাঁহার নিকট নালিশ করিয়াছে সে তাহাদের পিতা নয়, একজন বোম্বেটে বহুরূপী মাত্র; কারণ তাহাদের পিতা তাহাদের বাড়ীতেই আছেন। দারোগাবাবু তখন তাহাদের পিতাকে থানায় আনিতে বলিলেন। তাহারা গিয়া শেঠজীর বেশধারী যোগিরাজকে লইয়া আসিল। দারোগাবাবু এতক্ষণ শেঠজীর কথাই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এইবার শেঠজীর বেশধারী যোগিরাজকে দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। এই দুইজনের মধ্যে প্রকৃত শেঠজী কে তাহা তাঁহার পক্ষে নির্ণয় করা অসাধ্য হইল। যোগিরাজ তখন শেঠজীকে বলিলেন, "তুমি নিজকে শেঠজী বলিয়া পরিচয় দিতে চাও, আচ্ছা, বলত তোমার বাড়ী তৈয়ার করিতে কত খরচ পড়িয়াছে?" শেঠজী বলিলেন, "সে খবর আমি কি জানি? আমার কর্ম্মচারীরা উহার হিসাব রাখিয়াছে এবং হিসাবের খাতা দেখিলে উহা বলা যাইতে পারে।" যোগিরাজ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, বলত তোমার বড় ছেলের বিবাহে কত টাকা খরচ হইয়াছে?" শেঠজী তাহাও বলিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "খরচের হিসাব না দেখিয়া তিনি উহা বলিতে পারিবেন না।" কিন্তু যোগিরাজ্ঞ বাড়ী এবং বিবাহের সমস্ত খরচ টাকা আনা পাই পর্য্যন্ত বলিয়া দিলেন। কারণ যোগবলে তিনি সমস্তই জানিতে পারেন। এই সব কথা শুনিয়া দারোগাবাবু যোগিরাজকেই শেঠজী বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন এবং শেঠজীকে তাড়াইয়া দিলেন। শেঠজী সর্ব্বস্ব হারাইয়া যে দিকে তাহার দুই চোখ গেল সেই দিকেই চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে তিনি এমন এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন যেখানে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী সর্ব্বদা তপস্যা করিয়া

থাকেন। ঐসব সন্ন্যাসীদের মধ্যে তিনি যোগিরাজকেও দেখিতে পাইলেন। যোগিরাজকে দেখিয়াই তাঁহার চৈতন্য হইল এবং তাঁহার চরণে পড়িয়া নিজের সর্ব্বনাশের কারণ নিবেদন করিলেন। এবং যোগিরাজের সহিত যে দুর্ব্যবহার করিয়াছেন তাহার জন্য কাতর ভাবে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যোগিরাজ তাহার অনুতাপ দেখিয়া তাহাকে ক্ষমা করিয়া বলিলেন, “তুমি ভগবানের নাম কর ইহাই আমার প্রার্থনা ছিল, তুমি আমার কথা না শুনিয়াই এত দুঃখ পাইয়াছ। আমি আবার তোমাকে বিষয় সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতেছি, কিন্তু তুমি উহা আমার প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবহার করিবে এবং সর্ব্বদা ভগবানের নাম করিবে।” শেঠজী তাহাতেই সম্মত হইলেন। তখন যোগিরাজ তাহাকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। শেঠজীও তাহাই করিলেন। এবার কেহই তাহাকে বাধা দিল না, কারণ যোগিরাজত তখন আর ও বাড়ীতে নাই যে কাহারও মনে সন্দেহ হইবে। কিন্তু শেঠজী আর পূর্ব্বের জীবন যাপন করিলেন না। তিনি বাড়ীতে নূতন মন্দির তৈয়ার করিয়া ঐখানেই ধ্যান পূজা ইত্যাদিতে সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলেন।”

শ্রীশ্রীমা আরও একটি গল্প বলিলেন,—“একবার আমরা সোয়াইমাধোপুরের জঙ্গল দিয়া কোথায় যেন যাইতেছিলাম ঘোড়ার গাড়ীতে আমরা কয়েকজন ছিলাম সঙ্গে একজন উকিলও ছিলেন। ঐখানকার রাজা ঐ জঙ্গলে শিকার করিবেন বলিয়া তাঁহার লোকজন জঙ্গল ঘেরাও করিয়া রাস্তাঘাট করিতেছিল। আমাদিগকে আসিতে দেখিয়া ঐ সব লোকজন আমাদিগকে নিষেধ করিল। কিন্তু তাহাদের নিষেধ সত্ত্বেও উকিলের পরামর্শ মত আমরা গাড়ী লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। উহাতে ঐ লোকগুলি ভয়ানক চটিয়া গেল এবং কোদাল লইয়া আমাদিগকে মারিতে আসিল। আমরা জঙ্গলের মধ্যে অনেকটা ঢুকিয়া পড়িয়াছি, ওখান হইতে ফিরিয়া আসাও আমাদের পক্ষে খুব অসুবিধা জনক, কিন্তু ঐ লোকগুলি আমাদিগকে আর এক পাও গাড়ী লইয়া অগ্রসর হইতে দিবে না। এই যখন অবস্থা তখন এ দেহ উহাদের দিকে চাহিয়া বলিল, “তবে কি গাড়ী হইতে নামিব?” এ দেহের কথা শুনিয়াই লোকগুলির

ক্রোধ যেন হঠাৎ ঠাণ্ডা হইয়া গেল এবং উহারা আমাদিগকে গাড়ী লইয়াই অগ্রসর হইয়া যাইতে বলিল। প্রত্যেক লোকের হৃদয়ে এমন সব স্থান আছে যেখানে আঘাত করিতে পারিলে তাহাদের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়।”

রাত্রি ২॥০টা বাজিয়াছে দেখিয়া মাকে শয়ন করাইবার জন্য লইয়া যাওয়া হইল। আজ বিনিদ্র রজনী যাপনই মায়ের আদেশ মনে করিয়া আমরা কখনও আশ্রমের মধ্যে কখনও বাহিরের মাঠে বসিয়া মাতৃ প্রসঙ্গে বাকী রজনীটুকু কাটাইলাম।

The Self, self contained,
calling to Itself for its own Revelation—
this is happiness.

MATRI VANI

To invoke Him, to be constantly intent on realizing Him alone, is man's duty. At all times in His arms, in His embrace—within the Mother. On finding the Mother, everything will be found.

* * *

Endeavour to keep your body healthy and your mind engrossed in *japa* and meditation. It is but natural for man to become agitated at times. Nevertheless, try to advance speedily beyond the level on which agitation occurs. Time is gliding away.

* * *

By saying 'I cannot' one does not get far. One has to acquire capacity and achieve. Truly, for man everything is possible. By God's Grace one is born in a human body. Even though someone may slip and fall, he will not remain lying on the ground but rise, stand up straight and walk again. The speed of advancing must become brisk. In order to find your Self, progress along your own path, in your own rhythm.

* * *

The One for Whose sake you have chosen this path in order to dedicate your life to Him, should be remembered constantly. Talk solely for His sake. Be mindful of His words, ever aware of Him; listen to Him alone.

* * *

For those who are pilgrims on the path, it is imperative to forge ahead vigorously, energetically, steadily and at great speed. Sitting in a rickety cart will not do. Virile strength of mind is always needed. You yourself have to mould your own life—remember this !

* * *

Thou art ever close by. The idea that He is distant must be removed far away. Thou, truly, art within and without, in every nerve and fibre, in every plant and stone, in the world and beyond.

Mataji Gives Darshan

MELITA MASCHMANN*

(Translated from German.)

Towards the end of the summer of 1962, I visited India for a few weeks. My knowledge of Indian religion and philosophy was almost nil, which was due to the fact that I had been unable to prepare myself for the trip. In the very first days, 'chance' (if there is such a thing) led me to a famous saint. Subsequently I believe that a centre of *karmayoga* has to be seen in his Ashram, and it would surely be presumptuous if I dared to give an opinion. But at that time I was disappointed. Probably I noticed only the surface.

However, after this experience I decided to keep away from the living saints of India and to let the past speak to me through its temples. But 'chance' brought me straight to Ma Anandamayi at Kankhal. While waiting for Her in the small courtyard of the Ashram, I was angry with myself. What a waste of time ! Could I expect anything but new disappointment ? If someone had told me that I would a few hours later kneel before a human being, I should have laughed. My religious upbringing forbids such a gesture, except in specially solemn moments of divine worship.

About 15 people had been waiting together with me. At dusk we were taken to a roof-garden. When later Mataji appeared, I had no choice to decide whether it would be against my convictions to kneel before a human being. 'It' simply threw me on my knees. What I experienced in the next few seconds cannot be conveyed to a person who has never known anything similar. I can only relate outer signs and speak in metaphors. Just imagine that a tree—a beautiful, strong, old beech for instance—approaches you with calm steps. What would you feel ? "Have I gone crazy ?" you would ask yourself. "Or perhaps I am dreaming ?' Finally you would have to concede that you had entered a new dimension of reality of which you had hitherto been ignorant. This exactly was my position.

---

* Melita Maschmann is a well-known German novelist. Her books have been rendered into foreign languages. Her novel "The Thirteens" has appeared in half a dozen translations, including English.

So far as we know, it is part of the nature of a tree to be rooted into the ground, is it not ? According to Western thinking, a human being is characterized by his 'I'. In his existence as 'persona' Christians recognize the mystery of his immortality. Here I was suddenly confronted with a human being of whom I felt that she had no 'I' anymore. Expressed in non-medical language, it may be said of certain mentally deranged patients that their 'I' is disjoined or diffused and that they have thereby lost the special quality which is the distinctive mark of a human being. I have come across such patients. The profound senselessness of their existence called forth a similar horror as I felt at the sight of a forest in the mountains after a heavy storm : the old pine-trees stood with their crowns piercing the earth and their roots sticking up towards the sky.

However, here now is Mataji—a human being that has no more 'I' and just because of this, is not less but more than all other men I have ever met !

Later I read much about this and learnt that egolessness is one of the characteristics of a *jivan mukta*. But at that time I did not know anything about it except what I saw with my own eyes. That I did not deceive myself is testified by a letter written to friends, which marks an inarticulate attempt to express what I had experienced. I wrote : "...... She seems to be a human being without an 'I', belonging to the category of Mata Ganga or Pita Himalaya. Looking at Her, one feels that she must have transcended good and evil." (These considerations crowded upon me, while I felt that I did not understand their significance.) Something similar I also said a few days later to one of the ashramites who replied : "Do not imagine it is your merit that you have been able to recognize Her so instantaneously. It depends entirely on Mataji how much She allows anyone to see of Her." I gladly agreed to this statement. Everything great in our life is a gift, or as the Christians say—Grace.

While writing all this I realize that I am talking much, because I haven't the courage to say something about Mataji Herself, and even less to describe Her. In my travel-diary there are a few groping sentences : "Mataji has the superpersonal personality that speaks to us when we stand at the seashore or at the foot of a mighty mountain. But what is it that speaks to us in those moments ? Surely not the sea, whom men have named as one names a child. The child is then its name. Mataji also must have been given a name when She was born. But what is the significance of Her existence grasped under that name ? Anyone who would address Her by that name may be compared to a man who wants to attach a label to the Indian Ocean......

"For about ten minutes Mataji slowly walked up and down along the far side of the roof-garden. Sometimes She stopped and gazed at the sky. She did not seem to notice us. The evening clouds were reflected in Her eyes. What I perceived there is quite beyond the ken of rational thinking. The clouds, the woods, the mountain range of the Himalayas dived into that gaze as if it were their own home. When the moon is mirrored in a puddle of rain-water, it becomes tiny and pale. But Mataji's eyes reflected the sky as only the ocean can : sisterly, out of the same order of creation.

"While watching Mataji, my whole body was trembling. What confounded and perplexed me so greatly was that this 'phenomenon Anandamayi Ma' did not fit into any place of my scheme of the world. Just as the tree that starts walking cannot be fitted in anywhere and therefore threatens to blow up the habitual order.

"Later Mataji sat down on a couch kept ready for Her, and conversed with the people. The strange, bewildering element of Her being receded into the background, but never for a moment entirely disappeared. One could endeavour to forget it. Then, a woman clad in a white sari,—I should have estimated her about 50—whose hair fell loosely over her shoulders and back, sat there between the cushions. Gracefully and at the same time with vigour, She was engaged in a lively conversation. Occasionally She broke out into laughter, then again seemed absorbed in some deep contemplation; off and on affectionate mockery could be detected in the corners of Her eyes. While She discussed some theological problem with a distinguished old Indian dressed in

European style, She reminded me of my teacher of mathematics who was a great philosopher and very likely searched for a mathematical formula by which to define God. At one moment a tattered old peasant woman who was almost blind and gave off an indescribable smell, came and squatted on the floor close to Mataji. Mataji bent down low to her. For several minutes their heads almost seemed to touch and one could hear a soft murmuring. Mataji listened with Her whole being. A kindness was expressed in this, which represented something human to perfection....."

That evening I made up my mind to drop all other plans and to proceed to Dehradun where Mataji was expected within the next few days. In the meanwhile I attempted in vain to gain clarity about what I had seen and felt. Finally I decided to postpone this for later and first of all to take in with all my senses. In Kishenpur Mataji would appear twice daily, usually for about two hours, and was then mostly subjected to the onrush of Her devotees and admirers. Except for a very few hours of sleep, She had 'privates' for the rest of the days and nights.

Several times She Herself saw to it that I could sit very near Her in spite of the crowd. I felt like an enthusiastic lover of music : while opening himself, heart and soul, to the enchantment of the music, he at the same time observes the way the instruments are played. Mataji's presence filled me with an irresistible mysterious fascination, such as I had never before experienced. And yet I was simultaneously clearly aware of the specific human element in Her. I saw how Her eyes lit up when amongst those who fell at Her feet and touched the ground with their foreheads, a familiar, friendly face turned up. I believed to notice how She suffered from the heat. I felt Her slight resistance when She withdrew Her feet from an importunate adorer. I observed Her pleasure in puns (an ashramite translated to me what was being said). I saw how She dismissed a Parsi lady from Bombay who requested a miraculous cure from Her, "Take your husband to a good doctor and pray to God for peace for both of you." At that moment Her face had an expression of sadness and inexorability. I also marked how Her attitude and the deeping shadows in Her features betrayed fatigue before She got up and traced a passage for Herself through the multitude that thronged round Her.

The Christian painters of the early Middle Ages had a simple, yet effective device to express holiness when depicting scenes from the life of Jesus or any saint. Representing, for instance, the birth of Jesus, they would paint the infant and His parents as ordinary human beings, but put them against a background of gold. This golden background symbolized the inexpressible mystery of sanctity. One who wished to give a message of holiness by painting, was not free to let his brush be voluble, he could only tacitly hint at the mystery of the luminous background.

I feel very much like those artists did. What is describable in Mataji is the familiar human element. For that which is beyond, for the Divine, I also have no means of expression. But I could use an expedient similar to that of those painters. Sometimes I believed to see a stream of light radiate from Her eyes. But at such moments, I more than ever felt pained at my blindness. I knew that, if only I were more of a seer, I should have beheld Her whole form in this halo. Although incapable of perceiving it, I yet felt it and was able to register its effect by the complete peace that filled me at certain hours.

The mystery in its secrecy shall remain untouched, but perhaps I may be permitted to try and approach it by a few more steps : I felt that this divine Light must be connected with Mataji's egolessness. It originates from the eternal Ground of all existence—let us unhesitatingly call it 'God.' And it streams through Mataji because it is not impaired by the opaque texture of the I-ness which, in the case of all of us, is more or less dense.

I have yet to mention how very thoughtful it made me that although millions of men and women of all strata of society fell at Her feet, I could never detect even the faintest trace of pride, neither also of humility in Mataji. Probably there is a connexion between this and what I stated when I first met Her, namely that She seemed beyond good and evil. I must confess that, to this day I am unable to understand this fully. I have still to ponder deeply about it, for I know now that this statement is in keeping with one of the elements of Hindu teaching.

Mataji's mysterious power lies in Her being, not in what she does. Without a doubt, She has for many, many years lived solely for Her fellow-beings. But this may be said of a fair number of others as well, although with them it has a very different significance. Seen from our angle of vision, Her whole life seems to be one continuous self-sacrifice and could therefore still be called 'action'. Yet, when watching Mataji for a sufficiently long time, one comes to feel that, what is essential in Her existence does no longer fulfil itself by action. She is not what She is because she *does* good. Her life seems a manifestation of pure, self-contained Being, perhaps I should say 'Being reposing in God.' Hence she corresponds to our highest conception of 'good', but the ethical laws are for Her not anymore a matter of struggle and daily decision as for us who still live fully steeped in action. The Christian apostle Paul says: "Christ is the end of the law." He does not thereby mean the denial of ethical commandments, but their fulfilment as a matter of course. For Him who is "one with the Father" (with God), ethical demands are no more of the nature of commandments. He fulfils them spontaneously by His very Being. This also holds good for Mataji. For one who sees Her with open eyes, not only the beauty of God is reflected in Her, such as we may recognize in a flower or — more powerfully—in the sea or the mountains, but also God's Love. Moreover Her whole being is a passionate, indefatigable, newly formulated proclamation of self-experienced Divine Reality. According to the Christian doctrine, Christ is the most perfect child of God —*the* Son—because His Love for God and men was most perfect. The ocean or a mountain cannot testify to Divine Love, but man, if he is what he should be, gives evidence of God's Love. This is so with Mataji. Hence She is one of the important religious figures, as a proclaimer and a witness.

While I was sitting at Mataji's feet with Her other devotees and nothing happened except that we looked at Her, I, at certain moments, felt the presence of Divinity more powerfully than I had ever before during church ceremonies. I believe, I understand that all ritual of that kind exists only because of the want of Divine Presence, as a gesture of longing and invocation of That, which cannot be forced to come. But where Divinity IS, even prayer is silenced. The ritual action is blotted out in the mysterious presence of Divine Being. A strange experience, impossible to convey to others—this fulness in the void of gazing. A gazing with closed eyes, and yet with eyes wide open. Once or twice I perceived what can hardly be grasped by a Western brain. I do not know how Mataji experiences Her own person. Certainly not as we should express it, namely as a human being in whom the divine spark emits a specially bright light—for She lives in Oneness. I believed to observe that She, in whom Holiness is embodied before our eyes, 'joined' us in the reverent contemplation of the Divinity that she Herself IS. In my diary I find the clumsy sentence: "Sometimes one has the feeling as if Mataji revered Herself. But this attitude is completely superpersonal." Later I discovered the conception of '*Lila*.' Does it perhaps give the clue ?

Mataji's Darshan I have probably experienced only three or four times. The numinous by which it was characterized did not lessen, but to my great surprise a fundamental change took place : My first feeling that I had lit upon a dimension of reality entirely foreign to me was reversed into its opposite. I now felt that I had only just, for the first time, discovered man's own true reality.

It may sound presumptuous, but I should like to say it in all humility : In Mataji, God allowed me to see Him with the closeness of intimacy. Ever clearer I felt, what distinguishes me from Her is nothing essential, it lies where the brightness of a candle is distinguished from that of the sun. This was of course a tremendous discovery that, by the grace of God, I should wish to justify by the trend of my life in future.

Mataji's last evening in Kishenpur, which was also my last one, has remained in my memory as a big festival. About two hundred people had assembled in the Ashram. I see Mataji standing in the courtyard, indefatigably distributing *prasād* in all directions. Not in a solemn manner but laughingly, like a mother whose greatest happiness it is to satisfy the hunger of her children. Sometimes She would suddenly throw a fruit over many heads to someone standing at a distance, who had asked for it only with his eyes. Afterwards, for a long while, She walked up and down between us, talking to a child, joking with one or the other, allowing questions to be put to Her, sitting down near the musicians who were singing *kīrtana*, then rising again to walk once more between us. It was as if she wished to distribute Herself, and She did this with a hundred hands. Never have I met a more beautiful human being, or more precisely, never have I seen the mysterious beauty of the Imperishable shine with such effulgence through mortal flesh.

Late, that same evening, there was a very special moment for me. I stood behind a trelissed window, which looked out over the temples. Mataji stood between them and, for a short while, all the people who had surrounded Her receded far back. My memory shows Her to me standing there all by Herself. I raised my folded hands to bid good-bye to Her. From my prison (behind the latticed window) my greeting went out and upwards to Her freedom

She lifted Her folded hands in response, and simultaneously sent a veritable torrent of joy right into the core of my heart.

Leave-taking usually makes me feel quite sick. This parting should actually have torn me to pieces. Yet there was not a single painful moment. The instant in which Mataji had lifted Her hands to respond to my greeting lay outside of time. I felt this with every fibre of my being: here nothing was threatened with transitoriness!

Never in my life have I felt so carefree, so confidently happy as during the weeks that followed, although I was travelling alone, with little money, and for the first time in a non-European country.

During the Cuban crisis it became clearer than ever to me how much I owed to Mataji. Just like everyone else I saw the dreadful danger of the situation, but quite contrary to my attitude in similar crises hitherto, I did not feel afraid. Perhaps I have grasped—not with my mind but with my whole being—that even the most cruel outer destruction does not touch that which we ARE in Reality. May I be able to preserve this knowledge.

There is a Zen Buddhist saying: "When an Enlightenedone touches a dry twig, it begins to blossom....."

———

Pages from my Diary

GURUPRIYA DEVI

(Translated from Bengali)

Naimisharanya, 18*th November* 1960.

For the last few days Mataji has been staying in a hut on the bank of the Gomati river. This evening after the *kīrtana*, all came and sat in Mataji's room. Mataji told Dr. Pannalal : "As soon as the last sounds of the *kīrtana* had faded away, a tune, a vision, a vibration came floating along as if from a great distance, yet very distinctly : '*Parameśa śaranāgatoham*, *śaranāgatoham*.'"

Mataji sang these words in various modulations and then spoke again : "Look, *Pitāji*, this has evoked some other memory. About seven days ago, (while waking, not during sleep) this body saw a woman under the mango and neem-trees that have grown into one. She did something there and then vanished. This body was lying here in the hut. But as if there were no wall on that side, everything was clearly visible. And what was seen ? For that woman there seemed to be no difference between excrements and sandal-paste—a state of realization of the *Brahman*. This was the impression she gave."

Mataji did not disclose anything else concerning the matter. There really is something special about those trees. Through the trunk of a mango-tree a neem-tree has grown and another kind of wild tree has also put forth its branches from there. Mataji called it '*Tintirī-tree.*' In Kheora, above the place where Mataji was born, there also a mango-tree and a neem-tree had united into one.

21st November 1960.

This evening Mataji was lying in Her hut. As soon as I entered, She said in a low voice : "I see a child floating on the Gomati river. Having traversed a short distance, it changes into a jet black, very aged human being. A little later again it is transformed into a wild boar. Then, turning into a buffalo it runs towards this body and, as it approaches me, changes into yet another form and disappears."

After a while of silence, Mataji began to speak again : "This morning I saw the brother of teacher Kedar of Dacca, Anadi by name, who had left his home to lead the life of an anchorite. He came clad in the robe of a *sādhu*. Introducing himself, he said : 'I am Anadi'. When asked how old he was he replied, '82½.' He said he intended to get married. While still at home he had incurred a debt. With the money he would receive on marrying, the debt could be cleared. Questioned about the bride's age, he stated : 55. Then this body said : 'Very well, have the wedding performed, but declare openly that you are marrying only in order to get rid of the debt. When this has been accomplished, both of you should again live a life of renunciation.' He agreed to this and went away highly pleased."

Mataji added : "Look, Didi, this place is peculiar. The aforementioned is an example of the fact that *sādhus* are able to take on many bodies. There is nothing incredible about Anadi's debt and marriage. This is what I saw."

22*nd November* 1960.

The *dharmaśālā* and the daily feeding of *sādhus* here are managed by Sri Prayag Narayan Saigal, a devotee from Sitapur. In response to his keen desire, Mataji is here. The whole family are staunch devotees. Coming daily from Sitapur he sees in person to all the arrangements. When he came to-night and sat by Mataji, She said in the course of the conversation : "During this *Samyam Saptah*, the *Brahmavaivārta Purāṇa* was to be read and explained and hence we tried to procure a copy of it. But it could not be found anywhere in Naimisharanya. Just then, Mrs. Modi arrived and asked whether she could be of any service. This body replied : 'No personal service is required. However, one of the *Purāṇas* is not available here. Please, could you send for it ?" Seeing that in a place like Naimisharanya* one of the *Purāṇas* was not to be had, this body said to Sri Avadhutaji : '*Pitājī*, please arrange for all the *Puraṇas* to be kept somewhere in Naimisharanya.' Mr. Modi and a few others were present when this body uttered this."

After a pause Mataji continued : "In this way the *Purāṇa* arrived here within an hour. Just see, had the *Purāṇa* been procured earlier, that conversation would never have taken place. Such is the *Līlā* of God manifesting as the *Purāṇas*.

---

* All the 18 *Purāṇas* are said to have been composed in Naimisharanya by *Riṣi* Vyas.

"When Mr. Modi came and asked this body: 'Which place would be most appropriate ?' This body replied : 'It is for you people to decide. The *purāṇas* may be kept either in Sri Naradanandaji's Ashram, or else in Sri Prayag Narayan's hut, or in the residence of the *paṇḍas*—in fact anywhere you choose."

But not all were satisfied with this. Many felt that, since Mataji had had the *kheyāla* to arrange for a special place where the *purāṇas* should be preserved, the Ashram ought to aquire a plot of land and build a *purāṇa mandir*. Mataji was then asked, which would be the most suitable site for this purpose. She said: "Try to secure the most elevated spot. The recent flood has indicated clearly where this is to be found." When we shifted from Naradānandāji's ashram to the bank of the Gomati, we noticed that the *Hanuman Tila* was the highest elevation in Naimisharanya. Therefore the Ashram is negotiating for some land there.

Mataji had asked Sri Krishnananda Avadhutaji to arrange for the *purāṇas* to be kept somewhere. But seeing that nothing had been done about the matter so far, Mataji called Sri Avadhutaji and Bharatbhai on full-moon day. She requested Avadhutaji to place the volume of the *purāṇa* into Bharatbhai's hands, and told Bharatbhai to read daily some portion from it in Mataji's room. In this manner Mataji's *kheyāla* was made effective. Mataji does not speak in vain. At present the *purāṇa* is kept in Mataji's own room. Where it will be preserved in future, Mataji alone knows.

Today the camp in Naimisharanya will be broken up and Mataji is to leave for Sitapur. After spending one night there we are to proceed to Lucknow. This morning, at about 11 o'clock, Sri Sri Mohanananda Brahmachari suddenly arrived for Mataji's *darśana* with a number of his disciples, both men and women. Their unexpected visit was a pleasant surprise to all of us. Sitting down in front of Mataji's hut, a lively conversation ensued. As regards the fact that we had not been informed previously of their visit, one of the disciples said to Mataji: "Ma, you are all-knowing, why then should we have sent word to you beforehand?" When Sri Mohananandaji also agreed to the remark of his disciple, Mataji said, laughing heartily: "Baba you also share his opinion? In this secular world one should not make transcendental claims. Does omniscience belong to this world? What do you say, Baba?" Mohananandaji said very softly: "After all, everything is the One." Mataji laughed: "Baba, dont you say this because you are at a loss for a reply?"

Later, one of the devotees mentioned that he had heard of certain Gurus who went so far as to beat their disciples. Was that right? Mohananandaji replied: "If a disciple has implicit faith, he may even be beaten. '*Sāma*,, *dāna*, *bheda*, *daṇḍa*.' (Friendship, gifts, differences and punishment)."

Mataji asked: "Do these apply also when dealing with disciples?" Mohananandaji first said "yes", but immediately added: "Of course, these injunctions are actually meant for behaviour in political life." Mataji said laughingly: "This is why the question was put twice,"

After further interesting discussions all were invited to have their midday meal. At Mohananandaji's request, his and Mataji's *asanas* were spread inside the hut and they both took their meal together. Soon after lunch, our visitors had to leave for Lucknow. Mataji accompanied Mohananandaji right up to the car. She told his disciples: "This body has known the Babaji for a good many years. When meeting him for the first time, he was still very young. This is why this body speaks very frankly to him." On taking leave, Mohananandaji and his whole party repeated again and again: "The short time we spent with Mataji was really wonderful!"

16th January 1961.

Since a few days Mataji is staying in Varanasi. This morning I asked Her a question: "So many people want to know Mataji's opinion about all the worship that is offered to Her person and to pictures of Her."

Mataji replied with a smile: "Look, if you ask this body—here, there is no question of opinion or its opposite, of yes or no. In fact, there is nothing to be said. Does anyone offer worship merely to the body? What do you think?"

I put in: "What you have just said is not at all clear to me. Could you please be a little more explicit?"

Mataji: Seen from one angle, nobody worships another. One does *pūjā* to one's own Self. What is your Self, and what is not? Think it over! Call it 'Him' or call it 'Thee', it is all the Lord of Life, the *Ātmā*. 'There is only one Brahman without a second', you people say, don't you. Whatever line of approach you have chosen, along that you should continue to proceed. God is said to be without form, *Saccidānanda*—(Being—Consciousness –Bliss). Again, just as water becomes ice, so the One is Himself also with form. No simile is ever applicable in all respects; take as much of it as fits the occasion. Where He manifests as the actionless Power of Creation, there He is of many forms and modes. Everything is indeed contained within Him—within you; others and your own, whatever it be. As regards worship you should understand that in order to know one's Self, to find one's own Self, one worships in fact one's Self. So then, reflect, whose worship is performed ? Who worships whom ? You worship your own Self; He Himself, you yourself are the worship. When you realize your Self, you are fulfilled in yourself. When one is out to fulfil oneself, to find, to realize one's Self, then the aforesaid is pertinent."

After a short interval Mataji resumed the topic : "Just reflect, He who is the supreme Father, *Puruṣottama*, *Iṣṭa*, *Guru*, He alone manifests in all forms, He alone is worshipped. You consecrate an image, you establish a connection with the Divinity it represents and thereby instil life into it before you use it for worship. You, also worship trees, the Ganga, Jamuna, fire, the cow, Siva, the child Krishna. *Pūjā* means *His* Pūjā. The adoration of all this that is manifested in many modes and in great variety is the adoration of Him alone. Look, by worship the worshipper finds himself—this is the highest fulfilment. Then also, consider, one likes to talk and discuss with one's friends, one's near and dear-ones. Here also, having obtained what one seeks one feels contented. The ultimate purpose of seeking company and conversing together is supreme happiness." Having said this much, Mataji became silent.

17th January 1961.

This morning, at dawn, Mataji left by car for Allahabad. Every year she receives a special invitation to go to the Satyagopal Ashram for three days before Durga Puja. But last time, Mataji could not possibly go there due to Her ill-health. After all these months, Mataji is now at last responding to the urgent requests of the ashramites. Two ladies who have come from foreign countries for Mataji's *darśana* and to spend some time in Her presence, also accompanied Her. They will return to their countries in a few days.

Some days ago, a distinguished Italian lady came to see Mataji. She has come to India on behalf of the U. N. O. and is herself also an eminent scholar of psychology. After having a private interview with Mataji about spiritual questions, she left deeply delighted. She told us that she had been so lucky as to become acquainted and converse with many great leaders, saints, sages and learned men. But never before had she had the good fortune of meeting anyone comparable to Mataji's unique personality.

Mahaśivaratri With Mataji

KRISHNANATH.

Mahaśivaratri with Sri Mata Anandamayi is an unforgettable experience. Those only who have participated in it can appreciate its glamour and grandeur. What seems an impossible feat of endurance in the form of a total, even waterless fast of thirty-six hours and a whole night's vigil spent in worship, prayer and meditation, is not only performed without the least feeling of strain but actually leaves one in a serene state of mind bordering almost on bliss. I can only make an inadequate attempt to convey some idea of how the *vrata* is performed under Mataji's auspices so that those who are unaware of it or deterred by its rigour, may be encouraged to avail themselves of this wonderful opportunity when it accurs again, to learn how this *vrata* should be performed in order to get real benefit out of it.

Mahaśivaratri is undoubtedly one of the principal Hindu holy days observed all over India. Its merits are enshrined in the legend of a hunter, who, after a day-long tracking of game on an empty stomach, is benighted in the jungle and then, to avoid falling himself a prey to wild animals, takes refuge in a bael-tree. Fear keeps him awake all night. On account of his movements, the dew from the leaves and the leaves themselves keep on dropping on a *Linga* or symbolic image of Śiva, which happens to be on the ground below. Even this involuntary performance of the *vrata* (a day of fast and a night of worship of Śiva) takes him to heaven when death claims him the very next day. Devotees who consciously observe these two features of the *vrata* have therefore greater assurance of attaining to bliss. Though it may sound incredible or even absurd to those who do not believe in rituals, the *vrata* as observed in Mataji's Ashram does have a purifying and uplifting effect.

Here the fast itself is a reality and not a farce. Very often a fast means only the foregoing of common articles of food while gorging oneself with milk and milk-made dainties, fruit and other special kinds of diet, thus making a feast out of it ! But in the Ashram it means complete abstinence from eating or even drinking water and it starts from the last meal of the previous day, so that it is in fact a total fast for thirty-six hours. To this complete lack of nourishment is added the night-long worship. Starting from 6 in the evening, the night is divided into four periods of three hours each, the commencement of each period or *prahār* being marked by long ceremonial worship. There are naturally intervals between the ceremonies, but no relaxation is allowed even during these recesses because the worshipper must not leave his seat and is expected to utilize the free time for the performance of *kīrtana*, *japa* or meditation, and avoid falling asleep. How do people stand up to this strain and why do they, at the end, feel not exhausted but exhilarated ?

I think a fast which is performed for a spiritual purpose is quite different from one undertaken merely for health. In the latter case we remain all the time conscious of the body's need and feel the pangs of hunger at our accustomed meal times. In the former, our mind being occupied with spiritual fervour, forgets to think about food. This is particularly so, (as many people have experienced) when the fast is done in Mataji's presence. Besides, abstinence for such a short period as one day, far from having any adverse physical effect, makes one feel light and happy; it gives a much-needed rest to the digestive organs and also helps to purify and etherialize body as well as mind. That exactly is the purpose of the fast : to eliminate physical and mental impurities and thus to prepare the devotee for the worship by endowing him with the necessary humility, holiness and power of concentration; for, has not the Lord said that only the poor in spirit and pure in heart can reach Him ?

As regards the night's vigil, it is the beauty of the ritual that not only sustains but vivifies and electrifies the spirit. It is because a ritual performed artistically and with feeling has this quality of uplifting the spirit and putting it in tune with the Divine, that it forms such an essential part of most religions. Though puritans may sniff at ceremonies, there is no doubt that a ritualistic worship in a colourful background, with brightly hued and fragrant flowers, scented incense, candles waving and bells ringing, has a peculiar appeal to the human heart and mind and helps to induce that love and devotion for the Divine without which it is not possible to approach Him. What I mean will be clearer by a short account of the ceremony.

As the dusk falls, the *vratis* do their ablutions, change into clean pure clothes, perform their own evening worship and wend their way to the hall where elaborate arrangements have already been made for the *pūjā*. At one end is the dais for Mataji with an *āsana* nearby for the officiating priest.

Śiva-lingas are placed in different spots all over the hall. For facility of worship and in order that the floor may not get littered with the offerings made during the *pūjā*, the *Śiva-lingas* are kept in large brass trays. Around each are arranged six or seven *āsanas* for worshippers with all the paraphernalia for the *pūjā* laid out before them, consisting of sandal and saffron paste, *java* and rice, *bel* leaves, *durba* grass, various kinds of flowers and fruits, ablution material, incense sticks, water containers, *dīyas*, etc. In addition a basket full of further provisions of these items is supplied to each group. The Ashram girls must have spent hours in fixing up all this. Some worshippers also bring their own *Śiva-lingas* or pictures, and instruments of worship. The essential feature which distinguishes this *pūjā* from most others is that here the worship is performed collectively, all sitting in groups around every centrally placed *Śiva-linga*, according to the directions given by the prompting priest, that is to say, everyone is an actual participant, unlike other *pūjās* where only one person officiates and others merely watch.

The first *pūjā* which commences at about 7. 30 p. m. is the most elaborate because before starting the worship of the *Iṣṭa* or main deity it is necessary to go through various purificatory rites and also to invoke and worship other deities. Thus, the *āsana* on which the worshipper sits, the containers of water, the water itself, all the other instruments of worship like the bell, the flowers, even the fingers of the worshipper, have to be sanctified by *mudras* and the chanting of appropriate *mantras*. Among the deities to be invoked, Ganesh always comes first—no *pūjā* or even the reading of holy books is ever started without first making obeisance to this god who is the harbinger of everything auspicious. Then other deities like Krishna, Durga, Saraswati, follow. This shows the catholicity of the Hindu. Even though he may be the devotee of a particular deity such as Śiva, Rama or Krishna, the Hindu believes that there is only one God, the One whom he adores, and yet he pays reverence to all other deities as manifestations of the same Godhead. After these preliminaries comes the main *pūjā* of Śiva, which is quite long because He is offered all the sixteen items of worship (षोडशोपचार). There is also *japa* and *prāṇāyāma*. The whole procedure takes over an hour and it is 8.30 or 8.45 by the time the *āratī*, which marks the end of every *pūjā* has been completed. As the second *pūjā* can start after nine there is only a short interval that passes quickly in one or two Kīrtanas and slight relaxation of one's posture.

As one does not leave one's seat or change any of the articles of worship, the preliminaries are dispensed with in the succeeding *pūjās*, which do not take so long. The main variation consists in the bathing material and the offerings of fruits and sweets. At each of the four *pūjās*, Siva is bathed in a different fluid: for the first, milk is used, for the second, curds : for the third, ghee ; and for the last, honey. The priest slowly recites the whole ritual in Sanskrit, stopping after two or three words to enable the worshippers to repeat them. Thus each one actually recites the entire text of the ritual while performing the appropriate actions, the priest telling him in Hindi what to do. This prevents the *pūjā* from becoming mechanical as is the case with most religious ceremonies we see performed, and the worshipper's attention is given fully to the worship, as he has to follow both the words and the actions.

The main problem is the interval between the *pūjās*, which is longer after the second *pūjā* and even more so after the third, when it is past midnight and drowsiness assails you while you are not actually engaged in the activity of worship. How this is overcome as well as how the general strain of the *vrata* is cheerfully borne without any feeling of fatigue may be shown by my two experiences.

The first *Mahaśivaratri Vrata* I ever attended was five years ago in Dehradun. It coincided with the installation of the seven *Śiva-linga* in the newly-built temple there. A big *yajña* was performed in this connection in the morning and various ceremonies of प्राणप्रतिष्ठा (endowing the image with divinity) continued the whole day. We were also asked by Mataji to do as much *japa* as possible and, being new to this, I remember how I marvelled at the way one gentleman (I think it was Sri Aga) sat motionless for over two hours telling his beads. The whole day passed in various activities of this kind which made us oblivious of the fact that we were fasting, though it was the first time I had attempted anything similar. Being a special occasion there was a large gathering for the *pūjā* at night. Even a group of small children-pupils of the Ashram School—did the *pūjā* with Kripal sitting amongst them, but they were allowed to finish by midnight. There must have been several novices like me, so we were told that we could quit after any particular *pūjā* and I felt quite sure I would not be able to hold out till the end. Mataji evidently sensed the need for giving support to waverers like me and sat among us most of the time, encouraging people to sing *kīrtanas* during the intervals and even Herself leading the chant on occasions. In this way, though I did feel the strain somewhat, I managed to stay on till the end, and it was worth while because then Mataji distributed a few Rudraksha Malas and I was the fortunate recipient of one.

This year the *pūjā* was held at Hardwar in the hall of the Śiva temple premises of Baghat house. The Raja himself did the *pūjā* separately in the temple. The number of worshippers in the hall was small and most of them were old-timers. Only one new-comer got marked out by the way he sat down to the *pūjā* in trousers and a bush-shirt ! After the first *pūjā* Mataji very quietly and tactfully had a new *dhoti* presented to him into which he changed before continuing. Mataji for some time went to the Kankhal Ashram where 2 or 3 Brahmacharis were celebrating Śivaratri, and so did not remain with us continually. During the second interval She was suggesting what *kīrtanas* to sing and one very melodious tune in Bengali began to lull me into drowsiness. Then Atmanandaji appeared on the gallery above and sang two *bhajans*. Mataji told her to have some more ready from her 'stock' (that was the English word Mataji used to everybody's amusement) for the next interval. That waiting period turned out to be most trying. Our presiding priest, Nirvanananda went through the third recital rather fast because he must have thought that by then most people knew the words and the actions, but even the time he allowed for doing one *mālā* of *japa* was inadequate. In any case he did not realize the need for prolonging the third *Pūjā* as long as possible in order to diminish the length of the after-midnight vigil. Instead he finished in the shortest time with the result that we were faced with a very long interval. Chitra sang one very sweet *bhajan* and another Ashram girl and Vibhuda were doing their best by turns but, in the absence of Mataji, time was moving very slowly and I could see at least one lady fast asleep, leaning her head open-mouthed against the wall! It was really getting difficult for people to keep awake, when the situation was saved by Didima, Mataji's mother, who is over 86; she came out on the balcony above and started a new *bhajan* which we had never heard before. It went like this:

जय जय विश्वेश्वर, जय त्रिपुरारि। काशी विश्वनाथ, जन्म भिखारी॥

She sang it melodiously and quite loudly for a long time making us all repeat it after her and it effectively woke up everyone from the drowsiness that was stealing over us. I discovered afterwards, however, that one of the girls in the Ashram—I am sure she had worked very hard all day—must have slept even through this. When, a few days later, questioned by some of them about the wording of the *bhajan*, this girl, even though she had been in the *pūjā* all the time, asserted emphatically that Didima had never sung! Anyway, for me the crisis passed and I was able to remain awake. Mataji appeared towards the end. There was the usual scramble to do *pranāṃa* to Her and then we were allowed to collect the offerings of fruit and sweets from our *pūjā*. It was only a little after 4 A. M. and we could thus rest for two hours or so before beginning the next day.

I had been told by a relative who once attended this *vrata* and left by plane immediately after the *pūjā* was over, how etherialized he felt while flying, with the chant of the *pūjā* and the *bhajans* ringing in his ears. My feeling the next day in Hardwar was similar. Even in spite of the fast and vigil, one experienced a peculiar sense of well-being and liveliness, almost as if one were walking on air! We all including Dr. Pannalal, felt so energetic that we first went by car to see the *Saptarshi Ashram* where Rai Bahadur Narayan Das showed us round. We then took a bus to Rishikesh. Not only did I forego my usual siesta but could put up with the long wait for the return bus. After going back to Hardwar, our last act before taking the train for Lucknow that night was a visit to Har-ki-powri. Here we not only watched the glorious sight of myriads of lights being floated by devotees and floated them ourselves, but also took part in the evening worship of *Ganga-Mata* and the big *ārati* with blazing lamps. I was thrilled to the core and for the first time in my life felt that the Ganga was some Divine Presence. The journey to Lucknow was a fitting end to our *vrata*, for Mataji travelled by the same train. We were able to do our *pranāmas* to Her before the train started and throughout the night I was buoyed up by the idea that She was going with us and felt Her presence. Such was the blissul state of my mind after the fast and the night's vigil. If one wants to experience a spiritual glow in the shortest time there is nothing like the *Mahaśivaratri Vrata* done in Sri Mata Anandamayi's presence.

———

A Modern Christian Saint

SARA MASHUKR

Having been asked to write about a modern Christian saint, I should like to tell you about Simone Weil. Some Christians call her a modern saint, and she is certainly one of the few religious geniuses that contemporary Europe has produced. I say 'is' and not 'was', although she died 20 years ago, for the supernatural light that emanates from her being is affecting the lives of thousands today, whereas before her death it was hardly perceived by two or three.

What I have put down in the following are but very fragmentary notes of a lay person who has read the writings of Simone Weil, (mostly letters and diaries) published posthumously. I shall not try to present a genealogy of her thinking or to systematize her thought, but the fact must not be overlooked that her spiritual and intellectual powers were enormous. What I am interested in at the moment is the actual life of a religious genius of our days.

People of Asia often accuse us of inconsistency between what we are and what we think, between our everyday lives and our professed creed. Simone Weil has given an example of complete accordance of the two. In her thinking the ego was a reality, which had to be destroyed for God's sake; therefore her life was marked by merciless severity towards herself

She was born in Paris in 1909 of a wealthy Jewish family, in which religion hardly played any part anymore. In her early youth she seemed remarkable only because of her alert and keen mind that enabled her among other things to qualify herself with the greatest ease as a High School teacher. When, at the age of 22, she accepted a post for the first time, she shocked the people around her by one of those 'exaggerations' which from then became typical for her : She invited some starving unemployed of the city to occupy the empty seats in the dining-hall of the school. At that time she identified herself with the socially handicapped. She took part in their demonstrations, fought in passionate newspaper articles for their rights and meant to force the school to put into practice in an unusual manner the commandment of loving our neighbour. It was neither a party-political outlook (she had, as far as I know, never been a Marxist) nor even an expressly religious impulse that prompted her, but rather her strong sense of justice and her eagerness to share the sufferings of others.

A similar impulse caused her two years later (in 1933) to take leave from school in order to join a motor factory as a simple labourer. Under an assumed name she lived in a miserable room in the midst of the working district, exclusively of her earnings. Although her parents were only too willing to help her financially, she led an existence in no way different from that of her fellow labourers. The headache from which she had suffered since childhood grew worse during this period and tormented her continuously. After twelve months, intense exhaustion forced her to give up this work. She went back to teach, and in summer 1936 travelled to Spain to nurse the wounded of the Civil War. An accident soon forced her to return to France. Up to the beginning of the second World War she continued her teaching and her studies as far as her frail health would permit. When the German troops approached Paris in the summer of 1940, she had to flee with her parents to the south of France. Had she stayed she would, because of her Jewish descent, have immediately been taken to a concentration camp. The family settled at Marseille. Simone Weil volunteered to work on the land. Although it was far beyond her strength she helped in the vineyards, forcing her weak body to toil as hard as robust agricultural labourers did. At that time she lived in a miserable hut on insufficient food, although friends offered her every conceivable comfort. We learn from her diaries that she studied Sanskrit at night and was greatly fascinated by Indian philosophy.

In 1942 her parents fled to U. S. A. from the Germans who had in the meanwhile occupied the whole of France. Contrary to her own wishes and solely out of filial obedience she accompanied her family, but in the very same year travelled to England to place herself at the disposal of the Acting French Government-in-Exile in London. At that time she pleaded with her superiors to enable her to go to Russia secretly. She wanted to help the people of the country who were suffering under the German occupation. The plan failed because of her bad health. She was found to suffer from consumption, yet she did nothing to get better. Finally she died in a sanatorium in 1943 at the age of 34. Although, because of her disease, she should have had specially nourishing food, she refused to eat more than was allowed by the starvation-rations to Frenchman under the occupation. She wanted to share the privations of her fellow-countrymen and actually died due to self-imposed under-nourishment.

Those are the facts of her outward life. About her religious development a letter, dated May 1942, provides some information. Simone Weil writes that "she was born and grew up in the Christian spirit as it were", although for a long time she had known practically nothing 'about Christianity as such. At the age of 14 she went through a spell of serious depression, because she was afraid that "she could never gain access to the realm in which Truth dwells and which is open only to the great Masters." Months later the certainty, one day, came to her that "any human being may enter this realm as soon as he keenly desires Truth." This certainty was based on the fact that whoever hungers for bread will not receive stones' and that "this spiritual hunger is effective in itself."

In her craving for spiritual food she first devoured philosophy and developed a passionate love for everything Greek and for Oriental wisdom, whereas she felt repelled (not without unconcerned subjectivity) by Rome and the ancient Israel, because of the despotism exercised in those empires. The first Christian personality who fascinated Simone Weil was St. Francis of Assisi, that son of a rich Italian family who (like Buddha) led the life of a beggar-monk, and who was related to the whole of creation by a mystical friendship. "I have always hoped that fate would one day force me into that state of a beggar, which he took upon himself voluntarily." In this early predilection we notice a trait that was to become decisive for her whole life: Her longing for poverty and her inclination towards radical asceticism—poverty and asceticism as a path to Truth.

Not until the age of 29 did she have an experience that bound her whole existence to Christ. Her innate, almost unconscious Christianity developed into an explicit Christian attitude, embraced with her entire soul and spirit. She spent Easter 1938 in a monastary. "I suffered from a splitting headache, but then an uttermost effort of attention enabled me to step out of this miserable flesh and to find pure and unalloyed joy in the indescribable beauty of songs and words." Until then Simone Weil had repeated the 'Our-Father' only now and again "as one recites a beautiful poem," but suddenly "it acquired the power of a prayer."—"Once while I spoke it, Christ himself came down and seized me...... Through my sufferings I felt the presence of a love, such as one perceives in the smile of a beloved countenance." Behind these cautious words is hidden a first experience of the mystic union, and from here Simone Weil gains access to the mystic literature of the Christian Middle Ages and of Asia.

In the letter already mentioned we find the following passage : "In 1941 I read the Bhagavad Gita. Strange, when I read those wonderful words, so much like Christian sayings, avowedly spoken by an incarnation of God, it happened that I was overcome by the strong feeling that we owe to religious truth very much more than the assent one grants to beautiful poetry, a confirmation of a much more categorical order".

At that time she was considering the question of whether she should be baptized and thus enter the Catholic church, so as to give her approval of the Christian faith this definite form. There are several reasons for her not doing so then or later. I shall mention here only the most important one : Again and again she confesses her love for Christ as the centre of her faith, and she finds, besides criticism, also words of the most tender love for the Catholic church, but she persists at its threshold : "I shall remain on the side of all the things that cannot enter the church. Wide realms of secular life in Europe, large parts of science, and above all the great religions of Asia have no place in the church, "this universal house of acceptance." The church itself draws the line against these spheres. To Simone Weil such exclusion was painful. "The love for those things that stand outside of visible Christianity holds me outside of the church."

The more earnestly she studied the non-Christian religions, the more distinctly did she recognize in them too the light of the same Truth that came to men through the incarnation of God in Christ. To make this intelligible, I must now explain her most important religious thoughts. Simone Weil saw everywhere in the world two opposite forces at work: the power of gravitation, and Grace. "All natural movements of the soul are subject to laws that correspond to those of physical gravitation. Exceptions are worked solely by Grace. Men are by nature selfish, hungry for power, greedy for possessions, etc. Whenever we overcome those cravings, be it for the love of God or for the love of a human being, divine Grace is working through us..."

History is one giant field of gravitation, because it is the realm of the struggle for power. It is part of the essential nature of divine Grace that it does not set up power against power, but reveals itself in weakness and poverty. Through the child Jesus of Nazareth, born in a stable, the Reality of God enters history.

In the creation of the universe God emanated the world out of Himself, and the biblical legend of Adam and Eve's fall tells us that this separation of creation from the Creator was followed by man's fall into sin, that is to say into godlessness. Such laceration can only be healed by the Grace of God. In the shape of his son Jesus Christ it comes to men as their saviour. He is poor and weak and teaches them to love God and one another. At the end He is nailed to the cross like a criminal, because the ruling caste of priests sees in him a dangerous adversary. But he defeats the power of evil and reconciles God and the world with each other.

Simone Weil says in this context : "Every unjust deed forces its victim to return evil for evil. Only when the evil deed meets with a completely pure soul as that of Christ, it does not call forth revenge but suffering, then the causal chain of evil is broken. Jesus is the innocent lamb of sacrifice. He voluntarily takes upon himself the sins of the world—its being evil—and bears it unto death. Whoever believes in him is reconciled with God in love.

"But also in the world after the death of Christ gravitation rules, while Grace is hidden like a tiny mustard seed that reposes within the earth and from which one day a large tree could grow." Again and again Simone Weil experienced the absence of God. "God cannot be present in creation in any other form except that of absence." "When we cry for an answer and it is denied to us we touch the silence of God" and “this world, insofar as it is entirely void of God, is God Himself.”

The void (by medieval mystics sometimes called “the dark night of the soul”) was experienced and pondered over by Simone Weil time and again. It is mysteriously connected with Grace. “Not to exercise all the powers at one's disposal, that is tolerating the void. It contradicts all natural laws. Grace alone can do it.”—“Grace is fulfilment, but it only finds access where there is a void to receive it, And it is Grace itself that creates this void.” “Loving Truth means tolerating the void and therefore accepting death. Truth is on the side of death.” Death means here detachment from all ties in the world. Unless this has been achieved, the void is not transformed into Grace. Detachment is reached by two methods: through suffering and by emptying the will. “The greatness of Christianity lies in the fact that it seeks not after a supernatural cure for suffering, but after a supernatural application of suffering.” ... “Not to strive after less suffering, but after not being changed for the worse by suffering.” ... “Every pain that does not detach us is pain wasted. Nothing is more dreadful. Desolate cold. The soul curls up like a dry leaf.”

And on emptying the will : “To detach our desire from all possessions and then to wait...”—“In everything, whatever it may be, to be void of willing, to will the void......” But in this utmost desolation without any comfort, indeed renouncing every hope, “the soul must continue to love into the void.”—“To love God right through the destruction of Troy and Carthage, and without consolation. Love is not consolation, it is Light.”

The last thing from which man can and must detach himself when all desire has been overcome, is the ego : "We possess nothing in the world, for everything can be taken from us by accident, except the capacity to say: 'I'. This we ought to surrender to God, in other words, destroy." One cannot offer any sacrifice except the ego, and everything one calls 'sacrifice' is only a label on something offered in place of the ego. "The ego is never destroyed by pressure from outside without resisting most violently." If one renounces this resistance (against a misfortune) for the love of God, then the destruction happens from within.

This is the path that Simone Weil trod to the very bitter end. She did not resist the misfortune of her illness and agreed to the total destruction of the ego unto death, in a foreign country, among indifferent people. In her records there are several remarks indicating that she wished for herself as the highest earthly fulfilment to share the passion of Christ. I should think, God granted her this.

One may ask what constitutes the fascination of this life. I met former soldiers of the Spanish Civil War. They told me of Simone Weil: "She used to dress without any interest for what looked attractive. She was always silent and serious and would not suffer anyone to assist her in any way or do her a favour." Evidently her feeling of solidarity with all suffering people was coupled with a deep reluctance to communicate herself in any way. She never did anything in order to shine or please. Whoever had the courage and tenacity to penetrate through her outward roughness to the kernel, met with a soul equally tender, very pure and at the same time wholly uncompromising. Even where she loved she was always unyielding. The shortness and consuming intensity of her life did not allow her to integrate harmoniously those traits which at first sight appear to be eccentric contortions or exaggerations. She did not grow old enough to gain patience, softness, serenity and the effortless detachment from the 'I' which maturity offers.

In Europe today there are many who consider everything concerning God as belonging to the realm of suffering and privation. To some of them Simone Weil shines as a straight, brightly burning flame, because of the integrity of her character, her intellectual severity, the bold ruthlessness with which she subjected her sensitive nature to asceticism, and the uncompromising unity of thinking and being that she achieved.

Matri Lila

(April 1st—July 15th, 1963)

After a fortnight of comparative quiet and rest at Vindhyachal, Mataji reached Delhi on April 12th. On the 14th Chaitrya Sankranti, Didima's *Sannyāsa Utsava* was celebrated in our Ashram at Chandraloka New Delhi by a full programme of Puja, Kirtan etc. Fifty sadhus had been specially invited for a feast at midday, and about 500 people in all partook of the meal. In the evening Sri Maheshanandaji of the Nrisinha Giri Ashram, Delhi, gave a fine talk on *Sannyāsa* and Swami Sivananda Giri spoke about Didima and her extra-ordinary life. At night there was illumination.

On April 16th Mataji left Delhi for Hardwar, where She reached the next morning early. Her stay there of five days was divided between our Ashram at Kaṇkhal and Baghat House, Kharkhari. In both places some of our *naistik brahmacharis* were performing rigorous *tapasya*. One day, when Mataji went for a stroll on the bank of the Ganges She was reminded of the time when She stayed at Hardwar and Kankhal with Bholanath, Bhaiji and Swami Akhandananda (Gurupriya Devi's father). She also related about Her trip to Mansarovar. On the way to Kailash they came across a valley called Mantāl that is so deep that the rays of the sun cannot penetrate. It is so dark there that at times the stars are visible in the day. The people round about believe that one who comes to the valley and is unable to see the stars, will die soon. Bhaiji could not see the stars. It so happened that he left his body soon after returning to Almora from Kailash.

As usual at Hardwar several Europeans came to see Mataji and had talks with Her.

On April 22nd early morning Mataji motored to Dehradun. Before going to the Kishenpur Ashram She went to the Civil Hospital to see a devotee, Sri A.P.Dikshit, Collector, who had just undergone an operation. During Her stay at Kishenpur, She one day related to us in detail how, when Mataji had gone to Jodhpur in February, having left Didima and some others at Kankhal, Didima appeared to Her in her subtle body on February 11th and indicated to Mataji that she intended to leave this world the next day. But Mataji did not agree and requested her to remain in the body for some time more. To confirm this also physically, She had a wire despatched to Sri Narayan Swami who was at Kankhal with Didima, asking him to be careful and see that Didima kept good health. Everyone at Kankhal wondered why the wire had been sent, since Didima was in any case leaving Kankhal on the 13th night in order to join Mataji in Delhi on the 14th of February. Many other interesting incidents were related to us by Mataji in this connection, which may be published in future in the form of a separate article. Didima is not ill, but at the age of 87 her health is naturally frail. Nevertheless she still follows Mataji almost everywhere and bears the strain of this constant travelling with admirable poise.

Before leaving Dehradun on April 29th Mataji visited a devotee's house at Raipur on way to the railway station. She took the night train to Delhi and from there proceeded straight to Calcutta to be present at Her birthday celebrations, that were observed from May 3rd—12th. At Burdwan Mataji suddenly decided to detrain and thus reached Calcutta in the evening of 1st May to the disappointment of many devotees who were waiting to receive Her at the Howrah station in the early morning and found that the party had arrived without Her.

An imposing hall and some living rooms have recently been added to the Agarpara Ashram and were inaugurated on the auspicious occasion of Mataji's birthday celebrations. Arrangements had been thought out with such care this time, that even the unmanageable crowds of Calcutta were kept in check, although they were still very noisy. A special passage for Mataji's sole use constructed, leading from Mataji's room directly to Her seat in the hall, so that nobody can crowd round Her. The celebrations proceeded with much fervour, yet in harmony and order, inspite of the very large attendance. A number of well-known Mahatmas were present, such as Sri Sri 1008 Swami Santananda Saraswati, who is the Jagatguru Shankaracharya of Jyotirmath, Sri 108 Haribabaji Maharaj, Sri Krishnananda Avadhutaji and others. Amongst those who came for Mataji's *darshan* was the renowned dancer Sri Uday Shanker who has known Mataji for many years. One day Mataji visited the famous Sanskrit College at Calcutta.

On May 13th, Mataji left for Varanasi, as Sri Gurupriya Devi was very much ill. Sri Haribabaji also flew to Varanasi, especially to see Didi.

We are happy to say that Didi's (Gurupriya Devi's) health has lately much improved. She was able to proceed to Bombay in the last week of May for a thorough medical check-up and has reached Dehradun on the 15th July.

Mataji reached Ranchi on May 21st while most of Her party had already gone there straight from Calcutta. Sri Haribabaji & the Rasalila party that always accompanied him had also come to Ranchi. Satsang was held daily, ending with half an hour when Mataji would reply to questions. The performances of *Krishnalila* & *Mahaprabhulila* delighted the audience as usual.

From May 27th to 30th Mataji was at Jamshedpur, putting up at Satya Narayan Mandir. During the *satsang* many interesting questions were asked and replied to. On the 29th *akhanda* kirtana was held.

From 1st—17th June Mataji again remained in Ranchi. During Her stay there She visited the houses of several devotees. On the 17th She left for Patna, reaching on the 18th. On the 20th She proceeded from there to Rajgir, where She spent two days together with Sri Haribabaji, who had never before been there. After one more day at Patna, Mataji took the train to Roorkee, where a car waited for Her to drive Her to Hardwar on the 25th early morning.

At Baghat House, Kharkhari a *Bhagavat Saptaha* was observed from June 28th to July 5th. It was arranged according to Didima's wishes, not for the good of any deceased person's soul, but just for the love of God. This is called '*niṣkāma*'. Didima's son and his wholef amily took an active part in the Saptaha, having come specially from Varanasi for the occasion.

During Her stay at Hardwar many distinguished persons came for Mataji's darshan, among whom special mention may be made of Shri Chavan, the Defence Minister, Government of India.

The number of visitors that flocked from all over North India increased daily, until it became a large crowd on *Guru Purnima* day, July 6th. Many travelled from great distances to pay homage to Mataji and Didima on this auspicious day. One of the items of the day's programme was a feast given to 108 *Kumaris* on the veranda of the *Śiva mandir*. While they had their meal, *ārati* was performed to them by the Brahmacharinis of our Ashram, who circumambulated in a line between the *Kumaris* who sat on both sides of the veranda. Each Brahmacharini was wielding one of the instruments with which the worship is performed while Mataji Herself topped the line, throwing sweet smelling flowers to each one of the *Kumaris* and saying: "*Puṣpanjali*" (Flower offering done to a deity.) The idea being that the Divine Virgin is adored in the form of the little girls. The following night there was a lunar eclipse, which was celebrated by *kīrtana* in Mataji's presence on the roof of the Baghat House from 2 to 5 a. m.

Many visitors left already on the 6th. Mataji and the rest of the party dispersed on the 7th early morning, Mataji proceeding by car to the Kishenpur Ashram at Dehradun where She is expected to stay for a few weeks.

Registered with the Registrar of Newspapers for India under No. RN 4727/57

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

LIST OF PUBLICATIONS

Hindi

Mātri Darshan—"Bhaiji"	2-50
Sad Vāni "	1-00
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi	
Vol. I, III, V and VI	each 2-00
Vol. II and IV	" 3-00
Ma Anandamayi—Dr. Pannalal	2-50
Ma Anandamayi Upadeshamrita Sangraha	(Out of print)
Akhanda Mahāyajña—Gurupriya Devi	2-50
Kirtan Rasa Swarūpa	6-00
Sankirtan, Stav, Aratī	0-40

Bengali

Mātri Darshan—"Bhaiji"	2-00
Sad Vāni "	1-00
Mātri Vāni	0-75
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi	
Vol. I–IX	each 2-00
Vol. X, XI	each 2-50
Ma Anandamayi Upadeshamrita Sangraha	1-50
Akhanda Mahāyajña " "	2-50
Kirtan Rasa Swarūpa	6-00
Suno Bali Maer Kotha—Sailesh Brahmachari	1-25
Mātri Lila Sankirtan	0-31
Anandamayi Ma—Ganga Samiran	2.50
Namavali— "	0.50

Gujarati

Mātri Darshan—"Bhaiji"	1-50
Ma Anandamayee Ke Sannidhyame, Part I & II—Br. Kantibhai	2-00
Amrit Vani—Br. Dattatreyanand	2-00

English

Mother As Revealed to Me—"Bhaiji"	4.00
Mother As S(een by Devotees (A Symposium)	3-00
Mātri Vāni (Sayings)	1-25 Special edition 1-50
Words of Sri Anandamayi Ma	Rs. 3-00 or 5.00 (Rexin bound)

Photos etc.

Album of Mother's pictures	1-50
Photos—various sizes ranging from	0-37 to 15.00

Ananda Varta

BENGALI & ENGLISH

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

श्रीश्री आनन्दमयी संघ
मातृ शरणं

Vol. XI

November, 1963

No. 3

Ānanda Vārtā

A quarterly journal dealing mainly with the divine life and teaching of Shree Shree Ma Anandamayee and with other religio-philosophical topics

*

BOARD OF EDITORS

Mahamahopadhyaya Sri Gopinath Kaviraj, M. A., D. Litt.
Kumari Lalita Pathak, M. A.
Kumari Padma Misra, M. A., Acharya.
Kumari Bithika Mukerji, M. A., D. Phil.
Brahmacharini Atmananda.
Sri Sailesh Brahmachari.
Sri Amulya Kumar Dutta Gupta, M. A., B. L.
Sri K. Bose—*Managing Editor.*

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

Annual subscription (postage free) India—Rs. 5/- only
Foreign—(By Sea Mail) Rs 6/- or 10 shillings or $ 1·50
(By Air-mail)—Rs. 15/- or £ 1-5-0 or $ 3·50.

ĀNANDA VĀRTĀ

GENERAL RULES

1. The magazine is published in three separate editions—(1) Hindi-English (2) Bengali-English (3) English—in the first weeks of May, August, November and February. The year begins from May.

2. Subscriptions are always payable in advance. Foreign subscriptions may be sent either by International Money orders or Postal orders.

3. Subscriptions to be sent to :—

The General Secretary, Shree Shree Anandamayee Sangha,
Bhadaini, Varanasi, (U. P.)

4. All correspondence regarding 'Ananda Varta' should mention without fail the subscription number and addressed to :—

The Managing Editor, "Ananda Varta", Shree Shree Ma
Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi, (U. P.)

5. Complaints about non-receipt of the magazine should be sent *by the second week of the month of publication.*

6. Any change of address should be intimated to the Managing Editor at the earliest possible opportunity.

7. Subscribers are requested not to "dishonour" any issue of the magazine sent by V. P. P., as this entails a considerable loss to the Ashram fund. They may kindly inform us *beforehand* if they desire to discontinue subscribing to the magazine.

Published by Shri K. Bose, for
Shree Shree Anandamayee Sangha, Varanasi.
Printed at the Indian Press (Pvt.) Ltd., Varanasi Branch, VARANASI.

—*An unpublished photo of Mataji.*

CONTENTS

Bengali Section

1. মায়ের কথা 113
2. ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা—গুরুপ্রিয়া দেবী 115
3. আনন্দম্—শ্রীবিভুপদ কীর্ত্তি 123
4. ত্রয়োদশ সংযম মহাব্রত—সৎ-সঙ্গী 124
5. আমার ধর্ম্ম জীবনের সূচনা—শ্রীঅরুণ প্রকাশ বন্দোপাধ্যায় ... 134
6. শ্রীশ্রী গিরিজী প্রসঙ্গ—স্বামী শিবানন্দ গিরি 138
7. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—শ্রীঅমূল্যকুমার দত্ত গুপ্ত, এম. এ., বি. এল. 149

CONTENT'S

English Section

Page No.

1. Matri Vani 99
2. Conversations with Sri Sri Anandamayi Ma—
Prof. B. Ganguli ... 101
3. Pages from my Diary—Gurupriya Devi ... 105
4. Mottoes and Sayings of Swami Sivananda ... 112
5. Talk with Swami Ramdas—
Recorded By "K" ... 115
6. The Master as I Adore Him—
Prof. K. R. R. Sastry ... 118
7. Sri Vallabhacharya and His
Philosophy—T. Krishnaji ... 121
8. New Diary Leaves—Atmananda ... 131

Ānanda Vārtā

"নিজেতে নিজে নিজ প্রকাশের জন্য আপন ডাক আনন্দ।"

VOL. XI] NOVEMBER, 1963 [NO. 3

মায়ের কথা

"গুরুর নির্দ্দেশে চলাই আত্মোপলব্ধির উপায়। ভগবান প্রাপ্তির ইচ্ছায় কুণ্ডলিনী জাগরণের ক্রিয়াদি যেখানে হয়। তিনি সাড়া দেন না, তা' হতে পারে না। ভগবানকে বাস্তবিক চাইলে তিনি প্রকাশ হবেন না, ইহা কি কখনও হয়? ভগবানকে পাওয়ার জন্য কুণ্ডলিনী জাগ্রতের ক্রিয়া করা। আর ফল হয় না তা হয় না, বিশ্বাস যেন রাখে।"

* * *

"সাধনার যাহা অনুকূল ধৈর্য্য, তিতিক্ষার আশ্রয়ে তাঁর সন্ধানে প্রসন্ন মনে অবাধ গতিতে চলার চেষ্টা করা। অন্তর্যামী দেবতাকে বাইরে ভিতরে প্রকাশিত করতেই হবে।"

* * *

"সর্ব্বদা প্রসন্ন ভাব রাখা, তা' হলে আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার অনুকূল হয়। মনমরা ভাব থাকলে পরমার্থ পথের বাধা জন্মায়। যখন তাঁকে নিয়ে থাকতে হয়

নির্ব্বন্ধন হয়ে চলা। অন্তরে অন্তরে মনকে চালনা করে অন্তর্যামী পরম দেবতার সন্ধানে চলে প্রকাশ করা চাই না কি ?"

* * *

"বৃথা বাজে কথা বলে, যা বাজে তাঁর দিকে যেতে বাজে—বাঁধে, সেই দিকে ত যুগ-যুগান্তর কাটান হল। এখন ফিরে চল সব আপন ঘরে। রাস্তায় থেকে থেকে রাস্তার কষ্ট আর কত সহ্য করা ? তাঁর দিকে, তাঁর নামে, তাঁর ভাবে যে থাকে, যেমন তেমন ভাবে থাকলেও অগ্রসর, এইটি সর্ব্বদা মনে রাখা। তাঁর ছোঁয়া পেলাম না অতএব বাইরের রস নিয়ে থাকবার দিকে চলা, কখনই কল্যাণের পথ নয় মনে রাখা।"

* * *

"তৎচিন্তায় সর্ব্বক্ষণ ব্রতী থাকতে চেষ্টা করতে হয়। অন্য চিন্তা মানে দুশ্চিন্তা। হাতে ধরেছেন চিন্তা কি ? মনকে প্লাবিত করতে নেই। একমাত্র পরম চিন্তায়ই প্লাবিত হওয়া।"

ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা

গুরুপ্রিয়া দেবী

৯ই জুন, ১৯৬১

মা আজ বম্বে হইতে পুণা আশ্রমে আসিয়া পৌছিলেন। গত ১৩ই মে মা এখানে আসিয়া আশ্রমের উদঘাটন করিয়াছিলেন। পুণার বিখ্যাত I. C. S. Colony তে এই আশ্রমটি। একেবারে গণেশ খিন্দ রোডের উপরে—অতি সন্নিকটেই পুণা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজ-ভবন। স্থানটি অতি মনোরম। স্থানীয় ভক্ত পরিবার শ্রীভগবান দাস নাগপাল এবং তাঁহার স্ত্রী বিষ্ণাবাঈ মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা সহকারে আশ্রমের নামে তাঁহাদের এই নবনির্ম্মিত বাড়ীটি দান করিয়াছেন। পুণা ও বম্বের ভক্তদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাড়ীর সম্মুখস্থ অনেকটা জমি আশ্রমের পক্ষ হইতে ক্রয় করা হইয়াছে।

হরিবাবাজীও মা আসার কিছু পরেই আসিয়া পৌছিলেন। আশ্রমের জমির উপর বাম পাশে বিরাট প্যাণ্ডেলের ব্যবস্থা হইয়াছে নিত্য সৎসঙ্গের জন্য।

১৪ই জুন, ১৯৬১

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় হাসপাতাল হইতে ছুটি পাইয়াছেন আজ ২/৩ দিন হয়। সকালে এখানে আসিয়া পৌছিলেন। শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায়ের আশ্রমের সম্মুখস্থ একটি বাড়ীতে তাঁহারই অনুরোধে কবিরাজ মহাশয়ের থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে।

২৩শে জুন, ১৯৬১

রাষ্ট্রপতি কয়েকদিন হয় পুণাতে আসিয়াছেন। আশ্রমের অতি নিকটে রাজ-ভবনেই আছেন। আজ সকালে রাষ্ট্রপতির সেক্রেটারীর মধ্যে একজন আসিয়া বলিয়া গেলেন যে সন্ধ্যা পৌনে ছয়টায় রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ এবং

রাজ্যপাল শ্রীপ্রকাশজী মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন। মার কাছে একটু একান্তে বসিবার ইচ্ছা তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন। তাই সৎসঙ্গের প্যাণ্ডেলে না করিয়া মার ছোট ঘরটিতেই তাঁহাদের বসিবার ব্যবস্থা করা হইল।

বিকাল সাড়ে পাঁচটার একটু পরেই তাঁহারা আসিয়া পৌছিলেন। সঙ্গে শ্রীপ্রকাশজীর পুত্রবধু এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে ৫/৬ জন। শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপ্রকাশজী তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন।

মার সম্মুখে বসিয়াই রাজেন্দ্র প্রসাদজী মাকে বলিলেন—"আপনি কিছু উপদেশ দিন আমাদের কল্যাণের জন্য।"

মা—"পিতাজী, এই শরীরেরত ওসব আসেনা। তবে অনেক সময় কথা প্রসঙ্গে টুটি-ফুটি কিছু কিছু কথা আসিয়া যায়। (কবিরাজ মহাশয়কে দেখাইয়া) এঁরা পণ্ডিত লোক, সুন্দর সুন্দর কথা সব বলিতে পারিবে।"

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—"আপনারা প্রশ্ন করুনত।"

তখন শ্রীপ্রকাশজী বলিলেন—"মাতাজী, আমার মনে একটি প্রশ্ন প্রায়ই ওঠে এবং অনেককেই করিয়া থাকি। ব্যাবহারিক জীবনে আমরা নানারূপ ছল চাতুরী, শঠতা দেখিতে পাই। কিন্তু তাহার সহিত আধ্যাত্মিক জীবনের কিভাবে সমন্বয় হইতে পারে।"

মা আস্তে আস্তে সুরু করিলেন "পিতাজী, একটা অনেকদিনের কথা মনে পড়িয়া গেল। এই শরীর তখন মুসৌরী পাহাড়ে ছিল। একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে দেখা গেল একটি মাঠের মধ্যে অনেক ছোট ছোট ছেলেরা খেলা করিতেছে। হঠাৎ একটি ঘণ্টা বাজিবা মাত্র যে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই স্তব্ধ হইয়া গেল। ইহাই হইল নীতির দিক। সেইরকম মানুষের জীবনে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক মত পালন না করা হয় নীতি ও বিধির দিকটা গড়িয়া উঠিতে পারে না। চারটি আশ্রমের মধ্যে প্রথম আশ্রমটিই যদি ঠিক না থাকে তবে বাড়ীর ভিত্তি যেমন পাকা না হইলে বাড়ীর

পক্ষে ভয়ের কারণ থাকে সেইরূপ মানুষের জীবনের ভিত্তিও যদি ঠিক না হয় তবেই যত কিছু বিরোধের উৎপত্তি দেখা দেয়।"

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদজী জিজ্ঞাসা করিলেন—"আধ্যাত্মিক জীবনে রুচি ও নিষ্ঠা কিভাবে হইতে পারে?"

মা এক কথায় জবাব দিলেন—"পিতাজী, অভ্যাস যোগ। অভ্যাস যোগের দ্বারাই এই পথে রুচি ও নিষ্ঠা আসে।" এইরূপ সুন্দর সুন্দর অনেক কথা প্রায় ৪৫ মিনিট ধরিয়া চলিল।

উপস্থিত সকলকে কিছু মিষ্টি ও ফল এবং সরবৎ দেওয়া হইল। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদজীর হাঁপানীর কষ্ট একটু বাড়িয়াছে। তাই তিনি আর কিছু নিলেন না। হাতে রুমাল বাঁধিয়া একটু ফল মিষ্টি মার প্রসাদ স্বরূপ দিয়া দেওয়া হইল।

হরিবাবাজী বিকালে একটু বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকেও মার ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। মা তাঁহাকে ২।৩ বার একটু হরি কথা বলিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদজী বলিলেন—"বাবা কৃপা করিলেন না।"

প্রায় সাড়ে ছয়টার পর সকলে মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে মা কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া শ্রীদিলীপ কুমার রায়ের মন্দিরে গিয়া একটু সময় বসিলেন। পরে কবিরাজ মহাশয়কে তাঁহার বাড়ীতে নামাইয়া দিয়া মা ফিরিয়া আসিলেন।

২৪শে জুন, ১৯৬১

মে মাসের প্রথমে ফ্রান্স হইতে আরনেঁ্যা দেজারদ্যঁ সস্ত্রীক মার কাছে এলাহাবাদে আসিয়াছিলেন। সেই হইতে প্রায় সর্ব্বদাই মার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। মধ্যে দুই সপ্তাহের জন্য মার অনুমতি লইয়া দক্ষিণে স্বামী রামদাসজী ও মহর্ষি রমণের আশ্রমে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। আবার মার

নিকটেই পুণাতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আরনেঁ্যা ফ্রান্সের একজন খ্যাতনামা টেলিভিশন ক্যামেরাম্যান। স্বামী স্ত্রী দুজনেরই শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাব। প্রথম ১৯৫৯ সনে কাশীতে ৺দুর্গা পূজার সময় তাঁহারা আসিয়া মার দর্শন লাভ করেন এবং মার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি দিন থাকিয়া মার ফিল্ম তুলিয়া লইয়া গিয়া ফ্রান্সে নানা স্থানে তাহা টেলিভিশনে দেখাইয়াছেন। মার ফিল্ম দেখিয়া তাঁহার অগণিত দেশবাসীদের অসীম উৎসাহ ও আগ্রহে অনুপ্রেরিত হইয়া পুনরায় এই বৎসর ভারতে আসিয়াছেন মার নূতন ফিল্ম তুলিবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু মার ত এসব দিকে বিন্দুমাত্রও খেয়াল নাই—আগ্রহও নাই। তাই ফাঁকে ফাঁকে যেখানে তিনি সুযোগ পাইয়াছেন সেখানেই কিছু কিছু ফিল্ম তুলিয়া লইয়াছেন।

আরনেঁ্যার নেওয়া নূতন ফিল্মের কিছুটা অংশ আজ শ্রীহরিবাবাজী ও মা এবং উপস্থিত সকলকেই দেখান হইল। সংবাদ পাইয়া শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় ও ইন্দিরা দেবী ২।১ জন ভক্ত সহ আসিয়াছিলেন। যদিও Technicolour film এর উপযোগী ভাল Projector এখানে পাওয়া গেল না তবুও ফিল্ম দেখিয়া সকলেই একেবারে মুগ্ধ। আরনেঁ্যা ও তাঁহার স্ত্রী ডেনিসের মুখেও কতই না তৃপ্তির প্রকাশ। ডেনিস্ আগামী কাল সকালেই দেশে ফিরিয়া যাইতেছে। আরনেঁ্যা আরও ৬।৭ দিন পরে যাইবে। যদি এই কয়দিনে আরও কিছু ছবি নিবার সুযোগ পায় এই আশায়।

৩০শে জুন, ১৯৬১

গোয়ালিয়রের মহারাজা সিন্ধিয়া বর্ত্তমানে এখানেই আছেন। এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হন নাই। তবু প্রায় রোজই সন্ধ্যায় মার দর্শনের জন্য আসিতেছেন। তাঁহার প্রাইভেট ডেরী ফার্ম্ম হইতে মার জন্য প্রত্যহ খাঁটি গরুর দুধ পাঠাইয়া দেন গাড়ী করিয়া। প্রথমে মহারাণী বিজয়ারাজেই মার নিকট আসা যাওয়া করিতেন। কিন্তু কিছুদিন ধরিয়া মহারাজাও মার প্রতি বেশ আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাতে সকলেই একটু বিস্মিত হইয়াছে। কারণ শোনা গিয়াছিল

যে তাঁহার আধ্যাত্মিক দিকে কোনও রুচিই নাই। মার কৃপায় যে কাহার কখন কোনদিকে পরিবর্ত্তন দেখা যায় তাহা বলা দুঃসাধ্য।

২রা জুলাই, ১৯৬১

আজ সকাল হইতেই প্রবল বৃষ্টি চলিতেছে। তাহার মধ্যেই বম্বে হইতে ভাইয়া[*] লীলা বেন, মেয়ে সুনয়না এবং নবজাত শিশুকে লইয়া মার দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। সুনয়নার ছেলেটিকে প্রথম দিন মা বম্বেতে দেখিয়াই বলিয়াছিলেন, তাহার কান দুইটি অসাধারণ। আজ মার কাছে আসা মাত্রই বাচ্চাটি বার বার মার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়। আর যতবারই তাহাকে সোজা করিয়া রাখার চেষ্টা করা হয় সে ততবারই ঝুঁকিয়া একেবারে মার পায়ের কাছে মাথাটি নিয়া যাইতেছে। মাত্র ৫ মাসের শিশু। তাহার এই অদ্ভুত আকর্ষণ দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া গেলেন। ঘরে আরও অনেকেই আছেন। কিন্তু শিশুটির সে সব দিকে খেয়াল নাই, তাহার সমস্ত দৃষ্টি মার দিকেই।

মা হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া দুই হাত দিয়া তাহাকে তুলিয়া তাহার দুই গালে মাথা ঠেকাইয়া খুব আদর করিলেন। শিশুর মাথায় বারবার হাত বুলাইয়া দিলেন। তাহার সে কি আনন্দ। এ দৃশ্য সত্যই বিশেষত্বপূর্ণ। কারণ মাকে কখনও এইরূপ ভাবে কোনও শিশুকে নিজের হাতে তুলিয়া নিতে দেখা যায় নাই। উপস্থিত সকলেরই মনে হইল শিশুটির পরম সুকৃতির কথা। পূর্ব্বজন্মে সে কে ছিল তাহা মা-ই বলিতে পারেন।

১০ই জুলাই, ১৯৬১

বম্বে হইতে কানিয়া ভাই[†] সস্ত্রীক আসিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী খুব সুন্দর ভজন

---

[*] শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহ ইনি New India Assurance এর Managing Director এবং বম্বের একজন বিশেষ খ্যাতনামা পুরুষ। মায়ের প্রতি ইঁহাদের সকলের ভক্তিশ্রদ্ধা অপরিসীম।

[†] শ্রী ডি, আই, কানিয়া—ইনি বম্বের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী—স্যার চুণীলাল মেহতার জামাতা।

গান করে। স্বভাবটিও অতি মধুর। জয়াবেন কথায় কথায় মাকে বলিতেছে—“কি করিব সংসারত করিতেই হয়। উহাও ত ভগবানেরই দান।”

মা—“নিশ্চয়ই, সবই তাঁহারই—তিনিই। যখনই সংসারের যে কোন কাজ করিবে মনে রাখিবে তাঁহারই সেবা। তিনিই এই এই রূপে। তবেই তাঁহার কাছে সব সেবা পৌঁছিয়া যায়। আসল কথা তাঁহার ভাব নিয়া তাঁহাকে নিয়াই সব কিছু করা—থাকা।”

গতকাল রাত্রে কানিয়া ভাইর সঙ্গে মার অনেক সুন্দর সুন্দর কথা হইতেছিল। সে অনেক দিন আগের কথা। একবার বাঁধে মাকে হরিবাবা বিশেষ শোভাযাত্রা করিয়া হাতীর পিঠে লইয়া গিয়াছিলেন। বিরাট হাতীর পিঠে হাওদা। ওঠাই মুস্কিল। হরিবাবা কোনও ভক্তকে বলিয়াছেন পিঠ দিয়া বসিতে যাহাতে মা তাহার পিঠের উপর পা দিয়া হাওদার উপর উঠিতে পারেন। মা ত তাহাতে কিছুতেই রাজী নন। অগত্যা হরিবাবা আর এক কাণ্ড করিলেন। তিনি নিজে তাঁহার হাত পাতিয়া দিয়া বলিলেন হাতের উপর পা দিয়া উঠিয়া যাইতে। মা যে তাহাতেও কিছুতেই রাজ্জী হইবেন না তাহাও জানাই। হঠাৎ মার কি খেয়াল হইল ইঁতুর যেমন ভাবে উঠিয়া যায় সেই ভাবে খুব তাড়াতাড়ি মা যে কি ভাবে বিরাট হাতীর পিঠে উঠিয়া পড়িলেন তাহা দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া গেলেন। মার খেয়াল হইলে সবই সম্ভব হয়।

আরও একটি পুরাতন ঘটনার কথা শুনিলাম। শ্রীশ্রীউড়িয়াবাবার দেহরক্ষার পর মা একবার হরিবাবাজীর আহ্বানে বৃন্দাবন গিয়াছেন। মার কি খেয়াল যে উড়িয়াবাবাজী যেন মার শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। মার কি খেয়াল হইল মা সৎসঙ্গে যে চৌকীর উপর বসিতেন তাহার তলায় একটি গালিচা পাতা ছিল। সেইটি উঠাইয়া ফেলিতে বলিলেন। চৌকী সরান হইলে দেখা গেল গালিচাটির উপর রক্তের ফোঁটা ফোঁটা দাগ। সকলে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। তখন বুঝা গেল যে উড়িয়াবাবাকে যখন সৎসঙ্গের মধ্যে প্রকাশ্য ভাবে হত্যা করা হয় তখন তিনি নিশ্চয়ই সেই গালিচাটির উপর বসিয়াছিলেন।

কেহই লক্ষ্য করে নাই যে গালিচাটির উপর এখনও রক্তের দাগ লাগিয়া আছে। মার কেন ঐরূপ খেয়াল হইতেছিল তাহা তখন সকলে বুঝিতে পারিল।

আজ সন্ধ্যায় দিলীপ রায় ও ইন্দিরা দেবী মার নিকট আসিয়াছেন। দিলীপদাদা মাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"মা, যাহারা ভাললোক মহাপুরুষ তাহাদের এত দৈহিক কষ্ট কেন? মহর্ষি রমণ, পরমহংসদেব দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে দেহ রাখলেন। গোপীদাদারও বা কেন এই ব্যাধি হল?"

মা হাসিয়া বলিলেন—"বাবা (কবিরাজ মহাশয়) কি বলে?"

দিলীপ দাদা উত্তর দিলেন—"আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই। আপনার কথা বড় মিষ্টি লাগে।"

মা বলিলেন—"বাবার কথাই এই শরীরটার কথা।" কথা প্রসঙ্গে মা বলিতেছেন যে কবিরাজ মহাশয়ের ন্যায় বিদ্বান জগতে বিরল—একাধারে বক্তা ও শ্রোতা এরকমটি আর দুইটি পাওয়া যায় না।

শ্রীমতী হীরাবাঈ বরোদকার (প্রসিদ্ধ গায়িকা) মার দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। মাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে দুইটি গান শুনাইলেন। মা তাঁহাকে বলিলেন—"সুর পদ তাল দ্বারা সেই অখণ্ডকে স্পর্শ করা যায়। রামপ্রসাদ যেমন ভাবে গানের দ্বারা মাকে পাইয়াছিল সেরূপ তোমার ভিতরেও এই যে শক্তি ইহা তাঁহারই দেওয়া। ইহার দ্বারাই তাঁহাকে পাইবার চেষ্টা করা।"

১১ই জুলাই, ১৯৬১

আজ বিখ্যাত National Defence Academy তে মাকে লইয়া যাওয়া হইল। প্রিন্সিপাল নিজের গাড়ী করিয়া মাকে বিশেষ আগ্রহের সহিত লইয়া গেলেন। সেখানকার অতিথি গৃহের বারান্দায় মার বসিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। পুষ্প ২।৩টি ভজন গাহিয়া শুনাইল। সকলের অনুরোধে মাও একটি গান করিলেন। স্থানটি অত্যন্ত মনোরম। সম্মুখে পাহাড়ের কোল ঘেসিয়া বিশাল হ্রদ। দূরে ছত্রপতি শিবাজীর সিংহগড় কেল্লা। ফিরিবার পথে Defence Academyর নানা দ্রষ্টব্য স্থানের সম্মুখে মার গাড়ী থামাইয়া থামাইয়া প্রিন্সিপাল

নিজে সব মাকে বুঝাইয়া বলিতেছিলেন। Dining Hall এ মাকে নামাইয়া সব দেখান হইল। সেখানে শুনিলাম এক সঙ্গে দুই হাজার ছাত্রেরা বসিয়া আহার করে। সব কিছু দেখিবার জিনিষ।

১২ই জুলাই, ১৯৬১

পুণায় আজ প্রায় ১৫ দিন যাবৎ অনবরত বৃষ্টি চলিতেছে। কখনও নাকি এইরূপ দেখা যায় নাই। খবর পাওয়া গেল খড়কবাস্‌লা বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়া সমস্ত সহর প্রায় জলে ভাসিয়া গিয়াছে। আশ্রম বিশেষ উঁচু জায়গায় তাই আশ্রমের সম্মুখে কিছু হয় নাই। কিন্তু আশ্রমের একটু নীচেই জলে জলময়। সহস্র সহস্র লোক সম্পূর্ণ গৃহহীন হইয়াছে—অসংখ্য পুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—দোকান-পাট স্কুল-কলেজ অফিস-কাছারী সব বন্ধ—জলে ভাসিতেছে। কত লোক জীব জন্তু যে প্রাণে মারা গিয়াছে তাহার সংখ্যা কে রাখে? খবর পাওয়া গেল মায়ের ভক্তদের মধ্যে সকলেই প্রাণে বাঁচিয়া আছে। কাহারো সেরূপ কিছু ক্ষতি হয় নাই। মা বলিতেছিলেন—“যখন জল ভীষণ ভাবে বাড়িতেছে খবর পাওয়া গেল তখন এই শরীরটার খেয়াল হইয়াছিল এবং জলকে বলা হয়—এখন তুমি-ধীরে ধীরে নামিয়া যাও।” সত্যই তাহার পরই হঠাৎ জল ধীরে ধীরে কমিতে থাকে। মার কৃপায় যে আরও কত ভয়াবহ সর্ব্বনাশের হাত হইতে সকলে বাঁচিয়া গেল তাহা কে বলিতে পারে?

আনন্দম্

শ্রীবিভূপদ কীর্ত্তি

দীপে যে মোর নাইক শিখা
ধূপে যে নাই গন্ধ,
নিরানন্দ এ মোর ঘরে
বাতায়ন যে বন্ধ।

মুক্ত বাতাস বাইরে থেকে
মিছেই আমায় গেল ডেকে,
—আমারে যে মুক্তি দেবে
কোথায় সে আনন্দ ?

যা আছে মোর এই ত আছে,
যা নাই, তোমার জানা—
অভাব থাকে, পূরণ করো,
নাই ত কোথাও মানা।

গন্ধ না রয়, না দীপ জ্বলে,
মোর আরাধন চোখের জলে,
নিরাভরণ জীবন আমার
কোথায় পাবো ছন্দঃ ?

ত্রয়োদশ সংযম মহাব্রত

"সৎ-সঙ্গী"

(পূর্বানুবৃত্তি)

৮ই নভেম্বর, ১৯৬২

মহাব্রতের আজ চতুর্থ দিবস। মধুর প্রভাতে শ্রীযুত অগ্নিষ্বাত্ত শাস্ত্রী (বাটুদার) উদাত্ত কণ্ঠের বেদপাঠ ধ্বনি সবেমাত্র সমাপ্ত হইয়াছে, মন্ত্রের পবিত্র স্বর-বৈচিত্র্যের ও ধ্বনির গাম্ভীর্যের রেশটুকু এখন পর্য্যন্ত অনন্ত আকাশে অন্তর্হিত হয় নাই। শান্ত সমাহিত ব্রতিগণের অন্তরে এই শব্দ ব্রহ্ম তখনও গুঞ্জরিত, সকলেই সত্যস্বরূপা, জ্ঞান-স্বরূপা, অনন্ত-স্বরূপা বিশ্বজননীর প্রেমের প্রকাশ ব্যাকুল প্রাণে প্রার্থনা করিতেছেন। অকস্মাৎ আনন্দের লহর তুলিয়া মা আসিয়া সভামঞ্চ আলো করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। মা নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্বেই আসিয়াছেন। মায়ের আগমনে ব্রতীদের হৃদয় ভাবের অপরূপ লীলালহরে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। ব্রত সন্তানের উপর গভীর বিপুল স্নেহ বশতঃ যেন জননীর অকস্মাৎ আগমন। ধূপ-ধুনার কৃচ্ছ্রতায় কাতর ক্লিষ্ট ব্রতীদের মন আনন্দ সুধায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। গন্ধ আমোদিত ব্রত মণ্ডপ, ধ্যানারম্ভের পূর্বের "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং আনন্দং ব্রহ্ম" কীর্তনে মুখরিত। এই প্রাণগলান মধুর কীর্তন পরিবেশে মন অতি সহজেই সমাহিত হইয়া উঠে। মায়ের স্নিগ্ধ শান্ত মধুর দৃষ্টির সান্নিধ্যে, তাঁহার অলৌকিক দিব্যস্থিতির ধর্মানুসারে মানব মন সাধারণতঃ অজ্ঞাতসারেই ধ্যান প্রবণতা লাভ করে। শঙ্খ ধ্বনি হইতেই সব নিস্তব্ধ। ধ্যান আরম্ভ হইল। ভক্তের ধ্যানমুগ্ধ অন্তর আজ শুদ্ধা সনাতনী করুণাময়ীর মাধুর্য্য প্রভায় কাণায় কাণায় আনন্দ পূর্ণ।

অপরাহ্নে তিনটা হইতে চারিটার ধ্যানও মাতৃ সান্নিধ্যে সুন্দর মত অনুষ্ঠিত হইল।

এই দিন প্রাতে ও অপরাহ্ণে মোট সাতজন মহাত্মা এই মহাব্রত উপলক্ষে পরমার্থ ভাষণ প্রদান করিলেন। এই সব মহাত্মাগণের মধ্যে শ্রী ১০৮ স্বামী চেতন গিরিজীর ও মহামণ্ডলেশ্বর শ্রী ১০৮ স্বামী মহেশ্বরানন্দজীর ভাষণ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রী ১০৮ চেতন গিরিজী বৃহদারণ্য উপনিষদের "আত্মানং চেৎ বিজানীয়াৎ" ইত্যাদি মন্ত্রটির এক গম্ভীর সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন আত্মজ্ঞান লাভ হইলে কামনা বাসনা নষ্ট হইয়া যায়, তখন সমস্ত কিছুই অবগত হওয়া সম্ভব। "সোহয়মাত্মা চতুষ্পাৎ" (মাণ্ডূক্য) অর্থাৎ আত্মার চার অংশ। প্রথমে দুই অংশ, সবিশেষ ও নির্বিশেষ। নির্বিশেষ আত্মার তিন বিভাগ, কূটস্থ, সাক্ষিবৎ এবং অসঙ্গ। সবিশেষ রূপকে স্বপ্নবৎ বলা হয়। নির্বিশেষ আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলে জগৎ প্রপঞ্চ নষ্ট হইয়া যায়। নির্বিশেষ তত্ত্বে আত্মা কূটস্থ সাক্ষিবৎ এবং অসঙ্গ। সংসার প্রপঞ্চের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ থাকে না, অথচ আত্মা জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিতে ভ্রমণ করে। মহামৎস্যের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—"তদ্‌যথা মহামৎস্য উভেকূলে অনুসংচরতি"। মহামৎস্য যেমন নদীর উভয় কূলেই বিচরণ করে কূটস্থ নির্বিশেষ আত্মাও তেমন সবিশেষ রূপে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি বা বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞ রূপে প্রতীত হইয়া থাকে। কিন্তু এই পুরুষ বিশেষ ভাবে অসঙ্গ। "অসঙ্গোহি অয়ং পুরুষঃ" (বৃহদারণ্য উপঃ)

মহামণ্ডলেশ্বর শ্রী ১০৮ মহেশ্বরানন্দজী এই দিন গীতার মাহাত্ম্য অতি সুললিত ভাষায় বর্ণনা করিয়া এক অদ্ভুত ভাবলোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

"গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্র বিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ॥"

গীতা মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন; ভগবানের দিব্যগান গীতা। গীতায় ব্রহ্ম বিদ্যাকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হইয়াছে। যে অক্ষর অব্যক্ত সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে দেবতাগণ স্তুতি করেন, বেদ যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করেন, যোগিগণ

যাঁহার ধ্যানে তন্ময় হন—তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। তিনি এই সঞ্জীবনী সুধা মন্ত্রে অর্জ্জুনকে ধর্মযুদ্ধে প্রণোদিত করিয়াছিলেন। ভারতের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এই তত্ত্বজ্ঞানময় রহস্য শাস্ত্রের আলোচনা খুবই প্রয়োজন।

মহামণ্ডলেশ্বরজীর ভাষণ সমাপ্ত হইলে রাত্রের মৌন আরম্ভ হইল। মৌনান্তে মাতৃসৎসঙ্গে একজন প্রশ্ন করিলেন।

প্রশ্ন। মা! যুদ্ধে নিযুক্ত সৈনিকের ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য কি করা কর্ত্তব্য?

মা। হরি চিন্তন, যতটা তোমার শক্তি। ভয়েতে হরিচিন্তন বেশী হয়। মোদী পিতাজীর মুখে শুনেছি একবার হাওয়াই জাহাজে করে যাবার সময় তাদের জাহাজ সাইক্লোণের মধ্যে পড়ে যায়—ভয়ানক পরিস্থিতি। জাহাজ বাঁচাবার কোন উপায় নাই। পরিচালক বৃন্দ সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন যে পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে জাহাজ ধ্বংস হ'য়ে যেতে পারে। যাত্রীদের মধ্যে হৈ-চৈ, কান্না কাটি সুরু হ'য়ে গেল। মোদীজী সকলকে কান্নাকাটি না করে হরিচিন্তন করবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বল্লেন, "এই সময়ইত ভগবৎ স্মরণ করার সময়। এই সময় ঠিক ঠিক ভগবৎ কীর্ত্তন করতে পারলে নিশ্চয় ভগবৎ প্রাপ্তি হবে। সোজা ভগবানের কাছে যাবার এমন সুযোগ কান্নাকাটি করে নষ্ট করা ঠিক না"। মোদী পিতাজীর কথায় সকলেই আন্তরিক ভাবে ব্যাকুল হয়ে ভগবানের নাম করতে লাগলেন। অল্প সময়ের মধ্যে বাস্তবিক ঝড় থেমে গেল। মোদীজীর গন্তব্য স্থান এসে যাওয়ায় তিনি জাহাজ থেকে নেমে যান। তিনি নেমে যাওয়ার পর ঐ হাওয়াই জাহাজ খানির অন্য কোথাও ধাক্কা লাগে এবং সমস্ত যাত্রী মারা পড়ে। দেখ হরির কি ইচ্ছা। একলক্ষ্যে হরিচিন্তন করলে হরি না বাঁচিয়ে পারেন না। মন রাজ্যের স্বভাব হল এক স্থিতিতে না থাকা। তাই নানা প্রকার দ্বন্দ্ব বিভ্রাট এসে যায়। বাঁচার জন্য সকলে মিলে আকুলভাবে একলক্ষ্যে হরিচিন্তন করায় সকলে বেঁচে গেল। দুনিয়ার কর্মে লোকে ভগবানকে ভুলে যায়। যতটা ভগবানের নাম নেওয়া যায় ততটাই ফল লাভ—শেষ পর্য্যন্ত স্মরণ থাকলেই প্রকৃত ফল। প্রথম বিপদে

সকলে একলক্ষ্যে মিলিত ভাবে ভগবানের নাম নেওয়ায় বেঁচে গেল। কাহার কম বা বেশী শক্তি থাকলে সমবেত নামের ফল পৃথক—জাহাজের স্যাথে যুক্ত গাধাবোট যেমন পার হয়ে যায়। মহাত্মাদের সামনে বসে নাম করায় বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। তা বাদে ঘরে বসে কুটীয়ায় বসে বা একান্তে নাম করার ফল আছে। তবে সংযমিত জীবন না হলে ভগবৎ প্রাপ্তির ইচ্ছা জাগরিত হয় না। কোন কোন সময় বিপদের ধাক্কা লেগেও নাম আন্তরিক হয়। ভগবৎ স্ফূরণ সর্বত্র সব সময়ই সম্ভব, মনে রাখা।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। অনেকে লিখিত প্রশ্ন প্রেরণ করিতেছেন। প্রশ্নগুলি পর দিবস সমাধান করা হইবে এমত জানান হইল। মা উঠিয়া বিশ্রামে গেলেন।

৯ই নভেম্বর, ১৯৬২।

মহাব্রতের পঞ্চম দিবস। সংযম মহাব্রতের অন্তিম তিন দিবস, মাতৃ সৎ-সঙ্গে এত অধিক লোক সমাগম হইতে আরম্ভ করিল যে হল ঘরে স্থান সঙ্কুলান হইত না। বহুলোক হল ঘরের বারন্দায় দাঁড়াইয়া মায়ের দর্শনের জন্য তাঁর শ্রীমুখের বাণী শুনিবার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেন। এই তিন দিবসের মাতৃ সৎ-সঙ্গ এবং বিশেষ দুই একটি ভাষণ বক্তৃতার সারাংশই মাত্র এখানে উল্লেখ করা হইল। এই তিন দিবস মাকে বহু প্রশ্নের সমাধান করিতে হইয়াছে। এত অধিক প্রশ্ন সাধারণতঃ মায়ের কাছে করিবার দরকার হয় না। আজ রাত্রে মৌনান্তে অনেকেই মাকে একটু কীর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করিলেন। কীর্ত্তন একটু আরম্ভ হইতেই মা প্রেমোন্মত্ত কণ্ঠে গাহিতেছেন,—

হে ভগবান, হে ভগবান, হে ভগবান।
জ্ঞেয় ভগবান, ধ্যেয় ভগবান, প্রেয় ভগবান, শ্রেয় ভগবান,
হে ভগবান, হে ভগবান, হে ভগবান।
মঙ্গলময় হে ভগবান, শান্তিময় হে ভগবান,
প্রেমময় হে ভগবান, শান্তিময় হে ভগবান।

মাতৃকণ্ঠ নিঃসৃত এই সঙ্গীত সুধার কী এক অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি! কে বলিতে পারে এ গীত মাধুর্যের মূল উৎস কোথায়? এক অভাবনীয় আবেশে ব্রতিগণও মায়ের সহিত এই ভগবৎ নামে মত্ত হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিলেন। বিমোহিত জনতা মায়ের দেওয়া এই ভগবৎ নাম হৃদয় দিয়া অনুভব করিতেন।

গত দিবসের লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর শ্রী১০৮ চেতন গিরিজী মহারাজ সমাধান করিলেন।

একটি ছাত্র মাকে প্রশ্ন করিলেন—লেখা পড়ায় মন কি করিয়া বসে?

মা। অভ্যাস দ্বারা সব কিছুই আয়ত্ত করা যায়। সব সময় চিন্তা করা, কেমন করে মন পড়ায় লাগে—আর অভ্যাস। অভ্যাস যত বেশী, মন ততই পড়ায় লাগবে। এ বড় সুন্দর প্রশ্ন। তোমাতেই সব কিছু মজুত। স্মরণ করার শক্তিও মজুত। অভ্যাস দ্বারাই মজুত শক্তির প্রকাশ সম্ভব। অভ্যাস করা এবং সংযম করা? স্মরণ শক্তির জন্য যেমন অভ্যাস, ভব ব্যাধি দূর করার জন্য হরি কথা, ভগবৎ কথা শুনা, মনন করা। অমৃত বাণী অমর কথায় অমৃতত্ব লাভ। পড়াশুনা করে বড় হব, এত সৎ ইচ্ছা, মহৎ চেষ্টা। সংযম বিনা বিদ্যা ধারণ করা কঠিন। সমস্ত বিদ্যা তোমাতে মজুত, ইঞ্জিনিয়ারিং ডাক্তারী যে লাইনে চলতে চাও। বিশ্বজগতে ও তার অতীতে যাহা আছে তাহা সবই ভগবানে মজুত। জাগতিক চাও তাও আছে, নিত্যবস্তু বা অমৃতের সন্ধান কর তাও আছে। তাঁকে জানলে সব জানা। তাঁর নামেই তিনি প্রকাশ। ভগবানের নাম কি? নাম অক্ষর তো অক্ষর মানে যার ক্ষরণ হয় না। ব্রহ্মই অক্ষর—ঐত স্বয়ং। যার গুরু মন্ত্র মিলিয়াছে তার গুরু মন্ত্র। গুরু হয় নাই! নামও নাই? তাঁর ধ্যান করা—যে ভাবে ভাল লাগে সে ভাবেই তাঁকে স্মরণ, ধ্যান করা। অক্ষর ব্রহ্ম, নাম, রূপ, যার যেদিক ভাল লাগে তাতেই লেগে থাকা, অভ্যাস করা। ভাবেই লাভ। সকল সময় তাঁকেই স্মরণে রাখার চেষ্টা। যতক্ষণ ভগবানের নাম স্মরণ ততক্ষণ ভগবৎ সঙ্গ। নাম রূপে স্বয়ং তিনিই। যেমন বন্ধুর সঙ্গে সব সময় থাকলে আপন আপন স্বভাব তত্ত্ব

পরস্পরের কাছে প্রকট হয়ই। ভগবৎ-সঙ্গে অবগুণ নষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। সর্বদা সত্য বলা, সত্য স্বরূপ ভগবান তো।

ইহার পরও দুই একজন লিখিত প্রশ্ন প্রেরণ করিতেছেন। রাত্রি অনেক হইয়াছে। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই ত মায়ের আবির্ভাব। মা তাঁহাদেরও প্রশ্ন সমাধানান্তে আসন ত্যাগ করিলেন।

১০ই নভেম্বর, ১৯৬২

মহাব্রতের ষষ্ঠ দিবস। রাত্রের মৌনান্তে মাতৃ সৎ-সঙ্গ সুরু হইয়াছে।

প্রশ্ন। নারীর বেদে অধিকার আছে কি? জনৈক স্বামীজী। মৈত্রেয়ী গার্গী এরাত ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন।

চক্রপাণিজী। ইহার উত্তর দিতে গেলে নারীর খেলাপ বলিতে হয়।

প্রশ্নকারী মায়ের শ্রীমুখের উত্তর চান। তিনি সাধু মহাত্মাদের কথায় তৃপ্ত নহেন। তিনি নীরবে মায়ের দিকে চাহিয়া আছেন। প্রশ্নকারী হয়ত আর্য্যসমাজী, তিনি পুনরায় প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিলেন।

মা। বেদ উপনিষদ যেখানে, যার মুখে প্রথম উচ্চারিত, ঐ স্থিতি ঐ স্বরূপ যেখানে, সেখানে অধিকার। অশাস্ত্রীয় কথা এ শরীর বলে না। বলে কি? তোমরা যাহা হয় বুঝে নেও।

প্রশ্নকারী। (পুনরায়) গায়ত্রী মেয়েরা পড়িতে পারে কি?

মা। আপন আপন গুরু যাহাকে যেমন বলেন।

প্রশ্ন। আপনার সগুণ ব্রহ্মের দর্শন হয়েছে কি?

মা। রাম আছেন, নামের মাহাত্ম্য আছে, তুমি কি এ সব বোঝ? যে খবর তুমি রাখনা জান না, আমি তাই। আবার তুমি যে খবর রাখ আমি তাহাও বটে, তুমি যাহা বল তাহাই—এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। যত্র যত্র নেত্র পড়ে, তত্র তত্র কৃষ্ণ হেরে।

প্রশ্নকারী। আমাকে দর্শন করাতে পারেন?

মা। বিশ্বাস আছে? ভগবানে বিশ্বাস আছে বলে তোমার মনে হয় তো?

প্রশ্নকারী। হ্যাঁ, আছে।

মা। সর্বত্র এক ভগবানই আছেন তুমিইত। ভগবান কোথায় নাই! ভগবানকে চাইলে ডাকলে তিনি নিশ্চয় দেখা দেন, দিবেন, দিয়েই আছেন। তুমি যা বল—তাই, তুমি যা বোঝ এবং যে যা বোঝে, বলে, তাই। যা তুমি জাননা বোঝনা তাও—আরে এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। এক আত্মাইত! রূপে, অরূপে, নামে, অনামে, দর্শনে, অদর্শনে—ঐত। নিজেতে নিজে—আবার দর্শন, অদর্শন সেখানে—যাবল তাই। নাই রূপেও তিনিই প্রকাশ। বাস্তবিক চাওয়া রূপে যে মুহূর্তে, পাওয়া রূপে কেন প্রকাশ হবেন না?

প্রশ্ন। ক্রোধ দূর করার জন্য কোন সাধন করা চাই?

মা। গুরুর উপদেশ মত চলা।

প্রশ্ন। সেবা কি করে হয়?

মা। যথাশক্তি তন, মন, রূপ, ধন দ্বারা. ভগবৎ বুদ্ধিতে সেবা। ভগবৎ বুদ্ধিতে সেবায় ভগবৎ ভাব জাগরণ। নিষ্কাম সেবা হওয়া চাই।

প্রশ্ন। সংযম কি করে কায়েম রাখা যায়?

মা। ভগবৎ কৃপা সব সময় বর্ষিত হচ্ছে। সংযমের নিয়ম পাক্কা ভাবে পালন করতে করতে সংযমিত জীবন হওয়া।

প্রশ্ন। দুর্ব্বাসা ঋষি হয়েও ক্রোধী কেন ছিলেন?

মা। স্থিতি অনুসার সব কিছুই সম্ভব? তিনি ভস্ম করতে পারতেন আবার বাঁচাতেও পারতেন।

এই দিন রাত্রে মাতৃ সৎ-সঙ্গের পূর্বে বিখ্যাত বক্তা শ্রীযুত ত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তী মহাশয় এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণে পাণ্ডবগণের বনবাস ও অজ্ঞাত বাসের সংযম কৃচ্ছ্র তার এক উজ্জ্বল বিবরণ প্রদান করিলেন। মহাভারত হইতে অনর্গল শ্লোকের পর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সংযম, সত্য ও ধর্ম রক্ষার অপূর্ব আদর্শে পাণ্ডবগণ যে ভারতবাসীকে কি গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন বক্তা তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। মহাকালের সহস্র বাধাকে অতিক্রম করিয়া মহাকবি ব্যাসদেব রচিত পাণ্ডব চরিত্র আজিও ভারতের কোটি কোটি নর-নারীর

আদর্শ। এই আদর্শকে তিনি ভারতের সাধনা, আরাধনা ও উদ্দেশ্য বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার ভাষণে আমরা জানলাম বিরাটের রাজধানী উপপ্লব্যকে কোন কোন ঐতিহাসিক অধুনা পিলানী বলিয়া মনে করেন। এই প্রখ্যাত মহাভারত বক্তা ইহাও বলিলেন এই উপপ্লব্য হইতে অগ্রহায়ণ পূর্ণিমায় (আমাদের সংযম মহাব্রতের অন্তিম দিবসে) পাণ্ডবগণের শান্তির প্রস্তাব লইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে কৌরব সভায় গমন করিয়াছিলেন। বক্তা তাঁহার ভাষণে বলিতেছেন শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুর যাত্রার দিনটি নিশ্চয় মার জানা ছিল, নতুবা তিনি এই তিথি নক্ষত্রে সেই প্রাচীন উপপ্লব্য নগরে এই মহাব্রত কেন উদ্‌যাপন করাইবেন? বক্তা তাহার ভাষণ ইংরাজীতে প্রদান করিতেছেন। উপসংহারে তিনি বলিতেছেন, "Mother had the vision, otherwise she would not allow the Saṃyam Mahavrata here."

১১ই নভেম্বর, ১৯৬২।

মহাব্রতের অন্তিম দিবস। রাত্রের মৌনান্তে মাতৃ সৎ-সঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে।

প্রশ্ন। ভগবৎ প্রাপ্তির সিধা মার্গ কি?

মা। গুরু চাই, গুরুর কথা মত চলা।

প্রশ্নকারী। আপনাকে গুরু মেনে বলছি।

মা। গুরু অধিকারী ঠিক করে দেয়, মাষ্টার যেমন ছেলেদের পড়াশুনার জন্য। যেমন অধিকারী, গুরু তাকে তেমন মার্গ দেন। যার গুরু হয় নাই, সে প্রার্থনা করবে, হে ভগবান! আমি কিছুই জানিনা, সৎ-গুরু রূপে তুমি প্রকাশ হও।

প্রশ্ন। মানুষ পূর্বজন্ম ভুলে যায় কেন?

মা। বাসনা কামনা নিয়ে মানুষের জন্ম ও মৃত্যু, ভোগ বাসনা অপূর্ণ, তাই জন্ম। স্মৃতি, বিস্মৃতি, জীব স্বভাব। বিস্মৃতি আবরণ, ইহা হতেই দুর্বুদ্ধি, দুর্বোধ। এই আবরণ নষ্ট করার জন্য সৎ-সঙ্গ, সংযমিত জীবন, সাধন

চেষ্টা। সাধনের জন্য নিজেকে আত্মস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ কিংবা তিনি প্রভু আমি নিত্য দাস—এ ভাবে গ্রহণ। সাধন মার্গে কোন দিকের রাস্তা খুলে গেলে জল বুদবুদের মত পূর্ব জন্মের স্মৃতির জাগরণ স্বাভাবিক। তুমি যে নিত্য সাধক নিত্য যোগী—এ তুমি ভূলে গেছ,—ইহাই বিস্মৃতি। সাধন মার্গে ঠিক ঠিক স্মৃতির উদয়, বিস্মৃতি মৃত্যুর দিক। নিরাবরণ পূর্ণ প্রকাশেই মৃত্যুর মৃত্যু।

প্রশ্ন। বিনা ভগবৎ ইচ্ছায় কিছুই হয় না ?

মা। পাক্কি বাৎ। ভাল মন্দ তিনি করান, আবার তিনি করান না। তিনি কর্ত্তা, তিনিই অকর্ত্তা। তাঁকে যা ব'লবে তাই। ভাল মন্দ বোধ, তোমার বাসনা কামনা যেখানে। দ্বন্দ্ব, আবরণ যেখানে, ভগবান করেন, করেন না, এ সব জাতীয় কথা—সেখানে। হয় পড়ে বলছ, কিম্বা শুনে বলছ, প্রত্যক্ষ কোথায়? যার পড়াশুনা নাই, যে পাশ করেছে, তার প্রশ্ন নাই। যে পড়ে তারই প্রশ্ন।

প্রশ্ন। বৈরাগ্য সুখ হতে, কি দুঃখ হতে হয় ?

মা। জাগতিক সুখ দুঃখ এ দুটি ছেড়ে যে বৈরাগ্য তাহাই ঠিক।—বৈরাগ্যের পর ও বৈরাগ্য হওয়া।

প্রশ্ন। জন্ম হয় কেন ?

মা। কামনা, বাসনা যেখানে, সেখানে জন্ম, কর্ম, মৃত্যু।

প্রশ্ন। অবতার আর সাধক এদের পার্থক্য কি ?

মা। সাধক জীব জগতে, সাধন বন্ধনে। জীব, জগৎ, সাধন যেখানে, সাধন বন্ধনও সেখানে। ভগবানই অবতার, তিনি স্বয়ং সবেতে। নিজেকে নিয়ে নিজে সব ভাবেই খেল্‌তে পারেন। তিনিত আর জীব জগতের সাধক নন। তিনি তাঁহাতেই।

প্রশ্ন। গর্ব ও স্বার্থপরতা নীচ বানায়, আপনি পথ দেখিতে দিন।

মা। যে গর্ব আর স্বার্থপরতা বুঝতে পেরেছে সে ওদিক ছেড়ে দিতে চেষ্টা করবে। পরম পথের যাত্রায় চলা। গুরু উপদেশে চলাই গর্ব স্বার্থপরতা শিথিলের দিক।

প্রশ্ন। আপনাকে গুরু মানছি, আমার চৈতন্য ও সাধন শক্তি জাগ্রত করুন।

মা। এ শরীর দীক্ষা দেয় না। ভগবান মেনে পাওয়ার চেষ্টা করা। রাম, কৃষ্ণ, শিব, মা কালী, মা দুর্গা, আত্মচিন্তা যার যা ভাললাগে, তাই নিয়ে চলা; চেষ্টা ঠিক ঠিক হ'লে ভগবৎ প্রকাশের রাস্তা খোলার আশা।

শ্রীযুত বিরলাজী এই মহাব্রত উপলক্ষে মহাত্মাগণের ও শ্রীশ্রীমায়ের শুভ পদার্পণে তাঁহার হৃদয়ের আনন্দ আবেগ এক উচ্ছ্বসিত ভাষায় ব্যক্ত করিলেন। তিনি দেশের জন সাধারণের সাত্ত্বিক শুভবুদ্ধি ও ধর্মভাব জাগরণের এক আন্তরিক প্রার্থনা করিলেন। পরে যোগীভাই কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

আজ মহানিশার ধ্যানান্তে ব্রত সমাপ্ত হইবে। আলোক-সজ্জিত মঞ্চ। মায়ের এক প্রসন্ন দিব্য ভাব। মহানিশার ধ্যানের পূর্বে ব্রহ্মচারিণী পুষ্প মধুর স্বর সংযোগে ব্যাকুল কণ্ঠে গাহিতেছে ;

জ্যোতিসে জ্যোতি জাগাও হে কৃষ্ণ,
জ্যোতিসে জ্যোতি জাগাও।

আজ বৈকুণ্ঠ পূর্ণিমা। সকলেই যেন জগৎ সংসার হইতে নির্লিপ্ত। বৈকুণ্ঠের দিব্য আনন্দ যেন মর্তে অবতীর্ণ। আলো আধারে, ধূপগন্ধে মহানিশার নিবিড় নিস্তব্ধতার কোলে মা আসিয়া বসিয়াছেন—স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল মাতৃ মূর্তি, চরণে উপবিষ্ট ধ্যান-মগ্ন ব্রতিগণ—আনন্দ হিল্লোলে জগৎ যেন প্লাবিত—ধ্যানানন্দের এক অপূর্ব অনুভূতি। উপপ্লব্য নগরে ব্রতকাতর পাণ্ডবগণের ত্রয়োদশ বৎসরের দীর্ঘ কৃচ্ছ্রতা সমাপ্ত। আমাদেরও ত্রয়োদশ মহাব্রতের অন্ত। কুরুক্ষেত্রের সমর প্রাঙ্গণে গীতার আবির্ভাবের শুভ মুহূর্তের দিনটি আসন্ন। তবু ভগবান আজ বৈকুণ্ঠ পূর্ণিমার তিথিতে উপপ্লব্য নগর ত্যাগ করিয়া শান্তির শেষ চেষ্টার জন্য হস্তিনাপুর যাত্রা করিলেন। ভগবৎ মুখ নিঃসৃত গীতার অমৃতময়ী বাণীতেই এই মহাযাত্রার পরিসমাপ্তি। পার্থসারথির মঙ্গল পদধ্বনিকে অক্ষয় করিবার জন্যই কি স্থান কাল, তিথি নক্ষত্রে আমাদের ত্রয়োদশ মহাব্রত উদ্‌যাপিত? গীতার মহামন্ত্রে একদিন জাগরিত হইয়া ভারতবাসী অমৃতের সন্ধান লাভ করিয়াছিল। মায়ের প্রবর্তিত এই মহাব্রত তো গীতারই প্রতিধ্বনি।

হরি ওম্ তৎসৎ।

আমার ধর্ম্ম জীবনের সুচনা

শ্রীঅরুণ প্রকাশ বন্দোপাধ্যায়

নিজ জীবনের কথা লিখিতে গেলে পাছে ভুল হয় সেই জন্য খুব সন্তর্পণে লিখিতে হয়। আমার সুবিধা এইটুকু যে শৈশবে শান্তিনিকেতনে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নিকট গায়ত্রী মন্ত্রে আমি যে দীক্ষা পাই সে সব কথা আমার "শান্তিনিকেতনের স্মৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধে স্বগীয় রামানন্দ বাবু গুরুদেবের জীবদ্দশায় 'প্রবাসী' ১৩৪৭ বাংলা সালের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত করেন। পরে ধর্ম্ম প্রাণ লেখক শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার রচিত "সমন্বয়ের পথে" নামক পুস্তকে আমার ধর্ম্মজীবন ও রচনাবলী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করেন। এক্ষণে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের সস্নেহ আগ্রহ ও সান্ত্বনায় এই লেখায় প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম।

আমার পিতৃকূল শিব ও শক্তির উপাসক ছিলেন। এ কথা ভুলিবার নয়। আমার পিতা ৺প্রাণধন বন্দ্যোপাধ্যায় Theosophist ছিলেন ও তাঁর লেখা গীতা সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি সে কালের "পন্থা" পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। এইবার যে ঘটনায় আমার ধর্ম্ম জীবন উদ্বুদ্ধ হইল তাহা সংক্ষেপে জানাই।

আমার বয়স তখন সতেরো পূর্ণ হইয়াছে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস। সবে মাত্র বি, এ ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াছি। তখনও পড়ার বইগুলি ক্রয় করা হয় নাই। বাবা লখনৌতে উকিল ছিলেন। তাঁহার বয়স তখন ৩৮ বৎসর। তিনি আমাকে জানাইলেন যে তিনি ৺গয়ায় যাইতেছেন, পিতৃপুরুষদের পিণ্ডদান করিয়া ফিরিয়া আসিলে আমার জন্য সমস্ত পুস্তক ক্রয় করা হইবে। কাকাকে লইয়া বাবা সৎকার্য্যে গেলেন, আমার মন কিন্তু উদাস হইয়াছিল। বাবা ৺গয়ায় পিণ্ডদান কালে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আম, জাম, প্রভৃতি কোন সাধারণ ফল ত্যাগ না করিয়া কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া বসিলেন। দর্শকবৃন্দ সকলে হাহাকার

করিয়া উঠিল। পরের দিন ৺কাশী আসিলেন। তাহার পরের দিন, রাখী পূর্ণিমার সকালে, এক দুর্ঘটনায় তাঁহার জীবনের শেষ হয়।

ঠিক সেই সময় আমি কিছু না জানিয়াই অনিশ্চিত বিপদের বেদনায় অভিভূত হইয়া লখনৌএর বাড়ীতে পাগলের মত পাইচারী করিতেছিলাম। অথচ মুখে কোন কথাই কাহাকেও বলিতে পারিতেছিলাম না। আমার মাতাঠাকুরাণী আমার জন্য বিশেষ ব্যাকুল হন। তিনি জানিতে চান, আমি সেদিন তাঁর প্রস্তুত কোন্ রান্নাটি খাইলে খুসী হইব। আমি তাঁহাকে জানাই, শুধু ভাতেভাত, আর অন্য কিছু দিলেও খাইব না।

দ্বিপ্রহরে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেল। তবু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আমি পূর্ব্বের মত বেড়াইতেছিলাম। হঠাৎ তার পিওন আমার হাতে একখানি তার দিয়া গেল। আমি টেলিগ্রামখানি খুলিবার পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলাম তাহাতে কি সংবাদ আছে। চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। নিজের সকল প্রার্থনা পিতৃ চরণে নিবেদন করিয়া টেলিগ্রাম খুলিয়া পড়িলাম। পিতৃবন্ধু ৺কাশীর জজ শ্রীসিদ্ধেশ্বর মৈত্র (তিনি এখনও ৺প্রয়াগে জীবিত আছেন) আকস্মিক পিতৃবিয়োগের কথা লিখিয়া তৎক্ষণাৎ শেষ কার্য্য করিবার জন্য আমাকে ৺কাশীতে ডাকিয়াছেন। আমি ঘরে গিয়া দেখিলাম, মা আমার তিনটি ছোট ভাইকে লইয়া অকাতরে বিশ্রাম লইতেছেন। আমি কোন প্রকারে টেলিগ্রাম তাঁহার হাতে দিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে চলিয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার ঘরে গিয়া দেখি, মা জানালার ধারে তারটি হাতে লইয়া কাষ্ঠের মত দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকে দেখিবামাত্রই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, এখবর কখনই সত্য হইতে পারে না, ইহা সম্পূর্ণ ভুল। আমি বলিলাম, ভুল হউক্ বা না হউক্, আমার কর্ত্তব্য সুনির্দিষ্ট। মা বলিলেন, তুই কি করতে চাস্? আমি উত্তর দিলাম, বৈকালের গাড়ীতে কাশী রওনা হইব এবং সেই মর্ম্মে সিদ্ধু মামাকে টেলিগ্রাম দিতেছি, আরও ইচ্ছা তুমিও আমার সঙ্গে ভাইদের লইয়া যাইবে, যাহাতে তাহারা বড় হইয়া একথা না বলিতে পারে যে বাবার কাজের সময় আমি তাহাদের সঙ্গে লইয়া যাই নাই।

সন্ধ্যা হইল। গাড়ী অযোধ্যা হইয়া যাইতেছিল। আমি সকলের সঙ্গে পিতৃকার্য্য করিতে চলিতেছি। তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই সময় স্বপ্নে আমার জীবনের তিন বৎসরের ভবিষ্যৎ ঘটনাগুলি ও বিপদ সমূহ এবং কি করিয়া সেগুলি উত্তীর্ণ হইতে পারি তাহার বিশদ চিত্র দর্শনের মত আমার অন্তরে ভাসিয়া উঠে। এই স্বপ্ন যে পরে আমাকে কত সাহায্য করিয়াছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমি ঘুম হইতে উঠিয়া সবটা তন্ন তন্ন করিয়া মুখস্থ করিয়া লইলাম।

বেনারস ষ্টেশন আসিল। সিচু মামা আমাদিগকে লইতে লোক ও গাড়ী পাঠাইয়াছিলেন। তখন রাত্রি বারোটা হইবে। সোজা হরিশচন্দ্র ঘাটে যাওয়া হইল। সেখানে গিয়া দেখি, ঘাটের উপরে আমার বাবার দেহ খানি চাদর ও ফুল দিয়া আবৃত রহিয়াছে। কতিপয় মহিলা ঘিরিয়া বসিয়া ছিলেন। মা'কে দেখিয়াই সকলে মিলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। আমার ভাইএরা তাড়াতাড়ি গিয়া চাদর খুলিয়া বাবাকে দেখিয়া বাবার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মা স্তব্ধ, অত্যন্ত কঠিন ভাবে সংযত হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। আমিও স্তব্ধ, আকাশে দেখিতেছিলাম পূর্ণিমার চাঁদ, নীচে বর্ষার গঙ্গা উতরোল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। সংসারে সবই অনিশ্চিত। কেবল ৺গঙ্গা মায়ীর কোল সকলের জন্য প্রসারিত রহিয়াছে। এই রূপ চিন্তায় ডুবিয়াছিলাম।

সময় কিভাবে কাটিল আজও তাহা ভাবিতে পারি না। ভোর হইবার পূর্বেই ঘাটের লোকেরা বলিয়া উঠিল, বাবু এই বেলা দাহ করবার ব্যবস্থা কর, নচেৎ সকাল হইলেই ভীড় হইয়া যাইবে ও তোমাদের কার্য্যে বিলম্ব হইবে।

ওপার থেকে সূর্য্য উদয় হইতেছে। ঠিক সেই সময় আমার আরাধ্য পিতৃদেবের মুখাগ্নির ব্রত আমাকেই নিষ্পন্ন করিতে হইল। আমার মা প্রভৃতি সকলেই দেখিলেন। আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অন্তরে যে আগুন জ্বলিল তাহা শেষ হইবার নয়। আমি পিতার চরণ তলায় দাঁড়াইয়া আমার জীবনের যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি একত্র করিতে পারিয়াছিলাম তাহা নিঃশেষ করিয়া নিবেদন করিলাম। কাজ সাঙ্গ হইল। তারপর গঙ্গাজল দিয়া বাবার মর্ত্ত্যদেহের

শেষ চিহ্নটুকুও ধুইয়া ফেলা হইল। এ পৃথিবীতে আমার বাবার চিহ্ন মাত্রও রহিল না। একথা মনে হইতে মাথায় বজ্রাঘাত হইল। আমার প্রতি আদেশ হইল, যেন সে স্থানের দিকে ফিরিয়া না দেখিয়া সেখান হইতে চলিয়া যাই।

আমি চলিতে গিয়া শ্মশান ভূমিতে পড়িয়া গেলাম। শরীরটা দুর্ব্বল লাগিতেছিল। মানসিক শক্তি ও সাহস পর্য্যন্ত ফুরাইয়াছিল। আমি যেন অচেতন হইয়া পড়িলাম। অথচ আমার ভিতরে খুব বেশী রকম চৈতন্য দেবতার আশীর্ব্বাদে ভরিয়া উঠিয়াছিল। আমার হৃদয় কেবলই আমাকে জানাইতেছিল, সংসারে সকলের পিতা আছেন, কেবল আমার পিতা নাই। আমার জীবনের কাজে উৎসাহ দিবে ও আমাকে হাত ধরিয়া লইয়া যাইবে কে? ঠিক সেই সময় আমার অন্তরে অদ্ভুত বাণী শুনিয়াছিলাম, যাহা আজও বিপদে পড়িলে শুনিতে পাই বলিয়া সে কথা ভুলিব না। কে যেন আমার অন্তরের অন্তরে সারা সত্তা স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন, "আমি বিশ্বনাথ, তোর বাপ''। মুহূর্ত্তের মধ্যে শত জন্মের তপস্যার ধন বিশ্বনাথের শরণ পাইয়া জাগিয়া উঠিলাম। আমার হাত ধরিয়া আমাকে শ্মশান শয্যা হইতে উঠাইলেন। আমার জীবনে এক মহাজীবনের আবির্ভাব অনুভূত হইল। এই ভাবে আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম। কৃপাময়ের কৃপা সকলের জীবনে দিন রাত বর্ষিত হইতেছে। আমি যেভাবে সে কৃপা প্রত্যক্ষ রূপে পাইয়াছিলাম তাহাই কৃতজ্ঞ অন্তরে জানাইলাম। এখন গুরুদেবের গানের কয়েকটি পংক্তি বারবার মনে পড়ে ঃ—

তোর আপন বুকের মাঝখানে
কিঁ যে বাজায়, কে যে, সেই জানে,
পথের খবর মিলবে রে তোর সেই ডাকে—
তোর আপন বুকের সেই ডাকে।”

শ্রীশ্রী গিরিজী প্রসঙ্গে

স্বামী শিবানন্দ গিরি

১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ঘটনা। যোধপুরে মা আসিয়াছেন। একটি সৎ-সঙ্গ মন্দির উদ্‌ঘাটন উপলক্ষে মায়ের এই আগমন।

১১ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার যোধপুরে রাত্রের মৌন সমাপ্ত হইয়াছে। মায়ের ঘরে সন্ধ্যার সৎ-সঙ্গ প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা চলিতেছে। রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা হইবে, হঠাৎ মা স্বামী চিন্ময়ানন্দজীকে বলিলেন, "কণখলে একখানা তার কর নারায়ণ স্বামীকে—তিনি যেন গিরিজীকে অনুরোধ করেন সাবধানমত সুস্থ শরীরে থাকতে।"

শ্রীশ্রী মায়ের ১৪ই ফেব্রুয়ারী দিল্লী পৌছিবার কথা, তাহার পূর্বেই গিরিজীও কণখল হইতে দিল্লী আসিয়া যাইবেন। দুই দিন বাদেই যখন মার ও গিরিমহারাজের দিল্লীতে সাক্ষাৎ হইবে তখন এই তার করার কি উদ্দেশ্য আমরা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। ঘটনাটির অলৌকিক গভীরতা পরে বিভিন্ন সময়ে শ্রীশ্রী মায়ের ও গিরিমহারাজের কথায় আমরা বুঝিতে পারি। ঘটনাটি যেমন আমাদের বোধগম্য হইয়াছে, আমরা তেমনই বর্ণিত করিতে চেষ্টা করিব, ইহাতে কোন ভুল ভ্রান্তি থাকিলে মায়ের চরণে ও গিরিমহারাজের চরণে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করি।

মায়ের জন্য গিরিমহারাজ অন্তরে যে বাৎসল্য ও আনন্দ অনুভব করেন, একদিন রামচন্দ্রকে লইয়া কৌশল্যা জননী এবং বালগোপালকে লইয়া গোকুলে মা যশোদাও এই আনন্দ ও সন্তান বাৎসল্য উপভোগ করিয়াছেন। শচীমাতাও একদিন গৌরাঙ্গ সুন্দরকে লইয়া এই আনন্দ সিন্ধুতে মগ্ন হইয়াছিলেন। আকাশ যেমন আপন বক্ষে সূর্য্যকে ধারণ করিয়া অশেষ জগৎ কল্যাণ সাধন করে, এরাও তেমন আপন আপন সাধন শক্তিতে ভগবানকে শুধু জঠরে ধারণ করিয়াই ক্ষান্ত

হন না, তাঁহাদের পূর্বকৃত মহাতপস্যার ফল স্বরূপ ভগবানের সহিত এক তনু, এক মন, এক প্রাণ হইয়া সকলের অলক্ষে বিরাট জগৎ-কল্যাণ সাধন করেন। মন্দাকিনীর স্নিগ্ধ নির্মলতা কি কেবল কলোচ্ছ্বাসময়ী এক আনন্দ প্রবাহেই সীমাবদ্ধ? বিরাট হিমালয়কে তাঁর বিশাল বক্ষ কি নিঃশেষে নিংড়াইয়া এই ত্রিভুবনতারিণী বিগলিত করুণারাশির সৃষ্টি করিতে হয় নাই? শুক্তি যেমন আপন অন্তর রস দিয়া ধীরে ধীরে মুক্তাকে গঠন করে, এরাও তেমন বাৎসল্য রসের অন্তরালে দীর্ঘ তপস্যা-সঞ্চিত আধ্যাত্ম ভাবরাশিকে তিলে তিলে সমর্পণ করতঃ প্রাণের প্রাণ, মনের মন, অন্তরাত্মার ভূষণ রূপে শিশু ভগবানকে গঠন করেন। এই যুগাবতার আধ্যাত্ম মহারথীগণের মানব লীলার এক মহান অংশ তাঁহাদের আপন আপন জননীর প্রসন্ন উজ্জ্বল স্নেহ সেবায়, অনিন্দ্য-সুন্দর ভাব সাধনারই মধ্যে গঠিত হয়। আকাঙ্ক্ষার ধন অন্তরনিধির প্রকৃত পরিচয় জননীর নিকট কখনও অজ্ঞাত থাকে না, তবু ভগবৎ-পরিচয়ের অনুভূতি অপেক্ষা আপন সন্তান বাৎসল্যের আনন্দ রসে তৃপ্ত থাকাটাই জননীরা হয়ত বেশী পছন্দ করেন,—তাই তাঁহারা বাছাকে, দুলালকে, অন্তরের ধনকে আত্মসত্তারূপে অনুভব করিয়া বাৎসল্যরসে হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া রাখেন। জননীর এই ভাবের আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া ভগবানও তাহাকে সেভাবে ধরা না দিয়া পারেন না। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" জননীর সান্নিধ্যে আসিয়া ভগবান আত্মপরিচয় দিলেও জননী তাঁহাকে অসহায় শিশুই মনে করেন। তাঁর নয়নমণি, পরাণ পুতুলীকে অনন্ত কালের শিশুরূপে বক্ষে ধারণ করিয়াই জননীর আনন্দ।

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩। মা ভোরে দিল্লী আসিয়াছেন। আশ্রমে আসিয়াই মা গিরিমহারাজের ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পর মা বাহিরে আসিয়া আপন খেয়ালে বলিতেছেন, "দুই দিন বাদেই যখন দেখা হবে তখন তার করা কেন? ওরা হয়ত মনে করেছে মার খেয়াল নাই যে গিরিজীর সঙ্গে দিল্লীতে দেখা হবে।" শীতের সকালে দিল্লী আশ্রমের বারান্দায় সকলেই মাকে ঘিরিয়া আনন্দ করিতেছেন। মা বলিলেন, "যোধপুরে সেদিন সকালে দেখি গিরিজী যেন কাছে এসে বলছে 'কাল চলে যাই'।" অর্থাৎ

গিরিজী শরীর ত্যাগ করিতে চাহিতেছেন। গিরিজী নিজের ভাবের মধ্যে প্রস্তুত। মায়ের ত আহ্বানও নাই, বিসর্জনও নাই। তাই মা বলিলেন 'আচ্ছা'—এর মধ্যে মায়ের সঙ্গের সেবিকা মেয়েদের একজন মাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া গেলে পর মা নিজের খেয়ালে গিরিজীকে বলিলেন, "না, না, না,—কাল যেওনা" অর্থাৎ কাল শরীর ত্যাগ করিও না। ১১ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে কণখলে নারায়ণ স্বামীকে এই জন্যই তারা করা হয়।

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে মা বলিলেন, "তারটি কেন করা হ'ল, জান! গ্রন্থ থেকে সন্ন্যাস মন্ত্র পেলেও যেমন সন্ন্যাস হয় না, উহা যেমন গুরুমুখে শোনা, ধর না, এ শরীরের সে জাতীয় একটা খেয়াল এল—গিরিজী কানেও শুনুক, নারায়ণের কাছ থেকে যে, এ শরীর বলেছে সাবধানে সুস্থ শরীরে থাকতে। অন্তরের তার ত পূর্বেই পৌছে গেছে।"

মায়ের খেয়াল ছিল এই তারটি যেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছায়। জরুরী তার নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই পৌঁছায় এবং উত্তরও যথা সময়ে যোধপুরেই পাওয়া যায়। গিরিজীকে মায়ের কাছে বিশেষ কিছু জানাইতে আমরা দেখি না, অন্তরে অন্তরে প্রার্থনা করেন কিনা তাহা আমরা জানিনা। কিন্তু মা লক্ষ্য করিয়াছেন একবার এক আত্মীয়কে গিরিজী শুধু প্রার্থনা করিয়া মৃত্যু শয্যা হইতে ফিরাইয়া আনেন। মামুরও (শ্রীযুত মাখন ভট্টাচার্য্য, মায়ের ভাই) এক সময়ের অসুখ—শুধু গিরিজীর প্রার্থনাতেই আরোগ্য।

১১ই পূর্বাহ্ণে যোধপুর থাকিতে মা যখন গিরিজীর 'কাল চলে যাই' কথা শুনিয়াছিলেন তখনই পুষ্পকে বলিলেন—"গিরিজীর সম্বন্ধে কিছু দেখা গেল।" প্রশ্ন না করায় মাও এ বিষয় তখন পুষ্পকে আর কিছু বলেন নাই। ১৪ই দিল্লী আশ্রমের বারান্দায় ঘুরিতে ঘুরিতে মা এই সব কথা আপন খেয়ালে বলিলেন। শেষে মা বলিতেছেন, "বুঝলে পরমানন্দ, গাঠরী বোচকা বেঁধে যাত্রার জন্য লোক যেমন তৈরী হয়. গিরিজীও ঠিক সেই জাতীয়। এই শরীরের বাবার সত্ত্বার আভাসও একটু দেখা গেল।" পরে মা কারও প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "তা বুঝি জাননা, এ শরীরের বাবার দিক দিয়ে এখানে কোন কথা নয়, মায়ের

যে গৃহস্থ আশ্রমের লাল পাড় সাড়ী, বধূবেশ দেখা গেল তাই শরীরের বাবার সত্ত্বার আভাস কথাটি বলা হল। এ শরীরের মায়ের যে দর্শন তাও এ শরীর দেখে ছিল। মায়ের দেখার দিকটা—এক সুন্দর ধর্মের স্থান, দিব্য ভাবের পরিবেশে স্থানটি ভরপুর।"

এই দিন বেলা ১০টার সময় উপরে মায়ের ঘরে গিরিমহারাজ বসা। মা গিরিমহারাজকে দেখাইয়া বলিলেন, "ভিতরে ভিতরে অখণ্ড সন্ন্যাস জপটি।" এক ধ্যান গম্ভীর তন্ময় ভাবে গিরিজী বসিয়া আছেন। তিনি যেন এ জগতের লোকই নন।

২৩শে মার্চ্চ, বৃন্দাবন। মার ঘরে গিরিজীর প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা হইতেছে—গিরিজীও বসিয়া আছেন। এই প্রসঙ্গ উঠিতেই গিরিজী হাসিয়া বলিলেন—"তবে শোন বলি ; আমার লাল পাড় সাড়ী পরা—পূর্বাশ্রমের বেশ, হাতে শাঁখা, তোমাদের দাদামহাশয় আসবাব বেঁধে আমায় ডাকছেন। বল্লাম তাঁকে, "এখনই যেতে হবে ? না, না, দেখ কি করি ! হঠাৎ মনে হ'ল বৃন্দাবনে একদিন কোন একটা কথা নিয়ে তোমাদের মা বলেছিল—'বল্লে যদি নাই শুনা হয়, আর যদি পাকা খেয়াল আসে কোন মুহূর্তে হাসতে হাসতে কোন দিকে চলে যাবার, তাহলে তোমরা কিছুতেই রাখতে পারবে না''—কথাটা স্মরণে এল, আর মনে হল আমিত সন্ন্যাসী, আমারত নির্মলার কাছেই থাকা।" গিরিজীর যেই এই ভাব, সেই মুহূর্তেই সব কিছুর পরিবর্তন। দাদামহাশয়ের গতিত আমরা শুনিয়াছি। গিরিজীর দিকে যে টুকু তাহাও এইভাবে ত্যাগ।

শ্রীশ্রী১০৮ মঙ্গল গিরিমহারাজ গিরিজীর সন্ন্যাসের গুরু। তিনি ত অধিকারী ব্যতিরেকে কাউকে সন্ন্যাস দিতেন না—বিশেষঃ মেয়েদের। গিরিজীকে তিনি বলিয়াছেন, 'মেয়েদেরত আমি সন্ন্যাস দেই না—তা আনন্দময়ীর মা তুমি তোমাকে আমি সন্ন্যাসের সবটুকু দিলাম।' গিরিমহারাজের সম্বন্ধে অনেকের অনেক রকম ধারণা। অনেকে তাঁহাকে ঠিক ভাবে নিতে পারেন না। অনেকের হয়ত ধারণা গিরিমহারাজের কথা মা আজকাল বেশী শুনেন। যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ।

গিরিজীকে এই ঘটনার বিষয় বিস্তারিত প্রশ্ন করিয়া আমরা জানিলাম যে ১০ই ফেব্রুয়ারী কণখলে রাত ২-৩০ মিনিটের সময় গিরিজীর প্রথম শরীর ত্যাগের ইচ্ছা উদয় হয়। গিরিজী সম্পূর্ণ রাত্রি আসনেই বসিয়াছিলেন। প্রথম পূর্ব স্মৃতির আভাস, পরে অন্য অনেক কিছু দর্শন। রাত্রি শেষ হইল। একটু বেলায় গিরিজী আসন ত্যাগ করিলেন। প্রায় ৮টার সময় তিনি বিমলাদিকে লইয়া দক্ষ প্রজাপতির ঘাটে স্নান করিতে গেলেন। স্নানান্তে দক্ষমন্দিরে বসিয়া তিনি অনেক্ষণ জপ করিলেন। গিরিজী বলিলেন, "দক্ষমন্দিরে যখন জপ করি তোমাদের অনেককেই তখন দেখি, জপ থেকে উঠে বিমলাকে জিজ্ঞাসা করি 'ওরা কোথায় গেল'? বিমলা বলে, "বলছ কি! ওরাত কেউ এখানে আসে নাই।"

দক্ষমন্দিরে ভিক্ষুকদের আটা-গুড় দানান্তে গিরিজী আসিয়া নিতাইদার তুলসী তলায় ধ্যানে বসিলেন। এই সময় মাও যোধপুর হইতে গিরিজীকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। মার কথা, "গিরিমহারাজের চোখ খোলেই না, এমনকি বহিরিন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয়ের দিক—চোখত খোলা চাই।" মা দেখিলেন—ডান চক্ষু দীর্ঘ সময়ে একটু খুলিল। বাঁ চক্ষু যেন খুলেই না, আবার কিছু সময় পর বাঁম চক্ষু ধীরে ধীরে খুলিল। এক গভীর ধ্যানে গিরিজী তন্ময়। ধ্যানজ ভাবে গিরিজীর চক্ষু বুজিয়া যাইতেছে। কিন্তু চেতনার দিক স্পষ্ট। মার এই কথা শুনিয়া গিরিজী বলিতেছেন—'হ্যা, হ্যা, হ্যা, সেদিন ঠিক ঐরকম হয়েছিল।' কণখলের সকলেও সেদিন গিরিজীকে এই ভাবেই বসা দেখিয়াছিলেন। সকলের অনুরোধে গিরিজী ঘরে আসিয়া নিজের আসনে বসিলেন। এই সময় যে সমস্ত অলৌকিক দর্শন গিরিজীর হয়, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য হইলেও আমাদের কল্যাণের জন্য তাহা লইয়া আলোচনা হওয়া দরকার।

গিরিমহারাজ এই সময় এক নৌকায় ভব পারাবারের কাণ্ডারীকে দর্শন করিলেন। কাণ্ডারী ও গিরিজী একই নৌকায়। যোধপুরে বসিয়া মাও দেখিতেছেন গিরিজীর সঙ্গে মাও এক নৌকায়। গিরিজী কাণ্ডারীকে বলিলেন,.. "আমিত পার হয়েই আছি, যারা তীরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে তাদের কি করবে!

এদের ফেলেত আমি যাব না।" গিরিমহারাজ কাণ্ডারীকে আবার প্রশ্ন করিলেন "এদের পার করবেত ?" কাণ্ডারী তিন বার "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পার করব" বলিলেন।

গিরিজীর তখনকার মনোভাব—এতদিন ত আশ্রিতদের মঙ্গল কামনাই করিলাম, আজিকার প্রার্থনা—"হে ভগবান ! সকলেই যেন তোমার দিকে যায়, এই গর্ভ যন্ত্রণা, মনুষ্য জীবনের এত তাড়না, ভোগের দিকে যেন কেউ না যায়।" যেই এই ভাব সেই মুহূর্তে আবার সেই বিগ্রহ। বিগ্রহ এবার গিরিজীকে সঙ্গে লইয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। পশ্চাতে একটা কুকুর। ধর্ম্মের স্মরণ হওয়ায় গিরিজী ধর্মরূপী কুকুরকে দেখিলেন। গিরিজী সেই বিগ্রহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ ? তুমি স্ত্রী, না পুরুষ ? তিনি বলিলেন, "আমি স্ত্রীও নয় পুরুষও নয়।" বিগ্রহের পারধানে শুভ্র বস্ত্র, পিছনে কালো চুল বস্ত্রাচ্ছাদিত। গিরিজী বিগ্রহকে বলিলেন, "যুধিষ্ঠিরের ত একবার নরক দর্শন করতে হয়েছিল, আমার আশ্রিতদের যেন নরক দর্শন না হয়।" বিগ্রহ বলিলেন, জোরে জোরে—"না, না, না, তোমার আশ্রিতদের নরক দর্শন হবে না। হরিনাম যেখানে, সেখানে নরকের প্রশ্নই নাই।"

আবার গিরিজীর দর্শনের পরিবর্তন। গিরিজী দেখিলেন, অনন্ত জ্যোতির এক রাজ্য। হঠাৎ তাঁহার মনে প্রশ্ন আসিল—আশ্রিত স্বজন যেখানে দেখা যায়, সে রাজ্যটি কোথায় ? বিগ্রহ একদিক দেখাইয়া বলিলেন, "তারা সব ওখানে যার যার স্থিতিতে নানা স্তরে আছে।" আলাদা আলাদা স্তরে আছে সেই জন্যই পার্থক্য।" ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যার যার কর্মানুসার স্থিতি হয়।" গিরিজী বিগ্রহকে তিনবার বলিলেন, "এদের যেন আর পতন না হয়।" বিগ্রহ তিনবারই স্বীকার করিলেন, "এদের আর পতন হবে না।" পরে একস্থানে শুধু গিরিজী ও বিগ্রহটি। সেখানকার বর্ণনায় গিরিজী বলিলেন, "সেখান থেকে পৃথিবী বল, যাই বল, সব কিছুই দেখা যায় আর যেন কেমনই এক স্থান। সেখানে না দিন, না রাত্রি, আলোও নয়, অন্ধকারও নয়,—এক শান্ত,শান্তি, কে আছে, কি নাই কিছুই বলা যায় না।" গিরিমহারাজের শ্রীমুখের

ভাষা—"কিরকম তা বর্ণনা করা যায় না।" গিরিজীর এসব কথা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। কঠোপনিষদের ঋষিও একদিন এই ভাবেই বলিয়াছিলেন,—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোযমগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥

কঠো ২।২।১৫

সেই মহান প্রকাশকে সূর্য্য প্রকাশ করে না, চন্দ্র, তারকা বিদ্যুতের দ্বারাও তিনি প্রকাশিত নন—আগ্নত নয়ই। তিনি প্রকাশমান, তাই সমস্ত কিছু প্রকাশিত। সেই মহান প্রকাশের রাজ্য গিরিজীর ধ্যান নেত্রে ফুটিয়া উঠিল কি?

গিরিজীর এইদিন এক মহাভাব। তাঁহার শ্রীমুখের কথা, "সকলের মুক্তি না হলে মুক্তি কোথায়? পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতা কারো যেন আর জন্মমৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করতে না হয়।" এইভাব শুধু একমাত্র বুদ্ধের জীবনেই দেখা যায়। নির্বাণের শেষ পাদপীঠ হইতে জগতের মুক্তির জন্য তিনি ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গিরিজী ঘরেই তাঁহার নিজের আসনে ছিলেন। তখন এই সমস্ত দর্শন। সন্ধ্যার পূর্বে তিনি নিতাইদার বেল তলায় আসিলেন, বাতাসা আনাইলেন, নিজেই লুঠের কীর্ত্তন গাহিলেন। যোগীভাই ও স্বামী প্রকাশানন্দ আসিয়া উপস্থিত। গিরিজী সকলকে প্রসাদ দিলেন। গিরিজীর তখন এই ভাব—নাম করিতে করিতে শরীর লুটাইয়া দিবেন শিবের পাশে হরির লুঠের মত, আর উঠিবেন না। গিরিজীর অন্তরে এক শান্ত শান্তি, চিত্ত তাঁর অসীম গভীরে, ইন্দ্রিয় মন প্রাণ তখন অন্তর আত্মায় বিলীন। গিরিজীর শরীর শিবের পাশে ভূলুণ্ঠিত। এ সময়কার বর্ণনায় গিরিজী বলিয়াছিলেন—"ইচ্ছামাত্রেই সব হচ্ছে, কোন কষ্ট নাই। হঠাৎ দেখি তোমাদের মা এসে উপস্থিত, সঙ্গে উদাসও আছে। বুঝলাম এবার শরীরটাকে রেখে দেবে। আগের দিন রাত্রে তোমাদের

মার হজমের গণ্ডগোল হয়, পেটে ব্যথা, অনেকক্ষণ হাত বুলিয়ে দিই।” মাও এই প্রসঙ্গে গিরিজীকে বলিয়াছিলেন, “সেদিন রাত্রে পেটে গায়ে ব্যথা জাতীয় একটু। কাছে এলে তুমি কখনও কখনও হাত বুলাও ত, সেটা খেয়ালে এসেছিল।”

মাকে হঠাৎ উপস্থিত হইতে দেখিয়া মায়ের শরীরের বিষয় গিরিজীর মনে উদয় হইল। গিরিজী ব্যস্ত হইয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কেমন আছ? এখন এলে কোথা থেকে?”

মা। এলাম তোমায় দেখ্‌তে।

মায়ের শরীরে কাপড় কম। গিরিজী বলিলেন, “শীত করেনা তোমার?”

মা। ওরা এরকম ভাবেই রাখে, দেখ ওসময় জল চাইলাম, ওরা দিল না। মা যোধপুরে জল দেওয়ার জন্য ডাকাডাকি করে কাউকে পাননি। পরে অবশ্য মাকে জল দেওয়া হয়। সেদিন শুধু জল পান করিয়াই মা অনেক বেলা কাটাইয়াছিলেন। দিদিমা দেখেন মার পরনে লাল সাড়ী। যোধপুরে প্রকৃতই ঐদিন লাল শাড়ীতে সাজাইয়া কোন ভক্ত মায়ের পূজা করিয়াছিলেন।

সূক্ষ্মে মাকে এই বেশে দেখিয়া গিরিজী বলিলেন,—“আমাকে বাধা দিতে আইলা?”

মা। আমার দিকে একটু চাইবা না।

গিরিজী। এইত তাকাইলাম।

মা গিরিজীর পানে তাকাইয়া আছেন। দেখিলেন গিরিজীর দুই চক্ষু বোজা, চক্ষু খুলেই না। প্রথম ডান চক্ষু খুলিল। মা গিরিজীর চক্ষু হইতে চক্ষু সরাইলেন না। মায়ের দৃষ্টির সামনে গিরিজী দীর্ঘ সময় এই ভাবে পড়িয়াছিলেন। মা যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, “সূক্ষ্মে তোমার মধ্যে অন্তরে অন্তরে বাধা দেওয়া হল যাতে যেতে না পার।” মা গিরিজীর হাতে কিছু দিলেন। উপস্থিত সকলে দেখিলেন শিবের মাথার একটি ফুল গিরিজীর হাতে আসিয়া পড়িল। ইহার পর গিরিজীর প্রাণ সঞ্চার অনুভব হইল। ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়ের শক্তি হইল, হাত নড়িয়া উঠিল। গিরিমহারাজের এই প্রকার অবস্থা ঐদিন বৈকালে দুইবার হয়, তুলসীতলায় ও বেলতলায়। দুইবারই মা উহা দেখিয়াছিলেন।

ঐদিন রাত্রের সন্ধ্যা বন্দনা শেষ করিয়া গিরিজী সামান্য কিছু আহার করিলেন। রাত্রে বিশ্রামের সময়ও গিরিজী শরীর রক্ষার ইচ্ছা পূর্ণরূপে অনুভব করেন নাই।

মা সীতাপুরে থাকিতে (২৫শে ফেব্রুয়ারী, '৬৩) কথাপ্রসঙ্গে পানুদাকে গিরিজীর বংশের কাহারও কাহারও যে ইচ্ছা মৃত্যু শক্তি ছিল সে সম্বন্ধে অনেক কথা আপন খেয়ালে বলিয়াছিলেন। গিরিজীর ভাইরা কেহ কেহ মৃত্যুর পূর্বে সকলের নিকট বিদায় লইয়া, মৃত্যুর কথা পূর্বেই বলিয়া প্রাণত্যাগ করেন। পরে বৃন্দাবনেও মা আপন খেয়ালে গিরিজীর বিষয় অনেক কিছু বলেন।

কেহ পত্রে মায়ের চরণে বিশ্বমুক্তির কামনা করেন। মা তাঁহাকে বাণী দিলেন—"নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা করা, যে আদর্শে সকলের মুক্তিপথে যাওয়ার যাত্রা আগ্রহ জাগ্রত হয়"। মা উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—"একথা তোমাদের সকলের জন্য।" পূর্ণমুক্তির প্রার্থনায় গিরিজীর অন্তরের প্রার্থনা হয়ত মায়ের খেয়ালে আসিয়াছে। মা একটু ঘুরিয়া আসিয়া নিজের খেয়ালে গিরিজীর সাধন ভজন প্রসঙ্গ তুলিলেন (২৭শে ফেব্রুয়ারী '৬৩)। কণখলের ঘটনা বলিয়া মা বলিতেছেন—"আগেও সাহাবাগে থাকতে গিরিজীর অনেক কিছু সুন্দর দেখা গেছে। গিরিজী হয়ত এ শরীরের কোন খবরই পাচ্ছে না, সন্ধ্যার সময় তুলসী তলায় বাতি দিতে গিয়ে দিদিমার চোখে জল এসে গেছে"। গিরিজীর অন্তরের বেদনা মাকে স্পর্শ করিত। পরে গিরিজীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে মা বহু সময় বলিয়াছেন—"অমুক দিন তোমার মন খারাপ হইয়াছিল?" গিরিজী একটু হাসিয়া বলিতেন—"অনেক দিন তোমার খবর পাইনি, তাই।"

২২শে এপ্রিল, ১৯৬৩। মা মোটরে হরিদ্বার হইতে ডেরাডুন যাইতেছেন। সঙ্গে হেমিদি ও সন্ন্যাসীরা দুইজন। মা সমস্ত রাস্তাই গাড়ীতে গিরিজীর পূর্বাশ্রমের সাধন ভজন, নিষ্ঠা, সহিষ্ণুতার অনেক কথা বলিলেন। ঝড়ে ঘরের চাল উড়িয়া গিয়াছে দাদামহাশয়ের খেয়াল নাই। তিনি একতারা বাজাইয়া সেই ঘরেই ভজন গান গাহিতেছেন। দিদিমা চুপচাপ বসিয়া দেখিতেছেন, স্বামীর উদাসীনতায় তাঁহার এতটুকু অনুযোগ বা বিরক্তি নাই। মনে প্রাণে

বিশ্বাস করতেন ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। এমন ঈশ্বর নির্ভরতা এ যুগে দুর্লভ। গিরিজীর বাল্যে বা গৃহস্থ আশ্রমে কাহারও সহিত কোনও কলহ মনোমালিন্য ঘটে নাই। পাড়া প্রতিবাসীরা নিজেদের কলহ মনোমালিন্য গিরিজীর সাহায্যেই মিটাইয়া নিতেন। ঘরের বউ হিসাবে অনেক গঞ্জনা অবিচার তাঁহার উপর হইয়াছে। কিন্তু এজন্য গিরিজী কোনদিন কোন অনুযোগও কাউকে দেন নাই। মা বলিতেছেন,—"মাকে দেখছি সংসারের সব কাজ শেষ করে দুপুরে ভাতের থালা নিয়ে খেতে বসেছে, হঠাৎ অতিথি এসে উপস্থিত। মা হাসি মুখে বাড়াভাতের থালাখানি অতিথিকে দিয়ে নিজে সামান্য একটু কিছু মুখে দিয়ে জল খেয়েই হয়ত দিন কাটিয়ে দিল।" মা তখন শিশু। গিরিজীর খাওয়া হইল না। মা বলিতেন,—"মা, তুমি কিছু খেলে না"। গিরিজী একটু হাসিয়া বলিতেন—"ঐত খেলাম।" অতিথিকে তিনি নারায়ণ জ্ঞান করিতেন; অতিথি সেবার আনন্দে নিজেকে তৃপ্ত মনে করিতেন।

মা কথা প্রসঙ্গে ইহাও বলিলেন যে গিরিজীর রাঁধা শাক ভাতও মা বাল্যে খুব তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিতেন। মায়ের ঠাকুরমার সাধন ভজনের নিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিয়া মা শেষে বলিতেছেন—"এমন যে ধার্মিক পরিবার তাদেরও জমী বিক্রয় করে মেয়ের অর্থাৎ (মায়ের) বিবাহের ব্যবস্থা করতে হয়।" মা খুব সহানুভূতির সঙ্গে এই কথাটুকু বলিলেন। স্বামী প্রকাশানন্দ বলিলেন—"মা স্বয়ং যে ঘরে এলেন সেখানেও এত কষ্ট?" মা মধুর হাসি দিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"কষ্টইত তাদের কাছে কষ্ট পেয়েছে।"

২৩শে এপ্রিল, '৬৩। ডেরাডুনে শিবমন্দিরের সামনে অপরাহ্নের সংসঙ্গে মা ও গিরিজী দুজনেই উপস্থিত। ভক্তদের অনেকের আগ্রহ মায়ের শ্রীমুখে তাঁহারা গিরিজীর কণখলের ঘটনা ও তাঁহার অন্যান্য সাধন ভজনের কথা শুনিবেন। গিরিজীর প্রসঙ্গ একটু উঠিতেই মা সবিস্তারে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গিরিজীর কণখলের ঘটনা এবং মায়ের মামারা কিভাবে বলিয়া কহিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন সব বলিলেন। দাদামহাশয়ের যাবার আভাষ মা গিরিজীর ভিতর দিয়া দেখিয়াছিলেন তাই মা দিল্লীতেই

পরমানন্দ স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন—"মহাপুরুষদের জন্যইত ভাগবৎ কথা হয়। এত নিষ্কাম কর্ম। শরীরের বাবার উপলক্ষে করলেও কেমন হয়।" ২৮শে জুন হইতেই ৫ই জুলাই পর্য্যন্ত হরিদ্বারে এই ভাগবত সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়।

গিরিজী যেভাবে নির্ব্বিকার চিত্তে চুপ চাপ থাকেন অনেকে তাঁহাকে বুঝিতে পারেন না। গিরিজীর ঐ কথা—"আমি ত পার হয়েই আছি"—ইহা মুক্ত পুরুষের কথা—একমাত্র আত্মচিন্তায় সর্বদা মগ্ন। বেদান্ত এই অবস্থাকে মহা মৎস্যের সহিত তুলনা করিয়াছেন। মহা মৎস্যের যেমন স্রোতের সর্বত্রই বিচরণ করা সম্ভব মুক্ত পুরুষের তেমন জ্ঞান, অজ্ঞান উভয় রাজ্যেই বিচরণ সম্ভব। গিরিজীর যেমন সকলের জন্য, আশ্রিত স্বজনের জন্য চিন্তা আছে, আবার কাহারও জন্য কোন চিন্তা ভাবনা কিছুই নাই। মুক্ত পুরুষের ইচ্ছামৃত্যু। যোগীগণের কল্পান্ত পর্য্যন্ত জীবন ধারণের কথা শুনা যায়। মায়ের চরণে আমাদের এই প্রার্থনা গিরিমহারাজের মনে যেন আর কখনও দেহত্যাগের ইচ্ছা জাগরিত না হয়। পূর্ণ মুক্তির জন্য, মায়ের আনন্দ মধুর লীলার পরিপূর্ণতার জন্য এই বিরাট যোগ বিভূতির আমরা সুন্দর স্বাস্থ্য ও অপরিমেয় দীর্ঘ জীবন কামনা করি।*

হরি ওম-তৎসৎ।

---

* দিল্লী আশ্রমে গিরিজীর ২৪শতম সন্ন্যাস উৎসবে শ্রীশ্রীমা ও গিরিজীর উপস্থিতিতে এই প্রবন্ধটি হিন্দী ও বাংলায় পঠিত হয়।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীঅমূল্য কুমার দত্ত গুপ্ত, এম-এ, বি-এল,

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ঝাউগাছে চন্দনের গন্ধ

১৩ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার (ইং ২৭।৬।৪৫) শ্রীশ্রীমা যে ভক্তগণ সহ আজ শা' বাগে যাইবেন ইহা পূর্ব্বেই স্থির ছিল। Pioneer Corps এবং depot commandant শ্রীযুক্ত যামিনী মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী মাকে দর্শন না করিয়াই তাহার পরম ভক্ত হইয়াছিলেন। যামিনী বাবুও ঘটনাচক্রে এবার শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে এক ট্রেনে কলিকাতা হইতে ঢাকা আসিয়াছেন। ষ্টিমারে তিনি মাকে দেখিয়াই তাঁহার অতি অনুগত ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যামিনীবাবু সপরিবারে শা' বাগে থাকেন। বাংলার বাহির হইতে যে সব ভক্ত মার সঙ্গে আসিয়াছেন যামিনী বাবু তাঁহাদের বাসস্থান শা' বাগে করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাদের সেবা যত্নেরও কোন ত্রুটি করিতেছেন না। যদি শা' বাগে এতগুলি লোকের থাকিবার স্থান না হইত তবে আশ্রমে ইঁহাদের থাকার বন্দোবস্ত করিবার কোনই উপায় ছিল না। যাহা হউক, শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন লাভ করিয়া যামিনীবাবু এবং তাঁহার স্ত্রী মাকে শা' বাগে নেওয়ার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করিতে ছিলেন। তাই এবার মার সঙ্গে যেদিন প্রথম দেখা হয় সে দিন শা'বাগের কথায় মা বলিয়াছিলেন, "গত বার যখন আসিয়াছিলাম তখন শা' বাগে যাইবার জন্য permission নাকি তোমরা কি বল না, তাহা লইবার দরকার হইয়াছিল। এবার কিন্তু একবারে শরণ। যিনি এখন শা'বাগের কর্ত্তা

তাহার নিকট হইতে ঐখান যাইবার নিমন্ত্রণ আসিয়াছে। তাহার নিকট আরও শুনিয়াছি যে শা'বাগের ঝাউগাছগুলি নাকি চন্দন গাছ হইয়াছে। উহা হইতেও পারে ; কারণ ওখানে অনেক নামকীর্ত্তন এবং সৎভাবের খেলা হইয়াছে কি না তাই বোধ হয় ওরূপ হইয়াছে। অবশ্য এ দেহ বলিতেছে না যে ঝাউগাছ চন্দন গাছ হইয়াছে তবে ঐরূপ হওয়া অসম্ভব নয়।"

সকাল বেলা বাসা হইতে স্নান ও জলযোগ করিয়া বন্ধুবর মনোরঞ্জন বাবুর সহিত শা'বাগ অভিমুখে রওনা হইলাম। আমরা দূর হইতে মাকে সদলবলে শা'বাগে ঢুকিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিশিলাম। প্রথমেই মা চন্দন গাছ দেখিতে চলিলেন। সে দিনের কথায় আমি মনে করিয়াছিলাম যে ঝাউগাছ বুঝি সত্যসত্যই চন্দন গাছ হইয়াছে। যখন দেখিলাম যে ওগুলি ঝাউগাছই আছে তখন মাকে বলিলাম, "মা এগুলিত চন্দন গাছ নয়। এগুলি ঝাউগাছ।"

শ্রীশ্রীমা। তুমি চন্দন গাছ দেখিয়াছ ?

আমি। হাঁ, তাহাদের পাতা অন্যরূপ।

মা তখন সকলকে বলিলেন, "শোন, বাবাজী বলিতেছে যে এগুলি চন্দন গাছ নয়।"

কিন্তু দেখা গেল গাছের সার হইতে চন্দনের গন্ধ বাহির হইতেছে। এবং এই জন্যই বোধ হয় গাছগুলির অনেক ডাল কাটিয়া ওখানকার লোকেরা নিয়া গিয়াছে। পূর্বে শা'বাগে থাকা-কালীন মা যে ঘরটিতে বাস করিতেন এই ঝাউ গাছগুলি সেই ঘরেরই নিকটে। অবশ্য শা'বাগে আরও এই জাতীয় ঝাউ গাছ ছিল ও আছে। নাচ ঘরের সংলগ্ন পূর্ব্বদিকেও কতকগুলি ঝাউ গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। নাচ ঘরেই বহু কীর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু এই ঝাউ গাছগুলিতে চন্দনের সুগন্ধ হয় নাই। এই সব দেখিয়া আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, তুমি যখন শা'বাগে ছিলে তখন নাম কীর্ত্তন ত নাচ ঘরেই হইত?

মা। হাঁ।

আমি। নাচ ঘরের কাছে যে ঝাউ গাছগুলি আছে তাহাদের গন্ধ ত চন্দনের মত হয় নাই। তোমার থাকার ঘরের কাছের ঝাউ গাছগুলিরই মাত্র ঐরূপ হইয়াছে।

মা। (হাসিয়া) যদি বলি ঐ নাচ ঘরে যে কীর্ত্তন হইত উহার প্রভাবেই এরূপ হইয়াছে। (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) তাহা হইলেও প্রশ্ন থাকে যে নামের প্রভাব সব দিকে সমান হইল না কেন?

এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন।

আমি। তুমি ঝাউ গাছগুলির চন্দনের গুণ পাইবার যে কারণ সেদিন বলিয়াছিলে তাহা তবে আসল কারণ নয়?

শ্রীশ্রীমা। এ দেহের থাকার ঘরেওত নাম হইয়াছে। অবশ্য দলবদ্ধ হইয়া নাম নাচ ঘরেই হইয়াছে।

আমি। তোমার থাকার ঘরে যে নাম হইয়াছে তাহাত কেবল মাত্র তুমিই করিয়াছ?

শ্রীশ্রীমা। হাঁ।

আমি। তাহা হইলে ঝাউ গাছগুলির চন্দন হইবার যে কারণ তুমি সেদিন বলিয়াছিলে তাহা মিথ্যা?

শ্রীশ্রীমা। মিথ্যা নয়।

আমি। আসল কারণটিত বল নাই।

শ্রীশ্রীমা। সকল কারণইত আসল কারণ। কোন একটা কার্য্যের বহু কারণ থাকিতে পারে। হয়ত তাহাদের মধ্যে কতকগুলি গভীর, কিন্তু প্রকাশের সময় মাত্র দুই-একটি প্রকাশ করা হইল। তাই বলিয়া উহা মিথ্যা নয়। সকল কারণইত এক কারণ। যদি কোন একটা কারণকে চাপা দিয়া অন্য কারণ বলা হয় তবেই তাহা মিথ্যা হয়; কিন্তু তাহাত করা হয় নাই। বহু কারণেরই মধ্যে যেটা প্রথমে খেয়ালে আসিয়াছে তাহাই বলা হইয়াছে।

আমি। মা, কথাটা আমি ভাল করিয়া বুঝিলাম না। একটা উদাহরণ দিয়া আমার বক্তব্য তোমাকে বলিতেছি। পাঁঠা বলি দিতে আমরা খড়্গের

সাহায্যে পাঠার মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলি। কাজেই পাঠা বলির প্রধান কারণ খড়গ। কিন্তু এই বলি দিতে হইলে কাঠগড়ারওত প্রয়োজন হয়?

শ্রীশ্রীমা। হাঁ।

আমি। এখন যদি পাঠা বলির কারণ বলিতে গিয়া বলি যে এই কাঠগড়ার জন্যই পাঠার মুণ্ড দেহ হইতে ভাগ হইয়া পড়িয়াছে তবে কি পাঠা বলির প্রকৃত কারণ বলা হইল?

শ্রীশ্রীমা। (হাসিয়া) না। আমিত বলিয়াছি ঐখানে নাম হইত।

এই কথা শুনা মাত্র বিদ্যুৎ চমকের মত আমার মনে হইল যে নাম আর নামীত এক। মা নিজেইত নামী। তবে কি মায়ের সান্নিধ্য বশতঃ ঐ ঝাউ গাছগুলি চন্দন ভাবাপন্ন হইয়াছে?

আমার এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মা হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমিত ধরা দিতেছিই।

আমি। তুমি ধরা দিলেও তোমাকে ধরে কে?

আমার কথা শুনিয়া মা এবং খুকুনী দিদি প্রভৃতি উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

এই সব কথা শা'বাগের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে হইতেছিল। মা যে ঘরে থাকিতেন তাহা গোপাল দাদা প্রভৃতি নবাগত ভক্তদিগকে দেখাইলেন। এখন অবশ্য ঐ ঘরে সৈন্যদের কিছু কিছু রসদ রাখা হইয়াছে। ভক্তদের মধ্যে গোপালদাদা এবং আরও কয়েকজন ঐ ঘরে গিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। ইহার পর আমরা নাচ ঘরে গেলাম। এইখানে পূর্ব্বে কীর্তন হইত বলিয়া ভক্তগণ নাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। অল্পক্ষণ মাত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল। Pioneer সৈন্যদের আবাস স্থলে আসিয়া কীর্ত্তন ইত্যাদি করা সবই যেন খাপছাড়া মনে হইতেছিল। কিন্তু মা উপস্থিত থাকিলে অনেকেরই স্থান কালের জ্ঞান থাকে না। তাই এই সব হইয়া যায়।

এখান হইতে আমরা আরব দেশীয় ফকিরের গোরস্থান দেখিতে গেলাম। বীরেন দাদা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি ঐ ফকিরের গোরস্থানের নিকটবর্ত্তী এক পুকুর দেখাইয়া বলিলেন, "এইখানে একদিন রাত্রিতে মা আমাকে বলিয়াছিলেন, "বিশ্বের যা' কিছু রূপ দেখিতেছ তাহা সমস্তই আমার মধ্যে।" মা এই সব কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন।

আমরা কিছুক্ষণ ঘুরিয়া একটি ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিলাম। এই ঘরেই আমাদের বসিবার জায়গা করা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমা বসিয়াই বলিলেন, "এই স্থানে যজ্ঞকুণ্ড ছিল।" অর্থাৎ শা'বাগে যে কালীপূজা করা হইয়াছিল, পূজার পর সেই প্রতিমা বিসর্জ্জন দেওয়া হয় নাই। কাজেই ঐ মূর্ত্তির জন্য নিত্য যজ্ঞ করিতে হইত। সেই যজ্ঞ কুণ্ড বোধ হয় এইখানে ছিল। মা বীরেন দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইখানে বসিয়া বসিয়া যে যজ্ঞ করিতে তাহা কি তোমার মনে আছে ?"

বীরেন দাদা। কুণ্ডটি কোথায় ছিল তাহা মনে হইতেছে না।

কুশারী মহাশয়ের অভিনব শিক্ষা

মা বলিতে লাগিলেন "এই ঘরে বসিয়াই প্রথমে অন্য লোকের সঙ্গে কথা বলা হয়। পূর্ব্বেত অন্য লোকের সঙ্গে কথা বলা হইত না। তাই যখন অপরের সঙ্গে কথা বলিতে আরম্ভ করি তখন প্রথমে কুণ্ডলী দিয়া বসিয়া পরে কথা বলিতাম। কথা বলা শেষ হইলে যখন উঠিয়া যাইতাম তখন আবার কুণ্ডলীটি মুছিয়া ফেলিতাম। এ যেন আবরণ দিয়া বসা এবং পরে আবরণ খুলিয়া ফেলা। এই সময় ভোলানাথের ভগ্নীপতি কুশারী মহাশয়ের সহিত কথা বলা হয়। কুশারী মহাশয় এদেহের কথা ভোলানাথ ও অন্যান্য লোকের নিকট শুনিয়াছিলেন। তাই তিনি আসিয়া ঠাট্টা করিয়া ভোলানাথকে বলিতেন, "কই তোমার দেবীটি কোথায় ?" ভোলানাথ আমাকে ডাকিয়া দিয়া কথা বলিতে বলিতেন। তিনি যে যে প্রশ্ন করিতেন আমি উত্তর দিয়া যাইতাম। তিনি ভোলানাথ হইতে বয়সে বড় ছিলেন এবং আমি তাঁহার সন্তানের বয়সী ছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে

'আপনি' বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। কুণ্ডলী দিয়া যখন আমি কথা বলিতাম তখন আমার কোন সঙ্কোচ থাকিত না। কিন্তু আমি যেভাবে চাহিয়া থাকিতাম তাহাতে ইঁহাদের মনে হইত যে আমি বোধ করি ইঁহাদের কোন কথাই শুনিতেছি না। তাই বার বার তিনি বলিতেন, "দেখুন আমাদের দিকে তাকান, আমাদের কথা শুনুন" ইত্যাদি। আমি বলিতাম, "এ দেহকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর পাওয়া যাইবে।" বাস্তবিক তাঁহাদের প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই এ দেহের উত্তর হইয়া যাইত। কিন্তু এ দেহের দৃষ্টির কোন পরিবর্ত্তন হইত না। উহা লক্ষ্যশূন্যই থাকিয়া যাইত।

"কুশারী মহাশয় প্রথম দিন আসিয়াই নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আবার প্রশ্নও কেমন? তিনি এ দেহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আপনি ইচ্ছা করিলে আমাকে ভস্ম করিয়া ফেলিতে পারেন?" এ দেহ বলিল, "ভগবানের ইচ্ছা হইলে তাহাও হইতে পারে।" এইরূপ কথা বলিতে বলিতে দুই তিন ঘণ্টা কাটিয়া গেল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করা তাঁহার জীবনে এই প্রথম। তিনি বুঝিতেও পারেন নাই যে এতটা সময় চলিয়া গিয়াছে। পরে হঠাৎ যখন তাঁহার খেয়াল হইল, তিনি খুব আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিলেন।

ঐদিন তাঁহার এক জায়গায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হইবে। সেখানে আমাদেরও যাওয়ার কথা। কাজেই আমরা সকলেই রওনা হইলাম। তিনি রওনা হইবার সময় কতকগুলি ধুপকাঠি জ্বালাইয়া সঙ্গে লইলেন। ওগুলির গন্ধ সুন্দর বলিয়াই এইরূপ করিলেন। আমরা শা'বাগ ছাড়িয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছি। এদিকে রোদও খুব উঠিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে বাতাসও খুব আছে। রোদের জন্য কুশারী মহাশয় ছাতা মাথায় দিয়া চলিয়াছেন। হাতে কিন্তু জ্বলন্ত ধূপকাঠিগুলি। কেমন করিয়া উহার আগুন যে ছাতায় লাগিয়া গেল কুশারী মহাশয় তাহা জানিতেও পারিলেন না। বোধহয় বাতাসের জন্যই ওরূপ হইয়াছিল। যাহা হউক, ছাতার কাপড়ে আগুন ধরিয়া উহার একখণ্ড জ্বলন্ত টুকুরা কুশারী মহাশয়ের মাথায় পড়িল। কুশারী মহাশয়ের মাথায় টাক ছিল। হঠাৎ তালুতে জ্বলন্ত আগুনের স্পর্শ অনুভব করিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং ভয়ে চিৎকার

করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমাকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন না" "আমাকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন না।" এই বলিয়া মা খুব হাসিতে লাগিলেন। আমরাও খুব হাসিতে লাগিলাম।

শা'বাগের কালীপূজা

এমন সময় ভূদেব বাবু বলিলেন, "মা তোমার পুরাতন শা'বাগে আসিয়াছ, এখন এখানে তোমার কালীপূজার গল্প বল।" মা হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "এখন ঐসব কথা বলার ভাবটা আসিতেছে না।" পরে অবশ্য ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাবে গল্পটি বলিলেন। ইহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আর পুনরুক্তি করিলাম না।* তবে এইবার গল্পটি বলিতে গিয়া কতকগুলি অলৌকিক ঘটনার কথা মা বলিলেন যাহা আমার নিকট পূর্ব্বে প্রকাশ করেন নাই। কেবল ঐ ঘটনাগুলিই এখানে উল্লেখ করিতেছি। মা বলিলেন, "ইহাদের সকলের, বিশেষতঃ ভোলানাথের, অনুরোধে আমাকে পূজা করিতে হইল। সে পূজাও কেমন? নিজের মাথায়ই ফুল বেলপাতা দিয়া নিজেকেই পূজা করিতে লাগিলাম। দেবতা হইয়া দেবতা পূজা করিতে হয় না? পরে হঠাৎ উঠিয়া কালীমূর্ত্তিকে ঘেঁষিয়া ঐ আসনেই বসিয়া পড়িলাম। বাতাসে যেরূপ শুকনা পাতা উড়াইয়া লইয়া যায় এ দেহটাকে প্রায় সেইরূপ উঠাইয়া নিয়া কালীর আসনের কাছে বসাইয়া দিল। ইহার পর জিভ্‌টা লম্বা হইয়া মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। দেহের কাপড় খসিয়া পড়িল। তখন সকলকে চোখ বুজিবার জন্য এই দেহ হইতে আদেশ বাহির হইল এবং এরূপ বলা হইল যে, যে চোখ না বুজিবে—তাহার অমঙ্গল হইবে। সকলেই চোখ বুজিল কেবল ঐ বাগানের মালীর স্ত্রী চাহিয়াছিল। যদিও তখন এ দেহটা ঝুকিয়া কতকটা উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল তবু এত লোকজনের মধ্যে মালীর স্ত্রী যে চাহিয়াছিল তাহা জানিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল। ইহার পর ভোলানাথ পূজা করিতে লাগিলেন। চারিদিকে ফুল ছিটাইয়া তিনি এ দেহ এবং কালীমূর্ত্তিকে পূজা করিতে লাগিলেন।

---

* শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ ১ম খণ্ড পৃঃ ২৫

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ ফুলের একটি আসিয়া কালীমূর্ত্তির হাতের পাতায় আট্‌কাইয়া গেল, যেন তিনি হাত পাতিয়া ঐ পূজা গ্রহণ করিলেন। অনেকদিন পর্য্যন্ত ঐ ফুল হাতেই ছিল।

"আর একবার কালীপূজা হইয়াছিল সে'বার পূজাতে পাঠা বলি দিয়া দেখা গেল যে, পাঠার শরীর হইতে কোন রক্ত বাহির হইল না। আরও একবার কালীপুজা হয় সেবার বলি না দিয়া পাঠাটি রমনার, মাঠে ছাড়িয়া দে'ওয়া হয়। উহারা বাল দিবার সমস্ত আয়োজনই করিয়াছিল। পাঠাকে কাঠগড়ার উপর ফেলিয়া বলি দিতে যাইবে এমন সময়ে এ দেহ গিয়া পাঠার ঘাড়ের উপর হাতখানা দিয়া রাখিল। আর একটু হইলেই এ দেহের হাত সহ পাঠা শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু যে বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিল সে খাড়া দিয়া আঘাত করিতে গিয়াও শেষ মুহূর্ত্তে কোপ সামলাইয়া লইয়াছিল। তখন পাঠাকে কাঠগড়া হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। মজাও এমন, যেইমাত্র তাহাকে কাঠগড়া হইতে মুক্ত করা হইল সে অমনি আসিয়া এ দেহের দুই পায়ের মধ্যে মাথা গুজিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।" (সকলের হাস্য)

গোপাল দাদা। পাঠা কিনা তাই ঐরূপ করিল। (সকলের উচ্চহাস্য)।

শ্রীশ্রীমা। পরে এই পাঠাকে মাঠে নিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কেহ কেহ বলিল, "এত রাত্রিতে পাঠাকে এই ভাবে ছাড়িয়া দিলে এখনি শিয়াল আসিয়া শেষ করিয়া ফেলিবে।" কিন্তু ছাড়িয়া দেওয়ার পর দেখা গেল যে সে মাঠের মধ্যে চড়িতে না গিয়া আবার আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই শা'বাগে আসিয়া ঢুকিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত সে আমাদের কাছেই ছিল।

এইরূপে কিছুক্ষণ গল্প হওয়ার পর সকলে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তন শেষ হইলে আম এবং বাতাসা প্রসাদ প্রচুর পরিমাণে বিতরণ হইল। শ্রীশ্রীমা যামিনী বাবুর মোটরে আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন। আমরা বাসায় চলিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আবার আশ্রমে গেলাম। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গোপাল দাদার গীতা পাঠ চলিল। সন্ধ্যার পর নাম ঘরে মা আসিয়া বসিলেন। ইচ্ছা ছিল খানিকক্ষণ মার কাছে থাকিয়া শ্রীশ্রীমায়ের কথাবার্ত্তা শুনি; কিন্তু মা আমাকে বলিলেন, "আজ গিয়া ঘুমাইয়া থাক। গতকাল রাত্রিতে ঘুম হয় নাই। আজ দিনের বেলায়ও ঘুমাও নাই।" আমি আজ দুপুরে কি করিয়াছি না করিয়াছি কিছুই মায়ের অজ্ঞাত নাই। মার ঐ কথা শুনিয়া আমি প্রণাম করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

(ক্রমশঃ)

The Self, self contained,
calling to Itself for its own Revelation—
this is happiness.

MATRI VANI

The awakening of the sense of want is to be welcomed. It opens up the way and makes the unfit fit to tread the path. In the guise of want and emptiness Thou indeed art present. Lord, I take refuge in Thee, I take refuge in Thee !

* * *

The empire of the mind is enclosed by the body. Even though you may desire to turn the mind inward, will it voluntarily renounce its empire ? To divide, to wander backwards and forwards again and again constitutes its natural movement. But your sole duty is to realize: Thou alone art within and without, in want and emptiness, in fact in all circumstances whatever. In order to destroy the undesirable (*aniṣṭa*) one must focus one's mind on the invocation of the Beloved, the one desired (*Iṣṭa*).

* * *

Your whole life you have spent in acquiring knowledge from mercenary motives, and in similar pursuits. With all

The Self, self contained,
calling to Itself for its own Revelation—
this is happiness.

MATRI VANI

The awakening of the sense of want is to be welcomed. It opens up the way and makes the unfit fit to tread the path. In the guise of want and emptiness Thou indeed art present. Lord, I take refuge in Thee, I take refuge in Thee !

* * *

The empire of the mind is enclosed by the body. Even though you may desire to turn the mind inward, will it voluntarily renounce its empire ? To divide, to wander backwards and forwards again and again constitutes its natural movement. But your sole duty is to realize: Thou alone art within and without, in want and emptiness, in fact in all circumstances whatever. In order to destroy the undesirable (*aniṣṭa*) one must focus one's mind on the invocation of the Beloved, the one desired (*Iṣṭa*).

* * *

Your whole life you have spent in acquiring knowledge from mercenary motives, and in similar pursuits. With all your strength you are serving worldly aims. Learn also to do a little service for the love of God, so that your thought may dwell on His Lotus-feet.

* * *

Spiritual affinity is undoubtedly stronger than blood relationship. The happiness it gives is very special. By the atmosphere created by your meditation, your spiritual endeavour, the place ought to become so wonderful that even people coming from outside will be able to notice it. Ashram life must be made worthy of its object. This surely is as it should be ! And then your eyes, your face, your whole countenance will radiate peace and tranquillity.

* * *

The faithful devotee, the ardent lover of God, the ascetic, the great yogi—all are pilgrims on the path to the Supreme : The revelation of their forgotten SELF, of His touch, their common goal.

* * *

Unless one penetrates to a certain depth, it is but natural for the mind to be fickle and distracted. Those who are absorbed in divine aspiration, must they not constantly abide in His Presence so as to discover pure love ? Let not one precious moment be wasted !

Conversations with Sri Sri Anandamayi Ma

PROFESSOR B. GANGULI

(Translated by Atmananda)

(14)

Ranchi Ashram, 23/10/1962.

Question : If someone cannot enter even by breaking the door and is equally unable to throw himself down in front of the door in self-abandonment, will the Mother Herself open the door and come out to him ?

Mataji : She does indeed come.

Question : If this is so, then have those who cannot succeed either by self-reliance nor by self-surrender no cause for despair ?

Mataji : They have not. One must be desperate after Him. The agony of having failed to find Him, the despair over the fact that He has not been realized, will take one there.

Question : Have we come to the Mother or has She come to us ?

Mataji : (Pointing towards the image of *Kālī*) : The Mother comes to you—and yet again also attracts you to Herself. Where coming and going is, there is duality. But a state exists which is beyond coming and going.

Question : Nowadays everyone feels deeply concerned; r, although it is true that we have escaped the major disaster due to evil planetary influences that had been foretold for this year (1962), how are we to be saved from atom bombs ?

Mataji : This time He has come in the guise of the atom bomb. Take refuge in the ONE. Due to the world-wide fear of a major disaster in 1962, prayers and the invocation of God's name were offered in many, many places. This was very beneficent.

Question : The following is not a question but an appeal to you: When at every step of one's life one compromises, speaking untruths and committing unlawful actions, how can man's own *dharma* remain intact ? In society and in our country we have fallen prey to such conditions that everyone living in the world is forced, even against his wish and inclination, to compromise all along, although he knows that his character does not remain unimpaired. Every single person is today suffering in this way.

Mataji : Such suffering should persist. Where there is suffering, Truth Itself will come to save Truth.

Question :-I am not speaking for the individual only, but also for the entire community.

Mataji : If the suffering is universal, its result will likewise be accordingly.

26/10/1962.

Question : If one does not count every penny one cannot live. On the other hand, unless one is completely uncalculating, one's heart is not preserved. Thus, in order to keep alive one has to become heartless, or if one wants to save one's heart one cannot live.

Mataji : Will you do one thing, Baba: Leave all calculation alone! Turn your steps towards the ONE. If it should be necessary to do accounting, someone else will come and see to it. Who keeps all the accounts of Mother Kali?

Sri Aurobindo Ashram, Ranchi 29/10/62.

Question : Seven years ago this Aurobindo Study Circle was born in the presence of Anandamayi Ma. Now in its 8th year, Mataji has come to invest it with the sacred thread. Is it not so?

Mataji : This body is father's little daughter. What is she to say? Why the 8th year? Why should there be separation from Him with Whom one has ever been before birth and will be after birth for evermore? What does 'then' and 'now' mean?

Ranchi Ashram, 29/10/1962.

Question : Should one attempt self-extinction, effacement of oneself? Or destroy the sense of I? Or give the power of attorney over one's immature self to the Mother?

Mataji : If the sense of giving remains, effacement has not taken place. Effacement occurs of itself. Obliteration is not of oneself, but of one's desires, of one's ego. So long as one dwells in the empire of the mind, extinction has not occurred and cannot occur. The mind has to be employed in order to discriminate. For the awakening of goodwill an effort can be made. But effacement occurs when the mind has been transcended. However, the mind has countless levels. Having reached a certain level, there is a semblance of Self-awakening. On the other hand, the mind is also He.

What is to be renounced, or wiped out ? In the sphere of the mind there is 'doing' and beyond the mind there is (effortless) 'being.' Who is to be effaced ? Who effaces whom ? Effacement signifies realization—the realization of Him. Until He reveals Himself one attempts to obliterate oneself. Obliterating means to eliminate step by step, the method of '*neti, neti*' ('not this, not this'), to eliminate the impermanent, that which is subject to destruction. In the Kingdom beyond the mind art Thou in all shapes and forms. What indeed is eternal and what impermanent ? All is in fact He alone. On the plane of the mind there is relative happiness, not unconditional bliss. And where relative happiness is, there will also be sorrow side by side. Unconditional bliss is the Bliss of the Brahman, (*Brahmānanda*); and what is *Brahmānanda* ? Thou indeed. Seen from one angle, everything is Thou and Thou alone. And from a different point of view : that which Thou art, I also am. Cleanse the mind of everything, and He will stand revealed as the 'Thou,' as the *Ātmā*. To begin with, you have to make use of the mind (*man*)—so as to go beyond it (*aman*), so as to realize the Self (*Ātman*), so as to be Enlightened.

——

Pages from my Diary

GURUPRIYA DEVI

(Translated from Bengali)

New Delhi, 16*th February*, 1961.

This morning Mataji arrived here from Hardwar. Sri Dalmiaji has arranged for a huge religious function in town to continue for several weeks. Sri Haribabaji Maharaj is also here. In response to the very urgent request of all of them, Mataji has come and is expected to remain here over the Holi festival.

Mataji is in Her room, alone with Didima and myself. Referring to Didima, She says to me very softly: "She keeps herself so carefully concealed that nobody can possibly know or understand what she really is. This is the way such people live." Indeed, the more one watches Didima and gets to know her, the more one marvels at her. Truly, such a character is very, very rare. Many people have taken initiation from her. The demeanour of a perfect *sādhu* comes to her without the least effort, spontaneously. I have known her for the last 35 years. It goes without saying that anger, greed, self-conceit, aversion, malice are simply non-existent in her. She is loving and affectionate towards all. It never even occurs to her to find fault with anyone. Suppose a very wicked person is being discussed in her presence, Didima will always manage to point out some good quality in the culprit. She really is a wonderful character! Nowadays Didima has become completely child-like. She is nearly 86 years old. Without Mataji she does not want to remain anywhere ; wherever Mataji happens to be, Didima quietly sits near Her and feels contented. If at that time someone comes to call her for a meal, she says—"I am not at all hungry." When we smile at her reply, she also, just like a child, smiles back at us. On occasions one can see her sitting quite still outside of Mataji's door. Mataji's mother ! It never even strikes her to claim the position that is naturally hers. Most of the time she remains in the background—it is impossible to guess who she is.

24th February, 1961.

Today also a few of us had assembled in Mataji's room. The discussion turned to the fact that in former years, whenever Mataji gave to a sick person anything She had been holding in Her hand, the disease would be cured. Once, for instance, Mataji held the fruit of a tamarind in Her hand for a few days, without feeling inclined to throw it away. Then someone came and prayed to Mataji to heal a patient. Ma gave him the fruit and the patient became well.

Mataji listened to our conversation with a smile and remarked : "O yes, how these things used to happen ! Later I had the *kheyāla* to stop all this."

25th February, 1961.

This morning, as soon as Mataji got up from bed, She said : "I hear the sound of weeping." I thereupon informed Her that a little while ago an urgent wire had been received from Bombay with the news that an old devotee had suddenly passed away. Mataji said : "You had not told me anything until now, had you ?"

After midday Mataji returned from Sri Haribabaji's *satsang*. At about 2 O'clock in the afternoon, Raihana Tyabji together with a number of her followers came for Mataji's *darśana.* Madalasa, the daughter of the late Sri Jamnalal Bajaj was also with her. Raihana Tyabji is a renowned person in this part of India. Although Mohammedan by birth, she has since her childhood been extremely fond of Hindu *kīrtana* and religious music. I have been told that she was to have been married. But on hearing that her prospective husband would not allow her to continue to practise Hindu religious songs, she refused to marry him. She now spends her days in *sādhana,* kīrtana and devotional music. For several years she was also closely associated with Mahatma Gandhi.

As soon as she came to Mataji, she put her arms round Her and held Her tightly; then grasping Mataji's hands, she kissed them again and again in rapturous love and veneration. Then, with her head bent and her eyes shut, she remained quite still for a few seconds. Thereafter she gradually began to talk. Pointing to one of the women who had come with her, she exclaimed : "How many lives have we not spent together !" And about Jamnalalji's daughter she said : "This is my niece. Her father looked upon me as his sister."

We put marks of sandal-paste on the foreheads of Raihana and everyone of her party. Mataji took a garland made of *tulsis** and put it round Raihana's neck with the words : "Like everyone else I am also garlanding my mother !" Mataji then motioned to me to put a rosary round

---

* *Tulsī* sacred basil, a plant sacred to Sri Krishna.

Raihana's neck. With exuberant joy she began to finger this gift of Mataji. Madalasa observed : "If you make such a show of the rosary, everyone's attention will be drawn to it." Mataji laughed : "This is excellent. Everyone will then want to have a rosary of his own." This remark roused laughter among all present. Raihana said : "Ma, I had a keen desire to receive a present from you. Today it has been fulfilled."

At Mataji's bidding Pushpa sang a song. As soon as it was over, Mataji said laughing gleefully : "This was only to pave the way for your singing." Clapping Her hands full of joy, Mataji exclaimed : "Ma, Ma, now I shall listen to a flute !" We had heard that Raihana could with her voice beautifully imitate the sound of a flute. Responding to Mataji's request, she began to sing :

"I shall listen to the flute and never let it go again...."

Along with her song she also produced with her voice the sound of a flute so well that everyone listened transported.

In this manner about an hour elapsed. When Raihana asked permission to leave, Mataji said : "This body asked you to come, but it won't tell you to go !" Raihana laughed. "What shall I do now ?" and sat down again for a little while. Finally she said : "I don't feel like going, all the same I shall have to go. This time I shall not ask your permission. In any case, my heart remains with you !" Pointing to the spot where she had sat, she said laughing heartily : "What is the matter with this place ? It is trying to glue me to it !"

At someone's question, Mataji said like a small child : "The answer will be given by my mother." But Raihana declined: "In Mataji's presence I will not say anything. Although it is quite true that at other places I speak a lot and also give instructions."

Before departing she again embraced Mataji with the words: "I am still hungry for more!" Mataji accompanied them to the staircase. Looking back at Mataji again and again, Raihana did obeisance. At last the car started and Mataji returned to Her room.

In the evening, Dr. Rajendra Prasad's son came for Mataji's *darśana*. He had a very long private interview with Her.

28th February, 1961.

At night the Swiss Ambassador, Dr. Cuttat, and the High Commissioner for Pakistan, Mr. Brohi, arrived together to see Mataji. For about an hour Dr. Cuttat discussed Vaishnavism and the doctrine of duality (*dvaita vāda*) with Her. He seemed to be extremely pleased about the talk he had with Ma. Dr. Cuttat is himself a Doctor of Theology. Mr. Brohi wanted to talk to Mataji in private, but since he did not get the chance, he said he would come another day.

1st March, 1961.

This evening Mr. Brohi sent a large bunch of flowers for Mataji with his driver.

In the morning on the way back from the *satsang*, Mataji together with Sri Haribabaji were taken to the residence of Sri Jaidayal Dalmia. There elaborate arrangements had been made for a reception on the lawn for Mataji and the Mahatmas. When Mataji left, Sri Dalmia presented shawls to all the sadhus and brahmacharis of our Ashram.

Before returning to the Ashram, Mataji was requested to halt for a short while at the house of Dr. Pannalal's son-in-law, Sri Rameshwar Sahai*. There *āratī* was performed to Mataji with great love and reverence.

2nd March, 1961.

Today is the festival of Holi. Since last night *Akhaṇḍa Nāma Yajña*†" is being observed in the Ashram. After sunset, the Chief Commissioner, Sri Bhagwan Sahai came with his wife for Mataji's *darśana*. They also listened to the *kīrtana* for over an hour. At half past nine at night Mr. and Mrs. Brohi arrived. They were taken straight to Mataji's room as they wished to talk to Her alone. They repeated again and again how happy they were to be able to meet Mataji. Mr. Brohi had been a famous lawyer at Karachi. In response to the urgent request of President Ayub Khan, he had come here as the High Commissioner of Pakistan. An ideal person, extremely noble-minded, he told Mataji that his one aim had been to establish genuine friendliness between the two countries and their people. Unfortunately this fond hope of his had almost been crushed by now. On all sides he encountered nothing but differences, dissension and quarrels. He talked to Mataji about these matters for some time.

It is obvious that Mr. Brohi also feels greatly attracted to the spiritual side of life. His interview was to terminate at 10 p. m. Before taking leave, he begged to be allowed to meditate in Ma's presence for five minutes. He asked for the lights to be put out. In a meditative posture he sat perfectly still, with his eyes shut. The strange thing was that, instead of five minutes, more than an hour passed in this way. A number of people who wished to see Mataji in private were waiting outside of Her room. But there was no sign of his getting up. At last, after 11 p. m. he slowly opened his eyes and asked for the lights to be switched on. Sri Panu Brahmachari was interpreting for him. Mr. Brohi wanted him to convey to Mataji that such profound peace and bliss as he had just experienced, had been unknown to him hitherto. When he requested Mataji to tell him something, She suggested that he might fix at least 15 minutes at a definite time of each day to be dedicated to regular meditation. Mr. Brohi accepted Her advice with great joy and promised to follow it to the best of his ability. Whenever he could get an opportunity, he would again come for Mataji's *darśana*. Many were impressed by his earnestness and the genuine interest he seems to take in spiritual things.

---

* Sri Rameshwar Sahai was the Chief Conservator of Forests, U. P. and is at present a Member of the Railway Board.

† *Kirtana* of one particular *mantra* such as the *Mahamantra*, the participants moving round a circular altar.

This evening, Sri Jamnalalji's son Sri Kamalnayan Bajaj, M. P., his sister Madalasa, with her husband Sriman Nārāyan (General Secretary of the Congress), Pandit Shivdatt Upadhyaya and others came together for Mataji's *darśana*. They also appeared to be in high spirits after having talked to Mataji. The late Jamnalalji Bajaj used to revere Mataji as His Guru. We therefore feel very close to his wife, son and daughter. They themselves also obviously feel profound reverence for Mataji.

Mottoes and Sayings of Swami Sivananda

1. Serve, love, give, purify, meditate, realize.
Be good, do good, be kind, be compassionate.
Enquire "Who am I", know the Self and be free.

2. Practise truth, love and purity.
This is the foundation of Yoga and Vedanta.

3. Adapt, adjust, accommodate,
Bear insult, bear injury, (this is) highest *sādhana*.

4. Detach-attach, detach-attach;
Detach the mind from the objects,
Attach it to the Lord.

5. Nothing exists, nothing belongs to me,
I am neither mind nor body, immortal Self am I.

6. Work is worship;
Dedicate it to God.

7. Even this will pass away.
Balance your mind in pain and joy.

8. *Tat twam asi*; That thou art.
Realize this and be free.

9. Satsanga is the first pillar in the temple of Self-realization. Therefore seek the company of sages.

10. Remember the great saints and sages. You will be inspired. They are not dead. They are more alive today than ever before.

11. Constant repetition of the Lord's Name purifies the heart, removes your doubts and bestows immortality.

12. Sympathy is the sweet cement of human society.

13. Politics is not the be-all and end-all of human life.

14. Avoid lip-service, lip-sympathy and lip-Vedanta.

15. Science is not the enemy of religion, but a preparation for it.

16. Worship God in the image. This is indeed right worship.

17. Forget and forgive. You will have peace. You will become divine.

18. Utilize well all opportunities. You can make your life sublime.

19. It is the vanity in man that goads him to reform society without first reforming himself.

20. Improve the individual; society will reform itself.

21. Love all. Be one with all. See the One in all.

22. Behold the Divinity in all beings.

23. Always do good to others. Be selfless. Mentally remove attachment to everything and be free.

24. Be kind. Be compassionate. Be honest. Be sincere. Be truthful. Be bold. Be pure.

25. Love and respect the saints of every faith.

26. Live to serve humanity.

27. Bear enmity to none. Do not vex others and do not be vexed by others.

28. Faith is the voice of the Divinity within you.

29. Miracles are no proof of saintliness. The devil performs them too.

30. If you understand your past, the future will hold no riddles.

31. Be good, do good.

32. Serve. Love. Give.

33. Purify. Meditate. Realize.

Talk with Swami Ramdas

RECORDED BY "K"

Anandashram, 31*st December*, 1961.

Devotee : Papa, māyā seems to be all-prevailing amongst us.

Ramdas : *Māyā* has no existence except in the imagination of the ignorant soul or *jīva*.

Devotee : As long as the mind exists, *māyā* is there.

Ramdas : The mind does not exist.

Devotee : Krishna says : "*mama māyā duratyayā*".

Ramdas : When you know that *māyā* is non-existent, the conception of *māyā* will disappear.

Devotee : Is that state possible before Self-realization dawns ?

Ramdas : Realization means knowing that *māyā* is false. After Realization you find out that *māyā* never existed. In the darkness you stumble against a rope and imagine that it is a snake. On bringing light you see that the snake never existed. It was only a hallucination. So *māyā* is in your imagination.

Devotee : Then where is the necessity for us, poor mortals, to struggle ?

Ramdas : The Immortal alone exists—that is *Brahman*. No poor mortals or rich mortals !

Devotee : Why are we then immersed in *māyā* all the twenty-four hours ?

Ramdas : Ramdas told you, it is only an illusion, just as the snake in the rope.

In the waking state, dream experience is found to be false. In the dream state, waking experience is found to be false. While asleep, both the other states are not there. How can you give any reality to these things ?

Devotee : How does one find out that in deep sleep bliss is experienced ?

Ramdas : When you rise from sleep you say : "I enjoyed sound sleep." You cannot say this without having experienced it.

In sleep you enjoy the bliss unconsciously. You must enjoy it consciously. Then you are free, ever-blissful. *Sat-chidānanda*—that is what you are. When you realize this, where is the question of past, future and present ? Know that you are eternal. There is bliss and nothing but bliss in that state.

Devotee : Very promising ! But only as long as we hear you. When we go home, it is all gone.

Ramdas : Surrender yourself to *Māyā Devi*.

Devotee : She is more like an *asura* than a *Devi*.

Ramdas : When you surrender yourself to her, she will remove the veil of ignorance and show you that she is *Brahman*. There is no distinction between *māyā* and *Brahman*. While in ignorance you think she is different. Surrender is necessary. She will then make you realize that she and

Brahman are one and that you are *Brahman*. There is nothing but *Brahman*.

Mother worship has come because by the grace of the Mother we can realize the Father, *Brahman*. Her grace is always there. When you surrender yourself to Her, you open yourself to that grace. Now you are unconscious of it. The Mother is *Vidyā Māyā* and the other is *avidyā māyā* who does not exist in *Brahman*.

Devotee : Teach me how to surrender, Papa.

Ramdas : That is what Sri Krishna taught in the first 17 chapters of the Gita, and lastly in the eighteenth chapter he asked Arjuna to surrender. Ramdas has shown in the '*Gita Sandesh*' how step by step Sri Krishna leads Arjuna until he comes to the final state where he is advised to surrender.

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

"Abandoning all duties come to me alone for shelter.
Sorrow not. I will liberate thee from all sins."

This is the key of the Gita : *Uttamam Rahasyam*—the secret of secrets.

Devotee : Till now I never knew that *māyā* was the Universal Mother.

Ramdas : *Purūsha* and *Prakriti* are not different. See them as identical and your whole problem is solved.

The Master as I Adore Him.

PROF. K. R. R. SASTRY.

A hundred years ago was born Narendra who later was to shine as the star that lit the American skies at Chicago. The roar in the lion of Vedanta in Swami Vivekananda is audible even now through his marvellous speeches and through the flowers of memory strewn by disciples like Sister Nivedita.

Why was our Prime Minister honoured more at Chicago ? That was the place where at the Parliament of Religions the "monk without credentials" was honoured by "the brothers and sisters of America."

Vivekananda's Brilliance.

From where did the agnostic Narendra get the spark of inspiration ? There was a "mad man at Dakshineswar" who pulled the unspoilt youth of Bengal for service, sacrifice, and sublimation.

"Can you show me God ?" queried the valiant doubter. "Yes, you will see" answered the Godman of Dakshineswar, Sri Ramakrishna Paramahamsa, pressing his leg to the chest of the honest doubter. All his power was transmitted to his favourite disciple who could later get into trances.

Sri Ramakrishna and his Disciples.

Sri Ramakrishna started as a devotee at many shrines and a seeker through many paths to TRUTH. This great jeweller collected thus so many uncut jewels : Vivekananda with his thundering voice, Brahmananda the ripe mango, Saradananda with beautiful poise, Yogananda of silent nobility, Niranjanananda the spotless Advaitin with his wonderful love for TRUTH, Ramakrishnananda full of Vedic culture, Trigunatita a great yogi, Premananda excelling in service of devotees, Adbhutananda rare in service to the Guru, Turiyananda an unbending Vedantin, Subodhananda with his mastery of Kundalini, Shivananda stressing the spirit behind all our works, Akhandananda overflowing with sympathy, Vijñanananda a scholar, engineer and spiritualist and Abhedananda, a fine cultural ambassador.

Swami Nikhilananda, my host when at New York, is doing his best by keeping the flag of Vedanta flying in New York along with Prabodhananda, Prabhavananda and others. Unlike our poor land, one such address by Swami Nikhilananda earned for the Mutt 700 dollars.

Vivekananda on his Master.

Let us hear once again of the life and mission of Sri Ramakrishna from his favourite disciple, Swami Vivekananda :—

"I happened to get an old man to teach me, and he was very peculiar. He found all religions so many paths leading to the same goal.

"I went there with some other young men when I was about 16".

Vivekananda's Grand Conception.

Swami Vivekananda conceived the following plan :

"We must show the spirituality of the Hindus, the mercifulness of the Buddhists, the activity of the Christians, the brotherhood of the Mohammedans by our practical lives."

And 14 years out of his span of 39, the Swamiji had never been for three months at a time in any one place. So, he was continually rolling.

Hear Him.

All our Five Year Plans can beçome a striking success only when the worker in the field, and the administrator in the office imbibe the spirit of service of the Ramakrishna-Vivekananda Order of monks. At the body, mind, and spirit-'levels' the mission is ever on its work of mercy throughout the world.

Our dynamic Nehru wanted a few talented monks for cultural missions abroad; but the mission itself is short of such workers, who after twelve years of service and supervision are admitted into the order of Advaita monks. In a sense, these trained monks belong to the great order of monks instituted at the four points of the compass by Sri Sankaracharya.

So let us this day hear a few sayings of Vivekananda, the spiritual father of our freedom :

"Thy ideal can be expressed in a few words : to preach unto men their divinity and how to make it manifest at every moment of life."

"If you want to find God, serve man. Every soul is a sun covered with clouds of ignorance, the difference between soul and soul is due to the difference in density of these layers of clouds."

"First let us be Gods and then help others to be Gods."

"*Be and then make*—let that be our motto !"

Sri Vallabhacharya and His Philosophy

T. KRISHNAJI

Sri Vallabhacharya is a renowned and revered name among the *āchāryas* or religious teachers of India. Vallabhacharya was not only a religious teacher but also a philosopher who expounded a new line of thought to sustain the devotional approach. The religious life and philosophic outlook of any period of any country are largely interwoven with its spiritual and social needs. Hindu religion has an innate energy and a power of resilience accommodating within itself the most varied faiths, beliefs and doctrines. Despite separatist tendencies due to diverse sects, foreign creeds, social differences, and political domination by rulers belonging to alien faiths, the dynamic power of Hinduism as a unifying force persists. Sri Vallabhacharya gave a new message, new hope and a new pattern of devotional life to India.

In order to understand a hitherto unknown philosophic thought, it is helpful to have a picture of the preceding philosophic ideas. The Jaina and Buddhist religions arose as a challenge to the ritualism of *Purva Mimansa.* The ritualists gave the utmost importance to the Vedas and ignored God while the protestant creeds of Jainism and Buddhism denied both the Vedic authority as well as God. Sri Sankaracharya restored the surpremacy of God as the sole reality and explained the world of form and name as non-real, a mere appearance due to *māyā.* The common man is always in need of a personal God who can be adored and whose saving grace is a solace. To dismiss the world as a mere appearance is beyond his comprehension. The Alvars (the Vaishnava mystics) and the Nayanamars (the Saiva mystics) of South India spread the perfume of devotion by their God-intoxicated lives and passionate songs. Shri Ramanujacharya was inspired to reveal a novel philosophy called *Visistadvaita,* wherein God, life (chit) and nature (achit) are treated as separate but not distinct, allowing scope for devotional expression. Devotion implies duality of God and the devotee. Ramanuja gave us *Saguna Brahman* or Vishnu as the supreme personality of God. Sri Madhvacharya (1197—1276 A.D.) postulated Pluralistic Realism, maintaining that God, man and nature were real and separate, thus affording scope for worship. Madhvacharya obtained, by a miracle, an idol of Gopala Krishna, which he enshrined at Udipi and worshipped as a part of his religious scheme. Vallabhacharya, differed from the views of his predecessors, declaring that God, man and nature were identical, like fire and its sparks but remained separate, the sparks ever seeking the Eternal Flame by love and devotion.

During medieval times, India experienced ravages from Muslim hordes that plundered and desecrated its shrines. The *Bhāgavata Purāna* and Krishna *bhakti* became popular, and several God-inspired devotees spread the gospel of devotion and Krishna *bhakti*. The Maharashtra saints, Narsi Mehta (1504—1550 A.D.) in Gujrat, Mira Bai (1415—1481) in Rajputana, Jayadeva in Puri, Vidyapati and Chandidas in Bihar and Sri Chaitanya Deva in Bengal taught passionate devotion to Lord Krishna. It was necessary to marshall the devotional forces by a sound philosophy. Sri Vallabhacharya furnished the philosophic background for devotion or *bhakti* and also formulated a religious creed of his own.

On *Vaisakh Krishna Ekādasi* 1479 A. D. a babe was born to pious parents in the woods of Champaranya (U. P.). Lakshmana Bhatta and Ellamma Garu had left their village Kambam Patti in Andhra Desa for Benares on a pilgrimage. The babe was a male child, named Vallabha, and he is said to be an incarnation of the Fire God. Madhvacharya was said to be an incarnation of the Air God. Vallabha, and Sri Tyagaraja, the South Indian Rama *bhakta* and musician belong to the Kakarla clan, that claims its descendance from Risi Bharadwaja and it is probable that both of them were of the same family. Vallabha was intelligent and quick in his grasp and by his tenth year had learnt all the scriptures. About 1490, his father died and he travelled south, visiting the sacred shrines at Tirupati, Kanchi, Srirangaṃ, etc. While at Tirupathi he studied South Indian Vaishnavism and its philosophy. He proceeded to Vijayanagar, ruled by Krishna Deva Raja or by his guardian, in whose court Vallabha's maternal uncle was an officer. The King was himself a scholar, poet, and patron of learning and a Vaishnavite. He honoured Vallabha with riches, *Kanakabhisheka* and addressed him as "*Maha Prabhu.*" Since then Vallabha has been known as *Maha Prabhu* in his *sampradaya* (sect).

After his triumphal return from the south in 1493, when he was about 14 years old, Vallabha engaged himself in writing commentaries re-interpreting the scriptures in the light of his new thought. He wrote commentaries on porteons of the *Brahma Sutra*, the *Bhagavata* and several miscellaneous works (called *Shoḍasa Grantha*), some stotras and *Purushottama Sahasranāma*. He promulgated his philosophy called *Suddhādvaita Brahma Vāda* and invoked the grace of Lord Visvanatha. In Patrayalambana, he says;

"*Sthāpito Brahma vādo hi*
Sarva vedanta gocharāh
Kāsipatis trilokeso
Mahā Devastu Tushyatu".

'Let the Lord of Kasi and of the three worlds, Mahadeva, be pleased with my establishing *Brahma Vāda* seen in all Vedanta.'

Vallabha taught complete dedication and devotion to Lord Krishna as the end and aim of life. In *Saṃnyāsa Nirnaya*, he says that one need not forsake one's home and take to asceticism, unless home life becomes an impediment to one's devotion for God. About 1507 Vallabha married a girl called Mahalakshmi and had two sons, Gopinath (b. 1511) and Vittalnath (b. 1516 A. D.). Vallabha lived with his family at Charanadri (near Gaya) and at Adel (near Allahabad), frequently visiting Mathura and Vrindavan.

Vallabha was a mystic, immersed in love and devotion for Lord Krishna. The Lord granted him a vision and directed him to visit Govardhan where His manifestation, an idol of Deva Damana or Srinathji, was to be found. Vallabha discovered the idol and was thrilled with the manifestation of the Lord. He became ecstatic and found beauty and loveliness in everything pertaining to the Lord.

"*Mathurādhi patē sakalam-madhuram.*"

"Everything relating to the Lord of Mathura is sweet." Vallabha enshrined *Srinathji* and arranged for its worship.

Vallabha was a contemporary of Sri Chaitanya Maha Prabhu (1486–1533 A. D.) and both these God-intoxicated Krishna *bhaktas* met twice, once at Allahabad and once at

Puri. The meeting of two such devotees of Lord Krishna must have been a feast for the eyes of all devotees. About their meeting at Puri the *C'haitanya Charitāmrit'* narrates: "Chaitanya embraced Vallabha and made him sit by his side. Bhatta extolled him, Chaitanya praised his disciples. Bhatta was proud of his *bhakti* theology. He entertained the Master and his disciples with *mahāprasāda* and delighted all by his reverence." Some unkind critic of Vallabha reads too much into this partial version intended to give, in contrast, colour to the subject of *Charitāmrit.* Both Vallabha and Chaitanya were great mystics, one lost himself in ecstatic love for Lord Krishna and the other had the mission of an *āchārya* or Teacher to propagate devotion. Vallabha wanted commendation for his *Bhāgavata* commentary from Chaitanya but Chaitanya, who held *Sridhara* in high esteem, avoided this by saying that "the *Bhāgavata* was too high for his comprehension." We should have corroboration from other sources to the version given in Chaitanya Charitamrit. Dr. D. C. Sen rightly remarks that "we must arrange for a scrutinizing enquiry into the literature of the Vallabha school, before accepting in toto the account of *Charitāmrit.*" (Chaitanya and his age, P. 242). The above version describes the utmost humility on the part of Vallabha and the ecstatic life of Chaitanya. Both of them had accomplished, and enriched the devotional life of the country, as few have done ever since.

By exemplary conduct, deep devotion to Lord Krishna, and by his philosophic approach, Vallabha guided many to the spiritual path and his religion spread from Mathura to Gujarat. Dr. R. D. Ranade opines that Vallabha's movement followed the track Lord Krishna had taken from

Mathura to Dwaraka. He had 84 disciples who led ideal lives of devotion and dispassion. Their lives written in "*Chorasi Vārtā*" are an inspiration and guide to Vallabha's adherents. Vallabha's second son, Vittalnathji (called Gosainji) carried Vallabha's message to princes and peasants. Akbar and Shahjahan honoured him and presented rights in Gokul and Vrindavan. Raja Mansingh, Birbal and many Rajput princes came under his spiritual influence. He had 252 important disciples and the eight poet-mystics (called *Ashta Chap*) were his close adherents who enriched the devotional literature in Hindi and *Vraja bhāshā*. Surdas, the blind poet saint of Agra, wrote *Bhāgavata* in *Vraja bhāshā*. The names of the other poets are: Kumbhandas, Krishandas, Nanddas, Govinda Swami, Chaturbhujdas, Swami Haridas. Rajasthani art and music owe much to the Vallabha sect. Vittalnathji had seven sons and four daughters. The sons became *Gurus* and some of their descendants were noted scholars who led saintly lives. In the history of the religious renaissance of North India the Vallabha Sampradaya and thought occupies a prominent place.

Vallabha combined in himself deep devotion to Lord Krishna, profound scholarship, the vision of a sage and a new approach to philosophy. He accepted Sankara's axiomatic statement that *Brahman* is the Non-dual Reality, and rejected his principle of illusion, known as *māyā*. According to Vallabha, God is both the efficient and material cause of all worldly phenomena. *Māyā*, according to him, is the wonder working power of the Lord and man is bound by *avidya* (ignorance) and *karma* (action). Everything emanates from the Lord, like sparks from a flame, and partakes of His Nature. The *Mundaka Upanishad* supports him.

> "That is That, the truth of things; as from one highly kindled fire thousands of different sparks are born and all have the same form of fire, so o fair son, from the Immutable manifold becomings are born and even into that they depart."
>
> (Sri Aurobindo's Translation)

To Vallabha, the Highest Reality, the Absolute is Lord Krishna, *Purushottama*, who is also the God of his religion, endowed with auspicious qualities and being all-pervasive. Vallabha follows the *Bhāgavata*. He who is known as *Brahman*, *Paramātmā* and *Bhagavān* is Lord Sri Krishna. The *jīva* as a spark is also a manifestation of the Divine, but is enveloped by *avidyā* or ignorance, and struggles. While treading the path to God, one should rid oneself of all ego and sense of possession. The sense of mine should be effaced by complete dedication of mind, body, and wealth (*tan, man, dhan*) to Lord Krishna, and even the idea of self should be surrendered to the Lord. This is called '*ātma-samarpaṇa*'. The *jīva* in separation, should be reminded of its eternal relationship to God, and the Guru instructs the disciple in "*Brahma sambandha*". The *mantra* was revealed to Vallabha by God himself.

"The suffering due to separation from Krishna for many years shall cease. I surrender to Bhagavan Krishna my senses, my body, wife, child, wealth and the self. I am bound to Thee, I am Thine, Lord Krishna be my refuge. God's name is both, means and end in itself."

God is *nirguṇa*, devoid of attributes, in the sense that He transcends the three *guṇas*, *sattva*, *rajas* and *tamas*, though for worship he is thought of as *saguṇa*. The devotee serves the Lord for service's ṣake, without any thought of return, even of *mukti*. Vallabha relies on *nirguṇa bhakti* as set out in the *Bhāgavata*. (iii cha. 29th, sarga 11–12).

"The uninterrupted flow of the mind stream towards Me, dwelling in the heart of all, like that of the waters of the Ganga towards the ocean ... at the mere mention of my virtues, combined with motiveless and unremitting love to Me, the Supreme Person, is spoken of as the distinguishing character of unqualified (*nirguna*) *bhaktiyoga*."

Vallabha calls the type of his devotion "*Nirguna Pushtimārga Bhakti*."

In Vallabha's philosophy, God is both immanent and transcendent, there is nothing but God and so he calls his system of thought *Śuddha Adwaita*. The path of devotion shown by him yields full *Krishna Prem* or *Pushti* (Divine Grace or *anugraha*. Therefore it is known as *Pushti-marga*. Devotion must be uninterrupted like a vice or *vyasana*. In *Siddhānta Muktāvali*, Vallabha expounds sincere service (*seva*) to Lord Krishna as a means to eradicate all sins due to *karma*. In *Siddhānta Rahasya*, he inculcates self-dedication and in *Bāla Bodha* he teaches full surrender to the Supreme Lord. In *Nirodha Lakshana*, he teaches that the mind should be withdrawn from sense objects and be attached to God. That is renunciation and *saṃnyāsa*. The Gopis of Vraja are its examples.

As a practical missionary, Vallabha had taken into consideration the *adhikāri bheda* or temperament of the spiritual aspirant. So *Pushti Bhakti* has its gradations:

1. *Pravāha Pushti* is intended for people who lead worldly lives but seek the grace of God.

2. *Maryādā Pushti* requires the devotee to withdraw his mind from all worldly things and devote himself to *bhajan* and *śravan* and he obtains *Sāyujya Mukti*. Moral discipline is enjoined.

3. In *Pushti Pushti* the devotee has obtained God's grace and Knowledge and is aware of the nature of God and of His ways.

4. In *Śuddha Pushti*, the devotee develops, through God's grace, ecstatic devotion for God and sings His praises. In his mysticism he is one with Gopa and Gopi and joins in the eternal service and the *Līlā* of the Lord.

The fountain of *Pushti* is the spiritual welfare in the sublime Love and the grace of God.

Vallabha was a practical reformer who understood the needs of the people of his time. In *Siddhānta Muktāvali* he extolls mental worship as superior:

> "Worship Krishna always;
> Mental worship I regard as superior."

There are no public temples as such in Vallabha's religion. The devotee worships the image of God at home and is permitted to have *darśana* of the Lord worshipped by the Guru at stated times. The *Mandirs* and *Havelis* are private residential houses of the Gurus but the disciples and people belonging to the sect have access for *darśana*. There are neither fasts nor ceremonies in the scheme of this religion. The idol is decorated and *Bhoga* or *Naivedya* offered at stated times. As public temples were the targets of loot and desecration, Vallabha devised a new system of worship in the home. Vallabha's religious message comprises a complete dedicated service to Lord Krishna, and a life of the utmost detachment. Once he had no means to offer *bhoga* and therefore had to raise money by pledging a golden goblet used in the Lord's service, and with the money purchased things and offered the usual *bhoga*. But he fasted all day. He enjoined that "if my descendants, or anyone who claims relationship with me, misappropriate God's wealth, he comes to grief." His message is :

"Worship the Lord of Vraja
Always seeing Him in all."

Vallabha follows *Nārada Bhakti Sutra* No. 79

"*Sarvadā sarva bhāvena*
Nischintitaih, Bhagavān eva bhajaniyah."

Like Spinoza, Vallabha has given a new philosophy maintaining that God, the sole Reality, pervades life and nature. The universe that arose from Him partakes of His nature, and HE IS ALL. Vallabha gave new inspiration and impetus to the devotional life of India.

Some scholars are inclined to believe that Vallabha's philosophic predecessor was one Vishnuswami of the 12th century A. D. alleged to belong to the *Rudra sampradāya* and a guru of *Jñandeva Maharaj*. In the *Sarvadarśana Sangraha* of Madhavacharya there is a reference to one Vishnuswami who belonged to *Raseswara* or the mercurial system, according to which the self is identified with God. Liberation depends on the body, which should be nourished. There is not even a semblance of similarity between Raseswara and Vallabha's system.

Although the philosophy and religion propounded by Vallabha was a great success, influencing the lives of many Indians, it was not taken notice of by the philosophic writers. Some reviled the system as a hedonist and epicurean creed, alleging that—"*Pushti*" meant "eat, drink and be merry." This is a fatal misreading of Vallabha's devotional religion. Such false impressions have been created by some Christian missionaries who wrote with the avowed object of showing how "flickering is the lamp of Hinduism" as compared to their faith, and to divide and wean away the followers of the Indian religions. One writer says: "The effect of a religion that set upon itself as the object of adoration the sensual Krishna of the *Bhāgavata* and *Gita Govinda* could scarcely fail, one would have thought, to prove evil." (The religious quest of India by J. N. Faruquhar, P. 127). The second reason is that the Gurus of the Vallabha cult are householders and some of them live a life unworthy of Gurus. Such Gurus had exposed their religion and plilosophy to contempt and criticism. The Maharaj libel case misled people to generalise about the entire religious system. If one is to understand a particular system of philosophy or religion, it should be judged from the standard literature written and expounded by the founder and persons belonging to his school, unaffected by extraneous considerations. Vallabha taught fervent love and dispassionate service to God and to live a life permeated by the Divine.

In his 52nd year, Vallabha completed his mission and took formal *sanyāsa*, assuming the name of Purnananda. On the 3rd of Ashaḍ, 1531 he called his two sons and enjoined them finally to devote themselves to the service of God. He said: "If you become divorced from God in any way, time will devour you, that is my belief. Krishna, the Lord of Gopis is worthy of your service with mind, body and speech. He alone will give you everything here and hereafter. If you have faith in me you will be saved." He went to the holy river Ganga and took the sacred water into his hands. A bright flame arose from his body and left to meet the greater glow of Lord Krishna.

Among the philosophers, religious reformers, and mystics of India, Vallabha succeeded in giving a new philosophy and in tracing a new devotional path, imparting vitality and vigour to the religious life of India. He lit the lamp of devotion about 450 years ago and inspite of the shifting political and social changes, fresh beliefs and new values in religious life, Vallabha's name and message will remain undimmed, influencing the spiritual aspirations of the country. Vallabha shall ever be cherished with respect by the Hindus as a torch bearer of spiritual life and devotion to Purushottama Sri Krishna.

New Diary Leaves

ATMANANDA

(11)

In summer 1962 Mataji stayed in Kishenpur for several months. After Her birthday celebrations were over and most people had dispersed, Mataji used to reply to questions daily for half an hour or more. On some days, Ashramites got a chance to ask questions and voice their own problems.

19th June, 1962.

A sādhaka: How does *sādhana* become intense (*tivra*)?

Mataji: By one-pointedness (*ek lakshya*). '*Tīvra*' means to direct the arrow (*tīra*) towards the goal: '*Tīra ka vrati hona*' to aim with single-mindedness at the goal, and at the goal alone.

Mataji then enlarged on how to practise *sādhanā*. She pointed out that it was certainly very good to sing *kīrtana*, to chant holy texts and perform *pūjā*. But if, while engaging in those practices one enjoyed the praise and prestige one earned from those who listened, then this would become an obstacle to one's progress. "*Sādhanā ki gati khaṇḍit hoti hai*" the stream of *sādhanā* will be interrupted. Suppose someone says to you: 'How beautifully you sang! Let me copy your song.' He then notes down your address, a correspondence ensues and he starts sending you presents. This is not *sādhanā*, but worldly enjoyment."

have faith in me you will be saved." He went to the holy river Ganga and took the sacred water into his hands. A bright flame arose from his body and left to meet the greater glow of Lord Krishna.

Among the philosophers, religious reformers, and mystics of India, Vallabha succeeded in giving a new philosophy and in tracing a new devotional path, imparting vitality and vigour to the religious life of India. He lit the lamp of devotion about 450 years ago and inspite of the shifting political and social changes, fresh beliefs and new values in religious life, Vallabha's name and message will remain undimmed, influencing the spiritual aspirations of the country. Vallabha shall ever be cherished with respect by the Hindus as a torch bearer of spiritual life and devotion to Purushottama Sri Krishna.

New Diary Leaves

ATMANANDA

(11)

In summer 1962 Mataji stayed in Kishenpur for several months. After Her birthday celebrations were over and most people had dispersed, Mataji used to reply to questions daily for half an hour or more. On some days, Ashramites got a chance to ask questions and voice their own problems.

19th June, 1962.

A sādhaka: How does *sādhana* become intense (*tīvra*)?

Mataji : By one-pointedness (*ek lakshya*). '*Tīvra*' means to direct the arrow (*tīra*) towards the goal: '*Tīra ka vrati hona*' to aim with single-mindedness at the goal, and at the goal alone.

Mataji then enlarged on how to practise *sādhanā*. She pointed out that it was certainly very good to sing *kīrtana*, to chant holy texts and perform *pūjā*. But if, while engaging in those practices one enjoyed the praise and prestige one earned from those who listened, then this would become an obstacle to one's progress. "*Sādhanā ki gati khaṇḍit hoti hai*" the stream of *sādhanā* will be interrupted. Suppose someone says to you: 'How beautifully you sang! Let me copy your song.' He then notes down your address, a correspondence ensues and he starts sending you presents. This is not *sādhanā*, but worldly enjoyment."

Another sādhaka : Should we then stop singing *Kīrtana* ?

Mataji : No; sing as much as you can—but sing for God only. Sing His praises, get absorbed in Him, be oblivious of whether people praise you or take no notice of you.

Your way of doing *sādhanā* is like travelling by bullock-cart, and there are hundreds of them on the road. At times the driver falls asleep and then the bullocks take a wrong path and one has to retrace one's steps. Therefore one must constantly remain watchful and alert.

Someone else : Suppose I buy a ticket and travel by train. Then, surely, I need not worry ?

Mataji : The driver has to be alert. But so must you, for if you fall asleep you may miss your destination and stay in the train too long.

Kishenpur, June 25th, 1962.

Question : While living in the Guru's Ashram, what is better, serving the Guru (*Guru seva*) or engaging in meditation (*japa-dhyāna*) ?

Mataji : Whatever the Guru advises is best.

Question : But the Guru does not say anything about this.

Mataji : Then he is not a Guru.—To do the Guru's personal service is not possible for everyone. It requires special capacity. Suppose you do the Guru's personal work for a time and then someone else is asked to continue and does it in a different way, and this upsets or irritates you. This is not called service. You should, on the contrary, feel happy that some other person also has the chance to serve your Beloved in his or her own way.

Always remember that whomever you serve, you are serving God (*Janjanārdana*) in that particular guise. So many people come to the Ashram and there is no end to the opportunities of serving them in this spirit. Even if some of them be bad or mean, do not forget that they have come to the temple of God. For this reason, serve them to the limit of your capacity, although they may not keep up the same attitude after leaving the Ashram. Serve the pure intention that has moved them for the moment. Whether you provide them with food or water, or sweep the place for them or assist them in any other way, it is service to God in the shape of man. Thus, there is any amount of scope for service in an Ashram.

Obey the Guru implicitly ! Whatever He may ask you to do, try to carry it out. If it be disagreeable or troublesome, accept it as your *tapasya*. Although it is true that, so long as one is bound by the knots (*granthi*) of the I-ness, perfect faith is impossible, nevertheless exert yourself to the utmost to act upon the Guru's orders. If you are able to remain in meditation continuously, nobody will even dream of expecting any service from you. But if you linger about aimlessly for part of the time, you should certainly do service of some sort.

Question : What is *mantra caitanya* ?

Mataji : A *mantra* that has become alive, that is to say, that which the *mantra* represents becomes revealed.

The seed is sown by the Guru, but unless the soil is properly prepared the tree will not grow. An ordinary seed may die if not tended, while the seed which the Guru sows is immortal. All the same, the earth has to be dug up and made soft and receptive, then the stones have to be removed and the earth is sieved, etc. If the seed is not watered it cannot develop. The regular practice according to the Guru's instructions provides the nourishment that will make the seed grow into a tree.

Question : What is *citta śuddhi* ?

Mataji : When the mind becomes empty and, like a clean mirror, reflects the Self, this is called *citta śuddhi*.

30th June, 1962.

Question : Is the hour of death fixed beforehand ?

Mataji : In the realm in which the laws of nature function it is fixed and cannot be averted. But by the Will or Grace of One who has gone beyond those laws, it may be altered. As a rule, fate will have its way; somehow or other it will work itself out.

To illustrate this fact, Mataji related a story which She often tells:

"Once upon a time there was a learned Brahmin. One night, while he and his family were asleep, a poisonous snake entered the house and stung his wife,son and daughter. Within a few moments all of them were dead. The Brahmin naturally felt sorely grieved and dejected. What to do now ? He watched the snake crawl away and leave the house. In his despair he ran behind the reptile. After following it for some distance, he saw the snake change into two fighting bulls. After they had killed each other, a beautiful young girl emerged on the spot. Two men started quarrelling over the lovely lady, a fight ensued and they stabbed each other to death, while the young beauty went on her way. Deeply pained and puzzled the Brahmin kept close to her heels. Finally she turned round and said: "Why do you follow me ? Leave me alone !" "Not until you explain to me who you are. First you were a snake and your poisonous fangs blotted out my whole family. Then you turned into two fighting bulls that perished; and now, taking on the shape of a charming girl you have caused the death of two men. Tell me who you are !" The young woman tried to escape, but the Brahmin would not let her go. "First disclose your identity, then you may go where you please." At long last he got the reply: "I am destiny. I do not kill anyone. But man by the results of his own actions causes his own death in some manner or other." "If this is so," said the Brahmin, "tell me how I shall die !" "By drowning." With these words the woman disappeared.

The Brahmin made up his mind to counteract destiny. "Let me see how I shall die by drowning, if I keep far away from water," he thought. After attending to the funeral rites for his wife and children, he disposed of his house and wandered high up into the mountains. There he decided to spend the rest of his life. One evening, when as usual he was looking for shelter for the night, he sighted at some distance a large and well-built house, obviously the mansion of a wealthy person. When the owner saw the Brahmin approach, he invited him with courtesy to be his guest. He started talking to him and soon found out that he was a learned man. ' How much further do you want to trek ?'' he said. "Please make your home in my house. My whole family will benefit by the company of such a learned and cultured pandit." The Brahman also felt attracted to his host and his sons. He thought: "The family seems pleasant and well-to-do. There are hills on all sides and no watercourse anywhere near. What better place can I find ?" and he remained. He stayed for a number of years, teaching the sons. Grandsons began to grow up. One of the little boys got greatly attached to the old pandit and spent much time near him.

One day, the head of the family said to the pandit: "We are all going down to Benares to bathe in the Ganges, since a very auspicious day is nearing which occurs only once in a hundred years. Please, do join us." The Brahmin flatly refused. However, the little grandson began to cry and declared firmly, he would not go without his beloved pandit and rather stay at home with him. When therefore his host tried again and again to persuade him to join in the trip, the pandit finally disclosed his reasons for refusing to go. "Is that all ?" said his host. "Be without fear, I shall construct a special bathing-place for you, very shallow and surrounded by a strong railing. Not even a small child will be in danger of drowning there." After much controversy, the Brahmin at last agreed to go. His host kept his word. He made excellent arrangements for the pandit's safety, exactly as promised. The Brahmin entered the water, carrying the little boy on his arm. Suddenly the child changed into a crocodile and with the words: "I am destiny !" dragged

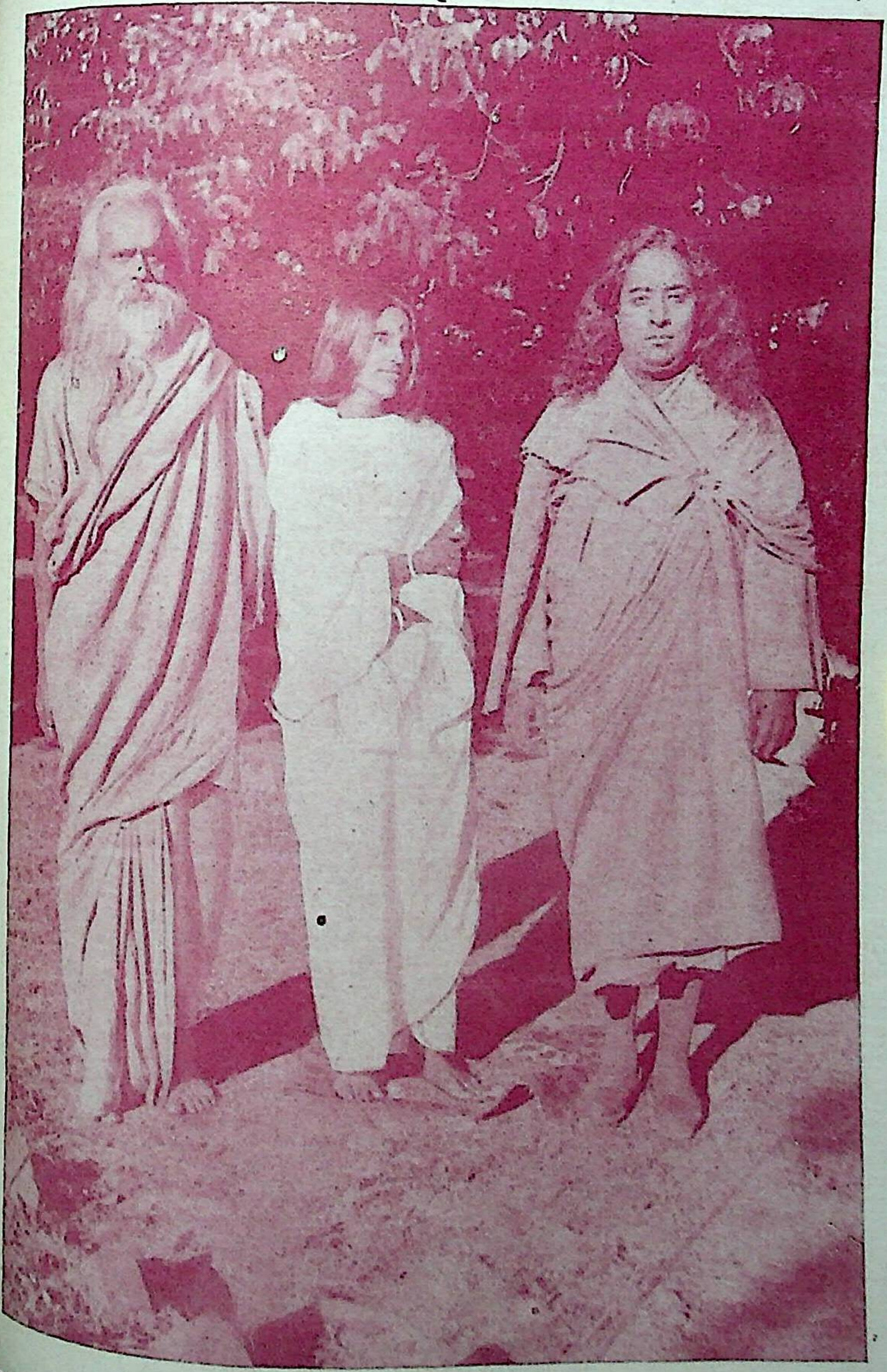

Mataji with

the old man over the railing into the main current. This is how fate will have its way. According to one's *karma*, the date and manner of one's death is pre-ordained.

Question : Suppose a man dies, pronouncing God's name, will he not be born again ?

Mataji : It depends on the stage he has reached. If he is in the right state of mind, it may of course happen that all his remaining karma is burnt up instantaneously. This may also occur by the grace of the Guru.

Question : Is it possible by the grace of the Guru to obliterate desire (*vāsanā kṣaya*) ?

Mataji : It is. The grace of the Guru always pours forth, but you must have mercy upon yourself and allow it to reach you. If your vessel is turned upside down, the grace will merely run down the sides and you will be unable to receive it. (Mataji has on other occasions explained that to keep one's vessel upside down means to be outward turned. When one's attention is focussed on God or Truth or realizing one's Self, one becomes receptive to Divine Grace.)

Question : I have taken refuge in the Mother. Why does She not take me into Her arms ?

Mataji : The sense of duality has remained, you are feeling apart from Her, this is why. To give a little is not enough, you must give yourself wholly—have mercy upon yourself.

Matri Lila

(JULY 7th—OCT. 7th 1963.)

As already stated in the last issue of 'Ananda Varta', Mataji reached the Kishenpur Ashram by car from Hardwar on July 7th. Quite a number of visitors who had come to Hardwar for *Guru purnimā* (July 6th) accompanied Mataji to Dehradun. However, after two or three days, it became fairly quiet in Kishenpur. Sri Gurupriya Devi was expected from Bombay on July 11th, but the railway line being damaged due to heavy rains, she arrived on the 15th evening. Mataji was downstairs most of that day, seeing in person to the arrangements for Didi's stay, since Didi's health was still indifferent at the time. (We are glad to say that it has since considerably improved.)

On the 16th Mataji felt rather tired and remained upstairs all day. In the evening when she got up to give *darśana* as usual, her foot got entangled into a towel that had fallen to the floor, and a small bone of one of the toes of her right foot was fractured. Mataji had no *kheyāla* to put the foot into plaster and therefore every movement would have aggravated the trouble. Mataji thus remained confined to bed for eight days. Sometimes one has the feeling that incidents of this kind are the only means of providing a little much needed rest for Mataji between spells of intense activity and strain. During that week people had *darśana* in the evening, standing on the veranda in front of Mataji's room. On the 22nd Mataji agreed to have the fractured toe bandaged tightly with sticking-plaster and on the 23rd she came downstairs and paid a visit to Didi, who was confined to the room below Mataji's. To the joy of everyone present, Mataji walked all over the Ashram and to the temples, although the foot must have still been quite painful.

On July 25th a very charming little ceremony took place in Mataji's own room. When reporting about the festivals and functions that are being celebrated year after year, a good deal of repetition seems unavoidable. The following is being described rather in detail, since there has been no occasion so far to write about anything similar. Gopal, the youngest child of Sri A. P. Dikshit, the District Magistrate of Dehradun, had a few days before had his first haircutting ceremony (*mundan*). His mother was eager that *vidyārambh* (the beginning of learning) should now be performed in Mataji's presence. On a mat right in front of Mataji's couch sat little Gopal and Brahmachari Nirvanananda, who was guiding the child's hand to write every single letter of the alphabet, which he simultaneously taught him to pronounce; then his own name, various sacred syllables and words, some with chalk on a slate, some with a pencil on paper and finally a few with red ink into a copy book. The parents, some other close relatives of the little boy and as many as could squeeze in, stood tightly packed at the back of the room and on the verandah, men on one side and women on the other, watching with great interest. Mataji seemed to guide and supervise everything, often suggesting what should be done next. At the end she gave garlands to Gopal to be presented to his elders and asked him to fall at their feet. At midday a feast was given to everyone. There is surely nothing very noteworthy in a child being taught the alphabets. But the original way in which it was done in

Mataji's presence left a deep impression on many who watched the procedure.

Another unusual happening, although of a very different order, was the visit of a Roman Catholic priest, who had travelled to India all the way from France to find out what Indian spirituality actually was. He spent a couple of days in Dehradun in order to meet Mataji and had an interesting interview with her. For a consecrated priest of the Roman Catholic church to visit India, not as a missionary but as an inquirer, is very rare and surely not without significance.

On July 29th Mataji shifted to the Raipur Ashram. Raipur has played a special part in Mataji's *Līlā*. In 1932, when she suddenly left Bengal together with Bholanath and Bhaiji, they remained for many months in the dilapidated room and veranda next to the Siva Temple. The room could not provide adequate shelter from either the sun or the rain, but the place was and is charming, commanding an extensive view over the surrounding hills, and is even now fairly secluded. Much later, the Ashram was built just below and by the side of the Siva Temple. On the plot next to it a devotee of Dehradun, whose son passed away soon after his investiture with the sacred thread, erected in his memory another small Ashram for Brahmacharis. The room that Mataji occupied in 1932 was renovated and improved when the Ashram was first constructed and has just now been enlarged and converted into almost a mansion, compared to what it used to be.

In 1932 Mataji was not known outside of Bengal. While at Raipur, Bholanath would sit in meditation most of the time, while Bhaiji did whatever housework and errands were required for the three of them. They lived on very scanty and extremely simple food, often just a few boiled vegetables and a couple of rotis each. Bhaiji was clad in a dhoti only and walked about bare footed, since Mataji did not use any footwear either. There was hardly anyone to talk to in that solitary place which was then a real jungle, infested with snakes and scorpions. Some of the villagers wondered, whether Bholanath had perhaps left his home to do *tapasyā* and his wife had followed him against his wish, taking their servant (Bhaiji) with them. However, later, when letters began to arrive for Bhaiji, his identity as a high official in Government service was disclosed. In those days, Mataji did not bathe and hardly ever changed her clothes. Her hair became matted. Later she had it cut off. It had formed into an exquisite pattern just like a crown, which was preserved. When Bhaiji had to return to Bengal, Brahmachari Kamalakanta came to attend to Mataji and Pitaji. One or two others arrived from Bengal and tried to join the party, but Mataji sent them back. Only very gradually a few people of Dehradun discovered Mataji and began to go to see her inspite of the very bad road that became in parts a riverbed during the rains.

For the last several years, Mataji has not stayed in the Raipur Ashram for more than a few hours at a time. But on this occasion she remained there for full eight days. *Jhulan* was celebrated from July 31st to August 5th. The two Raipur Ashrams are comparatively small and it was quite a feat to accommodate all who had shifted from Kishenpur. The *satsang* hall had to serve as a dormitory at night. The *jhūlā* was placed in the room adjoining the hall. The decorations, done by the Ashram girls with infinite care and great artistic taste, using profusion of flowers and brightly coloured hangings, were different every evening and always superb. The devotees of Dehradun and the people of Raipur village and Raipur Factory joined into the functions with enthusiasm. The crowd over flowed from the hall to the veranda and into the courtyard. *Jhulan Purnima* night, as always, marked the climax of the festival. After the silence, from 9 p. m. onwards until the midnight meditation started at 11. 45 p. m. Mataji indefatigably tied *rākhis* to the hand of everyone who approached her, and there was no end to the children and grown-ups, eager to receive Mataji's blessing in this manner. After the meditation the *kīrtana* was resumed and kept up until the morning. A lady from Venezuela was present throughout the night, while two gentlemen hailing from Holland and Australia attended some of the functions. The celebration of *Raksha bandhan* continued the next morning in Raipur and then in Kishenpur until late at night and even the day after. On the 7th night Mataji, Didi and half of the party entrained for Delhi, while Didima with the rest went straight to Varanasi, where *Janmastami* was to be celebrated. Mataji spent only one day in Delhi and reached Varanasi on August 9th.

The famous black Gopal of the Varanasi Ashram had been presented with a beautifully carved *simhāsana* made of sandalwood and Mataji had been specially requested to be present during the installation on Gopal's birthday on August 12. The next morning *Nandotsava* was observed and Mataji left the same evening for Delhi, where she remained until August 22nd. On the 23rd she motored to Vrindaban. A *Bhāgavat saptaha* was held there from August 26th to September 3rd. On September 4th Mataji returned to Delhi.

On September 11th Mataji was back at Raipur, this time for a sojourn of 15 days, interrupted only by a stay of 24 hours in Kishenpur on the 15th, when Srimati Sushila Nair, Health Minister, came for Her *darśana*. From September 18th to 25th a *Bhāgavata Saptaha* was held for the first time in the Raipur Ashram. It had been arranged by the Asstt. Secretary of the Dehradun Ashrams, Sri Nawal Kishore, for the good of his deceased father's soul, and was enjoyed and appreciated by all who had the good fortune to attend. Electricity had so far not penetrated to the village of Raipur. On the eve of the *saptaha* the installation was completed and electric lights flared up in the whole of the Ashram. A loudspeaker could thus be installed, to enable people to listen from the courtyard and the roof, since the hall could not hold even half of those who flocked regularly every afternoon and listened spell-bound to the lucid exposition in Hindi by Pandit Srinath Shastri, who was also responsible for the Sanskrit reading every morning. A German lady and a French doctor who had come from their respective countries mainly for Mataji's *darśana* were present in Raipur for the whole of the week. The entire function procceded in great harmony. Mataji sat in the hall daily towards the end of the talk for sometime.

On the first morning, while the *pūjā* that precedes the reading of the *Bhāgavata*, was in process, a snake appeared on the back veranda where some girls were cutting fruit. It soon left the veranda but remained in the open near the hall until the *āratī* was over, and then vanished into the adjoining jungle. It was again sighted the next day in the Ashram compound, where the Raipur children killed it with stones. Some of the people present felt that it may have been more than a coincidence that the snake came just at that moment and also that it was released from its existence as a reptile while the *Bhāgavata* was being recited.

On September 26th Mataji proceeded to Kishenpur where she spent one night, leaving on the 27th evening for Kanpur to respond to the entreaties of the Jaipurias there to bless another *Bhāgavata saptaha* with her presence. However, Mataji remained there only for a night and then went to Allahabad by car staying at the Satyagopal Gita Ashram for three nights. She motored to Vindhyachal on on the 2nd noon, where she is expected to stay till about 15th and then proceed to Varanasi.*

It is expected that the next Samyam Saptah will be held at Ahmedabad from 23rd to 29th November.

———

---

* Although the Durga Puja will not be celebrated in our Varanasi Ashram, it is hoped that Mataji will stay in Varanasi during the Puja period.

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA
LIST OF PUBLICATIONS

Hindi

Mātri Darshan—"Bhaiji"	2-50
Sad Vāni ,,	1-00
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi	
Vol. I, III, V and VI	each 2-00
Vol. II and IV	,, 3-00
Ma Anandamayi—Dr. Pannalal	2-50
Ma Anandamayi Upadeshamrita Sangraha	(Out of print)
Akhanda Mahāyajña—Gurupriya Devi	2-50
Kirtan Rasa Swarūpa	6-00
Sankirtan, Stav, Aratī	0-40

Bengali

Mātri Darshan—"Bhaiji"	2-00
Sad Vāni ,,	1-00
Mātri Vāni	0-75
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi	
Vol. I–IX	each 2-00
Vol. X, XI	each 2-50
Ma Anandamayi Upadeshamrita Sangraha	1-50
Akhanda Mahāyajña ,, ,,	2.50
Kirtan Rasa Swarūpa	6 00
Suno Bali Maer Kotha—Sailesh Brahmachari	1 25
Mātri Lila Sankirtan	0-31
Anandamayi Ma—Ganga Samiran	2.50
Namavali— ,,	0.50

Gujarati

Mātri Darshan—"Bhaiji"	1-50
Ma Anandamayee Ke Sannidhyame, Part I & II—Br. Kantibhai	2-00
Amrit Vani—Br. Dattatreyanand	2-00

English

Mother As Revealed to Me—"Bhaiji"	4.00
Mother As Seen by Devotees (A Symposium)	3-00
Mātri Vāni (Sayings)	1-25 Special edition 1-50
Words of Sri Anandamayi Ma	Rs. 3-00 or 5-00 (Rexin bound)

Photos etc.

Album of Mother's pictures	1-50
Photos—various sizes ranging from	0-37 to 15.00
Lockets	1-25

Ananda Varta

Bengali & English

श्री श्री आनन्दमयी संघ
ॐ मा
मातृ शरणं

Vol. XI

February, 1964

No. 4

Ānanda Vārtā

A quarterly journal dealing mainly with the divine life and teaching of Shree Shree Ma Anandamayee and with other religio-philosophical topics

❋

BOARD OF EDITORS

Mahamahopadhyaya Sri Gopinath Kaviraj, M. A., D. Litt.
Kumari Lalita Pathak, M. A.
Kumari Padma Misra, M. A., Acharya.
Kumari Bithika Mukerji, M. A., D. Phil.
Brahmacharini Atmananda.
Sri Sailesh Brahmachari.
Sri Amulya Kumar Dutta Gupta, M. A., B. L.
Sri K. Bose—*Managing Editor.*

❋

Annual subscription (postage free) India—Rs. 5/- only
Foreign—(By Sea Mail) Rs 6/- or 10 shillings or $ 1 50
(By Air-mail)—Rs. 15/- or £ 1-5-0 or $ 3·50.

ĀNANDA VĀRTĀ

GENERAL RULES

1. The magazine is published in three separate editions—(1) Hindi-English (2) Bengali-English (3) English—in the first weeks of May, August, November and February. The year begins from May.

2. Subscriptions are always payable in advance. Foreign subscriptions may be sent either by International Money orders or Postal orders.

3. Subscriptions to be sent to :—

The General Secretary, Shree Shree Anandamayee Sangha,

Bhadaini, Varanasi, (U. P.)

4. All correspondence regarding ‘Ananda arta’ should mention without fail the subscription number and addressed to :—

The Managing Editor, “Ananda Varta”, Shree Shree Ma

Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi, (U. P.)

5. Complaints about non-receipt of the magazine should be sent *by the second week of the month of publication.*

6. Any change of address should be intimated to the Managing Editor at the earliest possible opportunity.

7. Subscribers are requested not to “dishonour” any issue of the magazine sent by V. P. P., as this entails a considerable loss to the Ashram fund. They may kindly inform us *beforehand* if they desire to discontinue subscribing to the magazine.

Published by Shri K. Bose, for
Shree Shree Anandamayee Sangha, Varanasi.
Printed at the Indian Press (Pte.) Ltd., Varanasi-Branch, VARANASI.

CONTENTS

Bengali Section

1. মায়ের কথা 159
2. ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা—গুরুপ্রিয়া দেবী 161
3. যাত্রী—শ্রীসুধীর ব্রহ্মচারী 168
4. কলিকাতায় মাতৃ-জন্মোৎসব—সৎসঙ্গী 169
5. বেদান্তের কথা—স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ 177
6. পূর্ণ প্রাপ্তি—স্বামী শিবানন্দ গিরি 185
7. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—শ্রীঅমূল্যকুমার দত্ত গুপ্ত, এম. এ., বি. এল. 188
8. তুচ্ছ, সত্যই কি তুচ্ছ—শ্রীঅমূল্য বন্দ্যোপাধ্যায় 201

CONTENTS

English Section

1. Matri Vani 147
2. Pages from my Diary—Gurupriya Devi ... 149
3. World Unity Through World Religions—
Swami Sivananda Saraswati 157
4. Mother's Music—Prof. S. C. Das Gupta ... 159
5. A life in Zen—Takashi Hirata 167
6. New Diary Leaves—Atmananda ... 176
7. Matri Lila 186

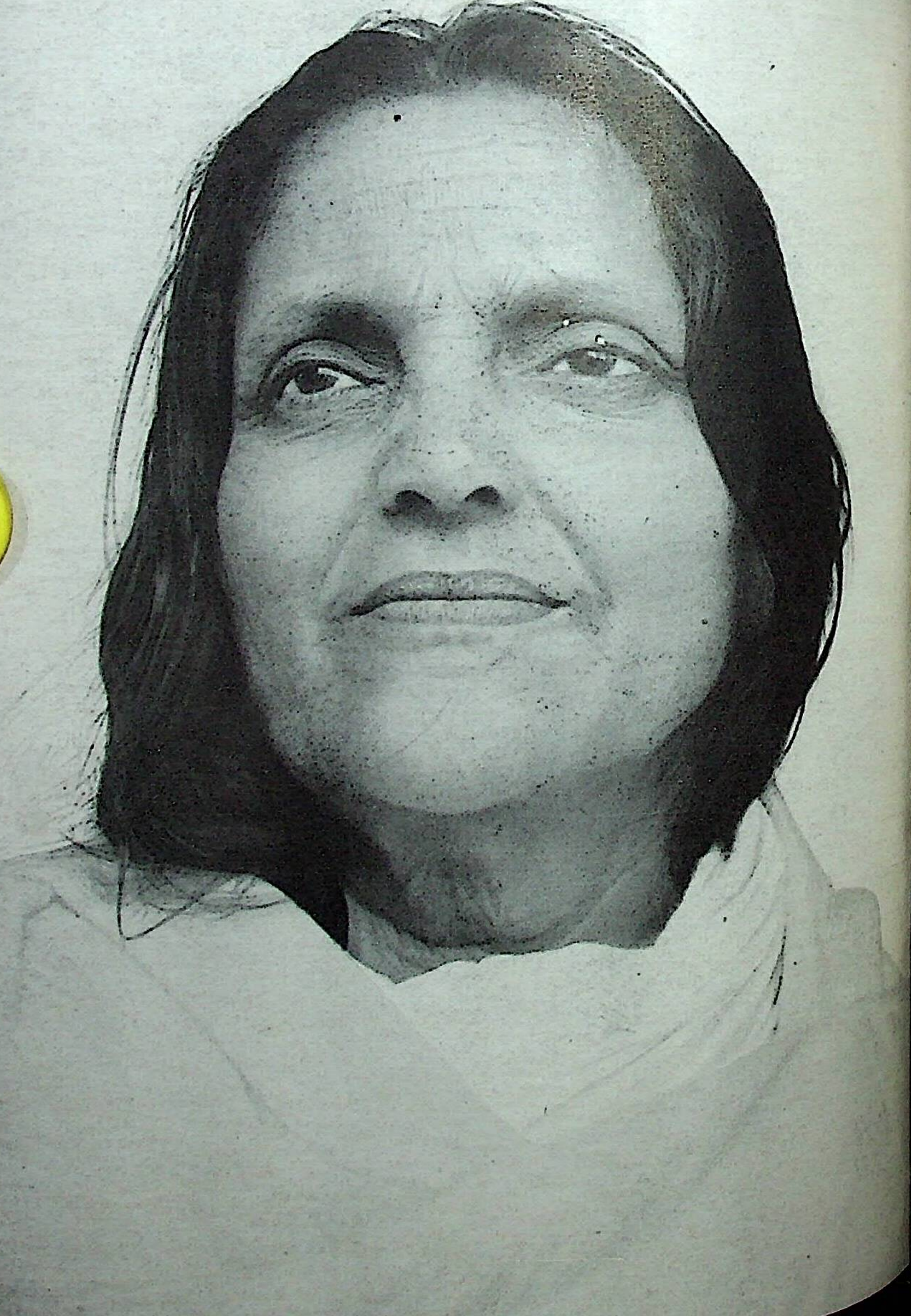

Ānanda Vārtā

"অমর আত্মা—অমর পন্থী স্বয়ম্—আপনাতে আপনি।"

VOL. XI] FEBRUARY, 1964 [NO. 4

মায়ের কথা

"পরম পথের যাত্রী হয়ে চলা ভাল নয় কি? মহাপথে চলাইত চাই। পরম পদ, পরম্ পথ প্রকাশ যেখানে।"

* * *

"সবটার ভিতরে যে তাঁরই হাত। তিনিই স্বয়ং, কর্ত্তব্য কেবল ইহা সর্ব্বদা স্মরণে রাখা। আমি আমার বলে যতক্ষণ, ততক্ষণই জীব জগতে দুঃখ অভাব।"

* * *

"কোনরূপে কাহার কাছে তিনি প্রকাশ হবেন তিনিই জানেন। সেই ইচ্ছাময় মহান গতিতে কোন পথে কাহাকে কিভাবে তাঁর কাছে টানেন মানুষের তাহা বুদ্ধির অগম্য। পথে যাত্রীদেরত নানা পথ। অনেক সময় বিপথ দিয়ে বিপদ নাশ করেন, দুঃখ দিয়ে দুঃখ হরণ করেন। এদিকে চলা সকলেরই নিজ পথে। নিজ পথে হ'ল নিজকে পাওয়ার দিক। যেখানে পরম চরম স্বয়ং পদ।"

* * *

"মহামানবের দিকে লক্ষ্য হওয়াই মানুষের চাই—যাহা মহান। পরম পথে যাত্রী পরম পদ প্রাপ্তির আশায়। মানুষের ইহাই প্রধান কর্ত্তব্য।"

* * *

"পারমার্থিক ক্রিয়ায় নিজেদের জন্ম জন্মান্তরের মলিন ভাব কর্মাদি যার যা সঞ্চিত আছে তা ধুয়ে মুছে সেই প্রজ্জ্বলিত সহজ স্বরূপ প্রদীপের মত নিজেতে নিজে যা'র অন্তর্নিহিত আছে, তার নিরাবরণ উদ্ঘাটনই যে লক্ষ্য—তারই সেবা করা। সেবা কি? মনকে পবিত্র রাখে যে ক্রিয়ায় সেই ক্রিয়া।"

* * *

"আহার, নিদ্রা, চলা, ফেরা, বসা সব দিক দিয়েই নিজকে বেঁধে ফেলা বন্ধন মুক্তির জন্য সর্ব্বদা এইটি মনে রাখা। আর যে অনুষ্ঠান তা' শ্রদ্ধার সঙ্গে আদরে করণীয়। অনাহত ভাবে কোনও ক্রিয়া না হয়। অনুষ্ঠান রূপে তিনি স্বয়ংই এসেছেন। তাপ দিয়ে তাপ নষ্ট করেন। ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতায় যে কষ্ট, কষ্ট হরণ করবার জন্যই কষ্টহারীর এইরূপ।"

ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা

গুরুপ্রিয়া দেবী

১৬ই জুলাই, ১৯৬১

আজ বিকাল পাঁচটায় মা পুণা হইতে ব্যাঙ্গালোর আসিয়াছেন। মহীশূরের প্রধান বিচারপতি শ্রীসুবোধরঞ্জন দাশগুপ্ত (কোহিনূরদা) মার একজন পুরাতন এবং অনন্য ভক্ত। তাঁহার একান্ত অনুরোধেই এবার মার এখানে আসা। স্টেশনে কোহিনূরদা, তাঁহার স্ত্রী, চারখারী স্টেটের রাজমাতা এবং আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। মাকে আদর অভ্যর্থনা জানাইয়া কোহিনূরদা তাঁহার বাসায় মাকে লইয়া আসিলেন। দেখিলাম তালপাতা দিয়া মার জন্য একটি সুন্দর কুটিয়া বানান হইয়াছে। মা ঘরটিতে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন—"বেশ সুন্দর ঘরখানাত।" দক্ষিণের মালার বিশেষত্ব আছে। কোহিনূরদার স্ত্রী বেলাদি মাকে বিরাট এক মালা পড়াইয়া আরতি করিলেন।

সন্ধ্যাবেলা স্থানীয় কেহ কেহ মার দর্শনের জন্য আসিলেন। কোহিনূরদা মার বিশ্রামের জন্য খুবই সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

১৭ই জুলাই, ১৯৬১

আজ সকালের খবরের কাগজে এক দুঃসংবাদ পাওয়া গেল। গতরাত্রে গোয়ালিওরের মহারাজা বম্বের বাড়ীতে হঠাৎ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। মাকে খবরটা দেওয়া মাত্র মা বলিলেন—"এ শরীরেরও খেয়াল হচ্ছিল মৃত্যুটা হঠাৎ হয়েছে।" মহারাজা বেশ কিছুদিন হয় খুবই অসুস্থ ছিলেন। গত এপ্রিল মাসে মা যখন গোয়ালিওর যান তখনও মহারাজা হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায় শয্যাশায়ী ছিলেন। মার অবিদিত ছিল না যে তখনই—যে কোনও মূহূর্ত্তে যাহা কিছু হইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু মন্দির প্রতিষ্ঠার শুভ উৎসব এবং মার

উপস্থিতিতে একটা কিছু হইয়া গেলে খুবই দুঃখজনক হইত। তাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে সে যাত্রায় মায়ই বিশেষ খেয়ালে মহারাজার ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছিল।

মহারাজা বেশী দিন মার সংস্পর্শে আসেন নাই। কিন্তু অল্প সময়েই তিনি সকলকে তাঁহার চরিত্র মাধুর্য্য ও ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। মার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রকাশে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছে। মহারাণী বিজয়ারাজে মার নিকট অনেক বার আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছেন যে মহারাজা আজ পর্য্যন্ত কোনও সাধু মহাত্মার কাছেই মাথা নত করেন নাই এবং আধ্যাত্মিক রুচিরও বাহ্যত কোনও প্রকাশ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু মার নিকট আসিয়া তিনি একেবারে যেন শিশুর মত ব্যবহার করিতেন। ভারতের রাজন্য বর্গের মধ্যে গোয়ালিওরের মহারাজা সিন্ধিয়া অন্যতম একজন ছিলেন। মহারাজার অকাল মৃত্যুতে আমরা সকলেই নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলাম। মনে হইল আমাদের নিজেদের বিশেষ একজন যেন চলিয়া গেল। বিধির আমোঘ বিধান—আমাদের বুদ্ধির বাহিরে। মহারাণী কত কাতর ভাবে মার আশীর্ব্বাদ চাহিয়া বম্বে হইতে পুণাতে পুনঃ পুনঃ লোক পাঠাইয়াছেন। কিন্তু মার লীলা মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য!

১৮ই জুলাই, ১৯৬১

আজ শ্রীমতী ফিরোজা তালেয়ারখান্ মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। ইনি মার একজন বিশেষ ভক্ত—মহর্ষি রমণের শিষ্যা। তিরুভান্নামালাইতে মহর্ষীর আশ্রমেই তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ আছেন। গত ১৯৫২ সনে মা যখন হরিবাবা, অবধূতজী সহ দক্ষিণ যাত্রায় আসেন তখন দক্ষিণের অনেক স্থানের আসা যাওয়া থাকার সমস্ত ব্যবস্থা তিনিই সানন্দে করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার সঙ্গে মহীশূরের প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁহার স্ত্রীও মার দর্শনের জন্য আসিয়াছেন।

কথা প্রসঙ্গে মা বলিতেছেন—"গরু যেমন তাহার বাচ্চাকে চাটিয়া চাটিয়া

পরিষ্কার করিয়া সমস্ত ময়লা নিজে গ্রহণ করে, ভগবানও সেইরূপ নিজ সন্তানের সমস্ত দোষ টানিয়া নিয়া তাহাকে শুদ্ধ পবিত্র করিয়া দেন। শুদ্ধবুদ্ধিতে নিষ্কাম সেবা।”

আবার বলিতেছেন—“যতক্ষণ পারা যায় নাম নিয়া থাকার চেষ্টা করা। জাগতিক বন্ধুর সঙ্গ করিলে যেমন তার সব কথা জানিতে পার, সেইরূপ পরম বন্ধুর সঙ্গ করিলে তিনিও তাঁহার তত্ত্ব তোমার নিকট প্রকাশ করিয়া দিবেন। সমুদ্রের ঢেউ দেখিয়া কি তুমি স্নান করা বন্ধ করিয়া দেও? ঢেউয়ের মধ্যেই ত ঝাঁপ দিয়া স্নান সারিয়া নেও। তেমন সাংসারিক ঝড়-ঝাপটা disturbance এর মধ্যেও তাঁহাকে সর্ব্বদা স্মরণ ও জপ নিয়া থাকার চেষ্টা করা।”

১৯শে জুলাই. ১৯৬১

বিকালে কোহিনূরদা তাঁহার গাড়ীতে মাকে ব্যাঙ্গালোর সহর ঘুরিয়া দেখাইলেন। মা গাড়ীতে বসিয়া বলিতেছিলেন—“এখানকার বাতাবরণ বেশ ভাল। একটা শান্ত ভাব আছে। লোকের চেহারাতেও কেমন যেন স্নিগ্ধ ভাব। গাছগুলি সব কি সুন্দর তাজা তাজা।” লালবাগ দেখিয়া মা খুবই আনন্দিত হইলেন। ব্যাঙ্গালোর সহরটি সত্যই অতি সুন্দর সাজান গুছান—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে যেন একেবারে ভরপুর।

রাত্রের সৎসঙ্গে মা বলিতেছিলেন—“স্ব-মা। তিনি স্বয়ং-ময় হইয়া রহিয়াছেন—আছেন। তাঁহাকে যে ব্যাকুল হইয়া ঠিক ঠিক ডাকে তখনই তিনি প্রকাশিত হন। মা জানেন ছেলের আসল কান্না—যে কান্নায় মা সব কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসেন।”

জগদ্‌গুরু ও গুরুশক্তিপাতের বিষয়ে মা বলিলেন—“জগদ্‌গুরু কোটিতে এক। জগদ্‌গুরু কে—যিনি জগতকে ত্রাণ করেন। সাধারণ গুরু যিনি মন্ত্র দেন তাহাতে গুরুশক্তিপাত হয় না। তবে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হইতে যে মন্ত্রের বিকাশ গুরু পরম্পরায়

চলিয়া আসিতেছে তাহাতে মন্ত্রশক্তিপাত হয়। কাজেই যে মন্ত্র তুমি পাইয়াছ তাহাতে মন্ত্রশক্তিপাত আছেই। নিজ সংস্কার অনুযায়ী তাহা স্ফুরণ হইতে পারে। আর যেখানে গুরু শক্তিপাত হয় সেখানেত সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াই গেল। মন্ত্র দীক্ষা ছাড়াও যে কোনও ভাবে গুরু শক্তিপাত হইতে পারে।”

২০শে জুলাই, ১৯৬১

আজও সন্ধ্যার পর সৎসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরে মা বলিলেন—“প্রারব্ধ ভোগ জীবনমুক্তেরও হয়। কিন্তু তাহা সাধারণ জীবের মত না। যেমন ধর—পাখার switch off করলেও যেমন পাখা ঘোরে। জ্ঞানাগ্নি দ্বারা প্রারব্ধ সঞ্চিত কর্ম্মও জ্বলে যায়। সব জ্বালাতে পারে আর প্রারব্ধ জ্বালাতে পারে না?”

পুনরায় বলিতেছেন—“ভগবানের চিন্ময় রূপ চিন্ময় বিগ্রহ নিত্য। তুমিত নাশবান। জন্ম মৃত্যু যেখানে সেখানেই সাধন প্রাপ্তির ইচ্ছা। অপ্রাপ্ত প্রাপ্তির পাড়ে যাইবার জন্য সাধনা। যেখানে নিত্য বিগ্রহ সেখানে নষ্ট হয় না—ন ইষ্ট। ভগবানের জন্য যাত্রা ভগবৎ ইচ্ছা ছাড়া হয় কি? প্রশ্ন যে করিতেছ সেও ভগবৎ ইচ্ছায়ই। ভগবানের যন্ত্রবৎ তোমার প্রশ্ন উত্তর। সমাধান অসমাধান ভগবানই। ভগবানের নিকট হইতে দূরই—দুর্ব্বুদ্ধি—দুর্ব্বোধ—দুর্গতি। তাহা সরাইবার জন্য তদ্‌ভাবনা তৎচিন্তা। বাসনা কামনা নিয়া যে মারা যাওয়া তাহাই মৃত্যু। কারণ return ticket করিয়া যাওয়া—পুনরায় আসিতে হইবে। যদি সৌভাগ্যদ্বারা মৃত্যু মৃত্যু হইয়া যায় তাহা হইলে তুমি যে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত তাহা প্রকাশ হয়।”

“যে সময় যায় তাহা আর ফেরেনা। মনুষ্য—মনের হুঁস যাহার হইয়াছে। এই অমূল্য সময় নষ্ট না করা। আত্মঘাতী না হইয়া অমৃত আত্মা যে তুমি স্বয়ং তাহা প্রকাশ কর। তুমি যে নিত্যদাস তাহা প্রকাশ করার জন্য চেষ্টা করা। জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম সবই একে পৌঁছায়। সর্ব্ব নাম ভগবানের—আর অনাম অরূপ। যে কোনও রূপে পাওয়া শেষে গিয়ে দেখা যায় সবই এক। ভগবৎ

প্রাপ্তির জন্য স্ত্রী পুরুষ সকলের সমান অধিকার। দুর্লভ জন্ম সুলভ করার চেষ্টা করা মানুষের কর্ত্তব্য, নয়ত জন্ম আর মৃত্যু।”

আগামী ২৪শে মার এখান হইতে কলিকাতার দিকে যাওয়ার কথা। এবার গুরুপূর্ণিমার সময় মাকে উপস্থিত থাকার জন্য কলিকাতাবাসী ভক্তেরা বিশেষ প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

২৬শে অগাষ্ট, ১৯৬১

মা বৃন্দাবনে অসিয়াছেন ঝুলন পূর্ণিমা উপলক্ষে। আজ মার নূতন বাড়ীর গৃহপ্রবেশ। আশ্রমেরই বাগানের ভিতর মণ্ডির রাণী সাহেবের অর্থে মার জন্য একটি পৃথক একতলা বাড়ী নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। গৃহ প্রবেশ উপলক্ষে দিল্লী হইতে মণ্ডির রাজা সাহেব, রাণী সাহেব এবং ছেলে-মেয়েরা আসিয়াছে। উদয়াস্ত নাম কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে। মণ্ডির সকলকে লইয়া মা নূতন বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে পরমানন্দ, স্বরূপানন্দ প্রভৃতি সাধুরা এবং আমিও প্রবেশ করিলাম। বাস্তু পূজা, নারায়ণ পূজা যজ্ঞাদি প্রভৃতি হইল। মায়ের ঘরে একটু পূজা আমিই করিলাম। যজ্ঞের পূর্ণাহুতির পূর্ব্বে হরিবাবাজী, প্রভুদত্তজী, চক্রপাণিজী, শরণানন্দজী, বিষ্ণুআশ্রমজী প্রভৃতি মহাত্মারাও নূতন বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। মা সকলকে নিয়া সেখানে একটু সময় বসিলেন। সাধুদের ফল ও বস্ত্রাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করা হইল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আশ্রমে ভিক্ষাও গ্রহণ করিলেন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৬১

গত পরশু মা হরিদ্বার হইতে দেরাদুনে আসিয়াছেন, আজই দিল্লী ফিরিয়া যাইবার কথা।

পাঞ্জাবী ভক্ত রেলের অবসরপ্রাপ্ত বড় ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ সূদ দেরাদুনে তাঁহাদের বসবাসের জন্য সুন্দর একটি বাড়ী বানাইয়াছিলেন সামান্য কয়েকবৎসর হয়। কিষণপুর আশ্রমের একটু নীচে জাখান মন্দিরের সম্মুখে।

প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই মনোরম। বাড়ীটাও খুব সুন্দর সাজান গুছান—একেবারে ঝকৃঝক্ করিতেছে। মোটর গ্যারেজ, বাগান ইতাদি সব কিছুই আছে। ভদ্রলোক কিছুদিন হয় ঐ বাড়ীটি মায়ের চরণে অর্পণ করিয়াছেন। সন্তানাদি কিছু নাই। তাঁহাদের একমাত্র ইচ্ছা জীবনকাল পর্য্যন্ত ঐ বাড়ীতেই বাণপ্রস্থী হিসাবে থাকেন। বাড়ীটির নাম হইয়াছে—"শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী সাধন আশ্রম।"

মা আজ নূতন আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। আশ্রমের মেয়েরা সেখানে গিয়া গীতা পাঠ ও কীর্তন করিল। শ্রীযুক্ত সূদের আজ কি আনন্দ! এতদিনে তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইল।

সন্ধ্যাবেলা মা দিল্লী রওনা হইলেন। আগা সাহেব সম্প্রতি Railway Protection Force এর Inspector General হইয়াছেন। স্বামী স্ত্রী মার দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেলুনেই মাকে দিল্লী লইয়া গেলেন।

৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১

মা দিল্লী আশ্রমে আজ সকালে আসিয়া পৌছিয়াছেন।

সন্ধ্যাবেলা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। মা দিন পনের পূর্ব্বে যখন এখানে আসিয়াছিলেন তখনই তাঁহার আসিবার কথা ছিল। কিন্তু সেদিন তিনি সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আজ তাই যখনই শুনিলেন যে মা আসিয়াছেন তখনই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত। কিছু সময় একান্তে কথাবার্ত্তার পর মা পুষ্পকে ডাকিয়া. ইন্দিরাজীকে দুইখানি গান শুনাইতে বলিলেন। ঘরে পুষ্প ছাড়া আর তৃতীয় ব্যক্তি কেহ ছিল না। বেশ কিছুক্ষণ থাকিয়া মাকে প্রণাম করিয়া ইন্দিরাজী বিদায় গ্রহণ করিলেন।

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১

আজ ইন্দিরা গান্ধীর স্বামী ফিরোজ গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকী উৎসব। ইন্দিরাজীর আগ্রহে পুষ্প প্রধান মন্ত্রীর বাড়ীতে গিয়াছে ভজন গাহিবার জন্য। সঙ্গে শান্তা,

ও কমল ব্রহ্মচারী। মা শুনিয়াই বলিয়াছিলেন—"ইন্দিরা মার ওখানে নিশ্চয়ই যাবে। ভগবৎ কীর্ত্তন শুনাইয়া লোককে আনন্দ দেওয়াত মহাসেবা।" শুনিলাম সেদিন মার ঘরে পুষ্পর গান শুনিয়া ইন্দিরাজীর বিশেষ ভাল লাগিয়াছিল।

কথাপ্রসঙ্গে মা বলিতেছিলেন যে দেরাদুনে মা যখন প্রথম ঢাকা হইতে যান তখন আনন্দচকে থাকিতেন। সেই সময় পণ্ডিত নেহরুর স্ত্রী কমলাজী মার নিকট খুবই আসা যাওয়া করিতেন। তাঁহার ধ্যানের বেশ সুন্দর একটা ভাব সর্ব্বদাই ছিল। মাকে নাকি বলিয়াছিলেন যে ধ্যানে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের দর্শনও হইত। রাত্রে এক একদিন মার নিকটেই শুইয়া পড়িতেন। হাতে ঘড়ি থাকিত। ভোর পাঁচটা বাজা মাত্রই উঠিয়া চলিয়া যাইতেন। একএকদিন সকালে স্বামীর জন্য টিফিন কেরিয়ারে খাবারও নিয়া আসিতেন এবং সময় হইলেই পণ্ডিতজীকে খাওয়াইতে চলিয়া যাইতেন। পরে কমলাজী যখন অসুস্থ অবস্থায় ভাওয়ালী স্যানাটোরিয়ামে ছিলেন তখন মা আলমোড়া যাইবার পথে তাঁহাকে দেখিয়া যান। কমলাজীর শরীর খুব খারাপ থাকায় নার্সরা মার সঙ্গে দেখা করিতে বাধা দিতেছিল। কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন যে মার সঙ্গে দেখা না হইলে তাঁহার শরীর মন আরও বেশী খারাপ হইবে। আলমোড়া হইতে নামিবার পথেও মা ভাওয়ালীতে কমলাজীকে দেখিয়া আসেন। সেইবারেই শেষ দেখা। তাহার কিছুদিন পরেই কমলাজীকে ইউরোপে লইয়া যাওয়া হয়। সেখান হইতে আর তিনি ফেরেন নাই। মার দেওয়া হাতের বালাটি তিনি মারা যাওয়ার পূর্ব্বে মেয়েকে দিয়া যান। তাহা এখনও সযত্নে ইন্দিরাজীর নিকট রক্ষিত আছে। মার ব্যবহৃত একটি বালিশ এবং কাঁথাও তিনি নিয়াছিলেন।

যাত্রী

শ্রীসুধীর ব্রহ্মচারী

সুদূর পথের যাত্রী আমি
দৃষ্টি পড়ে অসীম সীমায়।
পথশ্রান্ত ক্লান্ত দেহে
আছি মা তোর পান্থশালায়॥

তুই যে আমার পথের সাথী
আঁধার রাতে উজল বাতি
হারাই যখন পথের হিসাব
হান্‌বি আঘাত অচেতনায়॥

যা পেয়েছি ফেলে রাখি পিছন টানে,
পাই যেন তোর অভয় বাণী কানে কানে।
তন্দ্রা কাতর অবশ আঁখি
পথের আর অনেক বাকি
পিছল পথে ধরিস মা তুই
চরণ দমে পথের কাদায়॥

কলিকাতায় মাতৃ-জন্মোৎসব

সৎ-সঙ্গী

শ্রীশ্রীমা ইংরাজী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে, বাংলা ১৩০৩ সনের ১৯শে বৈশাখ, কৃষ্ণাচতুর্থী তিথিতে বৃহস্পতিবার রাত্র ৩ দণ্ড অবশেষ থাকিতে আবির্ভূতা হন। শ্রীশ্রীমায়ের এই আবির্ভাব প্রসঙ্গে দিদি গুরুপ্রিয়া দেবী লিখিয়াছেন—"মা আবির্ভূতা হইয়া সাধারণ ছেলেমেয়ের মত কাঁদেন নাই—একেবারে চুপ করিয়াছিলেন।" মা একথা শুনিয়া বলেন, "কাঁদিব কেন? আমি যে তখন বেড়ার ফাঁক দিয়া আমগাছ দেখিতেছিলাম।" মায়ের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই দিদিমা নানা দেবদেবীর মূর্তি স্বপ্নে দেখিতেন এবং এই সব দেবদেবীকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিতেছেন দেখিতেন।

মায়ের আবির্ভাব প্রসঙ্গে সাহিত্যিক নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন—"ভ্রান্ত উদভ্রান্ত ভারতের মরীচিকায় আনন্দময়ী মায়ের দর্শন সেই 'সম্ভবামি যুগে যুগে'; এই অব্যর্থ প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। * * * কিন্তু এবারে তিনি "মার" মূর্তি-তে নয়; "মা"-'র মূর্তিতে মূর্ত হয়েছেন; ক্ষমার মূর্তিতে বিমূর্ত। এবার এসে, হেসে, ভালোবেসে হারিয়ে দেবেন তিনি সংশয়ের অসুরকে। আণবিক আঘাতকে মানবিক অশ্রুতে প্রত্যাঘাত করতে এসেছেন যিনি, তিনি এবার সিংহবাহিনী দশভুজা নন। পায়ে হেঁটে এসেছেন তিনি। দু'পায়ে শত দুঃখ দলতে নয়; শত দুঃখের দলকে সতত আনন্দের শতদল করতে। দুঃখময়ী ধরায় এসেছেন, তাই এবারে আনন্দময়ী অধরা। যারা বিষাক্ত করেছে বাতাস, অন্ধকার করেছে তোমার আকাশ, তুমি কি তাদের ক্ষমা করেছ—কবির এই প্রশ্ন; আনন্দময়ী মা হচ্ছেন এই প্রশ্নের মধ্যেই উচ্চারিত, জগৎ-কবির অশেষ উত্তর। এই প্রশ্ন জগৎ আবার করবে; আর বারবার আসবেন জগদীশ্বরের দূতরা। তাঁরা বলবেন, ক্ষমা কর;—ভালোবাসো। অসংখ্য পাপের, দুঃসহ তাপের দুর্বহ জ্বালা জুড়াতে ক্ষমার প্রতিমূর্তি আনন্দময়ী মা'র দু' চোখের করুণা ধারায়, হাসির মুক্ত ধারায় সেই ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি।" [মাসিক বসুমতী, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৬৯]

শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে শ্রীপ্রতীপ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন, "অনেকে অনেক রকমভাবে মাকে দেখেছেন ও বুঝেছেন। সত্যদ্রষ্টা ঋষি শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—তিনি সর্ব্বদাই সচ্চিদানন্দ স্তরে বিরাজ করছেন। শ্রীমৎ পরমহংস রামঠাকুর বলেছেন—তোমরা রমণা গিয়া মাকে দর্শন কর, মা'ত সাক্ষাৎ ভগবতী। প্রখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ বলেছেন—শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী যে কে কেহ তাহা বলিতে পারে না।" [শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, আনন্দবার্তা, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩]

শ্রীশৈলেশ ব্রহ্মচারী তাঁহার "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলা-সংকীর্তন" পুস্তিকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"শ্রীশ্রীমাকে যাহারা দেখিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকেই তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া না জানিলেও, মানেন। ইহার মূলে তাঁহার অলৌকিক লীলা বৈচিত্র্য। এক অচিন্ত্য অপূর্ব ভাবে তিনি এই লীলাভূমিতে বিচরণ করিতেছেন ও যে কেহ তাঁহার পূত সান্নিধ্য লাভ করিতেছে, তাহাকেই তাঁহার লীলার সাথী করিয়া লইয়া দুর্বার বেগে অগ্রসর হইতেছেন। ইহার মধ্যে অধিকারী-অনধিকারী, ধনী-নির্ধন, তুচ্ছ-মহতের প্রশ্ন নাই; জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই তিনি এ খেলার স্রোতে ভাসাইয়া তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করাইতেছেন। খেলিতে খেলিতে সকলেই পরমানন্দে একবাক্যে ইহাকে 'মধুর অতীব মধুর' বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু ইহা ভিন্ন ইহাকে অন্য কোন উপাধিতে ভূষিত করিতে পারিতেছেন না; —অর্থাৎ ইহা অবর্ণনীয় কেবলমাত্র অনুভবযোগ্য!"

অনেক সাধকভক্তই মায়ের স্বরূপ বিভূতি অনেক ভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু মহাত্মা মৌনানন্দ পর্বত (ভাই-জী) কৃত মাতৃ-স্তবটি সত্যই অনন্যসাধরণ। তাঁহার রচিত মাতৃভজনের উপসংহারে তিনি বলিলেন;—

মন্ত্রবীজাত্মিকা বেদপ্রকাশিকা নিখিল ব্যাপিকা মা।
সগুণা স্বরূপা, নির্গুণা নিরূপা মহাভাবময়ী মা॥
মুগ্ধ চরাচর গাহে নিরন্তর তব গুণ মধুরিমা
মোরা মিলি প্রাণে, প্রাণে, প্রণমি (শ্রী) চরণে
জয় জয় জয় মা॥

শ্রীশ্রীমা নিত্যসিদ্ধা ব্রহ্মময়ী। জগতের লৌহ কঠিন যে মানস স্থিতি তাহাকে স্নেহ স্পর্শে স্বর্ণময় করিবার জন্য মা এক অপূর্ব প্রেম পরশ পাথর। প্রেম প্রাণ-ধর্মের একটি বিশেষ প্রকাশ। বাংলার সাধনা প্রাণধর্মের একটি বিশেষ সাধনা। বাংলার বহু সাধকের বহু সাধনের রূপটুকু যে শ্রীশ্রীমাতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে তাহা বাংলার সাধনার ধারা লইয়া একটু আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। পূর্ণ-পরাৎপরা অসীম অনন্ত-স্বরূপিনী মা-তে, বাংলার সাধন সমুদ্র মন্থিত অমিয় প্রবাহ যে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে? বাংলার সাধন ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। বৌদ্ধযুগে বাংলা তাহার মৌলিক বিচার ও প্রেমের ধারায় নির্ব্বাণকে প্রকাশ করিয়া ভারতে এক বিশেষ স্থান অ.ধকার করিয়াছিল। পরবর্তীকালে বাংলার কবি সাধক জয়দেব প্রথম ভক্তিমাধুর্য্যমণ্ডিত কৃষ্ণসঙ্গীতে ভারতবাসীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসও এই কৃষ্ণ প্রেমের অমিয় ধারায় বাংলাকে সিক্ত করিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কাল হইতেই বাংলায় কৃষ্ণভক্তির এক নবীন অধ্যায় আরম্ভ হইল। গৌরাঙ্গে ব্রজের রাধাকৃষ্ণ দুইএক হইয়া মিলিয়া গিয়াছিলেন। নবদ্বীপে রাধাভাব লইয়া মহাপ্রভু কৃষ্ণ-প্রেমের এক অপূর্ব রসস্রোত সৃষ্টি কারলেন। মহাপ্রভু অবতারের মূল রহস্যটুকু শ্রীস্বরূপ গোস্বামী এই ভাবে প্রকাশ করিলেন :—

রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হয় চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ।

রাধারাণীর প্রেম লইয়া রস আস্বাদনের জন্যই গৌরাঙ্গ অবতার। ব্রজের অনর্পিত রাধাপ্রেম মহাপ্রভু লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া দান করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর যখন প্রেম ভক্তির সাধনা—সেই সময় কোটালীপাড়া নিবাসী মধুসূদন সরস্বতী ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক। অদ্বৈতবেদান্তে ও বাংলা দেশে মধুসূদন সরস্বতী ব্যতীত মহেশ্বর, বাসুদেব সার্বভৌম, রামানন্দ, কৃষ্ণকান্ত প্রভৃতি অনেকের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাঙ্গালী শাক্ত সাধকগণের আধ্যাত্মিক অবদানও প্রচুর। অপূর্ব তপস্যা ও সাধনায় ইহারা মহাশক্তি মহামায়াকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বাংলার শাক্ত সাধকগণের মধ্যে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত দেওয়ান, রামদুলালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কালীতত্ত্বে মাতৃতত্ত্বে তাঁহারা এক অনির্বচনীয় ভগবৎ রহস্য তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ রামপ্রসাদ কমলাকান্তের উচ্ছ্বসিত মাতৃপ্রেম সঙ্গীতে আজিও বাংলার গগনপবন মুখরিত হইয়া রহিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ, বামাক্ষেপা—ইহারাই বাংলার মাতৃ-সাধকগণের আদর্শ স্থানীয় মহাশক্তি মহামায়ার অপূর্ব বাৎসল্য করুণা তাঁর বিশ্ববিজয়িনী শক্তি তত্ত্ব শক্তি সাধকগণ সাহিত্যে সঙ্গীতে ও কথায় প্রাণ ভরিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

ইহা ব্যতীত বাংলায় বাউল সাধকগণেরও এক বিশিষ্ট স্থান আছে। তাঁহারা ভাবে ভক্তিতে গানে প্রার্থনায় সগুণ নির্গুণের উপাসনায় ঈশ্বর প্রেমের এক নবীন বৈকুণ্ঠ সৃষ্টি করিয়াছেন। বাউল সাধকেরা অধিকাংশই অতীন্দ্রিয়বাদী (Mystics) রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই বাউল কবিদলের সম্রাট। তিনি বহু গানে বহু কবিতায় বেদান্তের সত্যং শিবং সুন্দরং তত্ত্বকে প্রিয়তম অন্তরতম চিরসুন্দর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাংলার সাধনরূপের বৈশিষ্ট্য শাক্ত ও বৈষ্ণবমতের মিশ্রণ, অদ্বৈতবেদান্তবাদ ও বাউল অতীন্দ্রিয়বাদ এই মিশ্রণকে আরও মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়াছে। শাক্তের মহাশক্তি মহামায়া কি আজ মাতৃরূপে মহাপ্রভুর প্রেমভক্তি লইয়া ধরায় অবতীর্ণা হইলেন? বাউল কবির সীমার মাঝে অসীম ত্রিভুবনেশ্বর কি আজ ভক্ত প্রেম উপেক্ষা করিতে না পারিয়া লীলার জন্য ধূলার ধরণীতে পদার্পণ করিলেন? তাই কি অনাগত যুগের এই অপূর্ব মাতৃলীলাকে উদ্দেশ্য করিয়া কবির এই গান—

তাই তোমার আনন্দ আমার পর,
তুমি তাই এসেছ নীচে—
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।

আমায় নিয়ে মেলেছে এই মেলা
আমার হিয়ায় চলেছে রসের খেলা,
মোর জীবনের বিচিত্ররূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।

[গীতাঞ্জলি, ১২১ সঙ্গীত]

শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম জন্মোৎসব ঢাকাতেই আরম্ভ হয়। মায়ের ক্রম বিকাশের সাথে সাথে এই উৎসবটিও পুষ্প মঞ্জরীর মত ব্যাপ্ত ও বিকশিত হইয়া কালে ইহা মাতৃভক্তগণের শ্রেষ্ঠ আনন্দ উৎসবে পরিণত হয়।

গত বৎসর শ্রীশ্রীমায়ের ৬৮তম জন্মোৎসব কলিকাতাস্থ আগরপাড়া আশ্রমে বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। ৩রা মে হইতে ১২ই মে রবিবার পর্য্যন্ত উৎসবটিকে দশ দিন ব্যাপী এক অখণ্ড আনন্দ প্রবাহ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। এই উৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রী১০৮ হরিবাবাজী ৩রা মে হাওয়াই জাহাজে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছাইলেন। তাঁহার ভক্তমণ্ডলী ও রাসপার্টি পূর্ব্বেই ট্রেনে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত সশিষ্য জ্যোতির্মঠের শঙ্করাচার্য্য অনন্তশ্রীবিভূষিত স্বামী শান্তানন্দ মহারাজ, বৃন্দাবনের মহাত্মা শ্রীশ্রী১০৮ কৃষ্ণানন্দ অবধূতজী, শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী শরণানন্দজী, বোম্বের মহাত্মা শ্রীশ্রী১০৮ কৃষ্ণানন্দজী, বৃন্দাবনের বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রী১০৮ চক্রপাণিজী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ, ভারত সাধুসমাজের সেক্রেটারী শ্রীশ্রী১০৮ সদানন্দ মহারাজ, ইহা ব্যতীত বহিরাগত কয়েকজন গণ্যমান্য মহাত্মাও এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

এই উৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীমাকে (২রা মে, '৬৩) ডেরাডুন হইতে কলিকাতায় লইয়া আসা হয়। কলিকাতায় আসিবার পথে মোগলসরাই ষ্টেশনে মা আসিয়া পৌঁছাইলে কাশী হইতে দিদি আসিয়া মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অসুস্থতা নিবন্ধন দিদির এই উৎসবে যোগদান করা সম্ভব হইল না। তিনি মাতৃ আদেশে কাশীতেই রহিয়া গেলেন।

এই উৎসব উপলক্ষে মায়ের আগমনের পর হইতে প্রতিদিন প্রভাতে মায়ের মঙ্গল আরতি, বেদপাঠ, কীর্ত্তন; ভজন এবং আশ্রমের নিত্যপাঠ হইত। পরে শ্রীশ্রী১০৮ হরিবাবাজীর রাসপার্টি কর্ত্তৃক কৃষ্ণলীলা ও মহাপ্রভু লীলা অভিনয় প্রদর্শিত হইত। অপরাহ্নে তিন ঘটিকায় মহাত্মাগণের পরমার্থ ভাষণ আরম্ভ হইত এবং গভীর রাত্র পর্য্যন্ত কীর্ত্তন ভজন মধুর পরমার্থ কথায় সৎ-সঙ্গ মন্দির মুখরিত হইয়া থাকিত। অধিকাংশ সৎ-সঙ্গে শ্রীশ্রীমা উপস্থিত হইয়া দর্শন দানে জনতার আনন্দবর্দ্ধন করিতেন।

আজ ১১ই মে, ১৯৬৩, শনিবার ২৭শে বৈশাখ, ১৩৭০ সন। আজ রাত্র ২টা ৫১ মিনিট ৪৫ সেকেণ্ড হইতে চতুর্থী আরম্ভ হইবে। সুতরাং আজই শেষ রাত্রে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পূজা। নিঃশব্দময়ী রজনী অগণিত তারকাপুঞ্জে জ্যোতির্ময়ী জাগরণের অপেক্ষায় প্রতীক্ষমাণ বিশ্বপ্রকৃতি। আশ্রম বিধৌত করিয়া প্রবাহিতা গঙ্গা। নানাবিধ আলোকমালায় পত্র পুষ্পে সজ্জিত আশ্রম। গঙ্গার কলতানে মর্মরিত পল্লব দলে মধুর পবন ধ্বনি। মাতৃ-তিথি-পূজার রাত্রির রূপটি যেন আনন্দ ছন্দে রঞ্জিত একটি মধুর রাগিনী।

গীত গোবিন্দের কবি শ্রীজয়দেব একদিন শ্যাম বিরহ কাতরা শ্রীমতীকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন—"হে শ্যাম সরোবর মরালী রাধে! তুমি ব্যাকুলা বিষণ্ণা হইও না। ঐ দেখ মৃদুমন্দ মলয় প্রবাহিত হইতেছে নীলঘন-ভুবনমোহন শ্যাম আসিতেছেন—

সজলনলিনীদলশীলিতশয়নে।
হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে॥

—শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম, ৯ম সর্গ, ৬ শ্লোক।

ঐ দেখ হরি আসিয়াছেন। সজল-নলিনীদল-রচিত শীতল শয্যায় হরিকে দর্শন কর; তোমার লোচন যুগল সার্থক হউক।

মায়ের আগমন প্রতীক্ষায় ভক্তগণও আজ পূজার মণ্ডপে কৃষ্ণদর্শন বঞ্চিতা ব্রজ-ললনার ন্যায় অপেক্ষা করিতেছেন। মা এখনও আসিয়া আসন গ্রহণ করেন

নাই। সকলের চিত্তেই মাতৃদর্শনের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা। সৎ-সঙ্গ মন্দিরে অর্থাৎ নাটমন্দিরে ভক্তদের বসিবার স্থান হইয়াছে। তাঁহাদের সম্মুখে মন্দিরের বারান্দায় মাতৃপূজার আয়োজন হইয়াছে। অজস্র দ্রব্য সম্ভারে ও পূজোপকরণে পরিপূর্ণ পূজার স্থল তারই মাঝে পুষ্পপত্র শোভিত শ্রীশ্রীমায়ের জন্য বিচিত্র চারু আসন। এই নির্ম্মল সুন্দর আসনে শ্রীশ্রীমা আসিয়া বসিবেন। মাতো এই উৎসব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীনা। তাই মহাত্মাগণ যত্ন করিয়া প্রায় রাত্র পৌনে তিনটায় শ্রীশ্রীমাকে লইয়া আসিয়া শয়ন করাইয়া দিলেন। মাতৃ আসনের পূর্ব দিকে মহাত্মাদের বসিবার স্থান। পশ্চিমে আশ্রমের মহিলাবৃন্দ বসিয়াছেন। শ্রীশ্রী১০৮ মুক্তানন্দ গিরিজীর জন্য মাতৃ আসনের সম্মুখে বাম পার্শ্বে পৃথক একটি আসন। মহাত্মারা সকলেই আপন আপন আসন গ্রহণ কারয়াছেন। গিরিজাও আসিয়া আপন আসনে উপবেশন করিলেন। মাতৃ আগমনে শঙ্খ ঘণ্টা হুলুধ্বনিতে মণ্ডপ মুখরিত হইয়া উঠিল। গন্ধ-মাল্য ও বিবিধ পুষ্প পূর্ণ পূজার পাত্র, ধূপ দীপ সুগন্ধ শোভায় আমোদিত পূজার মণ্ডপ। পূজারী নির্ব্বাণানন্দ আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়া আচমন মন্ত্রাদি পাঠ করিতেছেন। শ্রীযুত অগ্নিস্বাত্ত শাস্ত্রী (বাটুদা) প্রথমতঃ বেদপাঠ করিলেন। ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত মহাত্মাগণের আরতি আরম্ভ করিলেন। ঋষিদের সাম-গান ধ্বনিতে একদিন ভারত মুখরিত থাকিত। আজ আমাদের পূজার মণ্ডপ বেদপাঠ ধ্বনিতে, পূজারমন্ত্রে বিবিধ আনন্দ সঙ্গীতে হিন্দোলিত হইয়া উঠিল। ব্রহ্মচারিণী পুষ্প ভক্তি-সিক্ত কণ্ঠে মধুর সুর সংযোগে গাহিতেছে;—

পবনমন্দ সুগন্ধ শীতল হেম মন্দির শোভিতং
নিকট গঙ্গা বহত নির্মল বদ্রীনাথ বিশ্বম্ভরম্।
শেষ সমীরণ করত নিশিদিন ধরত ধ্যান মহেশ্বরম্
বেদ ব্রহ্মা করত জয়স্তুতি বদ্রীনাথ বিশ্বম্ভরম্।
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের দিনকর ধূপদীপ প্রকাশিতম্
সিদ্ধ-মুনি-জন করত জয় জয় বদ্রীনাথ বিশ্বম্ভরম্।

শক্তি গৌরী গণেশ সারদ নারদমুনি উচ্চারিতম্
যোগ ধ্যান অপার লীলা বদ্রীনাথ বিশ্বন্তরম্।
যক্ষ কিন্নর করত কৌতুক গায়ন গন্ধর্ব প্রকাশিতম্
লক্ষ্মী কমলা চামর ঢোলে বদ্রীনাথ বিশ্বন্তরম্।
কৈলাসমে একদেব নিরঞ্জন শৈলশিখর মহেশ্বরম্
রাজা যুধিষ্ঠির করত জয় জয় বদ্রীনাথ বিশ্বন্তরম্।
বদ্রীনাথজীকে পঞ্চরতনম পতিত পাপ বিনাশনম্
কোটীতীর্থ ভাবয় পুণ্যং প্রাপ্যতে ফল দায়কম্।

ক্রমশঃ

বেদান্তের কথা*

স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ

প্রস্তাবনা—

গত প্রায় তের বৎসর যাবৎ পরমারাধ্যা বিশ্বজননী শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ীর পরম পবিত্র উপস্থিতিতে "সংযম সপ্তাহ" ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। মায়ের বিশেষ আকর্ষণে ভারতের নানাস্থান হইতে বিশিষ্ট বিশিষ্ট মহাত্মাগণ ও সাধু, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত এবং মাতৃ-সন্তানগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া ইহাকে সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিতেছেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত একটানা কীর্ত্তন, ভজন, জপ, ধ্যান, পাঠ ও ভাষণাদি দ্বারা ব্রতচারীদের সপ্তাহকাল যে কি সুন্দর সৎচিন্তায় ও পরম আনন্দে কাটিয়া যায় তাহা বর্ণনাতীত। এই সময় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মণ্ডলেশ্বরগণ ও সন্ন্যাসীবৃন্দ অদ্বৈত বেদান্তের উপর অতিশয় সারগর্ভ ভাষণাদি প্রদান করিয়া থাকেন। সেই সব মর্ম্ম-স্পর্শী আলোচনার বিষয়-সূত্র অবলম্বন করিয়াই "বেদান্তের কথা'' লিখিবার সঙ্কল্প আমার মধ্যে উদিত হয়। প্রকাশের জন্য নয়, নিজের মননের জন্য।

সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী আর্য্য ঋষি সন্তান হিন্দুদের সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ হইল বেদ। এই বেদের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। ধর্ম্মশাসনে এই বেদই কেবল সক্ষম। ধর্ম্মশাস্ত্র, স্মৃতি, পুরাণাদি

---

* প্রবন্ধটি লিখিবার সময় নিম্নলিখিত কয়েকখানি পুস্তকের সাহায্য লইয়াছি :—

১। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী মধুসূদন সরস্বতী কৃত অদ্বৈত সিদ্ধির শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষকৃত বঙ্গানুবাদ।
২। শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত উপনিষৎ গ্রন্থাবলী।
৩। শ্রীমৎ স্বামী অনির্ব্বাণ প্রণীত দিব্য জীবন প্রসঙ্গ।
৪। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় কৃত পঞ্চদশীর বঙ্গানুবাদ।
৫। যোগ বশিষ্ঠ রামায়ণের হিন্দী অনুবাদ।

অন্যান্য ধর্ম্মপুস্তক দ্বারাও ধর্ম্মশাসিত হইয়া থাকে বটে কিন্তু তাহাদের প্রামাণ্য সেই পর্য্যন্ত যে পর্য্যন্ত তাহারা বেদকে অনুসরণ করে। বেদকে শ্রুতিও বলে, কারণ ইহা অতীন্দ্রিয়। অতি সূক্ষ্ম শক্তিদ্বারা বিভিন্ন সময়ে আর্য্য ঋষিরা ইহা শ্রবণ করিয়াছেন। এখনও শক্তি সম্পন্ন মনীষিগণ দ্বারা বেদ শ্রুত হইয়া থাকে এবং ভাবাবস্থায় স্তোত্রাকারে উহা নির্গত বা উচ্চারিত হয়। ঋষিগণ বেদ রচনা করেন নাই, তাঁহারা বেদ মন্ত্র দ্রষ্টা মাত্র। তাই বলা হইয়া থাকে, "ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারো ন তু বেদস্য কর্ত্তা" সাধারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শক্তি দ্বারা ইহা জানা যায় না ঐ অতীন্দ্রিয় অসামান্য শক্তি যে সব মহামানবে উদ্বুদ্ধ হয় কেবল তাঁহারাই ঋষি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন এবং যে সত্য তাঁহারা উপলব্ধি করেন তাহাই প্রকৃতপক্ষে "বেদ" পদবাচ্য। এই বেদ আমাদের অতিশয় শ্রদ্ধার ও আদরের বস্তু, কারণ এই বেদ অনন্ত বিরাট পুরুষের বাঙ্‌ময়ী মূর্ত্তি। এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানরাশি নিত্য বিদ্যমান। ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই। এইজন্যই ইহাকে অনাদি ও অনন্ত বলা হয়।

ইহাকে শব্দ ব্রহ্মও বলে, কারণ কমলযোনি পিতামহ ব্রহ্মা যখন যোগাসনে সমাসীন হইয়া আত্মচিন্তায় সমাধিতে লীন থাকেন তখন তাঁহার হৃৎপদ্ম হইতে অনাহত নাদধ্বনি স্বতঃই হইতে থাকে। সেই আদি নাদই প্রণব বা ওঁকার। এই শব্দ ব্রহ্ম বা প্রণবকে আশ্রয় করিয়াই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এই সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন। এই পরিদৃশ্যমান জগতের মূলীভূত কারণ ওঁকারই। সৃষ্টির পূর্ব্বেও এই অনাদি বেদ ছিল এবং ইহার পরও ইহা থাকিবে। ইহা নিত্য ও শাশ্বত বস্তু। বেদেরই অপর নাম শ্রুতি, কারণ উহা গুরুশিষ্য পরম্পরায় শ্রুত হইয়া সমাজে প্রচলিত ছিল এবং যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে ইহা প্রয়োগ করা হইত। পরবর্ত্তীকালে উহা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

সৃষ্টির আদি নাই সেইজন্য এই বেদরাশিরও কোন আদি নাই। এই কারণেই বেদ কে অনাদি বলা হয়। ইহা কোন পুরুষ বিশেষের দ্বারা রচিত নহে বলিয়া বেদকে অপৌরুষেয় কহে। "যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ" অনুযায়ী প্রত্যেক

কল্পের প্রারম্ভে ভগবান আদি-পুরুষ ব্রহ্মা বেদের প্রচার করিয়া আসিতেছেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে শ্রুতি ভগবতী বলিতেছেন, "বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।" উপনিষৎ সমূহে বর্ণিত পরমপুরুষার্থরূপ অতি গুহ্য তত্ত্ব পূর্ব্বকল্পে উপদিষ্ট হইয়াছিল।

আদি শব্দ প্রণব বা ওঁকার হইতেই সকল বর্ণরাশি প্রকটিত হয় এই সকল বর্ণের সাহায্যেই পিতামহ ব্রহ্মা যে শব্দ সমূহ উচ্চারণ করিলেন তাহাই "বেদ"। এই শব্দরাশি প্রযত্ন বা চেষ্টা করিয়া উচ্চারিত হয় নাই। "যস্য নিঃশ্বসিতং বেদাঃ" পুরুষের নিঃশ্বাসের ন্যায় ইহা অনায়াসে পরমেশ্বরের বাণীরূপে প্রকট হইয়া থাকে এবং তাহাই মন্ত্রদ্রষ্টা মহান ঋষিরা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম শক্তিদ্বারা অনুভব বা শ্রবণ করেন।

এই বেদ সমূহ যখন বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ঋষিদের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইল তখন ইহা একটি বিরাট আকারে পরিণত হইল। লোকের সুবিধার জন্য দয়াপরবশ হইয়া পরাশরনন্দন পরমকারুণিক মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। ইহাই বর্ত্তমানে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ব্ববেদ নামে অভিহিত হইয়াছে। বেদকে বিভক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে "বেদব্যাস" বলা হয়। "ব্যাস" শব্দের অভিধানিক অর্থ হইল বিভাগ বা বিস্তার।

প্রত্যেকটি বেদকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা "মন্ত্রভাগ" ও "ব্রাহ্মণভাগ"। মন্ত্রভাগেরই অপর নাম "সংহিতা"। ইহা অর্থাৎ এই মন্ত্রাদি বৈদিক যাগ যজ্ঞাদিতে প্রয়োগ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণভাগে প্রধানতঃ বিধি, নিষেধ, উপাসনা ও ব্রহ্মবিদ্যা সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণভাগেরই অংশ বিশেষকে "আরণ্যক" ও বলা হয়। উহা বনবাসী ঋষিমুনিগণের দ্বারা অরণ্যে বা বনে অধীত হইত সেইজন্য ইহাকে আরণ্যক নামে অভিহিত করা হয়। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ নাম হইতেই বুঝা যায় যে ইহা অরণ্যেরই বস্তু। অরণ্য বনবাসিগণের পক্ষে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান করা সহজসাধ্য হওয়ায় এবং আত্মজ্ঞানের জন্য তাঁহাদের হৃদয় ব্যাকুল হওয়ায় তাঁহারা জপ, ধ্যান, যাগ যজ্ঞ ও উপাসনাদি খুবই

আন্তরিকতার সহিত করিতেন। উপসনার কথা এবং আত্মতত্ত্বের কথা বেদের যে অংশে আছে তাহাকে "উপনিষৎ" কহে। ইহাকে "সংহিতোপনিষৎ" অথবা "ব্রাহ্মণোপনিষৎ" নামেও কেহ কেহ উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই অংশ বা ভাগ বেদের অন্তে বা শেষের দিকে নিবদ্ধ হওয়ার জন্য এই উপনিষৎ প্রতিপাদিত বিদ্যাকে "বেদান্ত" বলা হয়। ইহা বেদের সার বা নির্য্যাস বলিয়াও কেহ কেহ এই উপনিষৎকে "বেদান্ত" বলিয়া থাকেন।

সমগ্র বেদকে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই দুই ভাগেও বিভক্ত করা হইয়া থাকে। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সমূহ প্রধানতঃ কর্ম্মকাণ্ডেরই অন্তর্ভুক্ত, কারণ উহারা মুখ্যতঃ যাগযজ্ঞাদি কার্য্যেই প্রযুক্ত হয়। আরণ্যক ও উপনিষৎ সমূহ উপাসনা বা ব্রহ্মবিদ্যারই প্রতিপাদন করিয়া থাকে। কর্ম্মকাণ্ড জীবকে যাগযজ্ঞাদির দ্বারা স্বর্গাদি সুখ ও জাগতিক পুত্র, কলত্র, মিত্র, পশু, দেহ, গেহ ও ধনাদি লৌকিক বস্তু সমূহের অধিকারী করিয়া থাকে। কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা উত্তরোত্তর কামনা বাসনার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে, হ্রাস হয় না। এইজন্য তাহাতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা অবসান হয় না এবং পরমশান্তিও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভেলার দ্বারা যেমন সমুদ্র পার করা যায় না, তেমনি কর্ম্মের দ্বারা কখনও সংসারের দুঃখ অতিক্রম করিতে পারা যায় না। কর্ম্মের দ্বারা মানবের পরম কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। সেইজন্য কর্ম্মকাণ্ড অপেক্ষা জ্ঞানকাণ্ড শ্রেষ্ঠ। ভগবান শঙ্করাচার্য্য গীতার ভাষ্য করিতে গিয়া তাই বলিয়াছেন "ন কেবলেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ ন চ জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং সমুচ্চিতাভ্যাং নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিরিতি...।" কেবল কর্ম্ম হইতে মোক্ষ হয় না, এবং মিলিত জ্ঞান ও কর্ম্ম মোক্ষের সাধন হইতে পারে না। জ্ঞানকাণ্ড চিত্তশুদ্ধি করাইয়া জীবের চরম ও পরমাগতি মুক্তির ফলভাগী করে। বিবেকচূড়ামণি নামক গ্রন্থেও তিনি এই কথাই বলিয়াছেন।

"চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম ন তু বস্তূপলব্ধয়ে।
বস্তুসিদ্ধির্বিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্ম্মকোটিভিঃ॥

কর্ম্ম কেবল চিত্ত-শুদ্ধির জন্যই; বস্তূপলব্ধি বা তত্ত্বদৃষ্টির জন্য নহে। বস্তু-সিদ্ধি তো কেবল বিচারের দ্বারায়ই হইয়া থাকে, কোটি কোটি কর্ম্মের দ্বারা কিছুই হয় না।

বেদশব্দটি জ্ঞানার্থক বা জ্ঞান শব্দ। ইহা সংস্কৃত বিদ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় বিদ্ ধাতুর অর্থ জ্ঞান। বেদান্তকে উপনিষৎও বলা হয়। এই উপনিষৎ শব্দটি "উপ" পূর্ব্বক, "নি" পূর্ব্বক "সদ্" ধাতুর উত্তর "ক্বিপ্" প্রত্যয় করিয়া সাধিত হইয়াছে। "উপ" শব্দের দ্বারা সামীপ্য বা নিকট বুঝায় যেমন "উপবাস" শব্দের দ্বারা ভগবানের সমীপে বা নিকটে বাস বুঝায়। "নি" অব্যয় বাচক শব্দ। ইহা নিশ্চয়ার্থক এবং "সদ্" ধাতুর অর্থর শিথিলী করণ। অতএব "উপনিষৎ" শব্দটির ধাতুগত অর্থ হইল যাঁহার সমীপে বা নিকটে উপনীত হইলে নিশ্চয়রূপে সংসার বন্ধনকে শিথিল বা ঢিলা করিয়া দেয় বা যে বিদ্যার দ্বারা সত্বর নিশ্চিতরূপে আত্মার নিকট লইয়া যায় সেই শুদ্ধবিদ্যা বা ব্রহ্ম-বিদ্যা। মুণ্ডকোপনিষৎ বলিতেছেন "যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥" ১।২।১৩ যে বিদ্যা সহায়ে পরমার্থস্বরূপ অক্ষর পুরুষকে জানা যায় তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা। ইহাকে রহস্যবিদ্যাও বলা হয় কারণ ইহা বিদ্যা-বিশেষের বা বিশেষ বিদ্যার সারাংশ। এই রহস্যবিদ্যাকেই গীতায় শ্রীভগবান রাজবিদ্যা নাম দিয়াছেন। "রাজবিদ্যা রাজগুহ্যংপবিত্রমিদমুত্তম্। প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥" গীতা ৯।২ ॥ এই জ্ঞান সর্ব্ব বিদ্যার মধ্যে রাজা বা শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্ব গোপনীয়েরও প্রধান গোপনীয়। ইহা অতি পবিত্র, উত্তম, প্রত্যক্ষানুভব ও ধর্ম্মযুক্ত। ইহার সাধনও অতিশয় সুগম অর্থাৎ ইহার সম্পাদন করিতে আয়াস হয় না এবং ইহার ফল ও অবিনশ্বর বা অবিনাশী। এক কথায় বলিতে গেলে বলা যায় যে বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় হইলে ব্রহ্ম বা জীব ব্রহ্মের অভিন্নতা। ইহাই হইল সর্ব্বশাস্ত্রের সার কথা এবং ইহাই হইল সর্ব্বজ্ঞানের সার জ্ঞান।

এই ব্রহ্মবিদ্যাকে সাধারণ বিদ্যার ন্যায় নির্ব্বিচারে যেখানে সেখানে কি থাকে তাকে সকলের নিকট প্রকাশ করা হইত না। সম্পূর্ণ পৃথিবী এবং রাজ্যদান

করিলেও অতি প্রিয় শিষ্য বা জ্যেষ্ঠ-পুত্র ভিন্ন আর কাহাকেও ইহা দান করা হইত না। ইহা এতই গুহ্যবস্তু ছিল। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে শ্রুতি ভগবতী বলিতেছেন,

"বেদান্তে পরমং গুহ্যং পরাকল্পে প্রচোদিতম্।
নাপ্রশস্তায় দাতব্যং না পুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ ॥ ৬।২২

মুণ্ডকোপনিষদেও এই কথাই বলিতেছে—

"স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায়প্রাহ।"১।১।

শিবাবতার জগৎগুরু শ্রীভগবান আদি শঙ্করাচার্য্য বেদান্তের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥"

অর্থাৎ যাহা কোটি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, তাহাই আমি অর্দ্ধ শ্লোকে বলিতেছি, যথা ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা জীব ব্রহ্মই, অপর কিছু নহে। ব্রহ্ম ও জীব যে ভিন্ন বস্তু, এই ভ্রান্তি নিবারণই মুক্তি। বাস্তব কথা বলিতে ইহাই অদ্বৈত সিদ্ধির মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। ইহা প্রতিপাদন করাই অদ্বৈত সিদ্ধির প্রধান তাৎপর্য্য। অদ্বৈত সিদ্ধ করা অর্থাৎ বিশ্বপ্রপঞ্চ মিথ্যা এবং একমাত্র অদ্বৈত ব্রহ্মই সত্য, ইহাই প্রতিপন্ন করা। মিথ্যা কাহাকে বলে ইহাই পরিষ্কার করিতে গিয়া অদ্বৈত সিদ্ধির কৃতিত্ব যত অধিক এত আর কিছুতেই নহে। যাহা সত্য বা সৎ তাহা তিন কালেই আছে, তাহার প্রকাশে সকলের প্রকাশ এবং যাহা অসৎ তাহা কোন কালেই নাই এবং তাহার প্রতীতি উপলব্ধিও নাই। আর ইহাদের মাঝামাঝি যাহা, তাহাই মিথ্যা অর্থাৎ তাহা কোন কালেই নাই, কিন্তু তথাপি তাহার প্রতীতি উপলব্ধি হয়। আর এই প্রতীতি বা উপলব্ধি ও যে চিরকাল থাকিবে, তাহাও নহে।

এই কয়েকটি কথাই আর ও একটু পরিষ্কার ভাবে বুঝিবার জন্য উপরোক্ত শ্লোকটির কয়েকটি শব্দের উপর বিশেষ লক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন, যথা ব্রহ্ম সত্য

বা সৎ, অসৎ, মিথ্যা জীব ইত্যাদি। প্রথম বিচার করা যাউক ব্রহ্ম কাহাকে বলে। ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা বিরাট, মহান, অসীম, বিভূ, ভূমাকে বুঝায়। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যাহা হইতে বড় এবং ব্যাপক আর কিছু নাই তিনিই ব্রহ্ম। এই কথাই আরও একটু সুস্পষ্ট ভাবে বলা যাইতে পারে। যিনি সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্ববস্তুতে এবং সর্ব্বাবস্থায় সমভাবে সদা বিদ্যমান আছেন তিনিই ব্রহ্ম। সর্ব্বদেশ বলিতে ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনর্লোক, তপর্লোক, সত্যলোক, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল, জল, স্থল, অন্তরীক্ষ প্রভৃতির চতুর্দ্দশ ভুবন ব্যাপিয়া যিনি সব সময় বর্ত্তমান আছেন তিনি ব্রহ্ম। ইহা ব্যতীত যদি এমন কোন দেশ বা স্থান কল্পনা করা যায় সেখানেও তিনি সমভাবে বিদ্যমান আছেন। আবার তিনি দেশাতীত হইয়াও বিরাজ করিতেছেন। পুরুষসূক্তে একটি মন্ত্রে বলিতেছেন,

"এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।।"

তাঁহার এতাদৃশ মহিমা। তিনি কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বৃহত্তর। বিশ্ব ও জীব সমূহ তাঁহার একপাদ মাত্র। আকাশে অমর অংশ তাঁহার তিনপাদ। এমন যিনি তিনিই কেবল মাত্র ব্রহ্মশব্দ বাচ্য। সর্ব্বকালে অর্থাৎ ভূতকালে তিনি যে ভাবে ছিলেন, বর্ত্তমানকালেও তিনি ঠিক তেমনি ভাবেই আছেন এবং ভবিষ্যতকালেও তিনি সমভাবেই বিদ্যমান থাকিবেন। ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমানকাল ব্যতীত যদি কোনও অন্যকালের ধারণা করা সম্ভব হয় সেই কালে এবং লোকধারণার অতীত কালে অর্থাৎ কালাতীতেও যিনি ঠিক একই ভাবে বিদ্যমান তিনিই ব্রহ্ম। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রতিটি বস্তুতে তিনি ঠিক একই রূপে বর্ত্তমান। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ, বাতাস, পাহাড়, পর্ব্বত, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম, নদ, নদী এমন কি প্রত্যেকটি ধূলিকণা বা ত্রসরেণুর মধ্যে পর্য্যন্ত তিনি ওতপ্রোত ভাবে বিরাজ করিতেছেন। সার কথা হইল আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ আদি পুরুষ ব্রহ্মা হইতে প্রতিটি তৃণ পর্য্যন্ত সর্ব্ব বস্তুতেই তিনি সমভাবে অর্থাৎ অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রহিয়াছেন।

কোথায়ও বেশী কি কোথায়ও কম হইয়া তিনি নাই। পর্ব্বতরাজ হিমালয় কিংবা সুমেরু পর্ব্বতে যেমন তিনি পূর্ণভাবে আছেন তদনুরূপ বিশ্বের প্রতিটি অণু পরমাণুতেও তিনি বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাই শ্রুতি ভগবতী কঠোপনিষদে ঘোষণা করিতেছেন—

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।" ১।২।২০

তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং বিশাল হইতে বিশালতর। এই আত্মা বা ব্রহ্ম প্রত্যেক জীবের হৃদয়গুহায় অবস্থিত। এমন যিনি তিনিই কেবল ব্রহ্মপদ বাচ্য। তাঁহার মধ্যে কোন হ্রাস বৃদ্ধি নাই। তিনি অণুর মধ্যেও যেমন, বৃহৎ হইতে বৃহতের মধ্যেও ঠিক তেমনই। শ্রুতি কঠোপনিষদে আরও বলিতেছেন—

"যতশ্চোদেতি সূর্য্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবাঃ সর্ব্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ।" ২।১।৯

যাঁহাতে তিনি অস্তগমন করেন, তাঁহাতেই সকল দেবতা প্রবিষ্ট আছেন। তিনি এতই বিরাট, এতই অসীম এবং এতই মহান যে তাঁহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সর্ব্বাত্মক ব্রহ্ম।

অবস্থা তিনটি—যথা, জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। এই তিন অবস্থাতেই যিনি সমভাবে সদা বিদ্যমান আছেন তিনিই ব্রহ্মপদবাচ্য। ইহা পরে আরও বিশদরূপে আলোচনা করিতে চেষ্টা করা যাইবে।

এই সর্ব্বাত্মক ব্রহ্ম সদাই সমভাবে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। কোন দেশে, কোন কালে, কোন বস্তুতে এবং কোন অবস্থাতেই তাঁহার বিকার নাই। সর্ব্বত্র সব সময়, সর্ব্ব অবস্থায় এবং সর্ব্ব বস্তুতেই তিনি অধিকারী ভাবে অর্থাৎ একই রকমে বিরাজ করিতেছেন কোথায়ও বেশী কি কোথায়ও কম নহে। কোথায়ও এক রকম আর কোথায়ও অন্য রকম এমনও নহে।

[ক্রমশঃ]

পুর্ণ প্রাপ্তি

স্বামী শিবানন্দ গিরি

সকলে যখন অধীর হবে,
তুমি থেকো সেথা ধীর—
অপবাদ শুনে হয়োনা উতলা
উচ্চ রাখিও শির।
অবিশ্বাস করে যদি কেউ
ভেঙ্গনা তাহার মোহ,
অটল অচল বিশ্বাসেতে
সদা তুমি স্থির রহ।
পূজার ডালিতে সত্যকে রেখ
মিথ্যাকে দিয়ো ফেলে,
প্রতীক্ষাতে অপেক্ষার দীপ
রেখ তুমি সদা জ্বেলে।
ঘৃণাকে তুমি না করো ঘৃণা
ঘৃণিত হলেও পরে—
বুদ্ধি দীপ্ত মধুর বাণীতে
সরলতা রাখ ধরে।
স্বপ্নকে তুমি কোরনা প্রধান
দেখনা স্বপন বসি'!
চিন্তার মাঝে সার কিছুনাই,
—বৃথা ভাবনার রাশি।

জয় পরাজয় জীবন নাটকে
আসিবে অনেকবার—
উভয়কে তুমি খেলা বলে জেন
মেন না ওদের ধার।
সত্যকে যারা বিকৃত ক'রে
তোমারে করেছে বোকা,
তাদের কথা সহজে নিয়ো
দিওনা কাউকে ধোকা।
ভেঙ্গে যদি যায় জীবন-সৌধ
থেকনা নীরবে বসে—
হাতে তুলে নিও পুরাতন পুঁজী
নির্ভয়ে মৃদু হেসে।
জমান যাকিছু সঞ্চিত আছে
নিঃশেষে গেলে খসে,
নবীন কর্ম্মে আন উৎসাহ
থেক নাক বৃথা বসে।
অনুতাপ আর দীর্ঘশ্বাসে
কোরনা আকাশ ভারি
দীক্ষিত হও অভয় মন্ত্রে
উঠে বস তাড়াতাড়ি।
শিরায় আনিও নবীন রক্ত
হৃদয়ে আনিও আশা—
আনিও জীবনে নবীন ছন্দ
নবভাব, ভালবাসা।
বিত্ত শূন্য জীবনে আসিলে
দারুণ হতাশ রাতি

ভগ্ন চিত্তে জ্বেলে রেখ শুধু
শেষ উৎসাহ বাতি।
নিজের ধর্‌ম সতত রাখিও
জন-গণেশের মাঝ
রাজদরবারে থাকিলেও কভু
ছেড়না আপন সাজ।
শান্ত ভাবেতে যদি তুমি লও
সকল জনার নতি,
শত্রু মিত্র জীবনে তোমার
নাহি যদি করে ক্ষতি।
ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে চিন্তার জাল
কাটাও প্রতিটি যাম,
জীবন তোমার নন্দিত হবে
লভিয়া 'মানব' নাম।
বৈভব-নত জগৎ তখন
রহিবে চরণ চুমি
হে মোর বন্ধু ! আর কিবা চাও ?
সবটুকু পেলে তুমি।

বিখ্যাত ইংরাজ কবি Kiplingএর 'If' কবিতার ভাব অবলম্বনে রচিত

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী-প্রসঙ্গ

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীঅমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত, এম্-এ, বি-এল,

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৬)

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার (ইং ২৮।৫।৪৫) সকাল বেলা বাঙ্গলার বাহির হইতে আগত ভক্তদের সহিত মা সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে চলিয়া গেলেন। বিকাল বেলা যখন আশ্রমে গেলাম তখন গীতা পাঠ চলিতেছিল। শ্রীশ্রীমা তখন মাঠে বসিয়া ছিলেন এবং মাকে ঘিরিয়া বহুলোক বসিয়াছিল। একটি ছেলে মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা যাহা বুঝি বা শিখি তাহা বুদ্ধি দিয়া শিখি। আপনিও যে সব কথা বলেন তাহা কি পুঁথি পুস্তক হইতে কিংবা লোকের নিকট শিক্ষা করিয়াছেন? অথবা আপনি এইসব অনুভূতি হইতে জানেন?"

মা। (হাসিয়া) এই যে সব কথা বলা হয় তাহা পুঁথি পুস্তক হইতে শিক্ষা বা অনুভূতি নয়। এ দেহের কোন শিক্ষা নাই। তবে উহা কেমনে হয় জান? তোমরা ছেলেপেলেদের কাঁস ইত্যাদি বাজাইতে দেখ না? তাহারা কাঁসে যেমন ঘা দেয় সেইরূপ শব্দ বাহির হয়। এ দেহ সম্বন্ধেও তাই। তোমরা যেমন প্রশ্ন কর এ দেহ হইতে সেইরূপই উত্তর বাহির হয়। ইহা কিন্তু খাঁটি সত্য।

মার কথা শুনিয়া ছেলেটি কতদূর বুঝিল তাহা বলিতে পারি না। সে গোপনে মাকে কিছু বলিতে প্রকাশ করিল। মা তাহাকে সকালের দিকে বেলা ১টার পূর্ব্বে আসিতে বলিলেন।

যুগের পরিমাণ

ঐখানে কতকগুলি পশ্চিমা সৈন্যও ছিল। শ্রীশ্রীমায়ের সহিত বাংলায় যে সব কথাবার্ত্তা হইতেছিল তাহা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাহারা একটু ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছিল। উহা দেখিয়া কেহ কেহ তাহাদিগকে বলিলেন, "মা হিন্দী জানেন, আপনারা ইচ্ছা করিলে মাকে হিন্দীতে প্রশ্ন করিতে পারেন।" ইহা শুনিয়া তাহাদের মধ্যে একজন মাকে বলিল, "মাতাজী, আপনি কিছু বলুন।" মা হাসিয়া হিন্দীতে বলিতে লাগিলেন, "পিতাজী, আমার জগত ভরাই পিতাজী আর মাতাজী; আর ছোট ছোট ছেলেপেলেরা আমার দোস্ত। জগতের সকল ঘরই আমার ঘর। জাতি বলিয়া আমার কিছু নাই। কাজেই খাওয়া-পরার জন্য আমার ভাবনা নাই। আমি যাহা কিছু খাই বা পরি তাহা সমস্তই আমার। আমি পরের জিনষ কিছু লই না।" মা হাসিয়া হাসিয়া এই কথাগুলি বলিলেন। সৈন্যদের মধ্যে একজন বলিলেন, "মাতাজী, এসব কথা ত সত্য।" অন্য একজন একটু অগ্রসর হইয়া বলিল, "মাতাজী, এখন ত কলিকাল, না? ইহার শেষ কবে হইবে তাহা বলুন।"

শ্রীশ্রীমা। এই যে কলিকাল বলা হয় না? ইহা একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আছে এবং কতদিন ইহা থাকিবে তাহাও বলা আছে। কাজেই যাঁহারা উহা জানেন অথবা যেখানে উহা লিখা আছে, সেখান হইতে জানিয়া বা দেখিয়া লইতে পার। তবে ইহার আর একটা দিকও আছে। আমি বলি সব কালের মধ্যে সব কাল আছে। এখন ত কলিকাল, কিন্তু কাহারও পক্ষে ইহা সত্যযুগ। কাজেই প্রত্যেক যুগের মধ্যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি আছে।

নগেন দত্ত। শাস্ত্রে কলিযুগের পরিমাণ যাহাই থাকুক না কেন তোমার মতে উহা কতদিন স্থায়ী তাহা তুমি বল।

শ্রীশ্রীমা। আমি বলিলেই কি সকলে উহা সত্য বলিয়া মানিয়া নিবে? যদি সকলেই মানিয়া নেয়, তবেই এ দেহ হইতে ঐ সম্বন্ধে কথা আসিবে।

তাহা না হইলে এ দেহের কথা দশটা মতবাদের মধ্যে আর একটা মতবাদ সৃষ্টি করিবে।

নগেন দত্ত। এই কথাগুলি উহাদিগকে বুঝাইয়া বল না ?

কিন্তু দেখা গেল ইত্যবসরে প্রশ্নকর্ত্তা প্রভৃতি সকলেই চলিয়া গিয়াছে।

ভগবানের নিয়ন্তৃত্ব ও স্বাতন্ত্র্য

মা আসন হইতে উঠিয়া মাঠে বেড়াইতে লাগিলেন। আমি সুযোগ বুঝিয়া মাকে বলিলাম, "মা, আমার ও যতীনের মধ্যে একটা বিষয় লইয়া মতভেদ আছে। তুমি ভিন্ন অন্য কেহ ইহার মীমাংসা করিয়া দিতে পারিবে না। তোমাকেই এই মীমাংসা করিতে হইবে।"

শ্রীশ্রীমা। এখনই কি উহা শুনিতে হইবে ?

আমি। তোমার যেমন ইচ্ছা।

শ্রীশ্রীমা। বসিয়া শুনিব ।ক বেড়াইয়া বেড়াইয়া শুনিব ?

আমি। তুমি যাহা ভাল মনে কর।

"একটু বেড়াই" বলিয়া মা দুই চারি পা অগ্রসর হইলেন। কিন্তু বেড়ান আর হইল না। পদেপদেই লোক আসিয়া মাকে প্রণাম ও নানা কথা বলিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মা বসিয়া পড়িলেন এবং আমাকে বলিলেন, "বল, তোমার কি বলিবার আছে।"

আমি। একটা কথা শুনা যায় যে জগতে সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত আছে। জন্ম, মৃত্যু, লোকের সঙ্গে দেখাশুনা যাহা কিছু হয়—তাহা নাকি পূর্ব্ব হইতেই নিয়ন্ত্রিত। গাছের যে একটি পাতা পড়ে তাহাও নাকি আকস্মিক নয়। এ জাতীয় কথা তুমিও মাঝে মাঝে বল। আর ইহাও দেখা যায় যে এ সব যদি পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট না থাকিত তবে ভৃগু কিংবা জ্যোতিষীগণের পক্ষে ভবিষ্যৎ ঠিক ঠিক গণনা করিয়া বলা সম্ভবপর হইত না। ইহা হইতে মনে হয় যে সব কিছুই বুঝি নিয়ন্ত্রিত আছে। কিন্তু যদি নিয়ন্তৃত্বই মানিয়া লই তবে ভগবানের স্বাতন্ত্র্য কোথায় থাকে ?

শ্রীশ্রীমা। দেখ, যতক্ষণ আমরা কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ধরিয়া কথা বলি ততক্ষণ বলা চলে যে সবই নিয়ন্ত্রিত ততক্ষণই বলা যায় যে এই জাতীয় কর্ম্মের এই এই ফল হইবে। জ্যোতিষীই বল আর ভৃগুই বল তাঁহারা এই পর্য্যন্ত গণনা করিয়া বলিতে পারেন। কিন্তু সমস্ত জিনিষইত অনন্ত। একটা বীজের মধ্যে দেখ অনন্ত গাছ রহিয়াছে। একটা বীজ বুনিলে। তাহা হইতে একটা গাছ হইল। গাছে কত কত ফল হইল এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে কত কত বীজ রহিয়া গেল। আবার ঐ সব বীজ হইতে কত গাছ, কত ফল ও কত বীজ হইবে। তাই দেখিলে বীজ একটি হইয়াও অনন্ত। সেইরূপ সকল জিনিষই অনন্ত। সৃষ্টিরহস্য বুঝাইবার জন্য বলা হয় যে ভগবানের এক সঙ্কল্প হইতে বহু লোক-লোকান্তর হইয়াছে। কিন্তু এই যে বহু বলা হয় ইহার প্রত্যেকটি অনন্ত। সেই হিসাবে নূতন সৃষ্টি সর্ব্বদাই হইতেছে। ঐ যে বলিলাম একটি বীজ হইতে একটি গাছ হইল এবং ঐ গাছের বীজ হইতে নূতন নূতন গাছ হইল ; যদিও গাছগুলি দেখিতে এক জাতীয়ই বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহার মধ্যেও কিছু কিছু পার্থক্য আছে। সেই হিসাবে নূতন সৃষ্টি প্রতি মুহূর্ত্তে হইতেছে।

যতীন। যদি বলা যায় যে, নূতন সৃষ্টি যাহা কিছু হইতেছে উহা ভগবানের পূর্ব্ব সঙ্কল্পের মধ্যেই আছে, তাহা হইলে ত বলা চলে যে সবই নিয়ন্ত্রিত।

আমি। যদি বলা হয় যে পূর্ব্ব সঙ্কল্প হইতেই সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে তাহা হইলে যখনই এই সঙ্কল্প করা হউক না কেন উহার একটা আদি দেখা যায়। কিন্তু ইহা ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা, কারণ শাস্ত্র মতে সৃষ্টি অনাদি।

শ্রীশ্রীমা। হাঁ, সৃষ্টি অনাদি এবং অনন্ত। যখন আমরা সৃষ্টির কথা বলি তখন অবশ্য আমরা কাল ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া বলি। কালের মধ্যেই সৃষ্টি হয় সত্য, কিন্তু কালাতীত অবস্থাও ত আছে। তাহা না হইলে গুরু দীক্ষা দিয়া শিষ্যকে কালাতীত অবস্থায় লইয়া যান কিরূপে? কাল শেষ হইলেই যে সব কিছু শেষ হইয়া যায় তাহা নয়। আমরা যখন কালাতীত অবস্থার কথা বলি তখনই মানিয়া লই যে কালের বাহিরেও অনেক কিছু আছে।

যতীন। কালাতীত অবস্থা থাকিতে পারে, কিন্তু সৃষ্টি বলিতে আমরা কালের মধ্যেই সৃষ্টি বুঝি। কালাতীত সৃষ্টি বলিয়া ত কিছু নাই।

শ্রীশ্রীমা। কালাতীত সৃষ্টিও আছে। কালাতীত সৃষ্টির অর্থ সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় সবই যুগপৎ অনন্ত কাল ধরিয়া চলিতেছে। এখানে কিছুরই সীমা নাই। যদি বল ভগবান্ নূতন কিছু সৃষ্টি করিতে পারেন না বা করেন না তবে ত ভগবানকে সীমাবদ্ধ করা হয়। কিন্তু ভগবানের কোন সীমা নাই। তিনি এক হইয়াও অনন্ত এবং অনন্ত হইয়াও এক। মনে কর চিনি দিয়া তোমরা একটি ঘর তৈয়ার করিলে। এই ঘর তৈয়ার করার দরুন এখানে চিনি একটা বিশেষ আকৃতি বা রূপ পাইল। কিন্তু এই ঘর ভাঙ্গিয়া যখন উহাকে আবার চিনিতে পরিণত করিলে তখন মনে হইতে পারে যে ঘর হওয়ার দরুণ উহার যে বিশেষ একটা রূপ হইয়াছিল তাহা নষ্ট হইল। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা হয় না। কারণ ঐ চিনির মধ্যেই ঐ ঘরের বিশেষ রূপ থাকিয়া যায়। আবার দেখ জল জমিয়া যখন বরফ হয়—তখন আকারশূন্য জলের একটা আকৃতি বা রূপ হয়। ঐ রূপ বরফ হওয়ার পূর্ব্বেও কিন্তু ঐ জলই ছিল। আবার বরফ গলিয়া যখন জলে মিলিয়া যায়—তখন ঐ রূপ আবার জলের মধ্যেই মিলিয়া থাকে। ঐ রূপই উহার চিন্ময় রূপ। তোমরা চিন্ময় রূপ, চিন্ময় ধাম বল না? তাই দেখা গেল যাহা অরূপ তাহাতেও রূপ আছে—আবার রূপও অরূপে মিলিয়া থাকে। সেই হিসাবে সৃষ্টি অনাদি এবং অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছে। ইহাতে ভগবানের পূর্ণতার কোন হানি হয় না। একটা প্রদীপ হইতে আর একটা প্রদীপ জ্বালাইয়া নিলে যেমন পূর্ব্ব প্রদীপের আলোর কোন হানি হয় না সেইরূপ অনন্ত সৃষ্টি করিয়াও ভগবানের অনন্তত্বের কোন হান হয় না। কালাতীত সৃষ্টি পূর্ণত্ব হইতেই হয়। ভগবান্ নিজে যেমন পূর্ণ তাহার অংশও সেইরূপ পূর্ণ। পূর্ণ হইতে কিছু নিলে পূর্ণত্বের কোন হানি হয় না।

এই যে বলিলে ভৃগু গণনা করিয়া জন্ম জন্মান্তরে—কথা বলিয়াছেন, ইহাও যদি একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের কথা বলা চলে। উহাত অনন্ত কালের কথা নয়।

বল ভৃগু অনাদি এবং অনন্ত কালের মধ্যে যাহা কিছু হইয়াছে এবং হইবে সবই বলিতে পারেন তবে ভৃগুত ভগবান্ই হইলেন। কাজেই সবই নিয়ন্ত্রিত একথা যেমন সত্য, আবার কিছুই নিয়ন্ত্রিত নয় এ কথাও সেইরূপ সত্য। কখন কোনটা সত্য তাহা কেবল লোকের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে।

(আমাকে) সে দিন বীরেন বাবা বলিতেছিল না যে, লোকে যখন আত্মস্থ হয় তখন এক, কৈবল্য—ইত্যাদি তোমরা কি বল না, তাহা লাভ করে, অর্থাৎ তখন জগতের খণ্ড খণ্ড জ্ঞান লোপ হইয়া একাত্ম বোধ হয়। এই অবস্থায় বলা হয় জগৎ মায়াময়, অসৎ ; একমাত্র আত্মাই সৎ। এই অবস্থায় বিষয়ের সংস্পর্শ থাকে না বলিয়া দুঃখাদি বোধ হয় না। ইহাও একটি আনন্দের অবস্থা ; কিন্তু ইহা মুক্ত অবস্থা নয়। ইহাও এক প্রকার বদ্ধাবস্থা। ইহার পর আর একটি অবস্থা আছে যাহাকে তোমরা যুগপৎ বল, পূর্ণ বল। তখন খণ্ড ও অখণ্ডের জ্ঞান যুগপৎ থাকে। ইহাতে অংশ এবং পূর্ণের জ্ঞান একই সময় প্রকাশ হয়। কিন্তু অংশ অনন্ত বলিয়া যুগপৎ জ্ঞানও অনন্ত হইতে পারে। কাজেই পূর্ণ বলিতে আমরা বুঝি যে, ভগবানের যে অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত স্থিতি এবং অনন্ত লয় যাহা পূর্ণ-ভাবে প্রতি মুহূর্ত্তে অনন্ত কাল ধরিয়া চলিতেছে তাহার জ্ঞান। এই সৃষ্টি, স্থিতি, লয় একে অন্যের বাধক নয়। অথচ সবই পূর্ণ। এখানে মায়া মোহ, যা' কিছু সুন্দর যা' কিছু কুৎসিত সমস্তই আছে। অথবা এখানে কি আছে এবং কি নাই তাহা বলা যায় না। ইহাই পূর্ণতা। ইহার পরও প্রশ্ন হইতে পারে ; এই পূর্ণতা কোথা হইতে আসিল ?

আমি। মা, ইহার উত্তরত আর ভাষাতে দেওয়া চলে না।

শ্রীশ্রীমা। হাঁ, উহা বর্ণনা করা—যায়—না। এক এক জন উহার এক এক নাম দেয় মাত্র।

নামে রস পাওয়া যায় না কেন ?

ইহার পর নাম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এক ভদ্রলোক কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "মা, নামী যদি আনন্দময় হয় তবে নামটা এত নীরস কেন ?

শ্রীশ্রীমা। তা' কি হয়? নাম আর নামী যে এক।

ভদ্রলোক। নাম করিয়া দেখিয়াছি উহাতে একটুকুও রস লাগে না। এমনও দেখিয়াছি যে নাম করিতেছি সঙ্গে সঙ্গে আফিসের কাগজ পত্রের কথা ভাবিতেছি। আবার কাহার উপর প্রতিহিংসা লইতে হইবে তাহার চিন্তাও আসিতেছে।

শ্রীশ্রীমা। কত কত জন্মের কর্ম্মফল বা সংস্কার সঞ্চিত আছে বলিয়াই এইরূপ হয়। উহার যতটা কাটিয়া যাইবে ততই নামে আনন্দ পাইবে।

ভদ্রলোক। কর্ম্মফলের জন্য দায়ী আমিত নই। উহার জন্য একমাত্র ভগবানই দায়ী।

শ্রীশ্রীমা। এই কথাই জোর করিয়া বলিতে পার কই? যদি পারিতে তাবেত তুমি মুক্ত হইতে। কিন্তু তাহা ত পার না। সেইজন্য বলা হয় যে নাম ভাল না লাগিলেও ঐ নাম করা একমাত্র ঔষধ। এইজন্য অভ্যাস যোগের কথা বলা হয়। পরে ভগবানের কৃপাতেই সব হইয়া যায়। ভগবানের কৃপাও দুই ভাবে হয়—অনুকূল কৃপা এবং প্রতিকূল কৃপা। যাহারা প্রবৃত্তি মার্গে চলে তাহাদের উপর প্রতিকূল কৃপাই দেখা যায়। আঘাত দিয়া ভগবান্ তাহাদিগকে তাঁহার দিকে ফিরাইয়া আনেন। তাহা না হইলে জীব কখনও তাঁহার দিকে ফিরিতে পারিত না। আর ভগবানের এমনি সুন্দর বিধান এই যে তাঁহার দিকে যতই লোক অগ্রসর হয় ততই তাহার মধ্যে অণিমা, লঘিমা ইত্যাদি ভগবানের যে সব ঐশ্বর্য্য আছে তাহা ফুটিয়া উঠে। ঐ সব ঐশ্বর্য্য লইয়া খেলা করিলে আবার পতন হয়। এ পতনও কিন্তু তাঁহারই কৃপা। তিনি কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দেন যে ঐ সব লইয়া খেলা করিতে নাই। ঐগুলি গোপন করিতে হয়। তবে গোপন করিতে গিয়া যদি কিছু automatically (আপনা আপনি) বাহির হইয়া পড়ে তাহাতে দোষ নাই। আবার মজা দেখ, ভগবান্ সকল দিক দিয়াই পূর্ণ কিনা, তাই ভোগের পথে থাকিলে যে দুঃখ ইত্যাদি হয় তাহাও পূর্ণ ভাবেই হয়। যে কাজের যে ফল হইতেছে তাহা পূর্ণ ভাবেই হইতেছে।

ভদ্রলোক। ধর্ম্ম পথে গুরুর প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

শ্রীশ্রীমা। নিশ্চয়।

ভদ্রলোক। কেন, পুঁথি পুস্তক হইতেইত সব জানিয়া লওয়া যায়।

শ্রীশ্রীমা। তাহাই যদি হইত তবে কোন বিষয়েই-ত শিক্ষকের প্রয়োজন হইত না। গুরু কে? গুরুত ভগবান্। গুরুকে কখনও মানুষ ভাবিতে নাই।

মাকে আহার করাইতে উঠাইয়া নেওয়া হইল। কিন্তু মা আহার করিতে না গিয়া নাম ঘরে গেলেন। সেখানে মেয়েদের কীর্ত্তন হইতেছিল। মা গিয়া নিজেই অতি মধুর কণ্ঠে গান ধরিলেন—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিল। হঠাৎ কীর্ত্তন স্থান যেন নামময় হইয়া জমাট বাঁধিয়া উঠিল। মা খানিকক্ষণ এই ভাবে কীর্ত্তন করিয়া আহার করিতে গেলেন। আমরাও বাসায় চলিয়া আসিলাম।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার (ইং ২৯।৫।৪৫) আগামী কাল শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব শেষ হইবে এবং রাত্রিতে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা হইবে। গোপাল দাদা প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে আজ বিকালে গীতা পাঠ না করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। ভক্তগণ শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিবেন। সেই অনুসারে বিকাল ৬টা হইতে ঐ সব আলোচনা আরম্ভ হইল। বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমা স্মৃতি মন্দিরের বারান্দায় বসিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ভবানী নিয়োগী মহাশয়, ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত, বীরেন দাদা, শ্রীযুক্ত ভূদেব বসু মহাশয় বক্তৃতা করিলেন। শ্রীমান অভয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করিল। শ্রীযুক্ত গণেশ সেন মহাশয়ও শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে রচিত তাহার এক পুস্তক হইতে একটু পাঠ করিলেন। সভাপতি গোপাল দাদা ছিলেন। তাঁহার আদেশে আমাকেও কিছু বলিতে হইল। এইরূপে রাত্রি প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত আলোচনা চলিল।

আজ সারারাত কেবল পুরুষদিগের কীর্ত্তন হইবে তাই বাসায় আসিয়া কিঞ্চিৎ আহার করিয়া শ্রীমান যতীন সহ আবার আশ্রমে রওনা হইলাম। গিয়া শুনিলাম শ্রীশ্রীমা আনন্দ আশ্রমে চলিয়া গিয়াছেন। রাত্রি প্রায় ১০॥ টার সময় মা আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া স্মৃতি মন্দিরের বারান্দায় বসিলেন। আমরা মায়ের কাছে মাটিতে বসিলাম। নানা কথা হইতে লাগিল।

চেষ্টা করিয়া কেহ মায়া কাটাইতে পারে না

কথায় কথায় মা বলিলেন, “মহামায়ার মায়া কেহ চেষ্টা করিয়া কাটাইতে পারে না। কারণ মায়াটাও ত তিনি কি না। কেবল মাত্র তাঁহার কৃপাতেই এই মায়া কাটিয়া যায়। তোমাদিগকে একটি ঘটনার কথা বলিতেছি ঃ একটি স্ত্রী লোক ছিল। তাহারা স্বামী স্ত্রীতে গোপালের খুব সেবা করিত। গোপালকে স্নান করান, খাওয়ান, তাঁহার আরতি, শয়ন দেওয়া—ইত্যাদি কাজে স্বামী স্ত্রী সারাদিনই ব্যস্ত থাকিত। কিছুদিন পরে স্ত্রীলোকটির স্বামী হঠাৎ মারা গেল। সে ভাবিল “আমি এত করিয়া গোপালের সেবা করিলাম আর তাহার প্রতিদানে আমার এই বৈধব্য ?” এই মনে করিয়া সে গোপালের সেবা একবারে ছাড়িয়া দিল এবং নিজে না খাইয়া দিনরাত কান্নাকাটি করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে অবশ্য তাহার গোপালের কথা মনে হইত এবং গোপালের যে কোন সেবা হইতেছে না এখবরও সে পাইত। কিন্তু দারুণ অভিমান ছাড়িয়া সে আর ঐ দিকে মন দিতে পারিল না। এইরূপে কয়েক দিন যাইবার পর সে একদিন শুনিতে পাইল যে তাহার গোপাল চুরি হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ আসিয়া তাহাকে বলিল যে তাহার গোপালকে তাহারা বিছানা হইতে লাফ দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়াছে। এই খবর পাওয়া মাত্র সে স্বামীর শোক একেবারেই ভুলিয়া গেল। যে স্বামীর জন্য সে আজ কয়েক দিন যাবৎ স্নানাহার ছাড়িয়া দিনরাত কান্নাকাটি করিয়াছে তাহার কথা একেবারেই ভুলিয়া গেল। স্বামীর শোকের পরিবর্ত্তে এবার সে গোপালের জন্য হাহাকার করিতে লাগিল। মুখে আর কোন কথা নাই শুধু

গোপালের কথা। সে কেবলি কাঁদিয়া-কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "হায়, আমি গোপালকে অনাদর করিয়াছি বলিয়া গোপাল আমাকে ছাড়িয়া গেল।" কিছুতেই তাহাকে সান্ত্বনা দেওয়া গেল না। এই ভাবে আবার কিছু দিন গেল। আবার একদিন সে হঠাৎ খবর পাইল যে, গোপালকে যে ভাবে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছিল গোপাল আবার আসিয়া সেইভাবেই শুইয়া আছে। এবার হারানিধি পাইয়া তাহার সমস্ত শোক চলিয়া গেল। সে আবার পূর্ব্বের মত গোপাল সেবায় লাগিয়া গেল। স্বামীর শোক যে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল তাহা নয়—তবে পূর্ব্বের অবস্থা আর ছিল না।

"এ সেই পোকা"

এই গল্প শেষ হওয়ার পর কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। শ্রীযুক্ত নরেন চৌধুরী মহাশয় বীরেন দাদাকে বলিলেন, "আজ বীরেন দাদা অতি সংক্ষেপে বক্তৃতা শেষ করিয়াছেন।"

বীরেন দাদা। আর বেশী কি বলিব? মা-ই চলিয়া গেলেন।

আজ বীরেন দাদা সন্ধ্যাবেলা যখন শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন তখন মা অল্প সময়ের জন্য স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। বীরেন দাদা ঐ কথাই উল্লেখ করিলেন।

শ্রীশ্রীমা। একটি বিধবা স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম।

আগে যখন আমি ঢাকা আসিতাম তখন সে প্রায় ২৪ ঘণ্টা আমার কাছে আশ্রমে থাকিত! এবার আসিয়া শুনিলাম যে, বাতে তাহার অর্দ্ধাঙ্গ অবশ হইয়া গিয়াছে, কাজেই সে আর আশ্রমে আসিতে পারে না। আজ আমার সঙ্গে দেখা করাইবার জন্য তাহাকে অতি কষ্টে গাড়ী করিয়া আশ্রমে আনা হইয়াছিল। তাহারা আশ্রমের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। কতক্ষণ আর তাহাকে ঐ ভাবে রাখা যায়, তাই বাহিরে গিয়া একটু দেখা করিয়া আসিলাম।

ঐ বিধবার একটি ছেলের বৌ ছিল। অনেকদিন পর্য্যন্ত তাহার কোন সন্তান হয় নাই। অনেকদিন পূর্ব্বে উহারা একদিন আসিয়া এ দেহকে উহাদের বাড়ীতে লইয়া যায়। এ দেহকে ফুল দিয়া পূজা করে এবং যাহাতে বৌটির একটি সন্তান হয় সেজন্য প্রার্থনা করে। এ দেহ আর কি বলিবে ? ঐখানে বসিয়া থাকিতে থাকিতে দেখিলাম উহারা যে সব ফুল দিয়া এ দেহকে পূজা করিয়াছে তাহা হইতে একটি পোকা হাটিয়া এ দেহের দিকে আসিতেছে। এ দেহ খেয়াল বসে পোকাটি দুই আঙ্গুলে ধরিয়া উহাদিগকে দিল। ইহার পরই বধূটির গর্ভ হইল এবং সময়ে একটি ছেলেও প্রসব করিল। আজ যখন বিধবাটির সঙ্গে দেখা করিতে যাই তখন তাহার গাড়ীর নিকট একটি ছেলেকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। বিধবাটি বলিল, "মা, এ সেই পোকা।" অর্থাৎ এ দেহ যে উহাদিগকে একটি পোকা ধরিয়া দিয়া আসিয়াছিল উহা হইতেই উহারা মনে করিয়াছে যে, এ দেহ তাহাদিগকে একটি সন্তানই দিয়া আসিয়াছে। তাই ঐরূপ বলিল। (সকলের হাস্য)।

গোপাল দাদার দুর্গাপূজা

গত বৎসর এলাহাবাদে যে দুর্গাপূজা হইয়াছিল মা সেই গল্প বলিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের ভক্তগণ এলাহাবাদে দুর্গোৎসব করিতে মনস্থ করেন। গোপালদাদার শিষ্যগণও এলাহাবাদে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন। অবশ্য এই দুই পূজা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় হইয়াছিল। তখন পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমায়ের সহিত গোপালদাদার সাক্ষাৎ হয় নাই। গত বৎসর দুর্বৎসর বলিয়া গোপালদাদার শিষ্যগণ পূজা বিষয়ে একটু চিন্তিত ছিলেন ; কিন্তু গোপালদাদা নাকি দৃঢ় আশ্বাস দিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "এবার পূজায় মা নিজে আসিয়া পূজা গ্রহণ করিবেন।" যাহা হউক যখন পূজা উপস্থিত হইল তখন দুই জায়গায়ই বেশ ধুমধামের সহিত কাজ আরম্ভ হইল। ভক্তদের অনুরোধে মা গোপালদাদার পূজা দেখিতে গেলেন। মা বলিলেন, "সপ্তমী পূজার দিন উহারা আমাকে প্রতিমা দেখাইতে লইয়া গেল। প্রতিমার একটু নূতনত্ব ছিল। ওখানে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ ছিল না।

শুধু সিংহের উপর ভগবতী আর অসুর। ভগবতীর মূর্ত্তিও একটু নূতন রকমের। দেবীর মাথায় জটা এবং তাহা উচু করিয়া বাঁধা। আমি অল্প একটু সময় ছিলাম। গোপালবাবা পূজা ব্যাপারে ব্যস্ত ছিল বলিয়া আমাকে দেখিতে পায় নাই। আমরা চলিয়া আসার পর যখন শিষ্যেরা গোপাল বাবাকে বলিল যে মা (অর্থাৎ এ দেহ) ঐখানে আসিয়াছিল তখন গোপাল বাবা জোরের সহিত বালল, "না, মা আসেন নি।" নবমীর দিনও গোপাল বাবার পূজা দেখিতে যাওয়া হয়। গিয়া দেখিলাম যে বাবাজী পূজায় বসিয়াছে। বাবাজীর পূজার বিশেষত্ব হইল যে উহা ভাবের পূজা। ভাবাবেশে বাবাজী মাকে ডাকে, আদর অভিমান দেখায়, সঙ্গে সঙ্গে পূজার মন্ত্রও বলে। শিষ্যেরাও সঙ্গে সঙ্গে গুরু যাহা বলেন বা করেন তাহাই করিয়া যায়। একবার যদি পূজা আরম্ভ হয় তবে হয়ত সারাদিন পূজাই চলে। সঙ্গে আর কেহ আছে কি নাই সেদিকে বাবাজীর লক্ষ্য নাই।

আমরা যখন পৌঁছিলাম তখন বাবাজী দেবীকে স্নান করাইতে ছিল। ঘড়া ঘড়া জল নিজের মাথায়ই ঢালিতে ছিল। কখনও কখনও দেবীকে জল ছিটাইয়া দিতেছিল। পূজার স্থানটিতে হঠাৎ কেহ ঢুকিতে না পারে সেজন্য মাঝে মাঝে বেড়া দিয়া রাখা হইয়াছিল। এ দেহ একটু দূরে দাঁড়াইয়া এইসব দেখিতেছিল। হঠাৎ বাবাজীর দৃষ্টি আমার উপর পড়ে। তখন এই দেহের এমন একটা ভাব হয়, যাহা দেখিয়া বাবাজী হয়ত মনে করিয়াছিল যে এ দেহ ছুটিয়া পালাইতেছে। তাই বাবাজী "ধর" "ধর" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। এই অবসরে বেড়ার ফাঁক দিয়া এ দেহ বাবাজীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন এক অদ্ভুত দৃশ্য। ঐখানকার জল কাদায় আমরা একাকার হইয়া গেলাম। এই ভাবে সেখানে কিছুক্ষণ আনন্দ করিয়া চলিয়া আসিলাম।"

খুকুনী দিদি। সেখানে আরও একটা ব্যাপার হইয়াছিল তাহা বল না কেন?

মা হাসিতে লাগিলেন। তখন খুকুনী দিদি নিজেই ঘটনাটি বলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মা অন্য কথা তুলিয়া দিদিকে বাধা দিতে চেষ্টা

করিলেন। আমরা বুঝিলাম যে, মা ঐ ঘটনাটি নিজেত বলিবেনই না, দিদিও যে বলেন ইহাও তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা নয়। কিন্তু বাধা সত্ত্বেও দিদি ঘটনাটি বলিলেন। দিদি বলিলেন, "ঐ দিন (অর্থাৎ নবমী পূজার দিন) যখন আমরা পূজা দেখিতে যাই তখন কিছু ফল এবং সন্দেশ সঙ্গে নিয়া যাই। বিকালে ঐ সন্দেশ সকলকে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়। শুনিলাম বহু লোকের মধ্যে ঐ সন্দেশ বিতরণ করা হয়। অথচ এত সন্দেশ আমরা লইয়া যাই নাই যাহাতে দুই তিন শত লোক উহা পাইতে পারে। সন্দেশের পাত্রটি ঢাকিয়া একটি একটি করিয়া সন্দেশ সকলকে দেওয়া হইয়াছিল। যখন সকলেই সন্দেশ পাইল তখন দেখা গেল যে সন্দেশের পাত্রটি শূন্য।

এইরূপে খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর শ্রীশ্রীমা উঠিয়া গেলেন। আমরাও কীর্ত্তন স্থানে গিয়া বসিলাম এবং ঐখানে রাত্রি শেষ করিলাম।

(ক্রমশঃ)

তুচ্ছ, সত্যই কি তুচ্ছ ?

শ্রীঅমূল্য বন্দ্যোপাধ্যায়

বুকফাটা আর্ত্তনাদ করে ছুটে চলেছে গঙ্গা মায়াপুরের দিকে। গঙ্গার আদি-অন্ত দিশাহারা। উপল ব্যথিতা উন্মাদিনীর এ রূপই বসে বসে দেখছিলাম। হরিদ্বার বাঁধ-রোডের এদিকটা জন-বিরল। এখানে 'গঙ্গার এ রূপ, অনন্যা, বড় ভাল লাগছে দেখতে। হঠাৎ শুনতে পেলাম,—'আপ বঘাট হাউসমে রহতে হ্যায়, না ?'

ব্যস্ত হয়েই ফিরে তাকাই। ঢিলে পা-জামা পরা এক প্রৌঢ় পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। গৌর বর্ণ, ছিপছিপে গড়নের ; চোখে মুখে আত্ম-প্রত্যয়ের ছাপ সুস্পষ্ট।

বুঝতে পারছি না। চমকিত হয়ে দেখছি আর ভাবছি,—এতদূরে, এই নির্জন গঙ্গাতটে আমার পরিচয়ের জন্য লালায়িত ইনি কে ?

—'কি ভাবছেন ? একেবারে যে হারিয়ে ফেলেছেন নিজেকে ! আপনি ওই বাঘাট হাউসেই থাকেন ত ? প্রতিদিনই ত আপনাকে ওখান থেকে আসতে দেখি। আমিও প্রত্যহ বেড়াতে আসি কিনা !' কথাগুলো অবশ্য হিন্দিতেই বলা।

বিস্ময় আর আমার ধরে না। আমি শুধু স্তব্ধই নয়, একেবারে হতবাক্ হয়ে গেছি। বোধহয় আমার অবস্থাটা অনুধাবন করেছেন ভদ্রলোক। স্মিত হাসি হেসে নিজেই আরম্ভ করেন,—'আমাকে চিনতে পারবেন না। আমি অমুক জায়গায় থাকি।'

যে জায়গার নাম তিনি করলেন, সে স্থান সর্বজন বিদিত। পুরাণের পাতায় তার নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে। সে স্থান পার্বতীর স্মৃতি-সম্পদে অবিস্মরণীয়।

বলে চলেছেন তিনি;—'আপনাকে একবার ওদিকে যেতে হবে। আপনাকে আমার প্রয়োজন। কবে যাবেন বলুন ?'

এ অবস্থায় সন্দেহ, সংশয় সব কিছুকে ছাপিয়ে কৌতুহলটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। আমারও হ'ল তাই। সম্ভাবনা আর দুর্ভাবনা নিয়ে আরম্ভ হ'ল টানাটানি। ভদ্রলোকের চোখে চেয়ে দেখলাম, তিনি আমার শিরা-উপশিরায় প্রচণ্ড তীব্রতা লক্ষ্য করছেন।

উঠে দাঁড়ালাম। কথায় কথায় চলে এলাম অনেকটা। বাঘাট হাউসের গেটে দাঁড়িয়ে বললাম,—'আচ্ছা, যদি বলেন কাল বিকেল চারটায় আসি!'

—'খুসী কী বাত'—বলে প্রসন্ন হাসিতে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন ভদ্রলোক।

সাহস করে পরদিন বিকেল বেলা প্রেমশংকরকে সঙ্গে নিয়েই গেলাম। বাড়ীর গেটে এসে আমার ঘাড়ে যত প্রকার ভয় ভর করে বসল। কুকুরের ভয় থেকে আরম্ভ করে পরিচয়হীনতার ভয় পর্যন্ত কোনটাই বাদ গেল না। সত্যিই ত কী প্রয়োজন আমার। এখানে না গেলে এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হবে! এজাতীয় ঘটনার কত মর্মান্তিক পরিণামই ত জানা আছে। না, প্রেমশংকর চল ফিরে যাই।

প্রেমশংকর কিন্তু নারাজ। বলে,—'চলুনই না। কী আর হবে ?'

'কী আর হবে ?'—'আরে কি করে বলব কী হবে!'

শেষ পর্যন্ত কিন্তু এগিয়েই গেলাম।

দ্বিতল অট্টালিকা। সম্মুখে সুবিন্যস্ত পুষ্পোদ্যান। দিকে দিকে মরসুমী ফুল।

আমাদের প্রবেশ করতে দেখেই অগ্রসর হয়ে এল একটী যুবক— বিনীত নমস্কার জানিয়ে, আমাদের দু'খানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে, অপেক্ষা করতে বলে সে গৃহাভ্যন্তরে ফিরে গেল। বোধহয় যথাস্থানে সংবাদ পৌঁছে দিতেই।

মিনিট কয়েক পরেই এলেন সেই পূর্বদিনের পরিচিত ভদ্রলোক। এসেই একান্ত আন্তরিক ভাবে আমাদের দু'জনকে জড়িয়ে ধরে সে কি আলিঙ্গন।— "বৈঠিয়ে, বৈঠিয়ে! কী আনন্দ! আমি ত ভাবছিলাম বাড়ী চিনতে পারবেন কিনা! তা খুঁজে পেতে কষ্ট হয়নি ত? আপনাদের দেখলে কী যে আনন্দ হয়। আপনারা মায়ের স্বজন। আর আমাদের আপন জন বলতে ত আপনারাই। এ সংসারে আপনারাই ত আশার আলো"......এমনি যে আরো কত, তার যেন আর শেষ নেই। এক কথায় আমাদের প্লাবনের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে তিনি যেন আবির্ভূত হলেন।

এদিকে ইতিমধ্যেই কখন যে আমরা তাঁর আত্মীয় পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছি আমরা তা লক্ষ্যই করি নি। এখন আর আমরা তার কাছে অমুক বাবু নেই, অমুক ভাইতে পরিণত হয়ে গেছি।

পরিচয়ের প্রথম উচ্ছ্বাস এতক্ষণে কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছে। এবার আরম্ভ হ'ল আলাপ। আলাপ কিছুদূর অগ্রসর হ'তেই বেশ বুঝতে পারি, তিনি শাস্ত্রজ্ঞানে প্রবীণ, বিদ্বান ব্যক্তি। তবে সে বিদ্যাবত্তা তাঁর প্রাণ-মাধুর্যকে নিংড়ে জীবনটাকে অর্থহীন করে তোলেনি। এজাতীয় লোকের সঙ্গ স্বভাবতঃই মধুর।

চেয়ার টেনে কিছুটা ঘনিষ্ঠ হয়েই বসি।

বাগানের ফুলগুলি বেশ ফুটে আছে। ঝিরাঝরে গাঙ্গেয় বাতাসে তাদের শিহরণ। অদূরবর্ত্তী অশ্বত্থবৃক্ষের শাখায় শাখায় পাখীদের কলরব। ওপারের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে সূর্যের আন্তম লালিমা।

ভদ্রলোক পুনরায় আরম্ভ করেন।—'আপনারা কী ভাগ্যবান! মায়ের স্বজন আপনারা। মাকে ঘিরেই আপনাদের স্থিতি। আমাদের এ জন্মে ত আর হ'ল না। চাকরী আছে, বাকরী আছে, বৌ, ছেলে, মেয়ে আছে। মাতাজীকে ঘিরে থাকা কী আমাদের ভাগ্যে হয়। তাই আপনাদের সঙ্গই আমাদের কাম্য, একান্ত লোভনীয়। মাতাজীর বাণী, মাতাজীর গান, মাতাজীর স্মরণ বয়ে বেড়াচ্ছেন ত আপনারাই।

এতক্ষণে কিছুটা বুঝি আমাদের ভদ্রলোকের প্রয়োজন কোথায়। মাতৃপ্রসঙ্গ ইচ্ছার পরিতৃপ্তিই তাঁর একান্ত কাম্য এবং সেই কামনার পূর্ণতার জন্যই তাঁর আশ্রমবাসীর প্রয়োজন। ওর কথা শুনে আপত্তির সুর তুলি,—'কি যে বলেন। আপনারা......'

কিন্তু তার কি আর দাঁড়াবার শক্তি আছে। দুর্বার পার্বত্য স্রোতের মুখে ঘুর্ণি খেয়ে সে কোথায় তলিয়ে গেল।

—'দেখুন, মায়ের বাণীগুলো যেন অমৃত দিয়ে গড়া। কিন্তু ঐ যে বললাম, সে অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করি সে ভাগ্য ত সঙ্গে আনিনি। ব্যক্তিগত ভাবে মাতাজীর বাণীর অমৃত মূল বাংলায় আস্বাদ করার সুযোগ না পাওয়ায় বড় দুঃখ হয়। কেন হয় জানেন? হাফিজের কাব্য পড়েছেন? উপমা সর্বাংশে হয় না, এ ত মাতাজীরই কথা, সুতরাং বুঝে নেবেন। তার কাব্য আমরা পড়ি অনুবাদের মাধ্যমে। অনুবাদে কী আর কাব্যের প্রাণ খুঁজে পাওয়া যায়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্ পড়তে পড়তেও এ প্রশ্নই কতবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছি। দেখুন আমার মাতৃভাষা পাঞ্জাবী, বাংলা কইতেও পারি না, পড়তেও পারি না। সুতরাং কোথায় পাব সে অমৃতের স্বাদ? বুঝ্‌লেন ত? ভদ্রলোক থামলেন,—হয়ত নিঃশ্বাস নিতেই।

আমরা তাকিয়ে আছি তার মুগ্ধ হৃদয় আর চক্ষুর দিকে। আমাদের দৃষ্টিতেও লেগেছে মুগ্ধতার অঞ্জন।

পুনরায় আরম্ভ করলেন তিনি,—মাতাজী! আহা! ব্রহ্মাণ্ডের গর্বের ধন। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্রজীকে দেখিনি। কিন্তু মাতাজীকে দেখার পর আর তাঁদের দেখবার ইচ্ছেও নেই। আহা! কী রূপ! কী দৃষ্টি! কী মহিমা! ওঁরা সাধু-সন্ন্যাসী এই দুই চোখে অজস্র দেখেছি। অশ্রদ্ধা করি নারে ভাই। ওঁরা মহাজন। কিন্তু ওই উনি হলেন ত্রিভুবনেশ্বর। সত্যি নয় কি?

মুখে কোন উত্তর তার দিতে পারি নি সেদিন। শুধু সেই আসন্ন সন্ধ্যায় আমার শিরায় শিরায় রক্তধারায় যে অনুক্ত উত্তর জেগেছিল, একমাত্র অন্তর্যামী-ই তা জানেন। আমরা ফিরে এলাম।

* * * *

আজ জানি না কেন, এই দীর্ঘদিন পরে সে স্মৃতি জাগল। মনে পড়ছে বেশেবাসে তিনি সাধু ছিলেন না। দিল্লী নগর নিবাসী তিনি, তিনি গৃহী, আমায় তিনি বলেছিলেন। এছাড়া তাঁর নাম ধাম কেন, কোন স্বাক্ষরই রেখে যান নি আমার কাছে। তবুও আজ ভাবছি অতি তুচ্ছ এই একটী ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে পরমাশ্চর্য আজো বেঁচে আছে, তা কি সত্যই তুচ্ছ।

The Self, self-contained,
calling to Itself for its own Revelation—
this is happiness.

MATRI VANI

To live according to the Guru's instructions is the means to Self-realisation. When, prompted by desire to find God, one attempts to awaken *Kundalini** it is impossible that He should not respond. If one really and truly yearns for God, can it ever happen that He will not reveal Himself? Practices that aim at arousing *Kundalini* should be undertaken for the sole purpose of finding God. It is impossible that this should remain fruitless; be convinced of this.

* * *

Full of patience—which is so important for *Sādhanā*—and anchored in endurance one should cheerfully forge ahead with untrammelled speed in the quest after God. HE who resides in the heart must be revealed within and without.

* * *

---

* ***Kundalini*** The Serpent Power that is said to lie coiled up slumbering at the base of the spine of the ordinary person. By *yoga* it can be roused and made to rise up through the spine. When it reaches the crown of the head there is enlightenment.

To be always in a happy mood helps spiritual endeavour. Dejection creates obstacles on the Path. If one is to abide in His presence one has to be free from bondage. Driving the mind inwards one must be intent on the Revolution of the Supreme One who pervades all.

* * *

By idle and vain talk stumbling blocks are created on the path that leads to Him; going in that direction you have already spent ages and ages. Now retrace your steps and return to your Home. When one lingers on the road; one merely prolongs the troubles and hardships that are the pilgrim's lot. One who faces in God's direction, engrossed in His name and in the love of Him, advances, no matter what his condition may be; always remember this ! To say: "I have not felt His touch" and therefore to pursue worldly enjoyment can never be for your real Good--keep this in mind.

* * *

One must endeavour to remain constantly engaged in the contemplation of THAT. All other thought engenders anxiety. HE is already holding your hand, so why worry ? Do not allow yourself to be overwhelmed; ever be steeped solely in the contemplation of the Supreme.

Pages from my Diary

GURUPRIYA DEVI

(Translated from Bengali)

Hoshiarpur, 11th March, 1961.

For the last five or six days Mataji has been in Hoshiarpur in the Ashram of Sri Haribabaji Maharaj. In the evening after Mataji returned to her room from the *satsang*, she talked to us while lying on her bed. The Maharani Satya Prem Kumari of Mysore had sent some *tulsi* leaves to Mataji on which she had written one of God's names. Before this the Rajmata of Charkhari also had two or three times sent to Mataji similar *tulsi* leaves with God's names inscribed on them. Mataji had distributed them to everyone with the words : "To this body everything is brought right to the house where it happens to stay; and so it passes it on again to be kept in all peoples homes. Those who feel like it, may repeat the names written on the leaves." In this connexion Mataji said : "Look, as regards these *tulsi* leaves the following comes to my *kheyāla* : Once at Benares I was lying in the room upstairs. Sant Das babaji's brother (the cousin of this body) Upenbabu, who died long ago, came and said : "Please give me a present." This body replied : "There is nothing here." This was long ago—at that time nobody had as yet sent any *tulsi* leaves, they arrived much later. Pointing to you he indicated by signs : 'Ask her to write something on *tulsi* leaves. "This body then had the *kheyāla* : "If Didi comes I shall tell her to do so." And sure enough you just then for some reason entered the room and were thus asked to write something on *tulsi* leaves and bring it. Upen babu had been a Vaiṣṇava. You wrote and brought the leaves. Vishu was then busy with something in the Viraja Mandir. This body went there and said to you: "Give one of the *tulsi* leaves to Vishu." And then added: He should throw it into the Ganges for him who asked for it. But Vishu almost danced with joy as soon as he received the leaf, exclaiming: "It is four months today that I asked Ma for something. Now I have got it, my wish has been fulfilled."

I told Mataji: "Ma, Ashu's father also came to you at Kashi asking you to give him something." Ma replied: "Yes, of course, and he took the *mantra* with him as well as a rosary of *ṭulsi* beads." It has to be made clear that all this occurred on a subtle plane of consciousness. Ashu's father died long ago. Today Mataji disclosed a lot in connexion with the aforesaid, for Mataji does not speak about such things in public.

Hardwar, 19th March, 1963

The day before yesterday Mataji arrived here from Hoshiarpur. Buni's* health has become extremely precarious during the last few days. Due to heart trouble her whole body has become swollen and hard. Everyone feels very anxious for her. Mataji constantly goes and sees Buni. She herself is making all arrangements for Buni's treatment and diet. It looks as if her condition was critical indeed. Civil Surgeon Dr. S. Bose and Major General A. N. Sharma (I.N.A.), both eminent physicians are prescribing medicines in consultation with each other. Inspite of this there is no improvement. Her condition is such that only by Ma's grace can she hope to turn the corner.

---

*Buni is the nickname of Kumari Juthika Guha of Calcutta, the daughter of Sri Jatish C. Guha, a devotee of many years' standing. Buni has been with Mataji since her childhood.

Today when Ma came to see Buni, she said: " I saw first a goddess who seemed to give something to this body and then a terrifying apparition—like death himself. Usually he does not appear with three eyes, but this time his third eye was blazing. This body accompanied him up to where the road turns at Hardwar station and told him to turn in the opposite direction." Having said this, Mataji muttered, as if to herself: "This time he has gone. But whether he will return or not—who can tell ?" We all exclaimed emphatically: "No, no, he won't come again." Ma, however, said slowly: "One can 't be too sure."

These last few days Mataji has been giving Buni the juice of *punar nava** leaves in frequent small doses. There is some history to this. At Hoshiarpur, before Buni's condition became serious, Mataji suddenly one day said to me: "Didi, as soon as we reach Hardwar feed this body with some *punar nava*." We were rather surprised, wondering why Mataji should have to eat *punar nava*. Now the meaning of Mataji's words has become clear. Mataji is taking *punar nava* herself and also giving it to Buni.

---

* *Punar nava* is a plant with curative properties.

Kankhal, 12*th April*, 1961.

A few days ago Mataji has shifted here and is staying in '*Santiniketan*', the house of Nitai.* It is a quiet and peaceful abode, being the last house of Kankhal, adjoining a temple called '*Dakshalaya*', a very ancient place on the bank of the Ganges. For a long time it had been Nitai's keen desire that Mataji should bless his house by staying in it for some time. Repeatedly he had begged of Mataji this privilege and at his urgent request it has been decided to celebrate Didima's *Sannyāsa Utsava* there. Everyone was highly pleased with Nitai's management. He took great care to see that nobody was put to even the slightest inconvenience.

Nitai's house consists of two separate buildings; one opposite the other. In the smaller one his wife used to live; this is why Mataji does not enter that portion of the house. The larger house was built afterwards. Nitai stays in it and practises *sādhana*. Occasionally a *sādhu* or *mahātmā* comes and shares it with Nitai. This is where Mataji is putting up at present. It is Nitai's wish to present one portion of the building to the Ashram, to be used by grown-up girls who are practising *sādhana*.

Near the *Dakshālaya* temple there is a very old banyan tree. Many years ago Mataji and Bhaiji sat under that tree for a whole night and Mataji replied to Bhaiji's questions on various topics. At the suggestion of Mahamahopadhyaya Sri

---

* Sri Nitai Chand Basu Mallik—a son of the well-known Basu Mallik family in Calcutta. Being a widower he has taken seriously to religion. He lives in Kankhal the life of a *Vānaprasthi*.

Gopinath Kaviraj*, photos have been taken of Mataji sitting under that tree. On that occasion Mataji related many things that took place at the time when she had been there with Bhaiji. Much was disclosed that had not been known so far.

Gwalior 17 *th April*, 1961.

At the special request of the Maharani of Gwalior we have arrived here today and are expecting to remain for about four days. The consecration of some temples will be performed and many *mahātmās* have come to grace the functions with their presence. Our kirtan party from Delhi has also arrived as the Maharani is eager to have '*Nāma yajña*' (perpetual kirtan of one particular *mantra.*) In the evening the Maharaja came and did obeisance to Mataji. He is very ill; but on having Mataji's *darśana* he became radiant like a child. Due to his bad health the entire burden of the arrangements fell on the Maharani. Maharani Vijaya Raje is extremely efficient and has many great qualities. She is also a Member of Parliament.

Gwalior 21*st April*, 1961

One day Mataji was taken to all the Maharaja's temples. In the Siva temple, a statue representing the Maharaja's mother was installed on this occasion. It is a fine piece of art—as if the Rajmata were sitting there alive. The second temple is dedicated to Radha-Krishna and the third contains the sculptured images of Rama, Sita and Lakshman. In the large temple in the centre an extremely beautiful image of Satyanarayan has been consecrated on this occasion. By Mataji's grace the whole function proved a great success. In spite of his poor health the Maharaja attended the entire ceremony standing. Everything proceeded like clock work. Mataji remarked several times : "What a wonderful atmosphere."

---

* The greatly revered scholar Dr. Gopinath Kaviraj, D. Litt., formerly the Principal of the Government Sanskrit College, Varanasi.

Another day the Maharani took Mataji to see the Scindia Public School. Mataji was shown round the whole place by the Principal himself. There are very few schools of this kind in India. All arrangements are perfect to the minutest detail. I hear the guardians of the boys have to apply at least three to four years in advance to secure a seat for their ward. We were immensely impressed by the school.

Today Mataji is leaving for Allahabad where her 66th birthday is to be celebrated in Nirajdada's residence.

Allahabad, 3rd May, 1961

Yesterday, on the 19th of Vaisakh Mataji's birthday puja began. The Puja was performed in the open air on the raised platform in front of Mataji's room. Brahmachari Sailesh officiated as the priest. A great number of people from the Ashram of late Sri Gopal Thakur were present. They had brought with them the image of their Ashram and were celebrating Gītā Pūjā at the same time.

Today is the last day of the function and arrangements for the Tithi Puja have been made in the Pandal. Sri Hari babaji, Sri Krishnanandaji Avadhuta, Mahamandaleshwara Sri Chaitanya Giri, Sri Yogesh Brahmachari of Calcutta and other Mahatmas have gathered for the occasion. The whole of the celebration has been carefully thought out and proceeded in great beauty and harmony. The chanting of the *Durga Sapta Sati* by 100 Pandits, a feast for 108 kumaris, a dinner for small boys (*Bāla gopāla bhojan*) were items of the programme. Bindu, Renu, Bithu, Subodh and others had done their utmost to make the function a success. Their spirit of service is really quite unique.

---

* Judge Niraj Nath Mukerji was a very great devotee of Mataji. His whole family is singly devoted to her.

This morning Pandit Jawaharlal Nehru arrived in Allahabad. "Anand Bhavan," his ancestral home is quite close to this place. On hearing that Mataji was here and that her birthday was being celebrated, he came after sunset for Mataji's *darśana* together with Srimati Indira Gandhi and his Secretary Sri Upadhyayaji. First he and Indiraji met Mataji privately in her room for about half an hour. Then they all sat with Mataji in the pandal. At that time Swami Sri Chaitanya Giri was giving a talk. Then a young boy a, member of the *Rāsalīlā* party, performed a very artful play with *ārati* lights. This was followed by songs by the famous radio artist Chabi Bannerji of Calcutta. Mataji also sang for a short while. After about an hour's stay Pandit Nehru took his leave.

Poona 9th June, 1961

For over a month Mataji was in Bombay because of Dr. Gopinath Kaviraj's sickness and operation. Now his health has much improved and he will probably be able to leave the hospital within three or four days. Thus Mataji has left for Poona today. It is hoped that Dr. Kaviraj will join her here as soon as possible.

Yesterday afternoon Mataji went to the hospital to see him. When saying good-bye, Mataji stroked his head and back with her gracious hand. Putting her head on his pillow, she remarked : "To how many people has not this bed and this pillow given leave to go. Now it has made you, father, well." With how much affection Mataji embraced the Anglo-Indian nurse, saying again and again : "By indefatigable service you have nursed father back to health." All who witnessed this expression of Mataji's great motherly love for Sri Kavirajji had tears in their eyes. The care and understanding with which Mataji made all arrangements from the beginning of his very serious disease to his treatment in the hospital is quite beyond description. Every one is of the opinion that Dr. Kaviraj has been brought back to life solely by Mataji's grace.

As Mataji was leaving the hospital, her attention was drawn to an Arab Mohammedan who was suffering from incurable cancer. He lay on his deathbed, reduced to a mere skeleton. Ulcers were scattered all over his body. Mataji was about to walk away, but suddenly stopped. Out of her own *kheyāla* she went to his bed and with her compassionate hand stroked his whole body. Pointing upwards she exhorted him by signs to put his mind on God. What more striking illustration can there be of Mataji's divine grace ? Who is able to fathom the magnitude of the blessing which Mataji thus conferred upon that dying Mohammedan ?

World Unity Through World Religions

SWAMI SIVANANDA SARASWATI

It is time the United Nations gave serious thought to real religion as the greatest common factor and universally unifying force in the world. Religion is the unconquerable impulse in every man for peace, happiness and perfection. It is the urge to realize the highest value that God or Truth is. This religious impulse makes all mankind one and united.

All world religions point to the same central Divine Aim. All religions place before us the same ideals: love for all beings, service of humanity, conquest of the baser passions and of animal nature, striving after perfection and attainment of peace and unity. They teach man the life of tolerance, forgiveness, harmlessness, mercy, charitability and divine attainments.

Fundamentally there subsists absolute unity among all religions, all faiths, all beliefs. With one voice, all of them persuade man to the realization of the Infinite Presence of the Divine Being. Unanimously they declare: SERVE. LOVE. GIVE. PURIFY. MEDITATE. REALIZE.

The beautiful anecdote of Abu-ben-Adam, the moving story of Ranti Deva, the Biblical narrative of the good Samaritan and the sublime depiction of Gautama the Buddha at the sacrifice of King Bimbisara—all serve to bring out most beautifully and effectively the universal nature of true religious consciousness.

The religious sense enfolds all mankind in the warm embrace of spiritual oneness. Such unification alone could be vital, effective and abiding. Any unity or oneness of mankind based upon economic or social or political foundations will not last. Through the means of the awakened religious sense we link up one man with the other at the deepest levels. When religion is seen and understood through this universal religious sense that exists in every man, then the Christian, the Muslim, the Hindu, the Buddhist, the Jain and the Parsee will feel themselves not as any particular religionists but as brother souls proceeding together in total harmony along the pathway to perfection and joy.

All religions teach man to cultivate a sense of oneness, the spirit of brotherhood, to become divine by discipline, sacrifice, service. They teach man not to be deluded by the lure and glitter of the perishable objects of this world, not to be deceived by the senses, not to forget the real goal of life—the attainment of God-Vision. Religion, therefore, is the foundation of society, the source of all goodness and happiness, the basis of virtue, perfection and prosperity of the individual, and through the individual, of the nation and through nations, of the whole world.

May you all ever bear in mind the grand Upanishadic declaration, *Isāvāsyam Idam Sarvam*—all this is pervaded by the Supreme. May you all realize this great truth, *Eko Devah Sarva Bhuteshu Guḍhah sākshichetā kevalo nirguṇascha*—the one Supreme Being is hidden in all beings; He is the eternal inner Witness and Energiser, the ever-pure, non-dual Being. May the Governments of the world abandon the hideous manufacture of nuclear weapons and let the law of love and the spirit of spiritual Oneness expounded by all religions prevail amongst nations and races !

OM SHANTI, SHANTI, SHANTI !

Mother's Music

PROF. S. C. DAS GUPTA

Why and how does divinity cast its splendour of aroma all round Mata Anandamayi? Why and how does the holy stream of light sweetly flow out of Mother's sparkling eyes and the sacred waves of light envelop the surrounding crowd to take them to a higher plane? Why and how do Mataji's melodious words enchantingly play on her listeners' minds to bring about an imperceptible transformation? I do feel bold enough to trace the answer to the above queries to the action and reaction of the eternal Music which Mother ever sings for the greatest good and widest welfare of the world. Our revered Rishis of the hoary past solemnly declare that the origin of Music is out of 'The *Nāda*'—the *Sabda Brahma* "Om", which rings and ever rings to awaken the slumbering "Kulakundalini." What is needed is only to receive a clear and lucid broadcast of the music, is just to tune up the machine correspondingly at our own end. Anybody approaching Mata Anandmayi's Ashram where-ever it be, whether on the high hills or on the murmuring rivers or on the seaside, does so at the faint response of the inner call and with respectful urge "मातृशरणं गच्छामि, धर्म शरणं गच्छामि" "Mātrisharaṇam Gachhāmi, Dharmam Sharaṇam Gachhāmi". A *darshan* of Mataji or even a visit to any of her Ashrams brings out the musical prayer in every heart, be it uttered explicitly or not—

असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय ।
आविराविर्मएधि रुद्र यत्ते दक्षिणांमुखं तेन मां पाहि नित्यम् ॥

"Asato Ma Sadgamāya, Tamaso Ma Jyotirgmaya,
Mrityormā Amritam Gamaya
Avirabirma Edhi Rudra Yat e Dakshinaṃmukham
Tena Mām Pāhi Nityam."

May I present to you a new interpretation of the nectar (*Amrita*) which was miraculously found out of the churning of the mighty ocean by deities and demons, which the Lord Vishnu so pleasantly served to the deities in the guise of Mohini and which was drunk with deep delight by deities in order to be immortal, Lord Shiva having swallowed every drop of poison coming out in course of the straining struggle, as allegorically representing the birth of Music out of the fathomless depth of the wide mental region through the joint efforts divine and demonic, the turmoil of the evil in the attempt of going down only to make way for weal and welfare, bliss and delight everlasting. शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः (Shrinwantu Vishwe Amritasya Putrāh) Hark thou children of Immortals to the voice of the ancient sages.

ॐ रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति, तृप्तो भवति, अमृतो भवति,
ॐ यत् प्राप्य न किञ्चिद्वाञ्छति न शोचति न रमते नोत्साही भवति
ॐ यत् ज्ञानान्मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति ।

"Om Raso vai Sah. Rasam Hi Evayam Labdhvanandi
Bhavati, Tripto Bhavati, Amrito Bhavati
Om yat Prāpya Na Kinchit Vanchhati, Na Shochati
Na Ramate Na Utsahi Bhavati
Cm yat Jnanat Matto Bhavati Stabdho Bhavati
Atmārāmo Bhavati."

"Music is Divine. Music is *amrita.*" Humanity derives peace and bliss from the fundamental musical sweetness and gets converted to *amrita*—perpetual bliss—which leaves nothing else to be desired, nothing at all to lose, nothing further to be attached to, nor anything else to be striven for. As a matter of fact the summum bonum of life and fulfilment of activity come through the intangible effect of Music. Success is assured if we only feel work is worship and our every move is in tune with the eternal music. Its knowledge and realisation make humanity forget all external ties—be they of flesh and blood or of iron or gold. Divinity of the soul manifests itself through the lyrical chyme and rippling rhythm of Music. Mata Anandamayi is the living example in this respect.

The message of the forest still reminds me of the altitude reached with the help of Music.

यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरूतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः
वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः।
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः।

"Yam Brahmā Varunendra Rudra Marutah Stunwanti Divyai Stavaih
Vedaih Sangapada kramopanishadaih Gāyanti Yam Sāmagāh
Dhyānāvasthita Tatgatena Manasā Pashyanti Yam Yoginah,
Yasyāntam Na Viduh Surāsuraganāh Devāya Tasmai Namah."

[Salutátion to the God who is worshipped by Brahma, Varuna, Indra, Rudra, Maruta and other deities in holy prayers, who is devotedly sung in the Sāmaveda and other branches of Vedas and Upanishads, whom the sages realize in their deep meditation and whose limit has never been traced.]

The first and foremost usher of these sentiments was heralded on this holy soil of ours in the expression of the Vedic hymns. Since then the melody echoed and re-echoed in the songs of our immortal saints, sages, seers and others coming from all strata of society. They contributed in no small measure to the revelation of Music. In their songs they represented the music of the sun and the moon, of the planets and stars—in tune with which dances the whole universe from the minutest particle of dust to the gigantic mountain. The delightful dance of nature is nothing but sympathetic synchronising ripples in the same pulsating resonance declaring the same truth and generously giving immense joy to those who have eyes to see and ears to hear. Not only the presence of Mata Anandamayi but also her remembrance evokes the same feeling. How beautifully she personifies the similar splendid touch in the heart of hearts. She stands as the living contribution to the same lofty ideas.

द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं स्वप्रकाशस्वरूपं
शान्ताकारं गगनसदृशं निर्विकारं बरेण्यम् ।
भक्तैर्जुष्टं विमलनिलयं योगिभिः ध्यानगम्यं
नित्यानन्दं परम सुखदं चेतसा तं स्मरामि ॥

"Dwandwātītam Triguṇa rahitam Swaprakāsha swarūpam,
Sāntākāram Gagana sadrisham Ṇirvikāram Varenyam,
Bhaktairjushtam Vimala nilayam Yogibhirdhyānagamyam,
Nityānandam Paramasukhadam chetasā Tam Smarāmi."

It is well within every body's knowledge that the music of Lord Krishna's flute and the dance of Natarāja Shiva are almost irresistibly attractive. Our scriptures bear full testimony to the reponse of not only living beings but also of inert matter. Mata Anandamayi has been granting overflowing inspiration throughout the country wherever she has been pleased to go. At her darśana every head bows down in profound respect chanting all the while—

तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम्
पतिं पतीनां परमं परस्ताद् विहाय देवं भुवनेशमीड्यम् ॥

"Tam Ishwarānām Paramam Maheshwaram Tam Devatānām Paramancha Daivatam, Patim Pateenām Paramam Parastād Vidāya Devam Bhuvaneshamīdyam."

[Thou art the Emperor, god of gods, it is thy strength which grants vigour to others, it is only a speck of thy knowledge which enlightens others.]

Mataji in her pure whiteness like Goddess Saraswati represents the excellence of supreme Music and influences all cultural developments.

Modern science has mathematically proved beyond any shadow of doubt that matter also, just as light and heat, is a form of energy and thus a condensation of waves of minute phases. Philosophers have gone even a step further to propound that mind and soul are similar to electric waves and as such susceptible to the impact of Music. It is not unknown in our country that Music invokes conflagration, invites rain, birds and beasts, snakes and crawling insects respond to its charm and even a plant thrives in Music. What wonder is is there when Mother's Music spreads superhuman tendencies. Apart from the wave motion it is difficult to explain how Music transcends all limits of space and time.

Our everyday experience shows that a piece of stone or brick thrown into a pool of water creates a never-ending series of waves. Similar ripples are produced in the ocean of ether by the vibration of sound. The same principle may be extended to waves of thought particularly of powerful persons alike, such as Sri Anandamayi Ma. It is not impossible to imagine that the strong current of waves pulls down all barriers and crosses over so-called difficult hurdles. It certainly goes to the credit of modern science and technology that sound waves are caught, transmitted and even reproduced as we have in electronics, radios, transistors, tape recordings, etc. etc. Who knows that it does not await the advent of some future scientist to catch and to reproduce to our ears the still existing waves set in motion by the ancient master minds of hallowed memory. As for the nature of motion of thought—we may only say that there are still many more things and much of the realization beyond the dream of science and philosophy.

Breathes there a man with soul so dead as not to respond, not to vibrate, to the call of Music ? Of course, the receptivity varies directly as the application of and adherence to the requisite discipline, i. e., culture or *Sādhanā.* Mata Anandamayi has herself proved in her exemplary life that the attainment of divinity through Music is not at all beyond human reach. May it not therefore be said that it is our birthright to be divine. Parallel to the lines of a famous poet Mata Anandamayi asserts : "Divine thou art, to divinity thou returnest," which is no small encouragement for the pilgrim's progress. Music not only reigns over humanity but also furnishes fillip to every human feeling—love and affection, duty and devotion, hope and heroism, peace and patriotism—bereft of all geographical boundaries, bereft of caste, creed and colour, transgressing all demarcations of society, economic and educational. Music solidifies national and international integration which is so frantically sought these days to make one World and to form one Government.

Who can deny that there is nothing sweeter than Music which is at the sametime more powerful than pen and sword? It is the only instrument to conquer baser elements, to exercise an all-pervading influence over culture and civilization in all ages and in all countries. The influence of Mother's music has overwhelmed the lands beyond the seas.

Blessed are those who are true devotees of Music. More blessed are those who lead and guide through Music the onward march to a Life Divine. Mighty Herculean efforts are needed to make a road-way in a mountainous region and to bridge a wide gulf, but once it is made, even an ant takes long strides and crosses over. Mother has built up the shortest cut, an easy smooth path in the spiritual domain. You can never miss the goal if you proceed along it. Mother's blessing is there—

"शुभास्ते पंथानः सन्तु"
"Shubhaste Panthanah Santu"

Mother's loving care will see that everybody is happy and healthy, everybody finds everything congenial and nobody suffers more than absolutely necessary. Continuous, unceasing Music is going on—Mother sings while she sits; Mother sings while she moves; Mother sings while she is awake, the song does not stop even when she is asleep. Catch that tune, hold the same string by winding up the Radio-set inside your mind in the same metre and in the same kilocycle and you will hear a clear and distinct voice. Automatically everything round us becomes sweet and holy, the approach to a life divine is easily accessible and you will find that heaven is nowhere else but on this mundane earth, nay within yourself.

ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः
माध्वीर्नं सन्त्योषधीः मधुनक्तमुतोषसः
मधुमत्पार्थिवं रजः मधु द्यौरस्तु नः पिता
ॐ मधुमान्नो वनस्पतिः मधुमानस्तु सूर्यः
माध्वीर्गावो भवन्तु नः
ॐ मधु ॐ मधु ॐ मधु
"Om Madhu Vātā Ritāyate, Madhu Ksharanti Sindhāvah,
Madhwirnah Santyosadhih, Madhunaktam utoshasah
Madhumat Parthiwam Rajah
Madhu Dyaorastu Nah Pita, Om Madhumanno Vanashpati
Madhumanastu suryah, Madhwirgavo Bhavantu Nah
Om Madhu, Om Madhu, Om Madhu"

A thing of beauty is a joy for ever. A piece of Music is an everlasting blissful delight.

* * *

A Life in Zen*

TAKASHI HIRATA†

(Translated from German)

The Monk in a Zen Monastery.

Many books by Japanese and western authors have given the occident a definite idea of Zen Buddhism. The next step would be to introduce Zen practice in the West. In this paper I shall describe life in Zen.

First of all I shall write about everyday life in a Japanese Zen Monastery. I should be happy if my readers could get some insight into Japanese life in Zen.

I. Life in the Zen Monastery.

Nowadays three Zen sects exists in Japan : *Rinzai Sodo* and *Obaku*. The monastery in which I am living and which I shall try to describe belongs to the *Rinzai* Sect. There are seven main Rinzai Zen temples in Kyoto, a town with many ancient temples. Each one of those temples had its own monastery where young monks, aged usually between 18 and 30, practise Zen exercises. The daily life of the monastery is based on the “Rule of the Pure” that was formulated in the 8th century by the Chinese Zen Master Bai-Dshang. The general principles of this rule were outlined in Bai-Dshang's epigrams. For example : 'He who is lazy for one day and does not work, should also not eat on that day.' In a life regulated in this manner, the monk practices Zen under the guidance of a Zen Master. When the disciple has been slack, the Master may reproach him with words like : 'Walking ricebag.'

---

* The following essay appeared in the German book “HÖHLEN, KLÖSTER, ASHRAMS, GEMEIN SCHAFTEN IN INDIEN und JAPAN’ Published by U. W. Barth Verlag, Weilheim, Oberbayern.

† Professor Takashi Hirata was born in Kyoto, Japan, in 1924. After 10 years of strict training and meditation in Zen monastery he received the title of ‘Zen Master.’ Since 1955 he acted as a teacher at the Zen High School at Hanazono.

The year is divided into two terms : the winter term from October 1st to March 1st, and the summer term from April 1st to August 1st. After such a term has begun, no new monk will be admitted into the monastery, nor is any monk allowed to interrupt his practice until the end of the term.

Now I should like to speak about the rules and regulations of the monastery. On the 1st, 3rd, 6th, 11th, 13th, etc. of every month the monks have to go to town to beg. They proceed in groups of three, walking one behind the other with their begging-bags slung over their shoulders. They are allowed to halt only if someone who wishes to give them something, calls out to them. They receive rice, money and other things. The special characteristic of this begging is the spirit of *dāna*, that is to say, the begging has to be accomplished in such a manner that everyone is aware of the fact that the giver and the receiver are essentially within the void. This is the significance of the saying : '*Mukudoku*' (no merit). The donor does not know to whom he is giving, the monk does not know from whom he has received the gift. The monks wear large hats made of bamboo grass, so that their features cannot be distinguished. By 11 a. m. the monks have to return to the monastery for their midday meal. The abbot takes charge of the things which the monks have brought.

On the 2nd, 5th, 7th, 10th, 12th, etc. of every month the Zen Master delivers a lectuer on the Zen doctrine. From his talk the students learn something about the wisdom of Zen.

On the 4th, 9th, 15th, 19th, etc of every month the monks sweep the *Zazen hall*, the large hall, the bathrooms and the garden. They also cut their hair and have a bath.

On the 14th and 29th they rest until 3 p. m. They write letters, mend their clothes or go to town to do shopping. They rise daily at 3 a. m. In front of the statue of the Buddha in the large hall, they recite *Sutra*, such as the *Prajña Paramita Hridayam Sutra* or the *Saddharma Pundarika Sutra* and some *dhāranis*. During the recitation the monks have each individually to enter the room of the Master in order to reply to their *Koan*. This is called '*Sanzen*.' I shall later explain it in detail. At 5 a. m. they take their breakfast. Complete silence has to be observed in the dining-hall. This is why wooden bowls are used for eating. The begging, the lecture and the cleaning work usually start at 7 a. m. At 11 a. m. the bell rings for the midday meal. In former times the monks used to eat only twice, but now-a days three times, namely at 5 a.m. 11 a. m. and at 4 p.m. Meat and fish are forbidden. The main meal consists of boiled rice and *miso* soup, which is prepared from soya beans. According to the work the days are called 'begging day,' 'lecture day' and 'cleaning day.' From 1–4 p.m. the monks work in the flower or vegetable garden. Sometimes they climb on a hill behind the temple to collect fire wood for their kitchen. Every term two monks take turns in cooking. At 4 p.m. a wooden clapper calls for the evening meal. At dusk the monks gather in the *Zazen* hall to practise the Zen posture. At 6 p.m. *Sanzen* starts again, that is the reply to their *koan* questions. On both sides of the *Zazen* hall there are long verandas where the monks sit facing one another. They meditate until I p. m. in winter and until 10 p. m. in summer. The man in charge of the *Zazen* hall is called '*Jikihitzu*,' which means 'the sun of the hall.' On his shoulder he carries a staff called '*Keisaku*.' He walks about in the hall and watches whether the monks are really practising. If someone falls asleep he is beaten by the *Jikihitzu* with the *Keisaku*. For a beginner it is very strenuous and difficult to practise *Zazen* for three or four hours on end. While the term is in progress a very intensive practice is observed for one week of each month in every Zen monastery. This is called '*Sesshin*.' During the *Sesshin* the monk has to do *Sanroen* three times daily. The other activities, such as begging or cleaning are suspended during that week. The monk is not allowed to leave his seat, except for the three meals and for his rest of five hours at night. From 3 a. m. to 10 p. m. he has to concentrate on his *koan*. The Sanzen which is held from December 15th to 22nd is specially severe, for during that week the monk is not supposed to sleep at all. Until the beginning of the winter he must constantly be absorbed in his *koan* and to *Sanzen* four to five times a day. Such practice almost surpasses human strength.

The monk who lives in the monastery is called '*Un-sui*.' *Un* means cloud and *sui* river. The inner attitude of the monk may be compared to the fleeing cloud and the ever flowing river. He must not stop anywhere. This metaphor also shows why the daily life of the monk is very simple. He possesses two sets of clothes, a rice bowl and a small knife for cutting his hair. Like a cloud or river he travels all over Japan in search of his Zen master. A newcomer must first of all for two days sit in front of the main gate and with bowed head pray to be admitted into the monastery. There after he has to sit in a cell for five days, his gaze turned to the wall. Then only he is accepted into the monastery. The path to Enlightenment is very long. It is necessary to attend to all practices with great patience. This is why the monk is first of all tested, to see whether he will be able to put up with all hardship. In Buddhism patience is considered a great virtue.

II Koan.

In our days, only the Masters of the *Rinzai* and *Obak* sects give *Koans* to the monks to lead them to Enlightenment. The *Koan* originated from China. In the foreword to the book '*Bi-Yān-Lu*' it is said that the *Koan* started during the period of *Kong* and was developed to maturity during the period of *Sung*. But even during *Kong* the Master was able to, effect the disciple's progress by his words and actions.

To illustrate this I should like to relate the following incidents, which by their sharpness and terseness make up *Koans*.

The venerable Dyudshi (900 A.D.) had the habit of raising only one finger in reply to any question put to him.

A monk asked *Dung-shan* (10th century A.D.): "What about the Buddha ?" Dung-shan replied: "Three pounds of hemp." When the monk asked whether he meant the hemp which the Master was just putting on a weighing-machine in order to carry it away, the Master answered in a direct and violent manner.

Much later, during the *Sung* period, the followers began to collect and note down all the sayings of the famous old Masters. They produced a collection of such *Koans*. Since then Zen Masters have given *Koans* to the monks to serve as foci in their meditation. Those manuscripts were brought to Japan by Chinese Zen monks. They are books such as: '*Bi-Yān-Lu,*' '*Mu-Monkan*' and the '*Linci Manuscript.*' During the *Tokugawa* period the Koan was Japanised by two Japanese Zen Masters, namely Hakuin and Tohrei. Especially Tohrei brought the mass of *Koans* into a systematic order. This I shall discuss later in detail.

Essentially, the word is for Zen like a finger that points to the path of Enlightenment. By concentration on the *Koan* the aspirant can break through his ego and thereby go beyond it. In every case *Koan* is a kind of fundamental question that is present in the mind of man due to the mind's structure. But even as a question the *Koan* points to where human thought cannot reach. In other words the aspirant is enabled to transcend the ordinary mind with the help of the Koan. Therefore the answer to a *Koan* question is by no means a theoretical or rational reply. The question is a device to find an answer that has to become one with the question. Such questions and answers go beyond ordinary dialectic.

Zen Master Tohrei divided the large number of *Koans* into three groups: *Richi*, *Kikan*, *Kojo*.

(i) *Richi*: The Vision of Innermost Nature or Pure Mind.

In Buddhism one always uses the word 'Mind' to describe the vision of inner nature. But this 'Mind' has to be clearly distinguished from the western concept of mind, Logos or ratio. Since this vision cannot be expressed in words, one is forced to call it: 'Nothing', 'Void', 'Pure Mind', '*Nirvana.*' However this vision is neither nothing, nor empty, nor pure mind. With the help of *Richi* one can attain to the vision of the formless, primeval 'I' and thereby awaken to the formless, primeval 'I'.

The following are two examples of *Richi Koans.*

(a) You know the sound of two hands. Hear the sound of a single hand !

(b) Once a monk asked the Zen Master Chou Chou : "Is the Buddha also present in a dog ?" Chou Chou replied : "Nothing." To the same question Chou Chou replied on another occasion "Presence."

(ii) *Kikan* : Animation.

In Zen Buddhism one is not allowed to remain in the world of *Nirvana*, one must leave that world.

By leaving the holy world one becomes truly present in the mundane world. This is the result of *Kikan.* This stage is on a level in which the "Nothing" is further deepened right down to its foundation. To die the "Great Death" means to become really alive in this world. Zen does not mean to die the "Great Death" but rather to live the "Great Life" in this our world.

An example for a *Kikan Koan* :

Once the Zen Master Goso Hoen explained : "From one's room one sees through the window an ox pass by in the street. His head, his horns and feet have already passed by. Why can one not see its tail pass by ?"

(iii) *Kojo* : Elevation.

The final aim of Zen is, not to remain anywhere—neither in the world of death, nor in the world of the living. One must be liberated from both, life and death. This is why one can move about freely in death as well as in life. In order to make this comprehensible I must add the following : Zen Masters sometimes spoke of death. But in Zen death never signifies the dissolution of the body, but always "Great Death." When one awakens within oneself to the "formless self" or to the 'I which is independent of body and mind' one dies the Great Death. To remain stationary neither in life nor in death is the ultimate *Nirvana* the final Enlightenment in Zen. The *Diamond Sutra* says : One awakens the heart in the place where one is established in the Nowwhere.

Kojo Koan leads man to the final *Nirvana*, *Bodhi* or Illumination.

An example for a *Kojo Koan*: Once the Chinese Zen Master Bai-Yun Shan-duan said to Wu-dshu Fa-yan : "Some Zen monks come here from *Lun* hill who have already had advanced Zen experience, who can explain Zen very clearly, are able to reply exhaustively to all *Koan* questions and can write valuable commentaries on the sayings of the ancient Zen Masters—and yet they are not perfect."

Although the Zen Master Tohrei divided the various *Koans* into three groups, it must be understood that every *Koan* belonging to any one of the groups also includes the other two. Thus the *Richi Koan* contains *Kikan* and *Kojo*, the *Kikan* includes *Richi* and *Kojo* and so forth.

Merely for the convenience of presenting the *Koans*, he divided the numerous stories into three kinds, since it is difficult for the beginner to attain to all the *Richi*, *Kikan* and *Kojo* experiences with the help of one single Koan.

III. Zazen.

Without a doubt *Zazen* is the pivot of life in a Zen monastery, I shall explain this how.

In many countries of Europe and America Zen is already well known through the books that have been written on it, But I should like to ask how many people have actually practised *Zazen* ? I am convinced that one hour's practice in *Zazen* is more valuable for the comprehension of Zen Buddism than the reading of a thousand books. For Zen does not lie in the mind, but in actual experience.

'*Za*' means to sit; 'Zen' derives from the Sanskrit word '*dhyāna*', which originates from the root '*dhi*'. '*Dhi*' means to compose oneself, to collect one's thoughts. *Dhyāna* therefore verbally means self-composure. One who endeavours to tread the path of Zen must ever keep his heart and mind turned inward. But turning one's mind inward, 'Zen' means something quite different from what psychology or philosophy expresses by the word 'introversion.' The philosophical or psychological turning inward of the mind signifies that one tries to observe one's mind or consciousness objectively, while in Zen it means to turn one's mind to that in which there is neither 'inward' nor 'outward.' This is what is meant by self-composure.

[*to be continued*]

New Diary Leaves

ATMANANDA

(12)

Kishenpur, 2nd July, 1962

Question : It is said that if one thinks a certain thing is so, then it is so. If one does not think so, then it is not so. For example : If I believe *prasad* brings blessing this will be so, but not if I do not believe in it. What then is imagination and what actual truth ?

Mataji : Imagination is one of the activities of the mind. *Prasāda* always carries blessing, whether you believe in it or not. Let me tell you a story : A thief got caught in a heavy rainstorm. He took shelter in a shrine dedicated to *Viṣṇu.* The storm did not subside and so he was obliged to spend the night there. In order to have a dry place on which to lie, he carefully swept all the water out of the shrine and thereby cleaned it. After a short time he died. The messenger of death came to take him away, but the messenger of *Viṣṇu* interfered, claiming his soul, since he had cleaned Lord *Viṣṇu's* temple, although he had not even looked to see whose shrine he was sweeping.

Another story : A man was riding on a very slippery road. Finally the horse stumbled, knocked him down and due to severe injuries he soon died. The messenger of death arrived. But it so happened that his body had fallen on a *sāligrām** and consequently his soul was carried away by the messengers of *Viṣṇu*.

These two stories illustrate the efficacy of *prasāda*. Whether one believes in it or not, one is blessed by anything that has been consecrated to God. Therefore I always advise people to offer their food to Him before partaking of it. On one occasion someone replied to this advice. "How can meat, fish and eggs be offered to God? This is what I eat." This body said: "At least pray to God with the words: Lord, look with what sort of food you are sustaining my body." The person put this suggestion into practice. After some time she came to me and related that she had fallen ill and that the doctor had forbidden her to eat meat, fish and eggs. She had thus been forced to give them up. This shows how beneficial it is to turn to God. He Himself will see that you are purified.

An old woman: Why is it that I never think I am going to die? I sometimes think of other people's death but not of my own.

Mataji: Because you are afraid of death you avoid thinking about it. But then again, you cannot believe that you will die, because in reality you are immortal. It is only the body that dies.

Vrindaban, 7th February, 1963

Someone who had recently come from abroad and was thinking of joining the Ashram, asked. "When one stays in the Ashram one meets with many difficulties. Are these of any help in one's sādhanā?"

---

* A *sāligram* is a piece of stone symbolizing *Viṣṇu*.

Mataji : You should understand that the way people behave towards you, be it pleasant or unpleasant, is the result of your *karma*. Man is born into this world to reap the fruit of his actions in previous lives. The joys and sorrows he experiences are all due to his accumulated *karma* and should be accepted as such. In the worldly as well as in the spiritual life, one should try to meet troubles with equanimity. On every pilgrimage it is but natural that there should be difficulties. They provide the opportunity to develop forbearance, humility, generosity and friendliness towards all. Keep in mind that by treading this path all impediments will gradually vanish.

January, 1963.

The following is the translation of a letter that was received by one of the Ashramites in reply to what she had written to Mataji: "How enviable their lives are! Free from the numerous ills, worries and embarrassments that harass the householder. What a wonderful chance is given to them to perfect themselves, to attain to inward beauty, to make themselves fit for the Supreme Quest. By enduring the difficulties that arise when people from different places, of different upbringing and temperament are thrown together, one's power of forbearance grows strong, the capacity for endurance is developed. Do not pay attention to the shortcomings of others, but try to discover their positive qualities, remembering that it is your way of looking at things (namely of finding fault with people) that causes you pain. All these difficulties are due to your own *karma*. In God's creation the results of one's actions have to be enjoyed and suffered to the minutest detail. Everything is His dispensation. You will have to find Truth! Always bear in mind that you have to exhaust all kinds of karma and that He is there by cleansing you to make you fit to be united with Him. At all times and for everyone He is. The nearer you draw to him, who is the Fountain of Mercy and Compassion, the more will you experience His Presence. Spend your time in japa, meditation, the study of Scriptures, and so forth. Be truthful in thought, speech and behaviour. Let others do as they please, as their nature dictates them. To the good the world appears good. Be straight and sincere with those with whom you have to work together. By your example others will be changed. Man should be full of generosity and broad mindedness in outlook and conduct. The harmony in the home between husband and wife, between parents and children is based on worldly attraction and affection. But to live in harmony with a large group of people—in that lies real greatness. In whatever circumstances God may place you at any time, cast aside distractions and be ever intent on the kindling of a spiritual atmosphere. The foundation for it is truthfulness in speech and conduct, patience and long suffering. Depend on God in all matters. That all kinds of things should occur on a pilgrimage is but natural, it is the rule of the world."

* * *

On doing Pranāma.

Kishenpur, 1st *July*, 1962.

Question : What is the right way of doing *pranāma** ?

Mataji : When doing *pranāma* to a deity or living saint or *mahātmā*, first have *darśana* of his whole figure. Start with the feet and let your eyes wander right up to the head, while inhaling slowly. Imagine that together with the breath you are absorbing into yourself power from him to whom you are bowing. Then let your gaze descend slowly again to the feet while exhaling; at the same time offer yourself to God with all that is in you, good and bad. Try to pour yourself out completely, without reserve. When your head touches the feet of the deity or saint, his power enters your head. The head is said to be the root of a human being. When his hand is put on your head as you touch his feet, power is transmitted to you through his fingers.

---

* Obeisance. It is done either by kneeling and touching the ground with one's forehead or by lying on the ground full length, face downwards,

* * *

When copying this, it occurred to me to look up what else I had noted of what Mataji had said on the same subject on other occasions. It is repeated below.

"To do *pranāma* means to dedicate oneself to one's *Iṣṭa* or to God with all that constitutes one's nature at the time, be it desirable or undesirable, one's virtues, vices, capacities, short comings—everything; to offer one's whole being at His Feet. Then, purified by His touch, to receive oneself back, as it were, as His *prasāda*.

* * *

"*Pranāma* is done to God alone, never to a person, and therefore can be done anywhere at all, for He is all-pervading."

* * *

"To do *pranāma* means to pour oneself out at His Feet, to become closely bound to them and thereby united to Him, to become His, who alone IS."

* * *

"Whenever *praṇāma* is being done there is, without fail, a give and take of power. The qualities of the person to whom one does obeisance—be they good or bad—are transmitted to the one who bows, regardless of whether he offers salutation from his heart or merely as an outward gesture. Therefore, whenever you bow down before one spiritually advanced, irrespective of whether you do so with real faith and reverence or not, by virtue of the very act of saluting him, something will flow out from him to you. When one does *praṇāma* to one's parents it is the expression of genuine love and respect. To bow down to them is therefore beneficial."

Someone asked :—"Suppose one does obeisance to one who apparently is a great saint but in reality a wicked person, it therefore will have an adverse influence on one's character. How is one to save oneself from this ?"

Mataji :—By regarding whomever one salutes as the Supreme Being. Everyone, be he good or bad, is but a manifestation of Him : if you remember this and do *praṇāma* to the ONE alone in whatever guise, no harm can come to you.

Question :—So then, how can the evil consequences of bowing to a wicked person be averted ?

Mataji :—By bowing to the Supreme Being alone; *praṇāma* must always be done with this attitude of mind."

❀ ❀ ❀

"To do *praṇāma* means to put one's head where it should be—at the Feet of God. His Lotus Feet are everywhere and therefore one may do obeisance everywhere, remembering the Feet of God. To do *praṇāma* means to open oneself to the Divine Power that is always streaming down on everyone. Only one usually shuts oneself away from it. To do *praṇāma* means to give one's mind, one's I to him, to surrender oneself to the ONE, so that there should be only HE and not you. Dedicate yourself to Him without holding back anything, with all you possess, your virtues as well as your shortcomings and faults: "While doing *praṇāma* one receives His Power into oneself with the intaking of breath, and when exhaling one should feel that one is breathing out the 'I-ness' and remain as long as possible in *kumbhaka.*[1] When doing *praṇāma* to a living person or to a *vigraha*,[2] one should always look at the object of one's reverence first, so as to receive the *adhikāra* (the right and capacity) to do obeisance."

* * *

"When this body was engaged in the play of *sādhanā*, at times, if any person approached it in a spirit of deep faith, this body would feel as if suffocated. If someone came and touched my feet, I would in return touch his. One day, when Bhaiji did *praṇāma* to me, I also did *praṇāma* to him. Needless to say he bolted away, but where could he go? As quick as lightning I followed him, and catching hold of him I did *praṇāma*. See the play of the Divine Power, he was unable to escape. Yet later again, whether anyone touched my head or my feet, it made no difference at all. Once the feet of this body became sore as the result of being touched by so many people. It also happened that when I was walking someone would catch hold of me and stop me by force in order to do obeisance. Then again, at the time of playing the role of a *sādhikā*, it occurred that where people offered flowers at my feet and put a garland round my neck, this body would become as if paralysed. At other times, if a *bhakta* put his head on my feet, this body would feel an electric shock. Once it was as if this whole body were burning. Then also, when someone as much as put his hand on my foot, it became difficult for this body to breathe ; yet on other occasions people could touch my feet or seize my hands and it did not matter in the least. Someone would bow down to the ground before this body and it would remain seated quite comfortably, feeling nothing—so much so that someone remarked: 'Look, how grandly she is sitting, just like a *Mahanta*.'* It also happens that people do *pūjā* or *āratī* to this body and someone observes : 'Do you see how she accepts worship and adoration.'

---

[1] *Kumbhaka* Suspension of breath.

[2] *Vigrahā* Concrete external presence as form. An image consecrated through *mantras* or the adoration of the worshipper becomes the Deity Itself.

There is only ONE—so then, what is wrong in letting people do as they wish ? When one is in duality and does not perceive the ONE in everyone and everything, then to allow people to worship one is wrong."

* * *

Kishenpur, *July 23rd*, 1963

A consecrated priest of the Roman Catholic Church from France, who has come to India to see for himself what Indian spirituality was like, arrived in Dehradun a couple of days ago in order to meet Mataji. To-day he had an interview with Her. He asked : "What does Mataji consider to be the most essential thing in life ?"

---

* *Mahanta* Head of a religious sect.

Mataji : To try to find out 'who I am ?' To endeavour to know that which has brought into existence the body that I know : The search after God. But first of all one must conceive the desire to know oneself. When one finds one's Self, one has found God; and finding God one has found one's Self, the one *Atmā*.

Question : Are there many people who succeed in this ?

Mataji : Quite a few attain to some perfection (*siddhi*) or liberation (*mukti*). But complete Realization is very, very rare indeed—one in ten millions.

Question : Does Mataji think that she herself has attained to that complete perfection ?

Mataji : (Laughs.) Whatever you believe me to be, that I am.

The Priest (to the translator) : It means that she does think so, otherwise she would have said 'No.'

(To Mataji) : From what moment did you have that Realization ?

Mataji : When was I not ?

Question : You can no doubt see people from within. Can you tell me whether I have advanced on the Path, or am I just a beginner ?

Mataji : Many ask similar questions, but this body does not usually reply to such questions. However, it does occur on occasions, that this body says to someone : 'You have reached such and such a state.' It depends on this body's *kheyāla*.

Question : Does Mataji know about Christianity and what does she think of it ?

Mataji : If Christianity claims a special position for itself and places itself apart, it thereby breaks up all other religions. We recognise Jesus Christ, but within the unity of all religions. He Himself stands above this aloofness.

Question : As a Christian my first duty is the search after God, but also to love my neighbour as myself. There is so much poverty in India. It is my duty to serve the poor. What is Mataji's opinion ?

Mataji : Exactly the same teaching is given by Hinduism. To serve God in every human being is certainly a path to the purification of the mind (*citta śuddhi*).

Question : You say 'a path,' while for us it is the only path. Do other ways to perfection exist ?

Mataji : There are innumerable paths, and service is one of them.

Question : Is technical progress an aid in the spiritual life or a hindrance ?

Mataji : In themselves technical inventions are neither good nor bad. At the present time one flies by aeroplane, in olden time people also flew, but in special chariots (*Pushpaka ratha*). This is the ceaseless play of the world. Anything that is of help in one's search is to be adopted, and whatever hinders, to be shunned.

The Priest : Take for instance the invention of printing. Through book people may be helped in their quest.

Mataji : If someone really wants God, and nothing but God, he carries his book in his own heart. He needs no printed books. But there is no harm in making use of modern inventions, provided they are helpful in the quest after God.

Matri Lila

We have to apologise for being unable this time to give the usual detailed account of Mataji's movements and of happenings around her. When Mataji travels as much as she does it is not always possible to receive full reports.

After the Varanasi Ashram was started in 1945, Mataji used to stay there very frequently, often for weeks and months together. But during the last two or three years Mataji has been to Varanasi only rarely and then also for a very few days each time. Last October-November, however, Varanasi was so fortunate as to be blessed by Mataji's presence for a full month. She arrived from Vindhyachal on October 16th and remained without a break until November 15th. Durga Puja, Luxmi Puja and Divali were celebrated during that period. Durga Puja took place, not in the Ashram, but in Mataji's younger brother's residence which adjoins the Ashram. Many visitors had come from Calcutta and other places and the people of Varanasi availed themselves in large numbers of this rare opportunity of Mataji's *darshan*. Kali Puja on Divali night was celebrated in the Ashram on November 15th and on the 16th morning Mataji entrained for Bombay.

Mataji went to Bombay at the special request of H. H. Rajmata Saheba of Gwalior who had arranged for a *Bhagavata Saptah* for the benefit of the soul of her deceased husband, the late Maharaja Scindia of Gwalior, who died about a year ago. Mataji reached Bombay on November 17th and for three days she attended the *Saptah* for several hours daily. Mataji stayed for three nights in a Shiva temple inside the compound of the Gwalior Palace, just on the sea side in Worli, Bombay. The Rajmata Saheba's spirit of service and attention to even the minutest details is rather unique. On the 21st evening she left for Ahmedabad where the *14th Samyam Mahavrata* was held from November 23rd to 29th.

As a rule this yearly function is observed in a place of pilgrimage. This time, however, Ahmedabad was chosen to fulfil the special wish of Late Sri Kantilal Munshaw, an ardent and very active devotee of many years' standing, who unfortunately passed away suddenly about four years ago. Shortly before he died, he had begged of Mataji the privilege to arrange for a *Samyam Saptah* in his own residence in Ahmedabad. Ever since then his family was anxiously waiting for an opportunity to fulfil his wish.

All arrangements were excellent and carefully thought out to the minutest detail. A dainty and artistically decorated little house built of asbestos and matting for Mataji's personal use and a large and elegant pandal equipped with fans, lights and loudspeakers were erected in the compound of the residence of the Munshaw family. Many devotees, who have made it a point to take part in the *Samyam Vrata* every year without fail, had come from considerable distances and the *bhaktas* of Bombay and Gujarat naturally attended in numbers. Among the *vratis* were also two Western guests who had come to India for the sole purpose of spending some time with Mataji, namely, Sri Durga Mata of the Self Realization Fellowship, who arrived straight from Los Angeles and Melita Maschmann, the well-known German novelist whose article: 'Mataji gives Darshan' appeared in the last August issue of 'Ananda Varta.'

The hardships and inconveniences of camp life that the *vratis* had to contend with on former occassions in places like Naimisharanya, Sukhtal, Rishikesh and so forth, were this time conspicuous by their absence. The *vratis* were accommodated in private houses in the neighbourhood and those who stayed at a distance of half a mile or more were regularly taken backwards and forwards by cars. As if to make up for this lack of austerity a quite untimely and very severe thunder storm broke out on the third day of the function, just a few minutes after the collective morning meditation had started. Torrential rain began to batter the canvas roof of the pandal and, where it gathered, it burst through the canvas with the vehemence of waterfalls. The fury of the storm seemed to threaten most of all the platform on which Mataji and the Mahatmas had their seats. A large piece of waterproof had to be held above Mataji's head by two tall men to protect her from the water leaking through the roof and, when after a little while the roof was in danger of falling right down over head, a large rafter was brought to support the canvas. Big vessels arrived from the kitchen to catch the rain that had began to form little pools in several places of the pandal, but the vessels filled up in no time and had to be emptied again and again with the help of buckets. All this activity was carried on in complete silence. Mataji herself sat like a statue until the meditation hour was over. Many *vratis* followed her example and remained in their places without budging, continuing their *japa* and *dhyāna*, notwithstanding their drenched clothes. Others were forced to move from their seats and to stand up, but perfect calm and quiet was maintained by everyone. Sixteen ceiling fans and many tube lights had been fixed in the roof of the tent and one can easily imagine what might have happened if even a part of the roof had collapsed and crashed down on the *vratis*. When the short *kirtana* that always follows the meditation had been sung, the announcer requested the congregation to vacate the pandal without delay, as Mataji would not leave the tent until the last person was in safety. As soon as the last *vrati* left the pandal and Mataji also came out the huge pandal collapsed in the twinkling of an eye. It was indeed a miracle that no one was hurt. We could not help remembering the legend in which Sri Krishna is supposed to have held Mount Govardhana over the cowherds to protect them from torrential rains. Here also it seemed obvious that only Divine Grace was responsible for saving the situation.

The *vratis* were then asked to collect on the veranda and in the spacious drawing-room of the house, while Mataji, who never enters the house of a *grihastha*, sat under the porch. The programme proceeded as scheduled : there was no interruption at all. In the evening we were informed that a new pandal was under construction and would be ready by 4 a. m. the next morning. Lo and behold, the pandal was actually ready for use with lights and loudspeakers, and Mataji arrived punctually at that early hour and stayed throughout the *kirtana*, blessing the newly built structure with her presence.

Thus, what might ordinarily have resulted in panic and caused even a serious calamity, became on the other hand a source of inspiration. The whole incident seemed to have been turned into an object lesson of how difficulties and emergencies should be met. A *sādhaka* must regard every difficulty or trouble as an opportunity to develop initiative, courage and powers, as an incentive to make him proceed on his chosen path with even greater determination and vigour.

When, with the erection of a new pandal within 16 hours a serious obstacle had been overcome, the spirit of the function seemed to rise perceptibly. Mataji attended the *satsang* for longer hours; some eminent Mahatmas arrived and enlightened the audience by their brilliant and highly interesting discourses. Chhabi Banerji, the radio artist from Calcutta was among the *vratis* and there was more music this time than on former occaions. Mataji herself sang almost daily for a short while to the delight of everyone present.

No sooner had the *Samyam* week been successfully accomplished, than Mataji began to follow invitations to the houses of devotees. The daily *satsang* was now held in various places of Ahmedabad. Mataji also visited a few schools. One early morning, she gave an hour and a half to *Sarada Vidya Mandir*, a school in which all the pupils join into a religious gathering every morning, even on Sundays. A few songs, exercises and fifteen minutes of silent meditation to very soft instrumental music form their routine starting every single day.

On the night of December 4th Mataji, Didima, Didi and a large party entrained for Bombay, reaching there the next morning. Mataji put up in her pagoda in the compound of Sri B. K. Shah's house. There she usually gave *darsana* for about two hours in the evening and had a comparatively restful time. She also paid a short visit to our Ashram in Poona in the meantime. The devotees of Poona were exceedingly pleased to have her *darsana* after more than an year.

Leaving Bombay on the 19th evening, Mataji alighted in Calcutta on the 21st, staying not in our Ashram at Agarpara on the bank of the Ganges, but in the city proper. For three days she stayed in a newly built premises inside the compound of the house of Sri R. K. Banerjee, a devotee of Mataji. After that she shifted to the house of Sri D. K. Nag in south Calcutta where the *Gita Jayanti* was held from December 25th to January 1st. Thousands of people were blessed by Mataji's *darsana* every day. A special cottage was built for Mataji and the arrangements left nothing at all to be desired.

On January 2nd Mataji left for Puri with a limited number of devotees, where she stayed for full one week and had a very good rest after the hectic days in Calcutta. The Ashrama in Puri, just on the bank of the Bay of Bengal, is situated in very beautiful surroundings. Mataji's stay coincided with the annual session of the Indian National Congress in the nearby city of Bhuvaneshwara, the capital of Orissa. Naturally therefore quite a number of big Congress leaders and Ministers took this opportunity of going to Puri and have Mataji's *darsana*.

Mataji returned to Calcutta on the 11th morning and at the earnest and repeated request of Sri M. L. Ghosh stayed for two nights in his house at New Alipore. There also a room had been specially built for Mataji's use sometime back. On the 13th Mataji shifted to our Ashram at Agarpara, where a *Bhagavat Saptah* was observed from 15th to 22nd. Mataji left for Rajgir, in Bihar, on the 23rd and is expected to stay there for about two weeks, from where she is most likely to proceed to Vrindaban. The *Shivaratri* and the *Holi* festivals will probably be celebrated there in her presence.

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

The Shree Shree Anandamayee Sangha (Registered under the Societies Registration Act XXI of 1860) was called into being in February, 1950, through the efforts of some devotees of Shree Shree Ma Anandamayee. They had been feeling the need to form an association in order to bring closer together the ever-growing number of devotees and admirers of Shree Shree Ma and to take over the management and control of the various Ashrams and Institutions which had sprung up in different parts of India & Pakistan.

Objects :

The aims and objects of the Sangha may be briefly summed up as follows :—

1. To promote and diffuse knowledge in philosophy and mysticism and in methods aiming at Self-realisation.

2. To start centres for the benefit of the members of the Sangha, aspiring at spiritual life and practising group *Sadhana*.

3. To organise religious functions and celebrations.

4. To give free medical relief to deserving persons and provide financial aid for medical assistance to *Sadhus* and *Brahmacharis*.

5. To establish and maintain charitable institutions to serve the sick and the needy.

6. To make arrangement in the Ashrams for the residence of *Sadhus*, *Brahmacharis* and *Brahmacharinis* and to provide for their maintenance.

7. To manage, supervise and control all Ashrams, Temples and Institutions belonging to the Sangha.

Management :

The entire management and control of the affairs, funds and properties of the Sangha vest in the Governing Body consisting of forty-one members. It is important to note that Shree Shree Ma is in no way connected with the management or control of the organisation.

The Executive Council, consisting of ten members, works on behalf of the Governing Body, subject to its general supervision and control.

Membership :

All persons, irrespective of nationality, creed or caste, who have attained majority, are entitled to become members of the Sangha provided they make an application in writing in the prescribed form and agree to accept the objects of the Sangha and to abide by its rules.

Ordinary Membership fee Rs. 15·00 per annum and Life Membership fee Rs. 1000·00 once for all. *Sannyasis* and *Brahmacharis* are eligible for Free-Membership.

Finances :

The main sources of income of the entire organisation with all its Branch-Centres are voluntary contributions from generous devotees of Shree Shree Ma. Donations paid to the Sangha are exempted from Income-Tax under Section 88 of the Indian Income-Tax Act, 1961.

Accounts are regularly checked and audited by qualified Auditors and published along with the Annual Reports.

Some Branch-institutions maintained by the Sangha :

1. *Anandamayee Karuna, Varanasi* :—

The main object of this institution is to serve the helpless and the destitute and to give relief to the sick and needy. It has been running since 1951 :

(a) *Charitable Dispensaries*—where daily about 150 patients receive free medical aid.

(b) *Shisu Kalyan,* which distributes daily about 50 bottles of pure milk to the infants of the poorest.

The average annual expenditure of the Karuna comes to about Rs. 6000/- The organisers of the institution hope that financial assistance from benevolent devotees either in the form of lump-sum donations or regular yearly contributions will be readily forthcoming to help them to run and further develop the *Karuna*. Above all, the institution is in urgent need of a separate hospital building with indoor and outdoor departments. Its construction will cost about Rs. 1,50,000/-

2. *Shree Shree Ma Anandamayee Kanyapeeth, Varanasi* :—

This residential educational institution for girls represents an attempt to guide the students to an understanding of a woman's duties and to combine instruction according to the modern curriculum with the cultivation of the ancient ideals. The life of the students is planned with a view to harmonious physical, emotional and intellectual unfoldment. The girls live the life of *Brahmacharinis.*

Course of studies : Students are prepared for different examinations of the Varanasi Sanskrit University.

The institution bears the entire expenses of fifteen girls, who are considered fit for Ashram life and are also financially deserving. The expenses of this institution are also met through contributions from persons interested in its aims and ideals.

Detailed enquiries may be made from : The Secretary, Shree Shree Ma Anandamayee Kanyapeeth, Bhadaini, Varanasi, U. P.

3. *Shree Shree Ma Anandamayee Vidyapeeth, Almora* :—

This institution for boys at Almora has been in existence since 1938. It seeks to impart education and training to the young according to the ancient ideal of *Brahmacharya* as adapted to modern conditions. Due attention is paid to ensure the balanced and harmonious development of the students—physical, intellectual and moral.

Education is provided in all subjects for the High School Examination of the Board of Secondary Education, U. P.

Here also the entire expenses of fifteen boys are borne by the institution.

Further enquiries about the Vidyapeeth may be made from : The Secretary, Shree Shree Ma Anandamayee Vidyapeeth, Patal Devi, Almora, U. P.

—·—

BRANCH-CENTRES

1. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
   Bhadaini, Varanasi, U. P. (Phone 2791)
2. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
   Vrindaban, Mathura, U. P.
3. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
   Ashtabhuja Hill, Vindhyachal, U. P.
4. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
   Kishenpur, P.O. Rajpur, Dehradun. U. P.
5. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
   Kalyanvan, 176 Rajpur Road, Dehradun, U. P.
6. Shree Shree Ma Anandamayee Sadhan Ashram,
   47/A Jakhan, Dehradun, U. P. (Phone-38)
7. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
   P. O. Raipur, Dehradun, U. P.
8. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
   Kali Mandir, P. O. Uttar Kashi, U. P.
9. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
   Chandralok; Kalkaji, New Delhi-19 (Phone 72478)
10. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
    Agarpara, P. O. Kamarhati, 24-Parganas, W. Bengal,
    (Phone-Panihati 328)
11. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
    Tarapith, P. O. Popra Sahpur, Birbhum, West Bengal
12. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
    P. O. Rajgir, Patna, Behar.
13. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
    Main Road, Ranchi; Behar.
14. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
    Swargadwar, Puri, Orissa

15. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhimpura, P. O. Chandod, Baroda, Gujarat.
16. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
3, Ganesh Khind Road. Poona-7.
17. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P. O. Ramna, Dacca, Pakistan.
18. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Siddheshwari, P. O. Ramna, Dacca, Pakistan.
19. Shree Shree Ma Anandamayee Kanyapeeth,
Bhadaini, Varanasi, U. P.
20. Shree Shree Ma Anandamayee Vidyapeeth,
Patal Devi, Almora, U. P.
21. Anandamayee Karuna, Bhadaini, Varanasi, U. P.

The names of many other institutions named after Mataji have not been included in this list as they are not managed and controlled by the Sangha.

ĀNANDA VĀRTĀ

YEARLY INDEX

Vol. XI **May 1963 — February 1964** **No 1, 2, 3, 4**

---

1. Matri Vani 1, 53, 99, 147
2. Conversations with Sri Sri Anandamai Ma— Prof. B. Ganguli 3, 101
3. Mother as seen by a westerner— Anaud Desjardins (Paris). 7
4. Great Thoughts 19
5. Mother Anandamayi— Sri Kamakshya Prasad Roy. 24
6. Mother's Methods—A dovotee ... 28
7. Pages from my Diary—Gurupriya Devi 33, 66, 105, 149
8. Matri Lila 41, 93, 186
9. Mataji Gives Darshan—Melita Maschman 55
10. Mahasivaratrl with Mataji—Krishnanath 74
11. A Modern Christian Saint— Sara Mashukr 82
12. Mottoes and Sayings of Swami Sivananda— 112
13. Talk with Swami Ramdas—Recorded by "K" 115

YEARLY INDEX (Continued)

14. The Master as I Adore—Prof. K.R.R. Sastry 118

15. Sri Vallabhacharya and His Philosophy—
T. Krishnaji 121

16. New Diary Leaves—Atmananda ... 131, 176

17. World Unity Through World Religions—
Swami Sivananda Saraswati. 175

18. Mother's Music—Prof. S. C. Das Gupta. 159

19. A Life in Zen—Takashi Hirata ... 167

———

ĀNANDA VĀRTĀ

YEARLY INDEX

Vol. XI **May 1963 — February 1964** **No 1, 2, 3, 4**

1. মাতৃ বাণী 1, 57, 113, 159
2. ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা—গুরু প্রিয়া দেবী ... 3, 59, 115, 161
3. শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার কথা—সৎসঙ্গী 9
4. আনন্দম্—শ্রী বিভুপদ কীর্ত্তি 19, 66, 123
5. মাতৃ কথামৃত—নীলমণি 20
6. পুরাণের কথা—'শৌনক' 23, 90
7. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—শ্রীঅমূল্য কুমার দত্ত-গুপ্ত এম-এ, বি-এল 31, 100, 149, 188
8. ভক্তের বিদায়—স্বামী শিবানন্দ গিরি 40
9. দীক্ষা লাভ—বিজন প্রভা দেবী 47
10. যত্র বিশ্বং ভবত্যেকণীড়ম—পণ্ডিত বটুকনাথ ভট্টাচার্য, এম,এ 67
11. ত্রয়োদশ সংযম মহাব্রত—সৎ-সঙ্গী 72, 124
12. পুরাতন স্মৃতি—স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ 83
13. আমার ধর্ম্ম জীবনের সূচনা—শ্রীঅরুণ প্রকাশ বন্দোপাধ্যা 134

YEARLY INDEX (Continued)

14. শ্রীশ্রী গিরিজী প্রসঙ্গ—স্বামী শিবানন্দ গিরি … … 138
15. যাত্রী—শ্রীসুধীর ব্রহ্মচারী … … … 168
16. কলিকাতায় মাতৃ-জন্মোৎসব—সৎসঙ্গী … … 169
17. বেদান্তের কথা—স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ … … 177
18. পূর্ণ প্রাপ্তি—স্বামী শিবানন্দ গিরি … … … 185
19. তুচ্ছ, সত্যই কি তুচ্ছ—শ্রীঅমূল্য বন্দ্যোপাধ্যায় … … 201

Registered with the Registrar of Newspapers for India under No. RN 4727/57

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA
LIST OF PUBLICATIONS

Hindi

Mātri Darshan—"Bhaiji"	2-50
Sad Vāni „	1-00
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi	
Vol. I, III, V and VI	each 2-00
Vol. II and IV	„ 3-00
Ma Anandamayi—Dr. Pannalal	2-50
Ma Anandamayi Upadeshamrita Sangraha	(Out of print)
Akhanda Mahāyajña—Gurupriya Devi	2-50
Kirtan Rasa Swarūpa	6-00
Sankirtan, Stav, Aratī	0-40

Bengali

Mātri Darshan—"Bhaiji"	2-00
Sad Vāni „	1-00
Mātri Vāni	0-75
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi	
Vol. I–IX	each 2-00
Vol. X, XI	each 2-50
Ma Anandamayi Upadeshamrita Sangraha	1-50
Akhanda Mahāyajña „ „	2-50
Kirtan Rasa Swarūpa	6 00
Suno Bali Maer Kotha—Sailesh Brahmachari	1-25
Mātri Lila Sankirtan	0-31
Anandamayi Ma—Ganga Samiran	2.50
Namavalı— „	0.50

Gujarati

Mātri Darshan—"Bhaiji"	1-50
Ma Anandamayee Ke Sannidhyame, Part I & II—Br. Kantibhai	2-00
Amrit Vani—Br. Dattatreyanand	2-00

English

Mother As Revealed to Me—"Bhaiji"	4.00
Mother As Seen by Devotees (A Symposium)	3-00
Mātri Vāni (Sayings)	1-25 Special edition 1-50
Words of Sri Anandamayi Ma	Rs. 3-00 or 5-00 (Rexin bound)

Photos etc.

Album of Mother's pictures	1-50
Photos—various sizes ranging from	0-37 to 15-00
[illegible]	1-25